৩য় পর্ব

১৩২২-২২

(২৫ — ৩৬ সংখ্যা)

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

তৃতীয় পর্ব্ব।

বাপ্তিস্ত মিষন যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সম্বৎ ১৯২২।

সূচী।

এতৎ পর্ব্বস্থ চিত্রের সূচী।

CONTENTS OF VOL. III.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

৩ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [২৫ খণ্ড।

রবর্ট্ ব্রুস্।
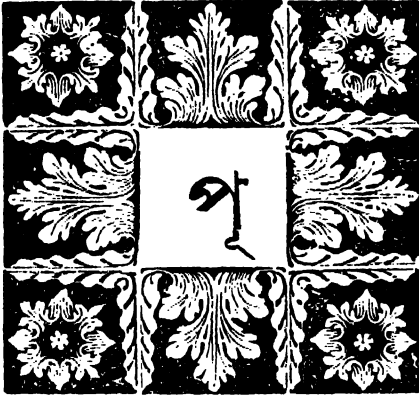
পূর্ব্বে ইংলণ্ড এবং স্কট্লণ্ড এই দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল; শাসন-বিষয়ে এ-কের সহিত অন্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। বিদেশীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক থাকাতে এবং শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা হওয়াতে, ইংলণ্ড শীঘ্রই একটি সুপ্রসিদ্ধ ধনশালী রাজ্য হয়। স্কট্লণ্ড পার্ব্বত্য দেশ, তথায় বিদেশীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্য-সংশ্রব তৎকালে তাদৃশ ছিল না, শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাও অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। দেশীয় লোকেরা দেশে যাহা উৎপন্ন হইত, তাহাই ব্যবহার করিয়া আপনাদিগকে সুখী বোধ করিত। স্বভাবতঃ পর্ব্বতীয় লোকেরা বলিষ্ঠ ও বীর্য্যশালী হয়, এই হেতু স্কচেরা ধনবান্ সভ্য ইংরাজদিগকে কোন মতেই সমকক্ষ জ্ঞান করিত না, পর্ব্বতহইতে নামিয়া তাহারা তাহাদের ধন সম্পত্তি লুট করিয়া লইয়া যাইত। ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া ইংলণ্ডীয়েরা তাহাদিগকে বাধা দিতে অনেক যত্ন করিত; তদ্ধেতুক অনেক ঘোরতর যুদ্ধ হইত, এবং মধ্যে ২ স্কট্লণ্ডের লোকেরা ইংলণ্ডের কর্ত্তৃত্বাধীন হইত।

স্কট্লণ্ড এই রূপে এক বার ইংরাজদের অধীন হইলে ওয়ালাস্ নামা এক ব্যক্তি প্রথমে তাহা মুক্ত করিতে চেষ্টা পান। তাঁহার মৃত্যু হইলে রবর্ট্ ব্রুস্ সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাস-বেত্তারা লিখিয়াছেন, অন্যান্য কুলীনবর্গ পদমর্য্যাদার অতিক্রম করিয়া যে রূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, ত্রিংশৎ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত রবর্ট্ ব্রুসও সেই রূপ গর্হিত কর্ম্মে দূষিত ছিলেন। সেই দোষ এই যে প্রয়োজন হইলে তাঁহারা ইংলণ্ডাধিপতি এডওয়ার্ড রাজার আনুগত্য স্বীকার করিতেন, এবং আপনাদিগকে নিরাপদ্ দেখিলেই প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন-পূর্ব্বক তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিতেন। যে লোকেরা স্বজাতির স্বাধীনতারূপ অমূল্য সম্পত্তি অনধিকারী বিদেশী রাজাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অর্পণ করে, কখনই তাহারা উদারচিত্ত ভদ্র লোক নহে। আবার এক ব্যক্তিকে কর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুনরায় তৎকর্ত্তৃত্বের বিপরীতাচরণে যাহারা প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই বা কি রূপ ভদ্র লোক? রবর্ট্ ব্রুস্ এ অপরাধের

রবর্ট্ ব্রুস।

অপরাধী ছিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য কুলীনবর্গ এ বিষয়ে যত নিন্দিত হইয়াছিল, তাঁহাকে তত নিন্দা করা যাইতে পারে না; কারণ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টে বহুকাল তাঁহাকে কালযাপন করিতে হইয়াছিল, আচার ব্যবহারে তিনি ইংরাজদিগের তুল্য ছিলেন।

ইংলণ্ডে বাস করিয়া ব্রুস এডওয়ার্ডের সৈনিককর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, এমত সময়ে এক দিন কমিন নামা এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পূর্ব্বে এই কমিন ওয়ালাসের এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন। তাহাতে যে২ উপায়ে স্কটলণ্ড রাজ্য ইংলণ্ডের অধীনতাহইতে মুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উভয়ের অনেক পরামর্শ হইলে, ব্রুস তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি স্কটলণ্ডে গিয়া তন্নিবাসী লোকদিগকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিতে উৎসাহ প্রদান কর; আমি তাহাদের অভীষ্ট-সাধনে বিশেষ চেষ্টা করিব।" কমিন বিশ্বস্ত লোকের ন্যায় কর্ম্ম করিলেন না। ব্রুসের এই কুমন্ত্রণার কথা সকল এডওয়ার্ড রাজাকে জানাইবার অভিপ্রায়ে গ্লষ্টর-প্রদেশের জমীদারের নিকট এ বিষয় ব্যক্ত করিলেন। ব্রুসের প্রতি ঐ ভূম্যধিকারীর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি মনে২ বিবেচনা করিলেন, দুরাত্মা কমিন এরূপ কুমন্ত্রণার কথা কহিলে, এডওয়ার্ড রাজা ব্রুসের প্রাণ রক্ষা করিবেন না; রাজভক্ত প্রজা হইয়া আমার পত্র লিখিয়া তাহাকে ইহা জানানও উচিত হইতেছে না; অতএব কোন সঙ্কেতদ্বারা ব্রুসকে এ স্থানহইতে শীঘ্র স্থানান্তরিত করা আমার বিধেয় হইয়াছে।" এই বিবেচনা করিয়া তিনি তাহাকে এক থলিয়া মোহর এবং দুইখান ঘোড়ায় চড়িবার রেকাব উপঢৌকনরূপে পাঠাইলেন। এই বস্তু প্রাপ্ত হইবামাত্র সুবুদ্ধিমান্ ব্রুস বুঝিতে পারিলেন, যে এ স্থানে থাকিলে আমার মহাবিপদ হইবে; অবিলম্বে পলায়ন করিতে হইবে বলিয়া গ্লষ্টর-প্রদেশের

ভূম্যধিকারী আমাকে সঙ্কেত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তখন শীতকাল, রাত্রিকালে বারিবর্ষণের ন্যায় হিমানী বর্ষণ হইত, তথাপি ব্রুস লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া রজনীযোগে স্কট্লণ্ড-দেশস্থ নমক্লিজ-নামক এক স্থানে চলিলেন। তথায় প্রধান প্রধান অনেক স্কচ লোক একত্রিত হইয়াছিলেন; বিশ্বাসঘাতক কমিনও তাহাদের মধ্যে এক জন ছিল। উদারচিত্ত দেশহিতৈষী ব্রুস অনেক কষ্টকল্পে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে কমিনকে কোন কথা কহিলেন না; দেশীয় লোকদিগের নিকট আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদিগকে বারংবার লওয়াইতে লাগিলেন। তিনি যত বলেন, কমিন তাহাদিগকে তত বাধা দেয়, তাহাতে উভয়ে রাগান্বিত হওয়াতে কটু কাটব্য প্রয়োগ হইতে লাগিল। পরে ব্রুস রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া "রে পাষণ্ড! রে বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া তাহাকে খড়্গাঘাত করিলেন। একাঘাতেই কমিন মূর্চ্ছাপন্ন হইল, এবং তাহার শোণিত যে স্থানে পতিত হইল তাহা রক্তাকীর্ণ হইয়া গেল। মনুষ্যহত্যা করিলেই লোকের স্বভাবতঃ অত্যন্ত ত্রাস হয়, বিশেষ যে স্থলে এ ঘটনা হইয়াছিল, সেটি ধর্ম্মারাধনার স্থান—যজ্ঞবেদী, অতএব সাতিশয় গর্হিত কর্ম্ম হইল, বিবেচনায় ব্রুস কম্পিতকলেবর হওত সে স্থানহইতে দৌড়িয়া পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে কর্পেট্রিক এবং সিটন নামা দুই জন বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সন্দেহ হইতেছে, কমিনকে বুঝি আমি আজি হত্যা করিয়াছি।" কর্পেট্রিক বলিলেন, "দুরাত্মাকে মারিয়াছ কি না তোমার সন্দেহ হইতেছে, সে সন্দেহ এখনই আমি নিরসন করিব।" এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি ছুরিকা হস্তে লওত দৌড়িয়া সেই যজ্ঞবেদীর নিকট গিয়া ভূমিতলশায়ী মুমূর্ষু কমিনের বক্ষঃস্থল সেই ছুরিকাদ্বারা বিদীর্ণ করিল। ধরাতলশায়ী আহত ব্যক্তির উপর আঘাত করা অতি ভয়ঙ্কর দোষ, কিন্তু সে সময়ে এরূপ হত্যাকে লোকে সাতিশয় গর্হিত কর্ম্ম বোধ করিত না; শত্রু মারিয়া লোককে আরক্ত খড়্গ প্রদর্শন করা বড় শ্লাঘার কর্ম্ম মনে করিত; এ জন্য আপন পরিবারের নামোজ্জ্বল হইবে বলিয়া কর্পাট্রিক ব্রুসের কৃত অপরাধের অপরাধ-ভাগী হইলেন।

কমিনের মৃত্যুর পর স্কট্লণ্ড-বাসী লোকেরা রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া ইংলণ্ডীয় রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদিগকে বারংবার পরাস্ত করিল। তাহারা তাড়িত হইলে, স্কোন-নামক ধর্ম্মমঠে সকলের সম্মতিক্রমে ব্রুস স্কট্লণ্ডদেশের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই ঘটনা হয়, এ জন্য ব্রুসের স্ত্রী শ্লাঘা করিয়া স্বামীকে কহিয়াছিলেন, "প্রাণনাথ! তুমি গ্রীষ্মকালের রাজা, অসুখের কাল শীতের সময়ে রাজা হও নাই, অতএব তোমার বিঘ্ন কখনই হইবে না।" ইংলণ্ডাধিরাজ প্রথম এডওয়ার্ড সাতিশয় যুদ্ধানুরাগী লোভপরতন্ত্র রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত সহজে চঞ্চল হইত না; মনঃস্থির করিয়া তিনি সকল কর্ম্ম বিবেচনাপূর্ব্বক করিতেন। পরন্তু অধিকৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির বাসনায় তিনি যত উপায় করিলেন, সকলই নিষ্ফল হইল; স্কচদিগের নিকটে তিনি বারংবার উপহাসাস্পদ হইলেন। নাম রক্ষার নিমিত্ত একান্ত যত্ন করিয়া শেষে তিনি তুমুল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, ও পেম্ব্রোক প্রদেশের ভূম্যধিকারী সে সমস্ত সৈন্যের সেনাপতিত্ব-পদে নিযুক্ত হইলেন। ঐ ব্যক্তি অঙ্গীকার করিলেন, যে "স্কচ লোক এবং তদধ্যক্ষকে বিশেষ প্রতি-

ফল না দিয়া ইংলণ্ডে কদাচ আমি প্রত্যাগমন করিব না।” মহারাজ তাঁহার উৎসাহের নিমিত্ত তাঁহার পুত্রকে ওয়েল্স প্রদেশে এক উচ্চপদ দিলেন; এবং পরে তিন শত কুলীনদিগকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে স্কট্লণ্ড দেশে পাঠাইলেন। আসিবার সময় পিতা পুত্র উভয়কে কহিয়া দিলেন, তাহারা যেন দুই রাত্রি ক্রমাগত এক স্থানে না থাকেন। এই সকল উদ্যোগ সম্পন্ন হইলে, বৃদ্ধ রাজা স্বয়ং কিয়ৎ সৈন্য সঙ্গে লইয়া স্কট্লণ্ড-দেশে যাত্রা করিলেন।

পেম্ব্রোকের সহিত সমকক্ষ হইয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান হন, ব্রুস এমত সৈন্যসামন্ত রাখিতেন না। ইংলণ্ডীয় সেনাপতি একেবার তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়া পর্থসায়ার দেশের মধ্যবর্ত্তী মেথভেম নামক গ্রামে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। ব্রুস তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পেম্ব্রোক তাঁহার সমস্ত সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া তাঁহার প্রধান প্রধান অভিভাবককে কারারুদ্ধ করিলেন, আর বিশ্বাসঘাতক রাজবিদ্রোহী বলিয়া একে একে তাহাদের সকলকেই বধ করিলেন। ব্রুসের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি কতকগুলি অনুগামী লোককে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রথমে পর্ব্বতে পরে নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্রদ্বীপে পলায়ন করিলেন। শিকারী কুক্কুরগণ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া যেরূপ খরগোশ শিকার করে, শত্রুপক্ষ তেমনি করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজমহিষী জন কয়েক ভদ্র লোক এবং তাঁহাদের স্ত্রী আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পণ করিয়া ব্রুসের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা কোন দিন আহার পাইতেন, কোন দিন বা নিরশনে কালযাপন করিতেন। কথিত আছে যে একদা শত্রুপক্ষের জন কয়েক ব্যক্তি একটা বৃহৎ শিকারী কুক্কুরদ্বারা এক দিন ব্রুসকে আক্রমণ করিয়াছিল। ইংলণ্ড-বাস-কালীন স্কচ-রাজ ঐ কুক্কুরটাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। প্রথমে সে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু কাছে আসিয়া চিনিতে পারিয়া একেবারে তাঁহার পদতলে পড়িল, আর হস্ত পদ চাটিয়া লাঙ্গুল নাড়িয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিল। অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, রাজা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশদ্বারা আক্রমণকারীদিগকে দেখাইয়া দিলে, কুক্কুরটা বিপক্ষপক্ষের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। জন্লরন্ নামে হত কমিনের এক ভ্রাতা রাজা এডওয়ার্ডের এক জন কর্ম্মচারী ছিল। ব্রুসের দুরবস্থা দেখিয়া সে ব্যক্তি মনে২ বিবেচনা করিল, ভ্রাতৃহত্যাকারী ব্রুস আমাদের তো এক প্রকার করতলস্থ হইয়াছে, অতএব জন কয়েক হাইলণ্ড-পর্ব্বত-নিবাসী বলবন্ত লোককে পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনা যাউক। এই বিবেচনা করিয়া ব্রুসকে ধরিবার নিমিত্ত সে ছয় জন লোক পাঠাইল। তাহারা নিকটে আইলে ব্রুস আপন অসীম সাহস এবং বলের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগের চারি জনকে দুই হাতে এমনি মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন, যে প্রাণভয়ে তাহারা দৌড়িয়া পলায়ন করিল। অপর দুই জনকে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধরিয়া সমুচিত দণ্ড প্রদান করত দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

স্কট্লণ্ড এবং আইয়ারলণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র-শাখায় রাথলিন্ নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ব্রুস গোপনভাবে সেই স্থানে সমস্ত শীতকাল কাটাইলেন। এ দিকে রাজা এডওয়ার্ড তাঁহার অনুগামী লোকদিগকে ধরিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিতে লাগিলেন। নাইগেল নামে রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং অপর কয়েক জন প্রধান লোক রাজাজ্ঞায় নিহত হইলেন। রাণী, তৎসহচরী কয়েকটী মান্যা

স্ত্রী এবং যে যে ধর্ম্মাধ্যক্ষদ্বারা ব্রুস রাজমুকুট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের সকলকেই কারাবদ্ধ করা হইল। হতভাগ্য রাজা দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া ১৩০৭ খ্রীঃ অব্দের বসন্তকালে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করত স্কট্লণ্ডের প্রান্তরে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিলেন। এক ব্যক্তি ইংরাজদের সেনাপতি সে দিন তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না, তিনি এক প্রকার জয়লাভ করিলেন। কিন্তু টমাস্ এবং আলেক্জাণ্ডর নামে তাঁহার ভ্রাতা অপর এক ভাগে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ইংরাজেরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়া প্রথমে কারারুদ্ধ করিল, পরে কারলিসন্ নামে এক স্থানে সাধারণ প্রজাবর্গের সাক্ষাতে তাহাদের উভয়ের প্রাণ বধ করিল।

নিরাশা ও দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া রবর্ট্ ব্রুস আপন জন্মস্থান কারউইক প্রদেশের বনে২ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু যে খানে যান, সেই খানেই শত্রুপক্ষ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়, দেশ উদ্ধারের নিমিত্ত যত উপায় অবলম্বন করেন, সে সকলই নিষ্ফল হয়। তিনি নিজে অনেক বার পরাজিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃ-পুত্র বন্ধুবর্গ হত হইয়াছিল, রাজমহিষী এবং মান্যা স্ত্রী সকল কারারুদ্ধ হইয়া লণ্ডনে নীতা হইয়াছিলেন। ইহাতে রাজা চারি দিক্ শূন্য এবং অন্ধকারময় দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্ত হওত মনে২ বলিতে লাগিলেন, "স্কট্লণ্ড প্রাপ্ত হইবার আশা আমার আর কি আছে? এ বিষয়ের নিমিত্ত আমি আর বৃথা চেষ্টা পাই কেন? ধর্ম্মধ্বজ গ্রহণ করিয়া যে সকল খ্রীষ্টীয়ানেরা যিরূশালমে যাইতেছে, তাহাদিগের সঙ্গে যদি আমি পুণ্যক্ষেত্রে যাই, তবে জয়ী হইলে যেরূপ গৌরব, তথায় মরিলেও সেই রূপ গৌরব হইবে।" এই রূপ চিন্তা করিতে২ ব্রুস অরণ্যমধ্যে একটি প্রাচীন ভগ্ন গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন, ভাবনা ও লজ্জায় তাঁহার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে ভগ্ন গৃহের ছাতের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তখন একটা মাকড়সা জাল বুনিবার নিমিত্ত দুইটা কড়িকাষ্টের মধ্যে এক খাই সূতা লাগাইতেছিল। রাজা মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন, দুর্ব্বল কীটটা সূতা বন্ধন করিতে একাদিক্রমে দ্বাদশ বার অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিল, দ্বাদশ বারই তাহা ছিঁড়িয়া গেল, সে কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, পরন্তু ত্রয়োদশ বারের বার তাহার চেষ্টা সফলা হইল। আশা ভরসা বিহীন হতভাগ্য রাজা তদ্দর্শনে সানন্দচিত্ত হইয়া মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, "এ বিষয় আমার পক্ষে আজি উপদেশস্বরূপ হইয়াছে, উদ্যোগ পরিত্যাগ না করিবার জন্য পরমেশ্বর বুঝি মাকড়সাকে আমার কাছে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। ত্রয়োদশ বারের বার যখন মাকড়সার কার্য্য সিদ্ধ হইল, তখন আমরাও দ্বাদশ বার পরাজয় হইয়াছি; শেষ বার একান্ত চেষ্টা করিলে মনোভীষ্ট কেন না সিদ্ধ হইবে?" এই সিদ্ধান্ত করিয়া স্কট্লণ্ড-উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি আর এক বার প্রাণপণ যত্ন করিলেন। তাঁহার সহিত ইংরাজদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহাতে বল এবং উৎসাহ সহকারে তিনি সকল যুদ্ধেই জয়ী হইলেন। দেশের কিয়দংশ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন হইল, এবং ১০ই মে দিবসে অত্যল্প পদাতিক সৈন্য লইয়া সেনাপতি পেম্ব্রোক্কে তিনি লণ্ডনহিল নামক স্থানে আক্রমণ করিলেন। উৎসাহের এমনি গুণ, সেনাপতির প্রভূত অশ্বারূঢ় সৈন্য ব্রুসের সামান্য পদাতিক সৈন্যদিগের সহিত সমকক্ষ হইতে পারিল না, বল বীর্য্য প্রকাশ করিয়া তাহারা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল।

তিন দিবস পরে সেনাপতি পেম্ব্রোকের পুত্রকে তিনি আর এক যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। ইহাতে ইংরাজদের অধীনতাহইতে স্কটলণ্ড উদ্ধার করণের আশা তাঁহার মনে বলবতী হইল, তিনি জয়ের উপর জয়লাভ করিতে লাগিলেন। ব্রুসের এই রূপ প্রাদুর্ভাব-দর্শনে বৃদ্ধ রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ভগ্নচিত্ত হইয়া সাতিশয় পীড়িত হইলেন, সেই রোগে তাঁহাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হইল। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় এডওয়ার্ড তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া পিতৃশত্রুকে দমন করিবার নিমিত্ত স্কট্‌লণ্ড দেশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পরন্তু দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। বীরবর ব্রুস বাহুবলে ইংরাজদের অধিকৃত এক প্রদেশের পর অপর এক প্রদেশ ক্রমে২ জয় করিয়া লইলেন। তখন স্কট্‌লণ্ড দেশের অপরাপর তাহার অধীনতা স্বীকার করিলে, তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদিগের অধিকারভুক্ত ভূমি সকলের দলীল কি, কি প্রকার স্বত্বে তোমরা উহাতে স্বত্ববান্ আছ?" তাহারা আপনাদিগের খড়্গ দেখাইয়া উত্তর করিল, "মহারাজ! এই অস্ত্রদ্বারা আমরা উহা লাভ করিয়াছি, এবং ইহাতেই আমরা উহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।" অতঃপর রাজা এডওয়ার্ডের সেনাপতিগণ একে একে সকলেই পরাভূত হইল, রবর্ট্ ব্রুস তিন বৎসরান্তে প্রায় সমস্ত স্কট্‌লণ্ড-দেশের একাধিপতি হইলেন।

রাজা হইয়া রবর্ট্ ব্রুস তিন চারি বৎসর স্কট্‌লণ্ডের শাসনপ্রণালীর সুনিয়ম এবং সুশৃঙ্খলা করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ এবং অগ্নিদাহদ্বারা তত্রত্য প্রজাবর্গের অসুখের আর পরিসীমা ছিল না; যুদ্ধের শেষ হইলে তাহাদের দুঃখেরও অবসান হইল। এডওয়ার্ড রাজা মনে করিলেন, "আমার দোষে ইংলণ্ডের উত্তরসীমাবর্ত্তী নরদম্বরলণ্ড, কম্বরলণ্ড এবং ডরহাম্ প্রদেশ একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে। ব্রুসকে কোন উপায়ে পরাজিত না করিলে ইংলণ্ডের আর মঙ্গল নাই, অতএব বিহিত বিধানে যত্ন করিয়া শেষ উপায় অবলম্বন করা উচিত হইয়াছে।" এই স্থির করিয়া ১৩১৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা যে সাকসনী ফ্লাণ্ডরস্ আয়রলণ্ড এবং ওয়েল্‌স-দেশ আপন অধিকার-ভুক্ত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত দেশহইতে তিনি এক লক্ষ সৈন্য সঙ্গ্রহ করিলেন। তাহারা সকলেই বর্ম্ম পরিহিত, অর্দ্ধ সভ্য, অর্দ্ধ উলঙ্গ মহাকায় বীরপুরুষ, তাহাদিগকে বাধা দেওয়া রাজা ব্রুসের পক্ষে একটা সহজ ব্যাপার নহে। তাহাদের মধ্যে ত্রিংশৎ সহস্র সৈন্যকে বাধা দিতে তিনি পারেন কি না পারেন সন্দেহস্থল। স্কট্‌লণ্ড দেশে ষ্টার্লিং এবং বরউইক নামে দুইটি দুর্গ কেবল ইংরাজদিগের ছিল। ব্রুসের ভ্রাতা এডওয়ার্ড বহু দিন তাহার প্রথমটি আক্রমণ করিয়া সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া মাউব্রে নামক ইংরাজদের সেনাপতি আক্রমণকারীর নিকট এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, "অমুক দিন পর্য্যন্ত যদি আমরা ইংলণ্ডহইতে সাহায্য না পাই, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্কচদিগের অধীনতা স্বীকার করিব।" যে ব্যক্তি সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিবে, আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব, ব্রুস এমন প্রতিজ্ঞা করিলেন। যে অবস্থায় ঐ দুর্গ সংস্থাপিত ছিল, তাঁহার অল্প সৈন্য সে কর্ম্ম সমাধা করিতে পারিবে তিনি এমন বিবেচনা করিলেন। দুর্গের দক্ষিণ পার্শ্বে পর্ব্বত, বাম দিকে বাদা, এবং সম্মুখভাগে একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল। ব্রুস রাজা তাহার তীরে কতকগুলি গর্ত্ত খনন করাইয়া ঘাসের চাপড়ায় উহার উপরিভাগ এমনি আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন, যেন জানিতে না পারিয়া ইংরাজদের

অশ্বারোহী সৈন্য তদুপরি যাইবামাত্র পড়িয়া যায়, আর তাহাদিগের দুঃখনিমিত্ত ত্রিশূলাকার অস্ত্র তন্মধ্যে এমনি করিয়া পুতিয়া রাখিলেন, যে তাহারা যে দিকে পড়ুক না কেন, অস্ত্রের এক দিক্ অবশ্যই তাহাদের শরীরে বিদ্ধ হইবে।

১৩১৪ খ্রীঃ অব্দের ২৩ শে জুন দিবসে দুই পক্ষের সৈন্য এক স্থানে উপস্থিত হইল। সর্ হেনেরী ডিবোহন নামে এক জন প্রধান ব্যক্তি ইংরাজ সৈন্যের সেনাপতিত্ব-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দূরহইতে ব্রূসকে তিনি অগ্রসর হইতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ শেল উত্তোলনপূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন, আর স্থির করিলেন, ব্রূসের প্রাণ বধ করিয়া আমি এই স্থলেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিব। ডিবোহন লক্ষ্য স্থির করত শরাসনে শর সন্ধানপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর রূপে রাজা ব্রূসের প্রতি তাহা নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সে বাণ তাঁহাকে লাগিল না। ইত্যবসরে রাজা অশ্বারোহণপূর্ব্বক হস্তে একটা টাঙ্গী লওত কুলীন মহাশয়ের প্রতি ধাবমান হইয়া, প্রাণ বধ করণের কামনায় দূরহইতে তৎপ্রতি তাহা নিক্ষেপ করিলেন, পরন্তু টাঙ্গীখান তাঁহাকে না লাগাতে প্রস্তরে পড়িয়া দুই খান হইল। তদ্দর্শনে ব্রূসের কর্ম্মচারীগণ ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল, “মহারাজ! অপ্রয়োজনে আপনাকে বিপদ্গ্রস্ত করা কোন মতেই ভাল কর্ম্ম হয় নাই।” ব্রূস ইহাতে আর কোন উত্তর করিলেন না, কেবল এই মাত্র বলিলেন “আহা আমি আমার সুন্দর টাঙ্গিখান বৃথা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।”

২৫ শে জুন প্রাতঃকালে যুদ্ধের দিন স্থির হইয়াছিল, ইনচাকরে নামা এক জন যাচক স্কচ সৈন্যদিগের নিকটে আসিয়া প্রথমে প্রার্থনা করিলেন, পরে ক্রুশচিহ্ন স্কন্ধে ধারণ করত দেশ রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়া দুঃসাহসী যুদ্ধ করিতে তাহাদিগকে বিশেষরূপে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন। অপর পক্ষে রাজা এডওয়ার্ড আপন-সৈন্যবর্গকে উৎসাহ দিবার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, “ভয় নাই, ভয় নাই, আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ঐ দেখ তাহারা আমাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে।” এই কথা শুনিয়া এক জন কুলীন কহিলেন, “মহারাজ! তাহারা প্রার্থনা করিতেছে যথার্থ কিন্তু আমাদিগের নিকট নহে। তাহারা ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে হয় প্রাণত্যাগ, নতুবা জয়লাভ করিবে, ইহা আপনি মনোমধ্যে নিশ্চয় করিয়া রাখুন।” ইংরাজদিগের তীরন্দাজেরা দম্ভ প্রকাশ করিয়া প্রথমে ব্রূসের সৈন্য প্রতি আক্রমণ করিল। তৎপরে গ্লষ্টর প্রদেশের অধিকারীর অধীনে যে অশ্বারূঢ় সৈন্য ছিল, বিশেষ সাহস ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু কিঞ্চিৎ অগ্রেই ব্রূস পূর্ব্বে যে সকল গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পড়িয়া যাওয়াতে তাহাদিগের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না, সমুদায় সৈন্যদলে একেবারে বিশৃঙ্খলতা ঘটিল। তাহাদিগের সেনাপতি প্রাণে নিহত হইলেন, সর জেমস্ ওয়ালাস্ স্কট অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগের সেনাপতি ছিলেন। ইংরাজদিগের এরূপ দুরবস্থা-দর্শনে তিনি উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া অনেক সৈন্য নিপাতন করত রণক্ষেত্রহইতে তাহাদিগকে দূরীভূত করিলেন। পরন্তু স্কচদিগের নিশ্চয় জয়লাভ তখনও হইল না; ইংরাজেরা তাড়িত হইয়াও যুদ্ধ করিতে লাগিল। স্কচদিগের ১৫,০০০ পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে ছিল; হঠাৎ তাহারা একেবারে পর্ব্বতোপরি ভাগে দেখা দিল, এবং মহাকলরব করিয়া “মার মার” শব্দে নিম্নে নামিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ইংরাজদিগের সৈন্যমধ্যে ভয়ের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা মনে করিল, এই নূতন সৈন্য শত্রুপক্ষের সহিত

সংযোজিত হইলে আমাদিগের কাহারও প্রাণ থাকিবে না, অতএব লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাই বিধেয়। এই স্থির করিয়া তাহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওত পলায়নপর হইল। রাজা এডওয়ার্ড মৃত পিতার ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ প্রকাশ করিতেছিলেন, এরূপ সর্ব্বনাশ হইতে দেখিয়া তিনিও আর স্থিরভাবে থাকিতে পারিলেন না; পেম্ব্রোক-প্রদেশাধিকারী এবং ডি আর জেণ্টাইন নামা ব্যক্তির উপর সমস্ত ভার দিয়া আপনি পলায়ন করিলেন। যত ক্ষণ রাজা নিরাপদ্ না হইলেন, তত ক্ষণ ডি আর জেণ্টাইন তাঁহার সঙ্গে গেলেন, আর পরিত্যাগ করিয়া আসিবার সময় এই কথা বলিয়া বিদায় লইলেন, "মহাশয়! ঈশ্বর আপনকার সঙ্গে২ থাকুন, প্রাণ থাকিতে আমি রণস্থল পরিত্যাগ করিব না।" অতঃপর তিনি ঘোরতর কোলাহল করিয়া অনুগামী সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে ঐ ভয়ঙ্কর দিবসে অপরাপর ২০০ মহা কুলীন বীর পুরুষদিগের যে দশা হইয়াছিল, তাঁহারও সেই দশা হইল। তিনি ও প্রেম্ব্রোক-প্রদেশাকারী উভয়েই পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুরূপ রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। রাজা এডওয়ার্ড পাঁচ শত অস্ত্রধারী সৈন্য সমভিব্যাহারে লিমলিথগো নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানেও নিরুদ্বেগে থাকিতে পারিলেন না, কারণ সেনাপতি ডগ্লাস্ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আক্রমণের উপক্রম করিলেন। তাহাতে রণস্থলহইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ডন্বার নামক এক প্রদেশে তাঁহাকে পলাইতে হইল। তত্রত্য ভূম্যধিকারী বিশেষ সমাদরপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া এক খানি ক্ষুদ্র মাছধরা নৌকাদ্বারা গোপনে স্বরাজ্যে প্রেরণ করিলেন।

এই যুদ্ধে স্কট্লণ্ডের স্বাধীনতা স্থিরীকৃত হইল। বহু শতাব্দী ইংলণ্ডীয় লোকেরা এতাদৃশ পরাজয় দেখে নাই, ও তাহাদের তাদৃশ বহু সংখ্যক লোক হত এবং কারারুদ্ধ হয় নাই, অতএব রবর্ট্ ব্রুসের নাম তাহাদের পক্ষে ভয়াবহ হইল। ইহার পর আইয়ারলণ্ড দেশে রাজা ব্রুসের সহিত ইংরাজদের আর এক বার যুদ্ধ হয়, তাহাতেও তিনি জয় লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমাগত কএক বৎসর অবিচ্ছেদে পরিশ্রম, আহার নিদ্রার কষ্ট, এবং মানসিক উৎকণ্ঠাদ্বারা অতঃপর ব্রুস বিষম পীড়ায় ব্যথিত হইলেন। দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সৈন্য পরিচালন করিতে আর তিনি সমর্থ হইলেন না। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে সমুদায় রাজ্যরক্ষার ভার মরে এবং ডগলাসের প্রতি অর্পণ করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত হইলেন। স্কচ্-ইতিহাসে মহাবীর বলিয়া ডগলাসের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে, ইনি ইংলণ্ডের উত্তর-সীমাবর্ত্তী লোকদিগকে যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কেহ কখন করে নাই। সামান্যরূপ আহার করিয়া দিবা রাত্রি পরিভ্রমণ করিতেন। পূর্ব্বকালীয় রীত্যনুসারে গৃহদাহ মনুষ্য-হিংসা এবং শস্য-বিনাশ করিতেন। ইংলণ্ডের রাজা তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই, বারম্বারই পরাজিত ও তাড়িত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার অল্প দিন পরে রাজা রবর্ট্ ব্রুস কারড্রুস-প্রদেশবর্ত্তী কলাইত নদীর তীরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার বয়স পঞ্চ পঞ্চাশত বর্ষ হইয়াছিল তন্মধ্যে স্কট্লণ্ড-দেশে তিনি কেবল, বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে যিরূশালমে যাইয়া ধর্ম্মধ্বজ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, একারণ মৃত্যুর প্রাক্কালে পরমাত্মীয় বন্ধু ডগলাসকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "মৃত্যুর পর আমার হৃদয় তুমি যিরূশালমে

লইয়া বিহিত বিধানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিও।” তদনুসারে ডগ্‌লাস্ যত্নপূর্ব্বক গন্ধরসদ্বারা তাঁহার হৃদয়ের পূতি নিবারণ করিয়া তাহা পালাষ্টাইন্ দেশে প্রেরণ করত তথায় ব্রুসের ইচ্ছানুরূপ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়াছিলেন। রবর্ট্ ব্রুস সাতিশয় সাহসী শক্তিমান্ সুবুদ্ধিমন্ত এবং দেশহিতৈষী মহাপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত ছিলেন, এবং যত কাল স্বাধীনতানুরাগের প্রশংসা ভূমণ্ডলে বলবৎ থাকিবেক তত কাল তাঁহার নাম স্মরণীয় থাকিবেক, সন্দেহ নাই। এই মহাত্মার বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং তাঁহার বংশধরেরা এল্‌গিন্ ও কিঙ্কার্ডাইন্ প্রদেশের “আরল” পদবীতে অভিনিবিষ্ট আছেন। এতদ্দেশের বিগত গবর্ণর জেনেরল্ লর্ড এলগিন্ এই রবর্ট্ ব্রুসের বংশধর ছিলেন। তাঁহার পুত্র অধুনা তাঁহার “আরল্” পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে ?

কি আক্ষেপ, আমাদিগের গোদাবাড়ী ও ছাগলনড়ীর সাহায্য নাই! তাহা থাকিলে আমরা এক বার ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া কত দেশের কত নীতি রীতির বিবরণ প্রত্যক্ষ করত পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম? কত বিদ্যা, কত কৌশল, কত নৈসর্গিক আশ্চর্য্য পদার্থ দেখিয়া জ্ঞান ও সাধারণের ঐহিক মঙ্গলের বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইতাম? কিন্তু তৎ সমুদায় তাদৃশ রহস্য ব্যঞ্জক হইত না, বিভিন্ন দেশে সৌন্দর্য্যের বিভিন্নলক্ষণ-দর্শনে যাদৃশ প্রমোদ হইত। মনে করুন সকল দেশের প্রধান বরাঙ্গনাগুলী এক চক্ষে প্রায় এক কালে দেখিতে পাইতাম, ও তাহাদের তুলনা করিয়া সৌন্দর্য্য কি, তাহার নির্দ্দেশ করিতাম; ইহাহইতে কৌতুকাবহ ঘটনা আর কি আছে? সত্য যে আমরা প্রচলিত নিয়মে ভ্রমণ করিয়া অনেক দেশের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে পারি; পরন্তু তাহা অত্যন্ত কষ্ট ও আয়াস-সাধ্য। অপর সভ্য দেশে প্রায় প্রতি বর্ষে বিভাবের (“ফেশনের”) পরিবর্ত্তন হইতেছে, ও অসভ্যেরাও ফেশনের পাশহইতে মুক্ত নহে, সুতরাং আমরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে যাহা দেখিব তাহা সর্ব্বত্রের এক সময়ের বিবরণ হইবে না, অতএব ভূমণ্ডলের সকল দেশের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদিগের এক প্রস্তাবে সমন্বয় করিতে বিরত হইয়া কোন্ দেশে কোন্ অঙ্গের কোন্ লক্ষণকে বিশেষ সৌন্দর্য্য-সাধক বলিয়া লক্ষিত হয় তাহার বর্ণন করিব।

ইহা বলা বাহুল্য যে স্ত্রীর সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া নিরূপিত করা যায়; তাহারই পরিবর্দ্ধনার্থে মনুষ্যজাতি সর্ব্বদা বিব্রত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র —সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার—সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধদ্রব্য—সকলই তাহাদের সেবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইতেছে। তন্তুবায় তাহাদের নিমিত্ত দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে। ডুবুরী তাহাদের ব্যবহার্য্য মুক্তার নিমিত্ত মকর-কুম্ভীরের ভয় পরিত্যাগ করিয়া অতলস্পর্শ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছে। খনিক পুরুষেরা তাহাদের প্রয়োজনীয় সুবর্ণের নিমিত্ত অহর্নিশ ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে; তাহাদিগের নিমিত্ত এতৎ সন্দর্ভের একটী প্রস্তাবের সমস্ত বিনিযোগ করা কোন মতে অধিক নহে। ফলে সুন্দরী স্ত্রীর মুখের সদৃশ কমনীয় পদার্থ ভূমণ্ডলে কি আছে? এই রূপ প্রস্তাব করিলে লোকে কি প্রকার উত্তর দিবে তাহার প্রতীক্ষা করিতে হয় না। মনুষ্য যে কোন জাতিজ হউক, যে কোন দেশে উদ্ভূত হউক, এবং যে কোন মতাবলম্বী বা যে কোন রূপ মানস-বিশিষ্ট হউক—সকলেই এতৎ প্রশ্নের এক মাত্র উত্তর দিবে, সন্দেহ নাই। এবিষয়ে অনৈক্য-মত নরজা-

তিতে সম্ভবে না; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কি কি লক্ষণ থাকিলে স্ত্রী সুন্দরী হয় একথা জিজ্ঞাসা করিলে, কোন দুই ব্যক্তি এক উত্তর দিবেন না।

মুখাকৃতি সৌন্দর্য্যের এক প্রধান অঙ্গ, অথচ প্রাচীন গ্রীসদেশীয়েরা ও নব্য ইংরাজেরা তথা হিন্দুরা অণ্ডাকৃতি মুখই সর্ব্বোত্তম বলিয়া থাকেন; কিন্তু চীনদেশীয়েরা তাদৃশ মুখবিশিষ্টাকে "ঘোড়ামুখী" বলিয়া গোলাকার "শরামুখীর" অনুরাগে গদ্‌গদ্‌-চিত্ত হয়েন, এবং এস্কুইমঃ জাতীয়েরা তদুভয়ের পরিহরণ করিয়া বর্ত্তুলাকার "মালসামুখীর" অনুসরণ করিয়া থাকেন।

পরন্তু মুখাবয়ববিষয়েই যে মনুষ্য-মনে ভেদজ্ঞান আছে এমত নহে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বিশ্বাস আছেযে গ্রীসদেশীয় হোমর নামক কবি কবিকুলের শ্রেষ্ঠ; তিনি তদ্দেশীয়-মত-প্রসিদ্ধ দেবরাজ যুপিতরের মহিলা জুনোর রূপবর্ণন-সময়ে তাঁহাকে "বৃষাক্ষী" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টান্তে ইংরাজী-অনুকরণ-তৎপর কোন নব্য যুবক কোন স্বদেশীয়া ভুবনমোহিনীকে "হে গোচুকী" বলিলে কিরূপ রসাভাস হয় তাহা পাঠকবৃন্দের মনে অনায়াসেই অনুভূত হইবে। পরন্তু চীনদেশীয়েরা হোমর অপেক্ষাও অধিক রসিক; তাহারা বরাঙ্গনাননে শূকর-চক্ষুর সদৃশ ক্ষুদ্র চক্ষু থাকিলে কমনীয় বোধ করে, সুতরাং তাহাদের দেশে, "হে শূকরাক্ষি" বলিয়া প্রণয়িনীর অনুসরণ করিলে তাহার অনুরাগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মনে করুন ঠাকুরদাদা সম্পর্কীয় কেহ তদনুকরণে ঠাকুরণ দিদীর সমাদর করিলে গৃহসম্মার্জ্জনীর কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা না সম্ভব হইতে পারে। এক জন চীন কবি আপন প্রিয়-সখীর প্রশংসায় লিখিয়াছেন—

"আহা মরি প্রিয়মুখ মালসা সমান,
তাহে চক্ষু আছে কি না, না হয় প্রমাণ।"

আমরা প্রার্থনা করি যে আমাদিগের পাঠকবৃন্দ কেহ ভ্রমেও এই চৈনিক কবির অনুকরণ না করেন; তাহা করিলে বঙ্গীয়া মৃগাক্ষীর নয়নযুগলে মৃগাক্ষের লাবণ্যের পরিবর্ত্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আধিক্য হইবে, সন্দেহ নাই। পারস্য কবিরা "কোমল অলসায়ত" লোচনের প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু স্কটলণ্ড দেশে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া "হাসন্ত চক্ষুর" বিশেষ সমাদর হইয়া থাকে। এই সকল নানা প্রকার চক্ষুর মধ্যে কি যে প্রকৃত সুন্দর,তাহা পাঠকদিগের অভিরুচ্যনুসারে নির্ণীত হইবে, আমরা তাহার মীমাংসা করিলে কোন না কোন পাঠক বা পাঠিকার নিকট তিরস্কৃত হইবার আশঙ্কা আছে।

মুখের গঠনে নয়নের পর নাসিকা সৌন্দর্য্যের এক প্রধান অঙ্গ; তাহার অবয়ব-ভেদে মুখ শ্রীর বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। তাহার অভাবে তিলোত্তমার মুখও ঘৃণাজনক হইয়া উঠে। পরন্তু কি প্রকার নাসিকা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। ভারতবর্ষে "তিল ফুল জিনি নাসা" ভারতচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়। অন্য কবি শুক চঞ্চুর আকৃতি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কহেন; ফলে উভয়েই ঈষৎ বর্ত্তুল নাসিকার অনুরাগী। ফরাসী-দেশেও সেই রূপ বর্ত্তুল নাসিকার প্রশংসা আছে। কিন্তু অধুনা এতদ্দেশে "টীকল" সরল রেখার অবক্র তিলক হয়, এমত নাসিকাই সকলের প্রিয়; প্রাচীন গ্রীসদেশে এবং নব্য ইংলণ্ডেও তাহা প্রশংসনীয়। তদ্রূপ নাসার প্রত্যাশায় ধাত্রীরা নব্য প্রসূত শিশুর নাসা প্রত্যহ টিপিয়া সেক দিয়া থাকে, এবং তাহাতে কথঞ্চিৎ নাসার উচ্চতা সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই। পরন্তু ঐ ধাত্রী আফ্রিকা দেশে গমন করিলে তাহার সে আয়াস তাহার অন্নাভাবের কারণ হইত, যেহেতু তথায় উচ্চ নাসিকা অত্যন্ত নিন্দনীয়, এবং যাহাতে ঐ কুৎসিতের লক্ষণ না উপলব্ধ হয় এই নিমিত্ত তত্রত্য ধাত্রীরা শিশুর নাসা প্রত্যহ

মর্দ্দিত করিয়া তাহার খর্ব্বতা সিদ্ধ করে। বস্তুতঃ সে আয়াস এপর্য্যন্ত ফলবান হইয়াছে যে অধুনা অনেক হটেণ্টক ভুবনমোহিনীর নাসিকা আছে কি না তাহা সামান্য নয়নে লক্ষ্য হয় না। ন্যু-জীলণ্ড দ্বীপের ললনারাও এই রূপে খর্ব্ব নাসার অনুরাগিণী, এবং তাহাদেরও নাসা আছে কি না ইহা বিদেশীয়দিগের মনে কখন কখন সন্দেহ হইয়া থাকে। পারস্য দেশবাসীদিগের শুকপক্ষির চঞ্চুর ন্যায় "আঁকড়সীনাকে" বিশেষ দাক্ষিণ্য আছে।

নাসিকার পরই অধরপল্লব; তাহার আরক্ত আভায় অভিভূত না হয়েন এমত বঙ্গ-সন্তান প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ। পক্ব বিম্ব, দাড়িম্ববীজ, পদ্মরাগমণি প্রভৃতি সুদৃশ্য আরক্তবর্ণ সকল পদার্থই তাহার প্রশংসায় বিনিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সেই পক্ববিম্বোষ্ঠী আরব্য দেশে নীতা হইলে "রক্তমুখী" বলিয়া তিরস্কৃতা হয়, কারণ তত্রত্য ললনারা অহর্নিশ প্রয়াস পাইয়া আপন আপন অধরপল্লব নীলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকেন; তাঁহাদের মনে এতদ্ভিন্ন শোভা হয় না।

ললাটের গঠন কিরূপ হইলে সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয় তাহারও নিরূপণ হইয়া উঠে নাই। বর্ত্তুল, চেপটা, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ, নীচ, প্রশস্ত, খর্ব্ব—সকল প্রকার ললাটেরই প্রশংসা কুত্রাপি না কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়াছে। গ্রীস্‌দেশীয়েরা উচ্চ প্রশস্ত কপাল স্ত্রী জাতির সৌন্দর্য্যের হানিকর জ্ঞান করিত, এবং তদ্বিপরীতে গত শতাব্দীর ফরাসী ললনারা মস্তকের পুরোভাগের কেশ উৎপাটিত করিয়া প্রশস্ত ললাট সিদ্ধ করত আপন আপন সৌন্দর্য্যের অভিমান সন্তৃপ্ত করিতেন। পরন্তু এবিষয়ে মেক্‌সিকো দেশীয়া রমণীদিগের আচরণ বিশেষ রহস্যব্যঞ্জক। তাঁহারা আজন্মকাল নানাবিধ তৈল ও প্রলেপের অনুসরণদ্বারা সমস্ত কপালে কেশজন্মাইবার চেষ্টায় বিব্রত আছেন, কারণ তাঁহাদের দেশে মস্তকের কেশ ভ্রূপর্য্যন্ত আসিলেই তাঁহাদের মূর্ত্তির মোহনীয়া শক্তির পরিবৃদ্ধি হয়। এতদ্দেশে সমস্ত ললাটে কেশ দেখিলে বরাঙ্গনারা বানরীর প্রতিমূর্ত্তি অনুভব করেন; পরন্তু তাঁহারা আবৃত ললাটের অনুরাগিণী না হইলেও উচ্চ বর্ত্তুল কপাল কোন মতে সমাদরণীয় জ্ঞান করেন না;—তাহার অপকৃষ্টতা বিজ্ঞাপনার্থে "উচ্ কপালী চেরণদাঁতী বিয়ের রাতে খাবে পতি" ইত্যাদি বাক্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রাখিয়াছেন। পরন্তু উচ্ কপাল হইলেই যে বিবাহের রাত্রিতেই বৈধব্য ধারণ করিতে হয় এমত কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই; প্রত্যুত ঔসাগী নামা এক জাতীয় মার্কিন মনুষ্যমধ্যে উচ্চ ললাট বিখ্যাত আছে, ও তাহার বিশেষ সমুচ্চতা সাধনার্থে তাহারা শিশুদিগের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ প্রত্যহ টিপিয়া পুরোভাগের সমুন্নতি সম্যগ্‌রূপে সিদ্ধ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিলাসবতীদিগের যে অধিক বৈধব্য ঘটিয়া থাকে এমত কোন প্রমাণ নাই। এই জাতীয় মনুষ্যদিগের প্রতিবাসী অপর এক জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহারা পূর্ব্বোক্তদিগের প্রতিদ্বন্দ্ব সাধনার্থেই হউক বা সৌন্দর্য্যের বোধ প্রভেদবশতই হউক, শিশু জন্মাইবামাত্র তাহার কপালে একখানা কাষ্ঠফলক বান্ধিয়া দেয়, এবং প্রত্যহ তাহার বন্ধনীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা করিয়া অবশেষে শিশুদিগের কপাল এতাদৃশ চেপ্‌টা করিয়া ফেলে যে নাসাগ্রহইতে মূর্দ্ধা অবধি সর্ব্বত্র এক সরল রেখায় আবৃত হয়; এই প্রযুক্ত কথিত জাতীয়েরা "উত্তান ললাট" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু এতদুভয় জাতীয় মনুষ্যেরাই যে ললাট বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যের চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে এমত নহে। এক জাতীয় আফ্রিক স্ত্রী আছে তাহারা শিশুর মস্তকের চতুষ্পার্শে চারি খানি তক্তা ও উপরে আর এক খানি তক্তা বান্ধিয়া মস্তক ও ললাটের চতুষ্কোণত্ব সিদ্ধ করে;

তাহা না হইলে কোন বিলাসবতী রূপবতী বলিয়া অভিমান করিতে পারেন না।

স্ত্রীদিগের সৌন্দর্য্যের দ্যোতক মধ্যে ভ্রূ এক প্রধান অঙ্গ; তাহার অবয়বভেদে রূপের অন্যথা হইবে ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে। ফলে পূর্ব্বকাল অবধি রূপবর্ণনে ইহার উল্লেখ হইয়া আসিতেছে, এবং এতদ্দেশে ধনুরাকৃতি ভ্রূই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হয়। পরন্তু কাশ্মীর ও জর্জিয়া দেশীয়া বরাঙ্গনা, যাঁহারা নরজাতীয়-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাতা, তাঁহারা ঐ ভ্রূ সমাদরণীয় জ্ঞান করেন না; প্রত্যুত অত্যন্ত স্থূল উভয়সংযুক্ত যোড়া ভ্রূই তাঁহাদের প্রিয়। কিন্তু ঐ অভিরুচির নিমিত্ত তাঁহারা ইতালীদেশীয়া বিলাসবতীদিগের নিকট তিরস্কৃতা হইয়া থাকেন; কারণ ইতালীদেশে অতি সূক্ষ্ম কৃষ্ণরেখার সদৃশ ভ্রূই প্রশস্ত, এবং যে সকল লাবণ্যবতীরা স্বভাবতঃ তদ্রূপ ভ্রূ না প্রাপ্ত হন তাঁহারা সোন্নার সাহায্যে ভ্রূর কেশ উৎপাটন করত তাহার সূক্ষ্মতা সিদ্ধ করেন। কলিকাতায়ও কোন কোন বাবু আছেন যাঁহারা ক্ষৌরের সাহায্যে ভ্রূর সূক্ষ্মতা ও ধনুরাকৃতি সিদ্ধ করিয়া থাকেন। পরন্তু আমাদিগের মনোমোহিনীরা অদ্যাপি সে ভাবের অনুসরণ করেন নাই।

ভ্রূ অপেক্ষা কেশ অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ; ভ্রূবিহীনা স্ত্রী বরং সহ্য হইতে পারে, কিন্তু কেশবিহীনা কদাপি সহ্য হইতে পারে না; অতএব কেশের বিন্যাসবিষয়ে স্ত্রী জাতি মাত্রেরই সম্যক্ অনুরাগ দেখা যায়; এমত স্ত্রী কেহ নাই যে কেশের সেবায় প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কাল বিনিযোগ না করে। অশীতি-পর বৃদ্ধারাও প্রত্যহ এক গাছা ফিতা দিয়া আপন পলিত কেশের কবরীবন্ধন করিতে ত্রুটি করেন না। পরন্তু সেই কেশ কি রূপ হইলে ও কি প্রকার বিন্যস্ত করিলে সর্ব্বতোভাবে সৌন্দর্য্যের সমৃদ্ধি হয় তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। ভারতবর্ষে এমত কেহ নাই যে কেশের কি বর্ণ উত্তম এ প্রশ্নের পৃথক্ উত্তর দিবেন; আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে একবাক্যে কৃষ্ণ কেশই সৌন্দর্য্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিবেন; কিন্তু তাহা হইলে বিলাতী বরাঙ্গনাদিগের সুবর্ণাভ ও কটাভ প্রভৃতি কেশ ও তাহার প্রশংসায় গদ্‌গদ্‌চিত্ত নায়কদিগের দশা কি হইবে? এবং তাঁহাদের যে কোন প্রকারে গতি করিলে মধ্য আশিয়ার এক জাতীয় সৌন্দর্য্যাভিমানিনী, যাঁহারা দিবারাত্র কেশের শুক্লত্ব সাধনার্থে নানা বর্ণ ব্যবহার করত শুক্ল কেশ সিদ্ধ করিয়া আপনারা অধিক সুন্দরী হইলেন অভিমান করেন, তাঁহাদের দশা কি হইবেক? তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কেয়ূর কুন্তলের প্রশংসা বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ ছিল, গত শতাব্দীতেও কবিরা তাহার অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের বাল্যকালে পল্লীগ্রামে ও কলিকাতায় "মমের পেটেপাড়া বেড়া বিউনী" তুল্যরূপে দেখিয়াছি, আমাদিগের বয়স্ক অন্যেও তাহা দেখিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমাদিগের প্রাগ্‌যৌবনে তাহা রহিত হয়, এবং তৎপরিবর্ত্তে "পিঞ্চট করা ঝাপটার" প্রথা কলিকাতায় বলবতী হইয়া আইসে; তখন রূপাভিমানিনী যোড়শী অল্প ছিলেন যাঁহারা বেলা ৩ টার সময় তপ্ত লোহে কুন্তলের কুটিলতা সাধনার্থে বিব্রত না হইতেন, ও এক ঘণ্টা কাল তদ্বিষয়ে পরিশ্রম করত ঐ কুঞ্চিত কেশ কাগজে বান্ধিয়া অপর এক বা দুই ঘণ্টাকাল সং সাজিয়া থাকিতেন; পরে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গাত্র ধৌত করণানন্তর কাগজ খুলিয়া ঝাপটার শোভা সম্ভোগ করিতেন। কিয়ৎকাল পরে পিঞ্চট রহিত হয়; কিন্তু দোলায়মান কুন্তলের কোন ব্যাঘাত হয় নাই, তাহা বিলাতে ও এতদ্দেশে তুল্য বলবৎ ছিল। পরন্তু কালে সকল বস্তুর অন্যথা হইয়া থাকে, সুতরাং কুন্তলই মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু লাভ করিতে পারে নাই। অধুনা সমস্ত কলিকাতায় অনুসন্ধান করিলে একটি প্রকৃত ঝাপটা পাওয়া

দুষ্কর হইবে; সকলই ইংরাজী খোঁপার দৌরাত্ম্যে বিব্রত হইয়াছে, এবং আমাদিগের শৈশবকালের "পেটেপাড়া" পুনরুদ্ভাবিত হইয়াছে; কেবল তাহার অনুষঙ্গিণী "বেড়া বিউনীর" বক্রী আছে, বোধ হয় তাহাও প্রত্যাগমন করিতে পারে। সত্য যে পেটে পাড়ার মম এই ক্ষণে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অনেক ঠাকুরুণ দিদীরাও অধুনা "পোমেটমে" সে অভাবের নিরাকরণ করিয়া থাকেন। তাহাতে মমের পরিবর্ত্তে মেদ গ্রহণ এই মাত্র ভেদ দৃষ্ট হয়, ফলের কোন অন্যথা দৃষ্ট হয় না। আফরিকা দেশের বেকুয়ানা জাতীয়া স্ত্রীদিগের মধ্যে মম বা পোমেটম সুপ্রাপ্য নহে, এই প্রযুক্ত তাহারা গোমেদ ও অভ্রের সাহায্যে কেশের জটা নির্ম্মাণ করে, এবং তাহা মস্তকের চতুর্দ্দিগে দোলায়মান রাখে; তন্মধ্যে যে ললনা সকল জটা গুলি সমদীর্ঘ ও কোন জটা কর্ণের নীচে পর্য্যন্ত দোলায়মান না হয় এমত কেশ প্রস্তুত করিতে পারেন, তিনিই সৌন্দর্য্যের মুখ্য গরিমা প্রাপ্ত হন। ঐ জটাগুলি অভ্রের মাহাত্ম্যে চাকচিক্য না হইত তাহা হইলে আমরা তাহার সহিত ভারতচন্দ্রের "বেনীসাপিনীর" তুলনা করিতাম। এই জটাভার বেকুয়ানা নায়কদিগের বিশেষ মোহনীয় হইলেও তাহাদের প্রতিবাসী নাটালের নায়কেরা তাহা অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করে, কারণ তাহাদের মনোমোহিনীরা মহিষের মেদদ্বারা সমস্ত কেশে এক স্থূলপিণ্ড নির্ম্মাণ করে; তাহা মস্তকোপরি ধুচুনীর ন্যায় বদ্ধ থাকে, এবং দীর্ঘকাল ও অনেক প্রযত্নে প্রস্তুত হইলে চিরকাল সমভাব থাকে, তাহাই তাহাদের কবরীর মুখ্য আদর্শ এবং সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় গরিমাস্থল।

সঞ্চয় ভাণ্ডার।

সংসার এমন স্থান নহে যাহাতে অবস্থিতি করিয়া জীবনকাল নির্বিঘ্নে অতিবাহিত করিতে পারা যায়। দুঃখজাল সর্ব্বদা সংসারকে আচ্ছন্ন করিতেছে; সংসার চক্র একটুকু বিকল হইলেই মনুষ্য দুঃখজালে জড়িত হয়, আর দুঃখজালে এক বার পতিত হইলে উহাহইতে মুক্তি লাভকরা সহজ নহে। অতি সুবিজ্ঞ ও উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিকেও নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সঞ্চিত ধন না থাকাতেই এই ক্লেশ উৎপন্ন হয়। অপর সঞ্চয় করা সামান্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। অনেকে বলেন অর্থাগমের আতিশয্য ও ব্যয়ের নিতান্ত ন্যূনতা না ঘটিলে সঞ্চয় হইতে পারে না। ব্যয়াবশিষ্ট অর্থ নিতান্ত অল্প হইলে নৈমিত্তিক সুখের ব্যাঘাত করিয়া ঐ অর্থ কেহই বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বিশেষ রূপে এই এই প্রতীতি জন্মে যে হস্তে টাকা থাকিতে কেহই ব্যয় নিবারণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে পারেন না। কেহ ঐ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিবার জন্য স্বধন অন্য লোকের নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখেন। বিত্ত সমর্পণ কার্য্য অনেক অন্তরায়ে জড়িত; তাহা নিতান্ত অল্প হইলে লোকের নিকট সর্ব্বদা সমর্পণ সুসাধ্য হইয়া উঠে না; আর তাহা অত্যধিক হইলে অন্যের নিকট বিত্ত সমর্পণান্তে তাহার পুনঃ প্রাপ্তি বিষয়ে অনেক সংশয় থাকে। অতি সুপবিত্র চরিত্র না হইলে তাহার নিকট অর্থ গচ্ছিত করিতে বিশ্বাস জন্মে না; অথচ এরূপ লোক অনেক স্থানে অতি বিরল। এই হেতু যাহাদের অল্প ধন উদ্বৃতও হয় তাহা প্রায় সঞ্চয়াধারে অবস্থান

অসভ্য দস্যুর প্রতিকার।

করিতে পারে না। যাহারা অনেক পরিমাণে ধন বাঁচাইতে পারেন তাঁহারা সুখী হইতে পারিব মনে করিয়া আপনাদিগের পরিবারকে বহুমূল্য ভূষণভারে মন্থরগামী করিয়া থাকেন। এবিষয়েও অনেক বিঘ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ দস্যু তস্করেরা বহুল বসন ভূষণ দেখিলে তৎস্বামীকে প্রচুর অর্থের আধার মনে করিয়া তাহার উপর অশেষ অত্যাচার পূর্ব্বক ঐ সমুদায় বস্তু এককালে আত্মসাৎ করে। দ্বিতীয়তঃ পরিবারমধ্যে ভূষণাদির তারতম্য ঘটিলে অনেক স্থলে গৃহবিচ্ছেদ ঘটে। তৃতীয়তঃ প্রকৃত বিপদকালে বিপদুদ্ধারজন্য দেহহইতে ভূষণ উন্মোচন করিয়া অবলাদিগকে আন্তরিক ক্লেশ দিতে সকলেই দুঃখিত হইয়া থাকেন।

ঐ ভূষণ সকল উন্মোচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেও হয় ত কেবল কর্ত্তার নিজ কলত্র ভিন্ন উহাতে কেহই সম্মত হন না। এই সমুদয় প্রতিবন্ধক বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বকালের লোকেরা অর্থ সঙ্গ্রহ করিতে পারিলে আত্ম-পরিবারবর্গকে যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্কার দিয়া অবশিষ্ট ধাতুময় ভাণ্ডে সংস্থাপন পূর্ব্বক ভূগর্ভে নিহিত করিতেন। একালেও উহার বিরল প্রচার হয় নাই। এবিষয়টীও উপদ্রব শূন্য নহে। অবনীর উদরে নিধান করিয়া দস্যু তস্করাদির উপদ্রব নিরাকরণ নিমিত্ত সর্ব্বদা উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। এই কার্য্য যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে সুখী বলিয়া বোধ হয় না। অনেক সময়ে ধুগ্ধফেণনিভশয্যাতে শয়িত হইয়া রাত্রিকে অনুলঙ্ঘ্য করা বিধুর বাস কাল জ্ঞান পূর্ব্বক তাহার সত্বর প্রভাত কামনা করিতে থাকেন। অনেক সময়ে ঐ সকল মহাপুরুষকে নিয়মিত কালে স্নান ভোজন করিতেও দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যের পক্ষে এই রূপ ব্যবহার নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র।

সভ্য জাতি মধ্যে এই সকল দুর্নিমিত্ত নিবারণ

জন্য অনেক সাধুশীল মহাজন ঐকমত্যাবলম্বন পুরঃসর সঞ্চয় ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সঞ্চয় ভাণ্ডারের উপাদেয়তা জানিলে অনেকে সুখী হইতে পারিবেন। যে সকল ব্যক্তি মাসিক ব্যয়াবশিষ্ট এক টাকা অল্প বলিয়া অন্যের নিকট রাখিতে লজ্জিত হইতেন এক্ষণে তাঁহাদিগকেও মাসিক ।০ চারি আনা সঞ্চয় করিলাম বলিয়া অক্ষুব্ধ দেখা যায়। দশ টাকা সমর্পণ করিতে পারিলে আপনাকে সুখী করিতে পারিব মনে করেন।

এরূপে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঐ ভাণ্ডারে সমর্পিত হইলে দেখা যায় যে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হইয়াছে। অধিকন্তু ঐ ভাণ্ডারহইতে যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে কুসীদ প্রাপ্তও হয়। এইটী যে কেবল ইহার প্রকৃত উপাদেয়তা ইহা নহে। এই সঞ্চয় ভাণ্ডারস্থ অর্থ ইচ্ছা করিলেই আনয়ন করা যাইতে পারে। ইহার উদ্দেশ্যও এই। যথাকালে যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে স্থাপন করিয়া আবশ্যক সময়ে উপযুক্ত অর্থ সমষ্টি গ্রহণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। টাকা থাকিলে নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু আত্মহস্ত সাধন থাকিলে সুনিবার্য্য কার্য্যেও আমোদ উপলক্ষে ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই রূপে লোকে বিপদে পতিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রূপে ঐ ভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিতে পারিলে উহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। কালক্রমে উহারই ফলদ্বারা অনেক সুখ উৎপন্ন হয়। এই রূপ বিশ্বাস জন্মিলে লোকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাহা হইলে ক্রমে লোকের মিতব্যয়িতা অভ্যাস হইয়া আইসে। সংসারের মিতব্যয়ী লোকই সুখী, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই রূপ হইলেই সুখী হইতে পারিবেন।

আমরা সঞ্চয় ভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ স্থাপন করিতে উপদেশ দিতেছি বলিয়া যে ভূষণ ধারণ এক কালে প্রতিসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলাম ইহা যেন কেহ মনে না করেন। ভূষণ ধারণ করিলে যাহাদিগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নাই তাহাদিগকেও সুশ্রী দেখায়। স্বভাবতঃ সুন্দর ব্যক্তির পক্ষে অলঙ্কার ধারণ মণি-কাঞ্চন-যোগজশোভা সম্পাদন করে। দেশীয় যোযাগণের পক্ষে অলঙ্কার বিশেষ ফলোপধায়ক। এদেশীয় রামাগণ ভূষণাতিরিক্ত স্ত্রীধন প্রায় সচরাচর ভোগ করিতে পান না। বিশেষতঃ স্বামির মৃত্যু ঘটিলে একেবারে নিরবলম্ব নিঃস্ব হইয়া পড়েন। এই সকল বিবেচনা করিলে উহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অলঙ্কার দেওয়া অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে না; বরং সুযুক্তি বলিয়াই বোধ হয়। এদেশীয় কামিনীগণ পতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে আর অলঙ্কার ধারণ করিতে সক্ষম হয়েন না। এরূপ স্থলে তাঁহাকে ঐ আভরণ গুলি বিক্রয় করিয়া অর্থ সঙ্গ্রহ পূর্ব্বক কোন সামগ্রী বন্ধক রাখিয়া কুশীদ গ্রহণ পূর্ব্বক বাণিজ্য কার্য্য করিতে প্রণোদিত হইতে হয়। এই প্রণালীক্রমে প্রায় সর্ব্বত্র কুশাদ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই পদ্ধতি নিন্দনীয় নহে। কিন্তু ইহা শঙ্কা পরিশূন্যও নহে, তাহা অম্লান বদনে বলা যায়। পরের দ্রব্য দস্যু তস্করাদির হস্তহইতে রক্ষা জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। অধমর্ণের প্রতি উত্তমর্ণের বিশ্বাস জন্মিলে বস্তু প্রতিভূ রাখিতে হয় না। সঞ্চয় ভাণ্ডারস্থ স্থাপয়িতাদিগকে সাধু অধমর্ণ বলিয়া লোকের বিলক্ষণ বিবেচনা জন্মিলে অবশ্যই ঐ খানে লোকের অর্থ রাখিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে। বিশ্বাসই ভূলোকে লোকের প্রতি প্রণয় সম্পাদক হইয়া থাকে। পরস্পর বিশ্বাস রূপ প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া লোক কত গুরুতর কার্য্য সিদ্ধ করিতেছেন। এমন অনেক মহাজন

আছেন, যাঁহাদিগের অনেক অধমর্ণের সহিত আজন্মকাল মধ্যে কেহ কাহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। কিন্তু সুদৃঢ় বিশ্বাস শৃঙ্খল বশতঃ অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সকল অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল মহাশয়েরা যদি একত্র হইয়া স্থানে স্থানে এক একটী সঞ্চয় ভাণ্ডার স্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ফলে স্বার্থ থাকিলেও নিঃস্বার্থ হিতৈষিতার কার্য্য দেখাইতে পারেন। এক জন দৈনিক শ্রমজীবী শ্রমে অক্ষম হইলে যে দিন ঐ সঞ্চয়াধারহইতে আত্মসঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করে সে দিন তাহার কি মানস সরোবর স্ফীত হয় না। সে কি মনে করে না যে আমি ক্রমে বিন্দুপরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া এক কালে স্তূপাকার অর্থ প্রাপ্ত হইলাম। আমেরিকা ও ইংলণ্ড দেশে এই রূপ সঞ্চয় ভাণ্ডারদ্বারা অশরণ বালক, বিধবা রমণী, ও শ্রমজীবী, লোকের কত দূর উপকার হইয়াছে তাহা বলা যায় না। অশরণ বালকেরা ঐ অর্থদ্বারা নিয়মিত রূপে শিক্ষিত হইয়া থাকেন। বিধবাগণ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় আছে মনে করিয়া জীবনকাল বিনা ক্লেশে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। শ্রমজীবী ব্যক্তিরা কোন দিন পরিশ্রম না করিতে পারিলে ঐ অর্থদ্বারা আপনাদিগকে অশেষ ক্লেশহইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যাঁহারা কখন কোন স্থানে হুণ্ডী লইয়া গিয়াছেন তাঁহারাই উহার ফলোপধায়কতা অনুভব করিতে পারিবেন। কথিত প্রকার সঞ্চয় ভাণ্ডার কলিকাতা নগরীতে একটী স্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম "গবর্ণমেণ্ট সেবিংসব্যাঙ্ক।" এই ব্যাঙ্কটী সকল লোকে জ্ঞাত নহে। বিশেষতঃ ইহা কেবল এই নগরস্থ লোকদিগের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। অপর ইহাতে অল্প টাকা করিয়া বা স্থিত পাঁচ শত টাকার অধিক ন্যস্ত রাখিবার নিয়ম নাই; অধিকন্তু রবিবারাদি পর্ব্বাহে, পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে ঐ সঞ্চয় ভাণ্ডারের দ্বার বিমুক্ত থাকে না বলিয়া লোকের নিরতিশয় উপকার জনকতা জ্ঞান জন্মে নাই। তত্রাপি তাহাতে অনেকের বিশেষ উপকার লব্ধ হইতেছে। এই ব্যাঙ্কে গত বৎসরের হিসাবে দৃষ্ট হইল যে তাহার পূর্ব্ব বৎসরে ইহাতে ৯,৫৭,০২৮।৶২ ন্যস্ত ছিল ও গত বৎসরে ৬,৬৩,০৬৩৷৷৴৮ টাকা গচ্ছিত হইয়াছিল। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি ঐ ব্যাঙ্ক না থাকিলে ঐ ছয় লক্ষ তেষট্টী হাজার টাকার অর্দ্ধেকও সঞ্চিত হইত না, কোন কোন বিফল কার্য্যে তাহার অধিকাংশই ব্যয়িত হইত। অপর ঐ টাকার নিমিত্ত সঞ্চয়কারী ৩৩৯৮৯/১১ টাকা কুসীদ পাইয়াছেন, জমা না করিলে এ সুদের কথাই বিফল মানিতে হইত।

যদি এদেশীয় অতি সুপবিত্র চরিত্রসম্পন্ন আঢ্য ব্যক্তিরা পল্লীগ্রামাদিতে এক একটী ঐরূপ সঞ্চয়াধার সংস্থাপন করেন তাহা হইলে এদেশের লোকদিগকে মিতব্যয়িতা শিক্ষাদান পুরঃসর সুখী করিতে পারেন। সঞ্চয়াধারের দ্বার রাত্রি ব্যতীত উদ্ঘাটিত রাখা উচিত; ইহাতে অন্যূন চারি আনা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা বিধেয়। অর্থ সমর্পণ কালে উহার ন্যূনাধিক্য বা পদমর্য্যাদা অনুসারে অর্থ সমর্পয়িতাদিগকে অর্থ গ্রহণের স্বীকার পত্র দান কালে কালগৌণ করাও নিতান্ত অপরামর্শ। সমর্পিত ধনের পুনঃপ্রাপ্তির যত সুশৃঙ্খলা হইবে ততই লোকে ভাণ্ডারে বিশ্বাস করিবে। সাধারণ লোকে উহার উপকার-জনকতা জ্ঞান করিতে পারিলে ঐ স্থানেই অর্থ সমর্পণ করিতে মনোনিবেশ করিবে। এই রূপে বহু ধন সঙ্গৃহীত হইলে মহাজনেরা উহার লভ্যাংশদ্বারা দেশের বিপুল উপকার করিতে পারেন।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

৩ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [২৬ খণ্ড।

বুগ্‌দাদ্ নগর।
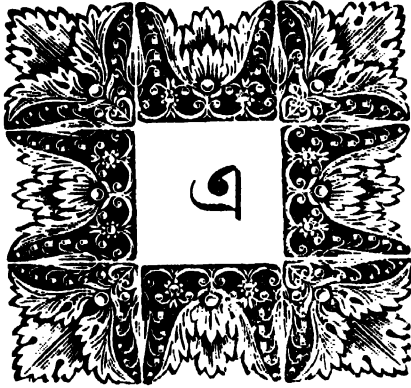
এই নগরটীর নাম বোধ হয় আপামর সাধারণ সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। কপোতপ্রিয় মাত্রেই "বোগ্দা" পায়রার নাম করিয়া থাকেন। "বোগ্দা" এই শব্দটী বুগ্দাদ্ শব্দের অপভ্রংশমাত্র। বোগ্দা পায়রা কপোত মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভূত, এবং তাহা বুগ্দাদ্ রাজ্যে জাত কপোত ভিন্ন আর কোন কপোতকেই বলা যায় না। এতাদৃশ পরিমাণে এই কপোত তদ্দেশহইতে অন্যত্র প্রেরিত হয় যে তাহা তদ্দেশের বাণিজ্যদ্রব্যমধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে।

বুগ্দাদ তুরুক্ক দেশের একটী প্রধান নগরমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। ইহা টাইগ্রীস নদী তটে স্থিত এবং তদ্দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আছে। শত্রুর আক্রমণ নিবারণ জন্য ইহার প্রান্তভাগে কর্দ্দম নিবদ্ধ ইষ্টকময় প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। টাইগ্রীস নদীর এইখানকার পশ্চিম তীরস্থ বাসস্থলগুলিকেই পূর্ব্ব কালে বুগ্দাদ্ নগর বলিত। এই নগরের রাজধানী, সুবিখ্যাত হারুণ-অল্-রশিদ খলিফার আদেশে ঐ নদীর পূর্ব্ব তটে নীত হয়। যে স্থলে রাজকার্য্যাদির আবির্ভাব হয় সেই খানেই বাণিজ্যেরও প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়া থাকে। তদনুসারে নদীর পূর্ব্ব ধার সমৃদ্ধিসম্পন্ন লোকের আবাস ইষ্টক প্রস্তরের আলয়ে ভূষিত হইতে লাগিল; ও নদীর পূর্ব্বতীরস্থ বাসস্থলগুলি ক্রমে দীনহীন জনগণেরই মাতৃভূমি রূপে বিগতশ্রী হইতে লাগিল। উভয় তীরস্থ নগরই তুরুক্কদেশের প্রধান বাণিজ্য স্থল।

এই দেশের বাণিজ্য দ্রব্যমধ্যে অতি সুপরিষ্কৃত লোহিত ও পীত চর্ম্ম, যাহা সর্ব্বদেশীয় চর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই প্রধান। আরবদেশীয় মুসলমানেরা সচরাচর যে পরিচ্ছদ গুলিকে অত্যুত্তম জুর্বা, আবা, ও কাবা প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করেন তাহাও এই নগরে উৎপন্ন হয়। এই পরিচ্ছদগুলি প্রধানতঃ ঐ স্থানবাসী আরবেরা ধারণ করে বলিয়া উহার ঐ উপাধি হইয়াছে।

বুগ্দাদ নগর মহম্মদের উত্তরাধিকারী এক জন প্রধান খলিফা ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে সংস্থাপিত করেন। তদবধি ১২৫৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিভা
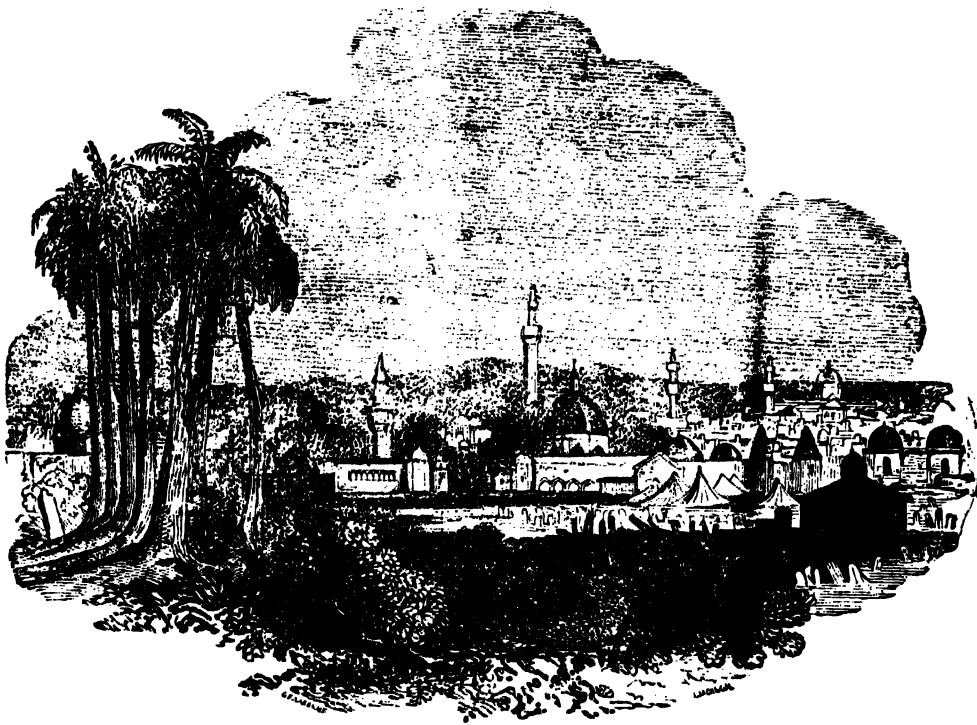
বুগ্‌দাদ্ নগর।

অক্ষুণ্ণ ছিল। তৎপরে ১৩৯৩ অব্দে ইহা তাতার বংশীয়দিগের হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া তুরস্কদিগের শাসনের বশীভূততা স্বীকার করে।

টাইগ্রীস নদীর উভয় পার্শ্বের বাসস্থলকেই বুগ্দাদ্ নগর বলে ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। ঐ উভয় পার্শ্বে গমনাগমন সুবিধা জন্য নদীগর্ভে এক নৌসেতু সঙ্ঘটিত আছে। এখানকার অট্টালিকা পারস্য দেশের সৌধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এদেশের প্রাসাদ মধ্যে মস্‌জিদ্ গুলিই অত্যুত্তম। বাঁধা ঘাট, পান্থনিবাস, হট্টমন্দির সকলও নিতান্ত হীনকল্প নহে। আবাসবাটীসমূহ আমাদিগের বাসস্থল অপেক্ষা মন্দ নহে, বরং অনেকাংশে সুন্দর ও স্বাস্থ্যদায়ক।

বুগ্দাদ্‌বাসীরা সচরাচর যে গৃহ নির্ম্মাণ করে তাহা তিন তল বিশিষ্ট। প্রথম তলটী ভৃত্যাদির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় তল ভোজ্য দ্রব্য ব্যতীত উপাদেয় সামগ্রীতে পরিশোভিত হয়। উপরিস্থ তলটী আবাস জন্য নির্দ্ধারিত। এরূপ বাসসুশৃঙ্খলা থাকিলেও রাজপথবর্ত্তী হর্ম্ম্যের বাতায়ন নাই বলিয়া সুতরাং সৌন্দর্য্যের খর্ব্বতা দেখা যায়। বস্তুতঃ রাজমার্গও তাদৃশ প্রশস্ত সরল বা সুগম নহে। পদ্ধতিসংস্কার প্রায় শুষ্ক মৃত্তিকাদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এদেশে নরযানে যাতায়াতের নিয়ম নাই। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অশ্ব বা গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করেন। হীনবল-গর্দ্দভ-পৃষ্ঠ বুগ্দাদবাসী অবলাগণের নিজ স্ব স্বরূপ। উহাতে পুংজাতির স্বত্ব নাই বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। খাঁ বাহাদুরেরা এখানকার সভ্য। ইহারা আতিথেয়ী। এক্ষণে এদেশস্থ কাহারই আর বিশিষ্ট বিদ্যাবত্তা দেখা যায় না; কিন্তু সমুদয় মস্‌জিদে পক্কশ্মশ্রু ছাত্রের বাক্‌বিতণ্ডা দেখা যায়। খলিফাদিগের

সময়ে বুগদাদের বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান শাস্ত্রাদির চর্চাদ্বারা পৃথিবীস্থ অপর সমস্ত বিদ্যালয়কে পরাস্ত করিয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও আছে। বিদ্যালয়টী নদীর ধারে অবস্থিত ছিল।

এখানে আরবীয় রমণী ভিন্ন, আর সকল মহিলাকেই দেশের নিয়মানুসারে সতীত্ব রক্ষা জন্য আপাদমস্তক আবৃত করিয়া থাকিতে হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং দর্শনার্থে ঐ বস্ত্রের দর্শন স্থান, ও ঘ্রাণ স্থান সূক্ষ্মরূপে নিষীবিত হয়। অপর বামাগণ সকলেই উল্কিদ্বারা আপনাদিগের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকৃতরূপে চিত্রবিচিত্র করেন। ইহারা সর্ব্বাচ্ছাদিত থাকে বলিয়া ইহাদিগের অবয়বগত সৌন্দর্য্যের বিষয়ে কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তিদিগের মনে নানা সংশয় উপস্থিত হয়। এই অবলাগণ একেবারে বর্ণজ্ঞানশূন্য। ইহারা যখন ঘোটক বা গর্দ্দভে আরোহণ করেন তৎকালেও উক্তরূপে আচ্ছাদিত হইয়া রেকাবে পদদ্বয় সংবৃত্ত করিয়া চর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হন। ঘোটকারোহণ প্রায় স্ত্রীজাতির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যদি হয় তবে কৃষকায় অশ্বে উঠিতে হয়। অবশেষে অধম তারণ নির্দ্দিষ্ট গর্দ্দভের স্কন্ধে নির্ভর করা বিধি। অবলাগণ উত্তমাঙ্গের পুরোভাগস্থিত আচ্ছাদনের উপর কপর্দ্দক নির্ম্মিত একপ্রকার ভূষণ ধারণ করিয়া থাকেন।

এদেশের আর্ম্মাণীরা শিক্ষিত, বিনীত, ও ধার্ম্মিক; কিন্তু অত্যন্ত ক্রোধবশীভূত। ইহারা সাতিশয় তাম্রকূট প্রিয়; সাহসিক; কার্য্যদক্ষ। স্বরত্তি প্রতি ইহাদিগের ঘৃণা আছে। সেই হেতু ইহাদিগের অনেককে ইংরাজ জাতির সহিত মিলিত হইয়া ভূমণ্ডলের নানা স্থলে বাণিজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত দেখা যায়। শস্ত্রবিদ্যা বিষয়ে ইহাদিগের পারগতা আছে। পরন্তু এসকল গুণসত্বেও জুয়াখেলার হস্তহইতে ইহারা পরিত্রাণ পায় নাই।

বুগ্দাদের প্রজার প্রধান অংশ মুসলমান। তাহারা সিয়া ও সুন্নী এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এবং এতদ্দেশের শাক্ত ও বৈষ্ণবের ন্যায়, ঐ সিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ীরা পরস্পর বিষম জাতিবৈরসংসাধন করিয়া থাকে। তন্নিবন্ধন সময়ে দরিদ্রদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়।

সিয়ামতাবলম্বীরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান ও মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্ম বিনির্ম্মিত স্তবক যুক্ত লোহিত শিরস্ত্রাণ ধারণ করে। ইহাদিগের হস্তে স্ফটিকের মালাও থাকে। এই সম্প্রদায়ীরা কোরাণের সহিত তুল্যরূপে মহম্মদের বাচনিক উপদেশও মানিয়া থাকে। সুন্নীদিগের হরিৎ বস্ত্র প্রশস্ত, কিন্তু বেশবিন্যাস সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ গোঁড়ামী নাই; এবং কোরাণ ব্যতীত মহম্মদের মৌখিক উপদেশ তাহারা স্বীকার করে না। বুগ্দাদ দেশে সিয়ামতাবলম্বীদিগের সঙ্খ্যাই অধিক। এখানে যিহূদী ধর্ম্মাবলম্বীও অনেক আছে। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান দুই একটীমাত্র দেখা যায়।

যিহূদীদিগের বেশভূষা সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন প্রকার। কেহ বা লোহিত কেহ বা পীত পরিচ্ছদ ধারণ করেন। হিন্দুদিগের ন্যায় ইহারা পরমেশ্বরের আরাধনা কালে করে মালা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কলিকাতাস্থ আর্ম্মাণীদিগের বেশভূষা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই ইহাদের পরিচ্ছদের ভঙ্গী বিশেষ বুঝিতে পারিবেন।

স্বপ্নাবেশে দেশ ভ্রমণ।

একদা স্বপনে এই হয় দরশন,
পদ্মাপ্রবাহেতে যেন করিতে ভ্রমণ,
বিচিত্র বারেন্দ্র ভূমে করি বিলোকন,
নিকটে উদয় আসি মূর্ত্তি বিমোহন।

সুধীর গম্ভীর ভাব পুরুষ প্রাচীন,
মম প্রতি জ্ঞান কথা কন সমীচীন।
কিবা স্মৃতি, শ্রুতি-স্মৃতি কণ্ঠের অধীন!
কিবা ধৃতি, শান্তি যেন নয়নে আসীন!

মম সহচরগণ না দেখে তাঁহারে,
পদ্মার তরঙ্গরঙ্গ সভয়ে নেহারে।
তাঁর উপদেশে মম উদিত উৎসাহ,
হৃদয় কন্দরে বহে আনন্দ প্রবাহ।

মহা যোগী মনু বাক্য বজ্রগ্রন্থী সম,
কিবা জনস্থানস্থিত কানন দুর্গম!
সেই গ্রন্থী মোচন করেন অবহেলে;
তাঁর গুণে সে দুর্গম বনে পথ মেলে।

তাঁহার কৃপায় জানি এই তত্ত্ব সার,
কিবা ছিল আর্য্য ভূমে পুর্ব্ব ব্যবহার।
দেশে দেশে নিগদিত তাঁর গুণগ্রাম,
ভুবনে ভরিল শ্রীকুল্লুক ভট্ট নাম।

তথাহইতে আইলাম কাঁটয়া প্রদেশে;
তথায় জাহ্নবী বটে উল্লাসিত বেশে।
চরে চরে, চরে নানা বিহঙ্গ বিকলী;
শ্রবণ মোহিত করে কলিত কাকলী।

সে কল কলন মম মনে নাহি ধরে;
সে স্বরে কি সুধা ক্ষরে শ্রবণবিবরে?
তার চেয়ে মিষ্ট তান বাজিল শ্রবণে,
যে তানে জগত মুগ্ধ একতান মনে।

দেখিলাম এক দ্বিজ মত্তচিত্ত গানে,
উপনীত নারায়ণ-ক্ষেত্র-সন্নিধানে;
মুখে "জয় জগদীশ হরে" অবিশ্রাম।
শুনিলাম কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁর ধাম।

মূর্ত্তিমতী করে দ্বিজ রাগিণী-নিকরে;
মুঞ্জরে নীরস তরু মধুর সুস্বরে—
ভৈরবী, বাসন্তী, বেলাবলী, মধুমালী,
কল্যাণী, গুর্জ্জরী, পট্ট মঞ্জরী, রঙ্গিনী।

এমন মধুর গাথা আর নাহি হবে।
কে বলে ধরায় নাহি অমৃত সম্ভবে?
শব্দসিন্ধু ভাবসিন্ধু করিয়া মন্থন,
শ্রীগীতগোবিন্দ সুধা করিল গ্রন্থন।

কি ছার লবঙ্গলতা, সুধীর সমীর!
কি ছার কোকিল কল নির্ঝরের নীর!
এ হেন ললিত, হেন কোমলতা সার,
হেন সুমধুর, হেন বিমল কি আর?

ধন্য পদ্মাবতী* সতী, ধন্য পতি তব,
জগৎ ব্যাপিল যার সুরব গৌরব।
জয় জয়দেব তব কবিত্ব অতুল
বাঙ্গালার কীর্ত্তি কল্পলতিকার মূল।

তরল-তরঙ্গী গঙ্গা-প্রাবৃট-প্রভাবে,
ঢল ঢল ঢল অঙ্গ যবে ঢল নাবে;
প্রবল প্রবাহ বেগে ধায় ত্বরা ত্বরি
নদীয়ার ঘাটে আসি উপনীত তরী।

সহচরগণ উঠে করে নিরীক্ষণ
রুদ্ররায়-প্রতিষ্ঠিত রুদ্র পুরাতন,
কাংস্যকার গৃহে কামধেনু পরিপাটী,
শিবালয়-শ্রেণী, প্রমুদিত পুষ্পবাটী।

* জয়দেবের বণিতা।

আমি ত সে সব কিছু দেখিতে না পাই ;
অন্য জন মানবের সঙ্গে দেখা নাই।
দেখিলাম দ্বিজত্রয় মহামহাশয়।
একে একে তাঁহাদের শুন পরিচয়।

প্রথমে প্রসিদ্ধ প্রমা, খ্যাত শিরোমণি,
গোতমীয় জ্ঞান গরিমার রত্নখনি।
বিজ্ঞান-কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ প্রকাশি,
রাখিলেক নিত্য প্রতিষ্ঠিত যশোরাশি।

শিশুকাল-হত্যে তাঁর বুদ্ধি সুপ্রখর * ;
অঙ্কুরেতে পরিচয় দেয় তরুবর।
মিথিলায় প্রবসতি বিদ্যালাভ হেতু ;
সর্ব্বোপরি আসন লভিল যশঃকেতু †।

দ্বিতীয় দ্বিজেন্দ্র ধরে জগদীশ নাম ;
বৈশেষিকে বিশেষ প্রবুদ্ধ গুণধাম।
শ্রীসিদ্ধান্ত মুক্তাকবি সন্দর্ভ সিন্দূরে
মাজিয়ে মালিন্য ভিন্ন করিলেক দূরে।

অক্ষপাদে কণাদে তাঁহার তুল্য নাই,
কতই গভীর বুদ্ধি ভাবিয়ে না পাই।
অনুমান, উপমান, শব্দের সন্ধান
পদে পদে প্রমাণের অকাট্য বন্ধান।

কিসে দুঃখ, কিসে জন্ম, প্রবৃত্তি বা কিসে,
কিসেই বা দোষ আর মিথ্যা জ্ঞান দিশে,
পর পর কিসে এই সব পায় নাশ,
দ্বিতীয় সূত্রের অর্থে করিল প্রকাশ।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ যোগী বয়সে কিশোর,
কটিতটে কর্ব্বুর কৌপীন বেড়া ডোর,
কষিত কনক কান্তি প্রেমরসে ভোর,
শিহরিত তনুরুচি কদম্বের কোর।

শিশুকালে সংসার বিরাগী সর্ব্বত্যাগী,
পরিণামে শুদ্ধ হরিনামে অনুরাগী ;
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, প্রেম মাত্র সার,
দেশে দেশে এই তত্ত্ব করিল প্রচার।

সংসারের দুঃখ দেখি অন্তরেতে দহে,
নয়নেতে করুণার অশ্রু-নদী বহে।
হায় প্রেমদেবে অন্ধ দেশভেদে কহে,
চৈতন্য চৈতন্য-হীন প্রণয় প্রমোহে॥

বিচিত্র স্বপ্নের ক্রিয়া, হেরি অনন্তর,
সহসা সে ভাব পুনঃ হইল অন্তর।
যেন ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া উদয়,
পুণ্যতীর্থ যথা সপ্ত ঋষির নিলয়।

যেন কোন মহাযোগে হইয়াছে মেলা,
আসিয়াছে কত সাধু সঙ্গে লয়ে চেলা ;
স্নান দান পূজা হোম কর্ম্মকাণ্ড খেলা,
কলরব স্থিরভাব নহে একবেলা।

দেখিলাম কত শত পণ্ডিত ধীমান্,
কিবা দেবঋষিগণ আসি মূর্ত্তিমান।
কথায় কথায় কত যুক্তির লহরী,
রসহীন তর্কনদী রসে যায় ভরি।

---

* প্রবন্ধ আছে শিশুকালে শিরোমণি একদা এক চতুষ্পাঠীতে অগ্নি আনয়নার্থ গিয়াছিলেন। আধার লইয়া না আসাতে অধ্যাপক ব্যঙ্গ করাতে প্রামাণিক শিশু তৎক্ষণাৎ অঞ্জলিবদ্ধ করপ্রসারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "অগ্নি দেউন"। ব্যঙ্গকারী শিশুর প্রত্যুৎপন্নমতি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

† ইয়ুরোপীয় নিয়মে ছাত্রদিগের আসন উন্নতি অবনতির ব্যাপার এদেশে পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল।

দেখিলাম এক ধারে বসি ধরাসনে
ধীরদ্বয় মগ্ন, বাক্য-শাস্ত্র-আলাপনে।
কভু হাঁসে কভু কাঁদে স্বভাবের বশে;
শ্রোতৃগণ অভিষিক্ত নব নব রসে।

একের মোহন ভাব বর্ণিব কি আর!
কবিত্ব ছটায় হরে মানসান্ধকার।
অষ্টাদশ ভাষায় ভাসুর ভূরি জ্ঞান,
চন্দ্রকলা প্রভাবতী জনক ধীমান্।

করেতে করিয়া এক বিমল দর্পণ
যাহার নয়ন পথে করেন অর্পণ,
সে হেরে অদ্ভুত অতি তাহার ভিতরে
মানুষিক মানসিক ভাব স্তরে স্তরে॥

বার বার দশ বার ঘুরায় দর্পণ,
কত মত চিত্র তাহে হয় দরশন;
কাব্য, রস, ব্যঙ্গ, ব্যঞ্জনাদি নিরূপণ,
দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার বিবেচন।

অপূর্ব্ব কুহকী এই মায়িক প্রধান
স্পষ্ট পরিচয় কিছু না করে প্রদান।
মহামন্ত্রী গদাধারী পুরুষানুক্রমে
কোথায় নিবাস কিছু না কহেন ভ্রমে।

কেবা সেই মহাদেবী উমা নাম যাঁর,
কেবা সেই ভানুদেব বল্লভ তাঁহার?
নিজ নামে কবিরাজ উপাধি সংযুত,
নাহি জানি বৈদ্য কিম্বা ব্রাহ্মণের সুত।

দ্বিতীয় সুধীর বৈদ্য কুলের তিলক
খুলিয়াছে নানা-শাস্ত্র-কবাট-কীলক।
ব্যাকরণ কাব্য অভিধানে গুণগ্রাম,
ভরত মল্লিক নাম, পিণ্ডিরায় ধাম।

এইরূপ কত রূপ রূপ-গুণধর
মেলাতে মিলিত যেন অমর-নিকর।
প্রশান্ত বদনভঙ্গী, প্রশস্ত ললাট,
বাক্য বন্ধে গৌড়ীয়, বৈদর্ভী, ছেক, লাট।

পুনরায় সেই ভাব পাইল বিলয়,
হেরি যেন কলিকাতা কমল আলয়;
বিপুল বিনোদ বহু সৌধ সারি সারি;
গণনায় স্থির নহে কত নর নারী।

অগণিত নদী উপনদীর সমান
নানা দিগে পথপুঞ্জ করিছে প্রয়াণ।
জনতার স্রোত তাহে বহে দিবা রাতী,
বিবিধ বিচিত্র যান, নৌকা নানাজাতি॥

মহা কলরব ভিন্ন কিছু শ্রুত নয়,
জলের প্রপাত প্রায় অনুক্ষণ বয়।
বিপণি ভরিয়া দ্রব্য কত শত মত,
ভারতে বাণিজ্যলক্ষ্মী নবব্রতে রত॥

দেখিলাম বটে বহু পদার্থ অদ্ভুত,
ফলে সে সকলে মন নহে তৃপ্তিযুত।
পূর্ব্ব দৃষ্ট মহা মহাপুরুষ সমান।
অন্বেষিতে লাগিলাম ধীমান্ শ্রীমান্॥

বৃথা অন্বেষণ মন, বৃথা আকিঞ্চন,
সিন্ধু দরশন পরে গোষ্পদ ঈক্ষণ।
হিমালয়-শৃঙ্গশ্রেণী অতিক্রম পরে
পড়িলাম যেন আসি বল্মীক-নিকরে।

পূর্ব্বরূপ মহাসত্ত্ব দৃষ্ট না হইল :
নিরখি দেশের দশা হৃদয় দহিল।
মানসেতে মোহমেঘ মণ্ডিত রহিল ;
একধারে উষ্ণ অশ্রু নয়নে বহিল।

রোদনে ভাঙ্গিল ঘুম উদয় চেতন,
দেখিলাম কোথা আমি, কোথা নিকেতন।
অনেক অন্তরে দেশ সুহৃৎ স্বজন,
মহানদী-তীরে করি জীবন-যাপন॥

ভাসমান উদ্যান।

মেরিকার দক্ষিণাংশে মেক্‌সিকো-প্রদেশান্তর্গত ঐ নামে সুপ্রসিদ্ধ এক প্রধান নগর আছে। তাহা অতিসুরম্য ও অতিসুদৃশ্য। লণ্ডন, পিটর্স্‌বর্গ, বর্লিন ও ফিলাডেলফিয়া ভিন্ন তাহা অপেক্ষা সৌষ্ঠববান্ নগর ভূমণ্ডলে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার চতুর্দ্দিগে তুষার-মণ্ডিত গিরিমালা ও নির্ম্মল বারিপূর্ণ হ্রদ বসুমতীকে যার পর নাই শোভিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে প্রবেশ করিবার জন্য পাঁচটি সুদীর্ঘ জাঙ্গাল বা বাঁধ আছে। পূর্ব্বে এই নগর অসামান্য শ্রীমান্ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। পরে যৎকালে স্পানী মনুষ্যেরা এই প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রবল সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করিয়া নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল, হতভাগা অধিবাসীগণ জীবনরক্ষার্থে সশঙ্কিত হইয়া এই স্বভাবসিদ্ধ দুর্গস্বরূপ নগর-মধ্যে আশ্রয়-গ্রহণে বাধিত হইল। নগর লোকাকীর্ণ হওয়াতে খাদ্য-সামগ্রী ক্রমে অক্রেয় হইতে লাগিল; সুতরাং অধিক শস্যের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। যদিও মেক্‌সিকো নগর সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত আছে, পরন্তু হ্রদের প্রভূত বারি উচ্ছ্বসিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় তাবৎ ভূমি ও শস্যক্ষেত্রসমূহকে ক্রমাগত কতিপয় মাস ব্যাপিয়া নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। এতৎ কারণ প্রযুক্ত কৃষিকদিগকে কিয়ৎ কাল নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে হইত; অধিকন্তু কখন কখন তাহাদের বহু পরিশ্রমার্জ্জিত পকোন্মুখ শস্যও শত্রুর নিষ্ঠুরতায় ব্যর্থ হইয়া যাইত। ফলে অসদ্ভাবই নির্ম্মিৎসার জনয়িতা; সুতরাং এবংবিধ নৈসর্গিক প্রতিকূলতাচরণ পরিহারার্থ নগরবাসীগণ এরূপ উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিল যে তাহা সলিলোপরি ভাসমান থাকিবেক ও ইচ্ছামত স্থানান্তরিত করিতেও পারা যাইবেক। তাহাদের এতদ্রূপ বুদ্ধিজীবিতা সম্যক্ ফলোপধায়িনী হইয়াছিল।

যে রীত্যনুসারে এই চমৎকার ব্যাপার সংসাধিত হয় তাহা অনায়াস-বোধগম্য ও অতিসহজ। আমাদের এদেশে বর্ষাকালে জঙ্গল প্রদেশহইতে যেমন কাষ্ঠের মাড় ভাসিয়া আইসে তদ্রূপ মেক্‌সিকোবাসীরা তদ্দেশ-বহুল-জাত "য়্যালো" নামক একপ্রকার বৃক্ষ জলাভূমিজাত নানা প্রকার গুল্ম ও অপরাপর লঘু পদার্থ একত্রিত করিয়া বল্কল-রজ্জুদ্বারা সম্বদ্ধ-করণানন্তর বৃহৎ ভেলার ন্যায় তাহা জলে ভাসাইয়া তদুপরি দাম ও স্থূল উলুপ প্রসারণ করিয়া তাহা মৃত্তিকাবৃত করে; পরিশেষে হ্রদের গর্ভহইতে পঙ্কোত্তোলন করিয়া তদুপরি নিক্ষেপ করে। এই রূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে পর তাহাতে নানা প্রকার শাক শস্য

ও ফল পুষ্পাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ আরোপিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভূপৃষ্ঠোপরি ক্ষেত্রোৎপাদিত শস্যাদি অপেক্ষা এই প্রকার উদ্যান-সম্ভূত দ্রব্যজাত সমধিক তেজস্বী ও উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। এতৎ কারণে ইহাই কেবল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে হ্রদের উর্ব্বর-শক্তিশালী পঙ্কই ঈদৃশ পুষ্টিসাধনের মুখ্য উপযোগী। এই সকল উদ্যানমধ্যে যে গুলি বৃহদাকার-বিশিষ্ট তাহাতে উদ্যান-রক্ষিতার আশ্রয় কারণ এক একটি ছোট কুটীর পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায়। আর তৎপার্শ্বে এদেশীয় জেলে ডিঙ্গীর প্রতিরূপ এক এক খানি ক্ষুদ্র তরণীও সংলগ্ন থাকে। ভাসমান-উদ্যান-স্বামীরা তদ্দেশে "চিনাম্পা" নামে প্রসিদ্ধ। যখন কোন চিনাম্পা স্বীয় উদ্যান এক স্থানহইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার ইচ্ছা করে, রজ্জুদ্বারা তাহা নৌকার সহিত সম্বদ্ধ করিয়া দুই তিন ব্যক্তির সাহায্যে তাহা অনায়াসে যথাস্থানে সঞ্চালিত করিতে সক্ষম হয়। গ্রীষ্মারম্ভে যখন এই সকল উদ্যান বিবিধ বর্ণের কুসুমে সুরঞ্জিত ও ফলভারে নমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকলে সুশোভিত হইয়া হ্রদের স্থির বারির উপর ইতস্ততঃ বিচরণ করে তখন অপূর্ব্ব ও রমণীয় শোভা সন্দর্শন হইতে থাকে। মানব পরিশ্রমদ্বারা যে কি অদ্ভুত ও কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সংসাধিত হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা অতীব সুকঠিন। এই রূপ ভাসমান উদ্যান কাশ্মীর-প্রদেশের উলর হ্রদেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উং নাং

ক্ষীরপাই-রাধানগর।

রাজ্যাভিষেক।

রাজ্যাভিষেক শব্দটী আর্য্যজাতির কর্ণে অধুনা যে নূতন প্রবিষ্ট হইতেছে এমত নহে। স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ও বেদ ইহারা সকলেইএই বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগকে সম্যক্ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। অধিক কি বেদের একটী কাণ্ড রাজ্যাভিষেক প্রকরণেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই রাজ্যাভিষেকের প্রধান অভিসন্ধি এই যে অত্যন্ত মহোৎসবের সহিত গুরুপুরোহিত সমক্ষে বেদোক্ত-প্রজাপালন-নিয়ম স্বীকার করাইয়া অভিনব রাজাকে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করণ।

কোন বিষয় অবিসম্বাদিত করিতে হইলে সকলকে বিদিত করা উচিত। রাজ্যাভিষেকদ্বারা নবীন নরপতি সকলের নিকট নির্ব্বিবাদে রাজকার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন, এজন্য রাজ্যাভিষেক কালে মহামহোৎসব হইয়া থাকে; তাহাতে আবাল,বৃদ্ধ, বনিতা কাহারই আর ঐ বিষয় অগোচর থাকে না। যে বিষয়টী সকলে পরিজ্ঞাত না থাকে তদ্বিষয়েই বিঘ্ন ঘটিবার অনেক সম্ভাবনা। রাজ্যাভিষেকদ্বারা রাজবিদ্রোহিদিগের অভ্যুত্থানকে পরাভব করিতে পারে। রাজ্যাভিষেক না হইলে সপিণ্ডেরা উত্তরাধিকারী স্বত্বোদ্ঘোষণ করিয়া রাজ্যের অনেক অকল্যাণ জন্মাইয়া দেয়। অতএব এই কার্য্য অতি সত্বরে ও সমারোহে করা অত্যন্ত আবশ্যক। অপর ঐ কার্য্যের বিশেষ দার্ঢ্য জন্য রাজ্যাভিষেক কালে রাজা কতিপয় বিশেষ চিহ্ন ধারণ করেন, ঐ চিহ্নদ্বারা যুবরাজকে অন্য কুমারদিগহইতে পৃথক্ করা যায়। ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের রাজচিহ্ন মধ্যে মুকুট, শ্বেত-ছত্র,
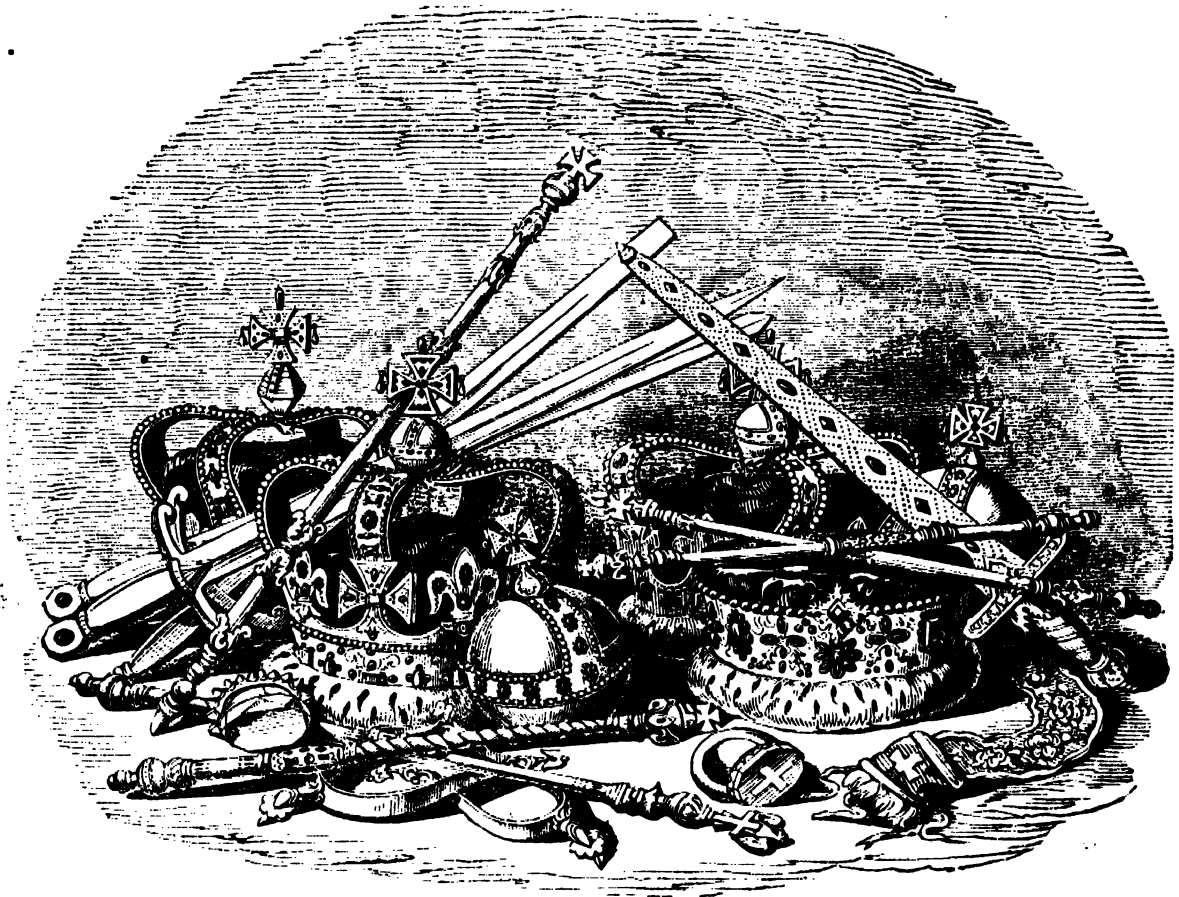
শ্বেত চামর ও দণ্ড * এই কয়েকটী প্রধান। এতদ্ভিন্ন অন্যপ্রকার চিহ্ন সকলও আছে, তাহা সচরাচর গণ্য হয় না।

অপরাপর দেশে অন্যান্য রাজচিহ্ন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পত্র-শিরোগে ইংলণ্ড-দেশের রাজচিহ্নের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা গেল। ভারতবর্ষের রাজকন্যা বা রাজার মহিলা কেহই ছত্র দণ্ড ও চামর গ্রহণ করিতে পারেন না। এদেশের বিধবা স্ত্রীরাও তাহাতে বঞ্চিত আছেন। ইংলণ্ডীয় কি বিধবা কি অনূঢ়া কি বিবাহিতা সকল কামিনীই রাজ্যপ্রাপ্তি হইলেই রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। পুরুষের পরিচ্ছদাদিহইতে স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদাদি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আছে। আমাদিগের দেশের বিধবা ললনাগণ সুখসেব্য বস্তু ধারণ করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রচলিত শাস্ত্রে স্বামীর পরলোকান্তে উহা ধারণে প্রতিষেধ নাই। অতএব তথাকার স্ত্রী পুরুষ উভয়েই রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষগণ রাজ্যাভিষেক-কালে চারিখানি তরবারি ও তিনখানি লগুড় এবং অত্যুত্তম মণিমাণিক্যাদিভূষিত সুচারু মুকুট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ

* দণ্ডশব্দে অস্ত্রমাত্রকে কহা যায়।

চারিখানি তরবারের আকার অবয়ব যেমন পৃথক্ পৃথক্ তেমনি উহাদিগের উদ্দেশ্যও পৃথক্। এক খানি তরবারি অত্যুত্তম-আভরণ-যুক্ত-আবরণে সুপ্রচ্ছাদিত। দ্বিতীয় খানি অগ্রশূন্য (ভোঁতা)। তৃতীয় খানি সূচ্যগ্র। চতুর্থ খানি অপরিস্ফুট-তীক্ষ্ণাগ্র। লগুড়ের একটী স্বর্ণে নির্ম্মিত। উহার উপরিভাগ একটী-বজ্রাকৃতি-চিহ্ন-যুক্ত বর্ত্তুল অবয়বে পরিবেষ্টিত ও অতিদীর্ঘ। এই যষ্টিখানি রাজ্যাভিষেক-কালে রাজার সম্মুখে আনীত হইয়া থাকে। অন্যতর খানিকে দক্ষিণ দণ্ড কহে। এখানিরও অগ্রভাগের বর্ত্তুলাকার গোলক ও বজ্রচিহ্ন আছে। অপর খানি রাজা বাম হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন, এই জন্য ইহাকে সব্যদণ্ড বলা যায়। এতদ্ভিন্ন একটী গোলক, ও অষ্ট কোণ-বিশিষ্ট একটী অঙ্গুরীয় এবং "বূট" নামক উপানহের পশ্চাতে যোজ্য স্পার্স-নামক সুবর্ণময় কণ্টকবিশেষ, ও অসিধারণের পরতলা প্রভৃতি দ্রব্য এই উৎসব-উপলক্ষে রাজার সম্মুখে আহৃত হয়। গোলক-প্রদানটী পূর্ব্বে পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব-সূচক ছিল। এক্ষণে উহা পুরুষানুক্রমিক-ব্যবহার-পদ্ধতির জন্য আনীত হয়। অগ্রেই তরবারি চারিখানি অবয়বগত লক্ষণ নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। এক্ষণে কার্য্যগত তাৎপর্য্য বিজ্ঞাপন করা উচিত। কোষাচ্ছাদিত তরবারি খানি রাজ্যের স্মরণ-সূচক। অগ্ররহিত খানি দয়াসূচক। ঈষৎতীক্ষ্ণাগ্র খানিদ্বারা ধর্ম্মবিচারের ন্যায়পরতা জ্ঞাপন করিতেছে। সূচগ্র্যতীক্ষ্ণখানি রাজ-বিচারের সূক্ষ্মতা-বোধক। চিত্রে দুইখানি রাজমুকুট আছে, তাহার একখানি অভিষেকের সময় ধারণ করা হয়; অপর খানি পর্ব্বাদি-সময়ে ব্যবহারের যোগ্য।

রাজ্ঞীর অভিষেক-কালে তিনি তরবারি ব্যতীত সকল উপকরণ সামগ্রীই পাইয়া থাকেন। এই সমুদয় রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া সিংহাসনে আসীন হইবার পূর্ব্বে গুরুপুরোহিতেরা তৈলাদি স্নেহ দ্রব্যদ্বারা অভিষেক করাইয়া ধর্ম্মপুস্তক সংস্পর্শ-পূর্ব্বক রাজাকে শপথ করাইয়া লন। প্রথমতঃ রাজা বা রাজ্ঞী* "আমি ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিব" এই প্রতিশ্রুত হন। পরে ধর্ম্মমন্দিরে গমনপুরঃসর ধর্ম্মপুস্তক ধারণ করিয়া বলেন "যে আমি অঙ্গীকৃত বিষয় ধর্ম্মতঃ নির্ব্বাহ করিব। তদ্বিষয়ে জগদীশ্বর আমার সহায়তা করিবেন।" পরিশেষে রাজা বা রাজ্ঞীর ধর্ম্মপুস্তক চুম্বনান্তে নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি মহামহোৎসব আরম্ভ হয় তৌর্য্যত্রিক সমাপ্ত হইতে না হইতেই রাজা ও রাজ্ঞী সম্ভ্রান্ত জনগণ পুরঃসর হইয়া অশ্বারোহণ-পূর্ব্বক নগর পরিভ্রমণ করিয়া আইসেন। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে অশ্বারোহণের পরিবর্ত্তে রথারোহণ প্রসিদ্ধ। ঐ রথারোহণের পূর্ব্বে নানা যজ্ঞাদি করিবার প্রথা বেদে বর্ণিত আছে। তৎপরে যথাযোগ্য লগ্নে রাজা বিচারাসনে আসীন হইয়া থাকেন। এই মহোৎসবটী যদি না থাকিত তাহা হইলে প্রজারা সহসা ভূপতি-পরিবর্ত্তন-সময়ে অনেকে এককালে রাজ-পদবী পাইবার চেষ্টা করাতে মহাক্লেশভোগ করিত।

বীকানের রাজ্য।

জবারা-প্রদেশে বীকানের-নামক একটী রাজ্য আছে। তাহার উত্তরাংশে ভটনের রাজ্য; পশ্চিমে মরুভূমি, দক্ষিণাংশে যোধপুর; এবং পূর্ব্বাংশে জয়পুর রাজ্য ও হরিয়ানা জেলা। তত্রত্য ভূমি অতিশয় নীরস ও বালুকাময়। ও তথায়

---

* রাজার অভিষেক কালে তাঁহার সহধর্ম্মিণীও অভিষিক্তা হইয়া থাকেন, কিন্তু রাজকন্যার রাজ্যাভিষেক-কালে রাজজামাতার অভিষেক হয় না। এজন্য রাজ্ঞী শব্দ পৃথক্ দেওয়া গিয়াছে।

বারিবর্ষণ হইলেই তাহা বালুকাদ্বারা শুষ্ক হইয়া যায়, বর্ষাকালেও পথিকদিগের চরণে কর্দ্দমের লেশমাত্র সংলগ্ন হয় না। তত্রস্থ মরুভূমি এতাদৃশ বৃহৎ যে একাদশ দিবসেও তাহা পরিভ্রমণ করা পথিকদিগের পক্ষে সুসাধ্য নহে। তথাকার কৃষিসম্প্রদায়ী লোকেরা অধিকাংশ জাট বংশহইতে সমুৎপন্ন। অকবরপাদশাহের সভাসদ প্রসিদ্ধ যবন-ইতিহাসবেত্তা আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে বীকানের রাজ্য এগারটী মহলে বিভক্ত ছিল। এবং তাহার বার্ষিক ৪৭,৫০,০০০ দাম নামক টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইত। তৎকালে বীকানের অধীনে ৫১২০০ সহস্র সৈন্য ছিল। উহা দিল্লীহইতে ২২০ জ্যোতিষি ক্রোশ দূরে স্থিত। ইহার প্রধান নগর বীকান। তাহা সুন্দর, ও সুদৃশ্য, এবং তাহার চতুর্দ্দিগ একটী কাঁকরের প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। নগরের দক্ষিণ ভাগে একটী সুদৃঢ় দুর্গ আছে। মহারাণা তন্মধ্যে বাস করেন। দুর্গের চতুর্দ্দিগ পরিখাদ্বারা সুদৃঢ়ীকৃত। কিন্তু রাজ্যের চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী মরুভূমিই তদ্রাজ্যের দৃঢ় দুর্গ বলিতে হইবে। তাহা অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে।

প্রবাদ আছে যে পূর্ব্বে বীকানের রাজ্যে জাটনামক কতকগুলি অপকৃষ্ট জাতির নিবাস ছিল। পশ্চাৎ মাড়বার রাজ্যের রাঠোর বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ মহীপাল যুদ্ধসিংহের আত্মজ কুমার বিকা সিংহ পূর্ব্বোক্ত জাতিদিগকে পরাভূত করিয়া এবং যশলমীর-রাজ্যান্তর্ব্বর্ত্তী বাঘোর রাজ্য ভট্টীদিগের হস্তহইতে গ্রহণ করত কথিত রাজ্য স্বনামেই সংস্থাপিত করেন। তদুত্তর ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় চতুঃষষ্টি-বৎসর-পরে রায় সিংহ নামা মহা তেজোবন্ত এক ভূপাল বীকানের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি বিকা সিংহহইতে বংশগণনায় চতুর্থ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কাল-অবধিই এতদ্রাজ্য দিল্লীস্থ যবন সম্রাটের আনুগত্যতায় আবদ্ধ হইয়াছিল। যেহেতু উল্লিখিত মহারাণা তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ যবনসম্রাট্ অকবরের এক দল অশ্বারোহী সেনার অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণপূর্ব্বক আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু এরূপ অগমতা স্বীকার করিলেও সূর্য্যবংশীয়দিগের মান সম্ভ্রম খ্যাতি ও প্রোজ্জ্বলিত যশোজ্যোতিঃ একেবারে লুপ্ত হইবার নহে। মহারাণা রায়সিংহ দশ হস্তির বলধারী মৃগেন্দ্রতুল্য সংগ্রাম কালে এরূপ অসাধারণ বীর্য্য, অসম্ভব সাহস, ও সংগ্রাম দক্ষতা প্রকাশ করিতেন যে অকবর তদ্দর্শনে অত্যন্ত চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। পরিশেষে তিনি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া মহারাণা রায়সিংহকে দ্বিপঞ্চাশৎটী গ্রাম প্রদান করেন। হান্‌সী ও হিসার নামক সুপ্রসিদ্ধ জনপদ তদন্তর্ভূত ছিল। তিনি এবংবিধ অসাধারণ বল ও পরাক্রমদ্বারা প্রভূত যশ ও খ্যাতি লাভ করিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া কিয়ৎকাল-পরে স্বর্গগত হন। তদনন্তর পুরুষানুক্রমে তাঁহারই বংশধরগণ বীকানের-রাজ্যে স্বাধীনরূপে আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আপাততঃ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি নিবদ্ধ হওয়াতে কোন কোন বিষয়ে বীকানের মহারাণাকে ইংরাজদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কদাপি এতদ্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয় নাই; এবং তৎপূর্ব্বেও যবনেরা বীকানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। উহার কুত্রাপি নদী বা জলাশয় নাই। দ্বিতীয়ত, শতাধিক হস্ত পরিমিত ভূগর্ভ খনন ব্যতীত কুত্রাপি বিন্দু মাত্র বারি প্রাপ্ত হইবার ভরসা নাই। অধিকন্তু তদ্রাজ্যেরই মধ্যদিয়া খোরাশানহইতে ভারতবর্ষের

বাণিজ্য পথ, এবং এতদ্দেশহইতে পশ্চিমে বাণিজ্য-সম্পর্কীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে হইলে বীকানের মধ্য দিয়া প্রেরণ করিতে হইত। তদ্বিধায় বাণিজ্যপ্রিয় ইংরাজেরাও অকুশল করেন নাই। বরং আবহমান কাল সদ্ভাবই রাখিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে জয়পুর ও যোধপুরের ইতিবৃত্তপ্রসঙ্গে সুকীর্ত্তিত হইয়াছে যে উপরোক্ত রাজ্যের ভূপালবংশ যবনকে কন্যা প্রদান করাতে উদয়পুরের ও সামান্য রাজাদিগের সহিত তাঁহাদিগের আহার ব্যবহার ক্রিয়াকাণ্ড রহিত হইয়াছিল। পরন্তু উদয়পুরের রাজ-দুহিতার গর্ভে জয়পুর বা যোধপুরের রাজাদিগের অপত্যোৎপাদিত হইলে অতঃপর তাঁহারাই পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইবেন এবংবিধ প্রতিজ্ঞায় উদয়পুরের রাণাদিগের ও জয়পুর এবং যোধপুরের রাজাদিগের পরস্পর আহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। পরন্তু ভবিষ্যতে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইবায় মাড়বার-মহারাজের সহিত উদয়পুর-বংশের পুনরায় মহা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। বীকানের অধীশ্বর এতৎ বৈবাহিক বিবাদতন্ত্রে উদয়পুরের মহারাণার উত্তরসাধক হইয়াছিলেন। তজ্জন্য মাড়বারাধিপতি অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার অধিকার আক্রমণ করেন। তদর্থে শেষোক্ত মহারাণা ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণবশতঃ তৎকালে যমুনার পশ্চিম-পারবর্ত্তী ভূপালগণের সহিত বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সখ্যতাবন্ধন অনীপ্সিত হওয়া হেতু তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। তদানীং মহারাণার অধীনে দশ সহস্র সৈন্য, ৩৫ টা কামান এবং পাঁচ লক্ষ টাকা রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্গিদিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে তন্নিবারণার্থ ইংরাজেরা পশ্চিম প্রদেশস্থ প্রায় সকল রাজা ও সর্দ্দারগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষেই মহারাণা সূরত সিংহের ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুত্ব সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তদ্ব্যাপারে তাঁহাকে করপ্রদানে অঙ্গীকার করিতে হয় নাই। তিনি বর্ত্তমান খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই রাজ্যারূঢ় হইয়া সপ্তবিংশতি বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপর ১৮২৮ অব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। অতঃপর মহারাণা রত্ন সিংহ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হন। মহারাণা সূরত সিংহের জীবদ্দশাতেই কতকগুলি কুলোক রাজবিদ্রোহী হইয়া রাজ্যে কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে তাহারা শাসিত হওয়াতে উক্ত রাজ্যে আর কোন বর্ণনীয় উৎকট ব্যাপার ঘটে নাই। কেবল রাজার মৃত্যুর পর বৃটিস অধিকারের সীমা-নিরূপণার্থ কর্ম্মচারিগণ রত্ন সিংহের সহিত বিস্তর বাক্‌যুদ্ধ করিয়াছিল।

ইতিমধ্যে যশলমীর রাজ্যে কতকগুলি লোক বীকানেরের অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া দৌরাত্ম্য করাতে মহারাণা রত্ন সিংহ রণসজ্জায় সুসজ্জীভূত হইয়া একেবারে যশলমীরাধিপতির নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে উভয় পক্ষে ঘোর বিসংবাদ ঘটিবার উপক্রম হইবাতে উদয়পুরের মহারাণা মধ্যবর্ত্তী হইয়া তৎকালের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে কোন পক্ষই ধৈর্য্যাবলম্বনে সক্ষম না হইলে অবশেষে ইংরাজদিগের মধ্যবর্ত্তীতায় বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়াছিল।

বর্ত্তমান মহারাজা সর্দ্দার সিংহ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তাঁহার পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি আছে। উক্ত মহারাজ গত সিপাহী-বিদ্রোহ-কালে হতাশ্রয় প্রাণভয়াকুল মহা শঙ্কটাপন্ন শরণাগত বিদেশী ইংরাজদিগের জীবন রক্ষার্থ বিস্তর আনুকুল্য ও সহায়তা করাতে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট তৎ-কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-

স্বরূপ তাঁহাকে একচত্বারিংশৎটী গ্রাম প্রদান করিয়াছেন। আর তাঁহার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সদ্ভাবের চিহ্নস্বরূপ, তিনি ইংরাজ-রাজ্যে আসিলে ১৭টী তোপ হইবার বিধি আছে। বীকানের রাজ্যের পরিধি ১৭,৮৭৩ বর্গ ক্রোশ; লোক সঙ্খ্যা ৫,৩৯,০০০; রাজস্ব ৮,০০,০০০ লক্ষ টাকা। ইহার রাজার অধীনে দুই সহস্র এক শত অশ্বারোহী এক সহস্র পদাতিক এবং ত্রিংশৎটা কামান আছে।

বিজয় নগর।

দ্রাবিড় প্রদেশের দক্ষিণ সীমাবধি হিমাচলের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী জন-পদ সকলের পুরাবৃত্ত-পাঠে স্বদেশানুরক্ত ব্যক্তিবর্গের অন্তঃকরণে অপরিসীম যাতনা ও অত্যন্ত মনঃক্ষোভ উপস্থিত হয়, সন্দেহ নাই; যেহেতু এতদ্দেশের ইতিহাস-মধ্যে যবনকর্ত্তৃক হিন্দুদিগের সাম্রাজ্য ধ্বংস এবং প্রকৃষ্টরূপে যবনদিগের ভারতবর্ষে প্রভুত্ব-বিস্তার এতদ্ব্যতীত আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। এতদর্থে তাহা এতদ্দেশীয় লোকের কখনই এত মনোরম্য নহে। কিন্তু এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস বলিয়াই তাহা অনেকে আদর করেন। যাহা হউক বিজয় নগরের ইতিবৃত্ত-পাঠে কর্ণাটক-দেশের প্রাচীন অবস্থা কিঞ্চিৎ উপলব্ধ হইতে পারে। উক্ত নগর এক সময়ে অতিবৃহৎ হিন্দু-সাম্রাজ্যের এক প্রধান নগর ছিল; এবং তাহা কর্ণাটক-প্রদেশেরই প্রাচীন রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরাকালে তাহা অত্যন্ত সুদৃশ্য ও অতুল-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার তাদৃশ শোভার কিছুই উপলব্ধি হয় না। উহা তুঙ্গভদ্রা* নদীর দক্ষিণ কূলে এক পর্ব্বতের অধিত্যকায় স্থাপিত ছিল। উক্ত শৈলের অতিদূরে কমলাপুর-নামে একটী দুর্গ আছে। তাহার উন্নত চূড়ায় হিন্দুদিগের এক জয়পতাকা প্রলম্বিত ছিল। তাহার অপূর্ব্বশোভাবিলোকনে পথিকগণের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইত। তথায় ভগ্নাবশিষ্ট অসঙ্খ্য দেবালয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

ঐ সকল স্তূপাকার ভগ্ন-প্রাসাদ রাশির মধ্যস্থলে ৮০ অবধি ৯০ হাত পর্য্যন্ত প্রশস্ত পথ লক্ষিত হয়। তদ্ভিন্ন অনেক গুলি পয়স্বিনী লুপ্ত স্রোত হইয়া ক্রমাগত মেদিনী-তলভূত রহিয়াছে। তাহার উপর প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী সেতু দৃষ্ট হয়। তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল-দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে পূর্ব্বকালের লোকেরা তন্নির্ম্মাণ-বিষয়ে পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছিল। প্রবাদ আছে যে প্রথম হেন্‌রীর সময়ে ইংলণ্ডেও ঐরূপ প্রস্তর-সেতু-নির্ম্মাণারম্ভ হইয়াছিল। এবং রোমদেশীয় লোকেরাও তীবর নদীর উপর ঐ রূপ সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল। চীন দেশেও এই প্রকার সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে বিজয় নগরের পূর্ব্বাংশে এক প্রস্তর-প্রাকার ও পশ্চিমদিগে এক সুদীর্ঘ নদ ছিল। অধুনা তাহাও লুপ্তাবয়ব হইয়া গিয়াছে।

বহুল সংস্কৃত গ্রন্থে কর্ণাটক প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব রাজাদিগের নানাবিধ ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। কিন্তু ঐ সকল উপন্যাস এতাদৃশ প্রাচীন ও অনৈসর্গিক ঘটনাদ্বারা প্রকম্পিত যে তাহা কোন ক্রমেই সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না। কেবল ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয় নগরের প্রকৃত ঘটনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিংবদন্তী আছে যে অকা হরিহর ও বকা হরিহর নামক দুই ভ্রাতা উক্ত নগরের চতুর্দ্দিগ সংস্থাপন করে। ১৩০৩

---

* তুঙ্গ ও ভদ্রা নদী কুলি নামক স্থানে মিলিত হইয়া কৃষ্ণা নদীতে নিপতিত হইয়াছে। তদর্থে ইহাকে তুঙ্গভদ্রা বলে।

খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণারম্ভ হয়। তৎপরে ১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহা সম্পূর্ণ হইলে অকা হরিহর ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া পরলোক গত হয়। তদুন্তর তাহার অনুজ বকা হরিহর ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয় নগরের সিংহাসনে রাজত্ব-করণানন্তর স্বর্গগত হইলে, তাহারই উত্তরাধিকারীগণ তৎসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব-কথিত ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবদ্দশায় বিজয় নগরে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা ও দর্শন শিল্প সাহিত্য বিদ্যার অত্যন্ত চর্চ্চা হইত। তন্নিমিত্ত বিদ্যানগর বলিয়াই তাহা পরিচিত ছিল। তৎপর অন্য এক ভূপাল উহার বিজয় নগর নাম সংস্থাপন করেন। তৎকালে বিজয় নগরের সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। ১৪৯০ ও ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নৃসিংহ রাজা ও কৃষ্ণ রাজা দক্ষিণদেশের অতিপ্রধান জনপদ সকল বিজয় নগরের অধীন করত বিজয় নগরের পরিবর্ত্তে বিশ্বনগর নাম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে বিজয় নগর এক বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্যের রাজপাট বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, এবং তাহার পরিধি সমস্ত কর্ণাটক দেশ ঘাটপর্ব্বতের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। ইউরোপীয় কোন কোন প্রাচীন মানচিত্রে ইহা দৃষ্ট হয়। ইহার কিঞ্চিৎ পরে জুলিয়স্ ফ্রেডরিক্ তদ্দেশে ভ্রমণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তৎকালে ইহার রাজধানী প্রায় ২৪ জ্যোতিষি ক্রোশ বিস্তারিত ছিল; ইহাতে পাঠকবর্গ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন উক্ত নগর তৎকালে কিরূপ ঋদ্ধিমন্ত ছিল; তৎপূর্ব্বে অকা হরিহরের সমকালে উহা দুই বর্গ ক্রোশের অধিক ছিল না।

যবন-ইতিহাস-লেখক ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে দেবরাজ নামা ভূপাল ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় দুই সহস্র যবন-সেনা তাঁহার অধীনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং তাহাদের উপাসনার নিমিত্ত নগরমধ্যে এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া এরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, যে কেহ তাহাদের ধর্ম্ম-চর্চ্চার বিরোধী হইবেক তাহাকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা হইবে। ঐ যবনেরা ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ সুপারগ ছিল।

দক্ষিণদেশে ক্রমে যবনেরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে তত্রত্য হিন্দু-সাম্রাজ্য সকল লোপ হইতে আরম্ভ হইল। তৎকালে বিজয় নগর কর্ণাটরাজ্যের অতিপ্রসিদ্ধ রাজপাট ছিল। যবনেরা তাহা অধিকার করিবার নিমিত্ত হিন্দুরাজাদিগের উপর প্রবলরূপে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু হিন্দুরা প্রায় বিংশতি বার তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেও মহম্মদের এমনি উপদেশের চমৎকার মাহাত্ম্য ও মুসলমানদিগের তৎপ্রতি এমনি দৃঢ়ানুরাগ যে তাহারা বারংবার তাড়িত ও অবমানিত হইয়াও পুনর্ব্বার রণসজ্জায় সংগ্রামে অগ্রসর হইতে লাগিল। বোধ হয় তৎকালের রাজারা প্রাচীন ক্ষত্রিয়দিগের অনুষ্ঠিত বীরধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতেন তন্নিমিত্তই যবনেরা পরিশেষে পরাস্ত হইয়া একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

তদনন্তর ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অহম্মদনগর, বিজয়পুর, গোলকণ্ডা এবং বিরাড় রাজ্যের যবনেরা একত্র হইয়া বিজয় নগরের অধিপতি রামরাজাকে তিল্লিকোটা-নামক-স্থানে পরাস্ত করত বিজয় নগর এককালে ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলে। উক্ত রাজপাট ধ্বংস হইলে রামরাজা পুণ্যখণ্ডে গিয়া আর এক অপূর্ব্ব নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। পুণ্যখণ্ড পুরাকালে এক অতিপরাক্রান্ত নগর ছিল। তাহার ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন মন্দিরের নিকট ঐ নব্য রাজপাট স্থাপিত হইয়াছিল। বিজয় নগরের রাজবংশের উপাধি শ্রীরঙ্গরায়িল, এবং

কর্ণাট-ভাষায় বিজয় নগর অনাগুণ্ডী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উক্ত নামে আর এক নগর ছিল। তথায় শ্রীরঙ্গরায়িল-বংশীয় কোন কোন রাজা বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বংশের প্রায় লোপ হইয়াছিল; তৎপ্রযুক্ত যাঁহারা নামতঃ রাজোপাধি ধারণ করিতেন তাঁহাদিগের পূর্ব্বরাজ্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা হইলেও তাহা নিষ্ফল হইয়াছিল। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা উহা অধিকৃত করত কর লইতেন। তৎপরে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে উহা হাইদরের অধীনস্থ হয়। এবং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে টিপু উক্ত নগরে প্রবেশপূর্ব্বক তত্রস্থ রাজাদিগের ঐশ্বর্য্য হরণ করত ঐ নগর দগ্ধ করিয়াছিলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুরাজা তাহা পুনঃ অধিকার করেন। টিপুর সৈন্যাধ্যক্ষ কসরউদ্দিন্ অবিলম্বে তাঁহার হস্তহইতে তাহা উদ্ধার করিলে, উক্ত রাজা ১৭৯৯ পুনশ্চ তাহা অধিকৃত করিয়া নগর এরূপ দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিতে লাগিলেন যে টিপুর সৈন্যেরা আর তাহা কোন ক্রমেই অধিকার করিতে শক্ত হইল না। তৎপরে মাহিসুরের রাজমন্ত্রী পূর্ণিয়া ও তৎপশ্চাৎ নিজাম উক্ত নগর অধিকার করিয়াছিলেন। তদবধি শ্রীরঙ্গরায়িল রাজবংশকে ব্রিটিসরাজবৃত্তির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণকালে উক্ত স্থানে বালি বিনাশ, সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা, এবং বানরকটক সঙ্গ্রহ করিয়া দুর্বৃত্ত দশাননের প্রাণ-সংহারার্থে সাগরাভিমুখে প্রয়াণ করিয়াছিলেন।

যশলমীর রাজ্য।

রাজবারা-প্রদেশের পশ্চিমদিক্‌বর্ত্তী রাজ্যসকল বিস্তীর্ণ মরুভূমিময়। তথায় রম্য জলাশয় সুদীর্ঘ তড়াগ মনোহর সরোবর স্রোতোবাহিনী নদী প্রভৃতি কিছুই নাই, কেবল কয়েকটী জনপদমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সকল জনপদবর্ত্তী লোকেরা প্রায় এক শত হস্ত গভীর কূপহইতে জলাকর্ষণ-পূর্ব্বক গার্হস্থ্য কার্য্য সম্পন্ন করে। সেই নির্জ্জল অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে মহারাওল উপাধি বিশিষ্ট রাজবংশীয় মহীপালবৃন্দের যশলমীর-নামে একটী প্রশস্ত রাজপাট আছে। তাহা দিগ্বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যনিবহের অস্ত্রপ্রভাবদ্বারা কদাপি নির্ব্বিভব ও নিঃশ্রীকৃত হয় নাই। তাহাদিগের পূর্ব্বেও কোন দুঃসাহসিক যবন-সৈন্যাধ্যক্ষগণ যাঁহারা ভারতবর্ষ আক্রমণপূর্ব্বক প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন তাঁহারাও যশলমীর রাজ্য সম্পূর্ণরূপে শাসনাধীন করিতে পারেন নাই। বহুকালের হিন্দুবংশীয়েরাই অদ্যাপি তদ্রাজ্যে আধিপত্য করিতেছেন। ইহার প্রচীন নাম জেলমীর; তদপভ্রংশে উক্ত নাম বিখ্যাত হইয়াছে। কিংবদন্তী আছে যে ১৭৩২ খ্রীষ্টীয় অব্দে মূলরাজ নামা এক ভূপতি উক্ত রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যের সকল ভার প্রদানপূর্ব্বক অন্তঃপুর-মধ্যে ভোগ-বিলাসচর্চ্চায় নিয়ত কালক্ষেপণ করিতেন; রাজকার্য্যের অবস্থার প্রতি কদাপি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। আর তিনি যাঁহার করে রাজ্য ভার প্রদান করিয়া ছিলেন তাঁহার দাম্ভিকতাই এক মহৎ দোষ ছিল। অধিকন্তু রাজার অনুকূলতায় তিনি আরও গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অভিমানমদে অভিমত্ত হইলেই লোকে অন্ধ হয়। তাহাতে নিরীহ ভদ্র

ব্যক্তিও নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। মন্ত্রী তৎপ্রভাবেই মহারাওলের নির্ব্বিরোধী জ্ঞাতিবর্গকে সবংশে নিপাত করিতেও মনে ক্ষোভ বিশিষ্ট হয়েন নাই। অধিকন্তু বাছিয়া বাছিয়া যাঁহারা মহারাওলের অত্যন্ত বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র ছিলেন কৌশলক্রমে তাঁহাদিগকে রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তন্নিমিত্ত দেশের সকলেই তাঁহাকে অত্যাচারী ও অধার্ম্মিক বলিয়া নিন্দা করিতেন। বাস্তবিক তাঁহার অত্যাচারে সমস্ত ভদ্র প্রজাবর্গ স্থানান্তরে প্রস্থান করাতে রাজ্যশ্রী হীন ও রাজধানী লোকের বসতিশূন্য হইয়াছিল। তদর্থে প্রাচীনেরা বলিতেন যে অর্ব্বুদাধিক লোকের সুখ দুঃখ ক্লেশ ও স্বচ্ছন্দতা যাঁহাকে বহন করিতে হইবে, নিরপেক্ষ পিতার ন্যায় প্রজা লোকের প্রতি যাঁহার কৃপাদৃষ্টি রাখা ঈশ্বরের অভিপ্রেত তিনি তৎকার্য্য উগ্রস্বভাবান্বিত সালিম সিংহের হস্তে প্রদান করাতেই রাজ্যে পরিণামে অমঙ্গলের চূড়ান্ত হইয়াছিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীবিদ্রোহ-নিবারণার্থ ইংরাজেরা যৎকালে মহারাওল মূলরাজের সহিত বন্ধুত্ব সন্ধি স্থাপন করেন, তৎকালে সালিম সিংহ তাঁহারই অপত্যগণ যশলমীর-রাজ্যের মন্ত্রীত্বপদ বংশ-পরম্পরা-প্রাপ্ত হন এতদ্বিষয়ে একটী নিয়ম-নির্দ্ধারণে সচেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ না হওয়াতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পদ তাঁহার পুত্রের চিরস্থায়ী করণার্থ পুনর্ব্বার সচেষ্টাপন্ন হন। রাজ্যের কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোক তৎপক্ষে সপক্ষতাও করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজেরা এবিষয়ে বিরাগ প্রকাশ করাতে তাহার কিছুই ফল দর্শে নাই। মহারাওল মূলরাজ বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় অব্দের বিংশতি বর্ষে পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র গজসিংহ তৎপরে পৈতৃক-রাজ্যে অধিরূঢ় হন; তিনি সালিম সিংহের দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার প্রাণ-সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন কোন আত্মীয়ের অনুরোধবশতঃ তদ্বিষয়ে কৃতাবসর হন। সালিম সিংহ ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে যশলমীর রাজ্যের মরুপ্রান্তবর্ত্তী মল্লধূত নামক একজাতীয় দস্যু কোন অপরাধের প্রতীকারার্থ বীকানেরের অধীনস্থ একটী জনপদ আক্রমণ করাতে উভয় রাজ্যের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। পুনশ্চ যোধপুরহইতে খোষা নামক অপর এক জাতীয় দস্যু তাড়িত হইয়া মল্লধূতদিগের সপক্ষতা করাতে ঐ বিবাদ আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ঈর্ষাপরতন্ত্রতা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং উভয় রাজ্য ছারখার হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। কোন পক্ষই ধৈর্য্যভাবালম্বনে সক্ষম হইলেন না। কিন্তু উদয়পুরের মহারাণা কিয়ৎকাল বিবাদ নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু পুনর্ব্বার তাহা পূর্ব্ববৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। শৌর্য্যে ও বীরত্বে উয়ভ বংশই অগ্রগণ্য, সুতরাং সাধ্যানুসারে কেহ কাহার নিকট অগমতা স্বীকারে সমুৎসুক ছিলেন না। এই বিবাদ-সূত্রে পশ্চিম প্রদেশস্থ বাণিজ্যের ব্যাঘাত ঘটিবায় ইংরাজেরা অত্যন্ত আগ্রহিতার সহিত টিবিলিয়ন সাহেবকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপে সন্ধি সমাধা করণার্থে মধ্যভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। তিনি সত্বর রাজপুতনায় গমনপূর্ব্বক সন্ধি সমাধা করিলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষের ক্রোধ শান্তি হইলে উভয় মহারাণাই পরস্পর সাক্ষাৎ করণপূর্ব্বক সৌহৃদ্যালিঙ্গন করিলেন। তদবধি কিয়ৎকাল আর কোন বিবাদ ঘটে নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

৩ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [২৭ খণ্ড।

সারল্‌মা।
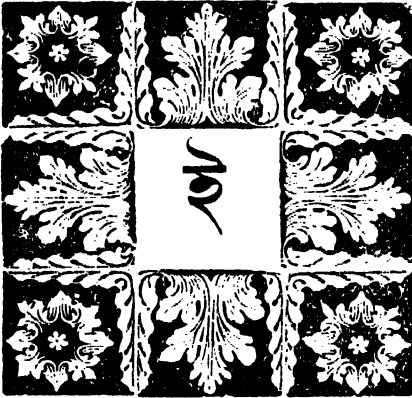
ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে ফ্রান্স নামে একটী সুপ্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যশালী বিশাল রাজ্য আছে. একাদশশত খৃষ্টাব্দী গত হইল, পেপিন নামা এক ব্যক্তি তথাকার অধিপতি ছিলেন। ৭৭৩, খৃঃ অব্দে পেপিন, চারলস্ এবং কারলোমা নামে দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হন। ইহাঁর তিন বৎসর পরে কার্‌লোমার পরলোক হইলে, তাঁহার ভ্রাতা চারলস্ সমুদায় রাজ্যের রাজা হন। তিনি উত্তমরূপে প্রজা-পালন ও রাজ্য-শাসন করিয়াছিনেন তাঁহাদ্বারা দেশের বহুল উপকার হইয়াছিল, অনেক রাজ্যও তিনি বাহুবলে জয় করিয়াছিলেন, এজন্য ইতিহাসে তাঁহার নাম সারল্‌মা অর্থাৎ চার্‌ল্‌স দি গ্রেট বলিয়া সুবিখ্যাত আছে। লোকদিগের জীবনোপায় শিল্প-বিদ্যা সাহিত্য এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির জন্য, তিনি যেরূপ উৎসাহ দিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে কোন রাজা ফ্রান্স-দেশে সেরূপ উৎসাহ দেন নাই।

৭৪২ খৃঃ অব্দে বেভেরিয়া-দেশে সাল্‌জবর্গ-নামক দুর্গে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যাবস্থায় কিরূপ তাঁহার শিক্ষা বিধান হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার বিবরণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক হইলে তাঁহার পিতা পেপিন যখন তাঁহাকে ফ্রেঞ্চ-গবর্ণমেণ্টের রাজকর্ম্মে নিয়োগ করেন, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার বৃত্তান্ত ইতিহাসে বর্ণিত হয়। পিতার লোকান্তরে সারল্‌মা রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই প্রথমে সাক্‌ষন্‌দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই জাতীয় লোকেরা ফ্রান্সের একপ্রকার অধীন ছিল, সারল্‌মা তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, এজন্য ঘৃণা করিয়া তাহারা তাঁহার অধীনতা-হইতে মুক্ত হইবার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন ত্রিশ-বৎসর-কাল তাঁহার কর্ত্তৃত্বে বাধা দিয়াছিল। উইটিকিণ্ড-নামা এক ব্যক্তি তাহাদিগের সেনাপতি ছিলেন, পুনঃ পুনঃ ফরাসিদিগের সহিত বিবাদ করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই বটে, কিন্তু কোন পক্ষের নিশ্চয় জয়লাভ হয় নাই। এক বিদ্রোহে সাক্‌ষনেরা জয়ী হইয়াছিল, কিছু করিতে না পারিয়া চারলস কুমন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগের ৪৫০ জন প্রধান প্রধান লোককে একটি সভাতে আহ্বান করিয়া অতিগর্হিত নির্দ্দয়াচরণদ্বারা তাহাদিগের সকলেরই প্রাণ বধ করান। এই বিশ্বাস-

ঘাতকতার নিমিত্ত সমস্ত সাক্ষন্‌জাতি একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে, স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য সকলে সমবেত হইয়া ভয়ঙ্কররূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাহাদিগকে দমন করা সহজ ব্যাপার নহে, এরূপ নির্দয় অত্যাচার আমি তাহাদের প্রতি কেন করিলাম, এই বলিয়া রাজা সারলমা সকলের নিকট অনুতাপ করিয়াছিলেন। বলদ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করা দুষ্কর দেখিয়া তিনি স্বয়ং তত্রত্য প্রধান লোকদের প্রতিগৃহে গিয়া মিষ্টকথাদ্বারা তাহাদিগকে সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন। সদ্ব্যবহারের কি আশ্চর্য্য গুণ! সারল্‌মার প্রতি সাক্ষন্‌দের যে এতটা রাগ ছিল, অল্প দিনের মধ্যে সে সকলই শান্তি হয়। পরে তাহারা তাঁহার এমনি বশীভূত হইল যে তদনুরোধে খৃষ্ট-ধর্ম্ম-গ্রহণে কেহ আপত্তি করিল না, এমন কি তাহাদিগের সেনাপতি উইটিকিণ্ডের জলসংস্কার-সময়ে সারলমা স্বয়ং তাহার ধর্ম্মপিতারূপে যজ্ঞবেদীর সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। পরন্তু বিবাদের নিষ্পত্তি ইহাতেও হয় নাই, সাক্ষনেরা অনর্থক কলহ করিয়া ফ্রান্সের প্রেরিত রাজকর্ম্মচারীর কখন প্রাণ বধ করিত, কখন বা তাহাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে দেশহইতে দূরীভূত করিত। তাহাতে সুবুদ্ধিমান্ রাজা বুদ্ধিকৌশলদ্বারা বিদ্রোহিদিগের মধ্যে অনেককে ফ্লান্ডার্স এবং ইটালী দেশে পাঠাইয়া দেন, আর জরমেনীর উত্তরাংশবর্ত্তী আপন অধিকারস্থ লোকদিগকে আনাইয়া উপনিবাসীরূপে তাহাদের স্থানে স্থাপন করেন, তদ্দ্বারা বিবাদ বিসম্বাদ শেষ হইয়া যায়।

রোমাণ কাথলিক-ধর্ম্ম-মতাবলম্বী সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির নাম পোপ। তিনি শুদ্ধ ধর্ম্মসংক্রান্ত-বিষয়ের একাধিপতি নহেন, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যও তাঁহার অধীন হয়, ঐ সমস্তের রাজকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ তিনি স্বয়ং করিয়া থাকেন। লম্বার্ড দেশের রাজা ডেসিডেরিয়স এই পোপের অধীন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। পোপ প্রথম হারডিয়ান স্বয়ং তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া সারল্‌মার নিকটে সাহায্য-প্রার্থনা করিলেন। ইহার পূর্ব্বে পেপিন রাজা রোমকে অনেক বার এরূপ বিপদ্‌হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, একারণ তদনুরূপ কর্ম্ম করিয়া প্রপীড়িত রোমীয়দিগের সাহায্যে তাঁহার উপযুক্ত পুত্রও যত্নবান্ হইলেন। আলপস্ নামে একটি সুদীর্ঘ পর্ব্বত ইউরোপের মধ্যভাগে আছে। বহুসঙ্খ্যক সৈন্যের সহিত সারলমা এই পর্ব্বত পার হইয়া লম্বার্ড-দেশে আইলেন, আসিবামাত্র তত্রত্য লোকেরা তাঁহার গত্যবরোধ করিতে চেষ্টা করিল বটে, পরন্তু অস্ত্রবলে তিনি তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাদিগের পেভিয়া-নগর পরিবেষ্টন করিলেন। লম্বার্ডের রাজা তথায় স্বয়ং আশ্রয় লইয়া আপন পুত্র কন্যা ও পরিবারকে ভেরোনা-নামক সুদৃঢ় দুর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সারলমা কিয়দংশ সৈন্যদ্বারা তাহাও আক্রমণ করাতে বিপক্ষের পক্ষরক্ষার আর উপায়ান্তর রহিল না, কারারুদ্ধাবস্থায় তাহাদের সকলকেই থাকিতে হইল। অতঃপর ফরাসীরাজা জয়পতাকা উত্তোলন করিয়া রোম-রাজ্য-দর্শনার্থ চলিলেন, বিপন্ন রাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া তথায় তিনি বিশেষরূপে সম্মানিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। রাজধানীহইতে পঞ্চদশ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া দেশের শান্তিরক্ষক এবং কুলীনবর্গ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-করণানন্তর তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রোমীয় ধর্ম্মের রক্ষক ও প্রধান বন্ধু বলিয়া পূর্ব্বে যে মান্যজনক রাজপতাকা তাঁহার পিতামহকে দত্ত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই রূপ একটি পতাকা তাঁহাকেও প্রদান করিলেন। এক ক্রোশ পথ

রোমান কাথলিক ধর্ম্মমতাবলম্বী প্রধান ব্যক্তি পোপের চিত্র।

থাকিতে গ্রীক্‌-সাক্‌ষন এবং লমবার্ড দেশের লোকেরা সারি সারি দণ্ডায়মান হইল, প্রথম পঁক্তিতে বৃদ্ধ, দ্বিতীয়ে অস্ত্রধারী যুবকগণ, এবং তৃতীয় পঁক্তিতে তাল এবং জলপাইর পত্র হস্তে ধারণ করিয়া বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। নগরে প্রবিষ্ট হইলে, কাথিড্রাল-নামক যে গির্জ্জায় পোপের অধিনিবাস ছিল, প্রথমে তিনি তথায় নীত হইলেন, যাইবা মাত্র সমস্ত যাজকবর্গকে সঙ্গে লইয়া পোপ গির্জ্জার চাতালে দণ্ডায়মান হওত পরমাত্মীয় বন্ধো! বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সে দিন রোমরাজ্যে আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না, সারলমার শুভাগমন উপলক্ষে পোপ মহাভোজ করিয়া প্রধান অপ্রধান সকল লোককে ভোজন পান করাইলেন। মহারাজা সারলমা বিনীতভাবে সকল লোককে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া সক-

লেরই মনোরঞ্জন করিলেন। তিনি দিন কয়েক পোপের সহিত বাস করিয়া পুনর্ব্বার পেভিয়াতে আইলেন, তখন তথায় মারীভয় ও দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে আর কোন আয়াস লইতে হইল না, ডেসিডেরিয়স লম্বার্ডের রাজা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। দণ্ড দিবার নিমিত্ত সারল্‌মা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া ফ্রান্‌সে পাঠাইয়া দিলেন, আর ইটালী-দেশস্থ ভূতপূর্ব্ব রাজাদিগের প্রাচীন রীত্যনুসারে আপনি লৌহময় রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়া মিলান-নামক নগরে লম্বার্ডের রাজপদ গ্রহণ করিলেন।
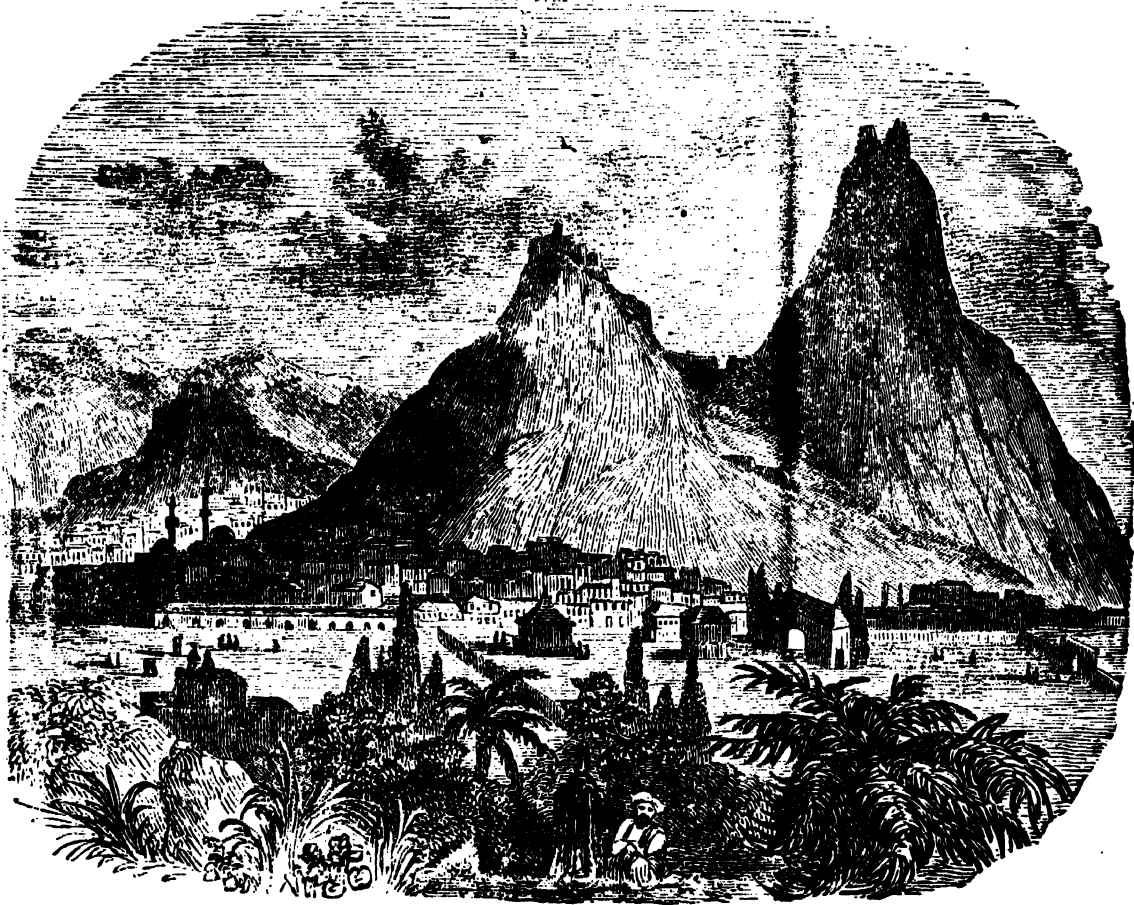
পিরিনিজ পর্ব্বতের চিত্র।

খৃষ্টীয় অষ্টশতশতাব্দীর প্রারম্ভে আফ্রিকার উত্তরাংশহইতে মুর অর্থাৎ মুসলমান লোকেরা ইউরোপে আসিয়া শুদ্ধ স্পেন রাজ্য জয় করে নাই, ফ্রান্‌সের অনেকাংশেও রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। এই সারল্‌মার পিতামহ চারল্‌স বাহুবলে তাহাদিগকে ফ্রান্‌সহইতে তাড়াইয়া দেন, এই জন্য লোকেরা তাঁহার উপাধি মার্টেল দিয়াছিল। এই মার্টেল শব্দের অর্থ হাতুড়ি, অর্থাৎ তাঁহার মুষ্ট্যাঘাত লৌহময় হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় ছিল, যদ্দ্বারা তিনি শত্রুপক্ষকে দেশান্তর করণে সক্ষম হইয়াছিলেন। তা যাহা হউক, স্পেন-দেশে মুরদিগের অধিকার তখন পর্য্যন্ত লোপ হয় নাই, করডোভা-নামক নগরে তাহাদিগের রাজধানী ছিল। জারাগোজা-নামক এক

জন আমীর করডোভার শাসনকর্ত্তার সহিত বিবাদ করিয়া সারল্‌মাকে এই ভাবে এক খানি পত্র লিখেন, মহারাজ! আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন, তবে করডোভাতে মুসলমানদিগের রাজত্ব লোপ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে খৃষ্টান-রাজ্য স্থাপন করি, আপনি রাজা হইলে আমরা সকলে তুষ্ট হই। মহাতেজস্বী সারল্‌মার যুদ্ধ-বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল, জয়ী হওনের ইচ্ছাও অল্প ছিল না, অতএব পত্র পাইবামাত্র তিনি সাহায্য করণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সঙ্গ্রহ করিয়া পিরানীজ পর্ব্বত অতিক্রম করত স্পেনদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে করডোভার শাসনকর্ত্তা পরাজিত হইল। তিনি সাহায্য-প্রার্থী জারাগোজাকে তৎপদে অভিষিক্ত করিয়া এব্রো নদীর উত্তর-ভাগে স্পেনের যে সকল প্রদেশ আছে, তাহা আপন অধিকারভুক্ত করিলেন। আর ভবিষ্যতে মুসলমানেরা যেন কোন প্রকার অত্যাচার না করে, এজন্য আপন বিশ্বস্ত এক জন ফরাসী লোককে তথায় নায়েবস্বরূপ রাখিলেন এবং এই কথা বলিয়া দিলেন, তুমি যখন যাহা হইবে তাহা আমাকে লিখিয়া পাঠাইও। এই রূপে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথে তাঁহার ভয়ানক বিপদ্ ঘটিল। স্পেন এবং ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তী যে পর্ব্বত আছে, তাহা ঢালু অসমান ও কর্কশ, ঐ পর্ব্বত পার না হইলে, ফ্রান্স আসিবার সুবিধা নাই, তাঁহার সৈন্য সকল কষ্টশ্রেষ্ঠে সর্পের ন্যায় বক্রভাবে যখন সেই পর্ব্বতারোহণ করিতেছিল, তখন মুর এবং গ্যাসকনেরা একত্রিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগহইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। পরিধৃত সাঁজোয়ার গুরুতর ভার এবং নৈসর্গিক ব্যাপারের অসুবিধা প্রযুক্ত তাহারা শত্রুপক্ষকে বাধা দিতে সমর্থ হইল না। ইহাতে আক্রমণকারীরা বিশেষ উৎসাহিত হইয়া শিলাবৃষ্টির ন্যায় তাহাদের উপর তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, উপরহইতে বড় বড় প্রস্তরের কুঁদা ফেলিয়া তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিল। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাতে সারল্‌মার বহুসঙ্খ্যক সৈন্য বিনষ্ট হইল, তন্মধ্যে তাহার প্রিয়পাত্র রোলাণ্ডনামা কুলীন মহাশয়ও পড়িয়া মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রাচীন কালে এ ব্যক্তি অতিসুপণ্ডিত কবি বলিয়া সর্ব্বত্র মান্য গণ্য ছিলেন, অতএব তাঁহার অকালমৃত্যুতে সারল্‌মা অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন।

পর বৎসর সারল্‌মা লুই এবং কারলোমা নামক পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার ইটালী-দর্শনার্থ গমন করিলেন, লম্বার্ডদেশ জয় করিয়া তাঁহারা পেভিয়া-নামক যে নগরকে রাজধানী করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুদায় শীতকাল যাপন করিলেন। বসন্তকালের প্রারম্ভে তাঁহারা রোমনগরে গেলেন, তথাকার সর্ব্বাধিপতি পোপ বহুসমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রজাবর্গের সন্তোষার্থ লুইকেল মবার্ড এবং আকুইটেন নামক প্রদেশদ্বয়ের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন, তখন পিতামহের নামানুসারে তাঁহার নাম লুই-পেপিন বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইল। সমুদায় বাভেরিয়া রাজ্য, বেনিভেণ্টনামে ইটালীর এক প্রদেশ, হঙ্গারীর কিয়দংশ, অতঃপর তাঁহার সুবিস্তীর্ণ রাজ্যাধিকার মধ্যে সংযোজিত হইল। ফ্রান্স, জরমেনি, ইটালী, ডালমেসিয়া, ইষ্ট্রিয়া, স্পেন এবং হঙ্গারীর কিয়দংশ ইত্যাদি ইউরোপের অনেক স্থানে তিনি শাসন করিতে লাগিলেন। তাহাতে দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র পূজ্য ও মান্য গণ্য হইলেন। শুদ্ধ রাজ্য-বিস্তারের নিমিত্ত তাঁহার গৌরব দেশ বিদেশ বিস্তৃত হয় নাই পিত্রধিকারের উত্তরাধিকারী বলিয়াই হউক, বা বাহুবলে প্রাপ্ত

হওয়াতেই হউক, যে সকল রাজ্য তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছিল, তাহাতে তিনি সভ্যতা ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। সেরূপ অসভ্যসময়ে তিনি যে রূপ প্রজাবর্গের উপকার-সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বতন কোন রাজা সেরূপ উপকার করেন নাই, ইহা তাঁহার রাজ্যকালের যথার্থ গৌরব ও প্রকৃত মাহাত্ম্য ছিল। প্রজাদিগের যেমন অবস্থা তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া তিনি ন্যায্য বিচার করিতেন, এই কর্ম্মে তাঁহার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইত, তথাপি তিনি এক দিনও বিরক্ত হইতেন না।

সারল্‌মা প্রজাবর্গকে খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্ম, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র শিখাইবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন, তাহাদিগের ধর্ম্মোপদেশের জন্য বহুসঙ্খ্যক গির্জ্জা ও যাজকদিগের বাসস্থান তদ্দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। এই পুরোহিতদিগকে আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিখাইবার নিমিত্ত তিনি সতত মনোযোগী ছিলেন, সেরূপ তমসাবৃত কালে ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত জনসমাজের সাক্ষাতে বাইবেল অর্থাৎ খৃষ্টীয়-ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকাশ্য পাঠ কুত্রাপি প্রচলিত ছিল না, ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের সমুদায় আপত্তি নিবারণ করিয়া, সারল্‌মা তাহা প্রবৃত্ত করণদ্বারা আপন গৌরব বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অজ্ঞান প্রজাবর্গ ইহাতে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রতি অতীব রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল।

বাল্যাবস্থায় সারল্‌মার উত্তমরূপ শিক্ষাবিধান হয় নাই, অনেক বয়সে তিনি কিঞ্চিৎ লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে বিদ্যাচর্চ্চার প্রতি তাঁহার অতিশয় অনুরাগ জন্মে, আল্‌কুইন-নামা এক জন সুপণ্ডিত ইংরাজের নিকট তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে তাঁহার বিদ্যা-বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল, তিনি নানা দেশহইতে পারদর্শী সুপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া আপন রাজ্যে পদার্থাদি বিদ্যার সমধিক উন্নতি করিয়াছিলেন। ধনদানদ্বারা ঐ বিদ্বান্‌দিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করণে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। ইতিহাস বেত্তারা কহেন, কেবল ফ্রান্‌স বলিয়া নয়, আলকুইনদ্বারাও ইউরোপের অনেকাংশে সাহিত্য ওবিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল।

প্রজাদিগেরর মঙ্গলার্থ সারল্‌মা স্বরাজ্যে যে সকল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা দুই প্রকার ছিল। প্রথম শ্রেণী অল্পবয়স্ক বালকদিগের নিমিত্ত এবং দ্বিতীয়শ্রেণী যুবা লোকদিগের জন্য। বালকদিগের পাঠশালাতে শুদ্ধ সামান্য লিখন ও পঠন ব্যতিরেকে আর কোন বিদ্যা চর্চ্চা হইত না, যুবা পুরুষদিগের বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ, ন্যায়, সাহিত্য, অলঙ্কার, বিজ্ঞান এবং বাদ্য সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিষয় শিক্ষা হইত, পাঠার্থ ছাত্রদিগকে কোন মাসিক বেতন দিতে হইত না, বরং কোমলভাব এবং স্নেহ প্রকাশ করিয়া তিনি তাহাদের শিক্ষাকার্য্যের সমুদায় ব্যয় রাজকোষহইতে দিতেন। যুবকদিগের বিদ্যালয় সকল গির্জ্জার মধ্যবর্ত্তী ছিল, ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ স্বয়ং সকলের অধ্যাপনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এক একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয় সংস্থাপিত ছিল।

সারল্‌মা রাজকর্ম্মের গুরুতর ভার প্রযুক্ত নিরন্তর ব্যস্ত থাকিলেও বিদ্যালয় সকলের তত্ত্বাবধানে আলস্য করিতেন না, তিনি মধ্যে মধ্যে স্বয়ং যাইয়া বালকদিগের পরীক্ষা করিতেন। নীচ এবং ভদ্র জাতীয় বালকেরা এক পাঠশালায় পড়িত। এক বার পরীক্ষায় ভদ্রসন্তান অপেক্ষা নীচজাতীয় বালকেরা শ্রেষ্ঠতর হইল; তাহাতে তিনি

তাহাদিগকে সাতিশয় প্রশংসা করিয়া অল্প পরিশ্রমী কুলীন বালকদিগকে মিষ্ট ভর্ৎসনা-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "আমি দেখিতেছি সদ্বংশোদ্ভব বলিয়া তোমাদিগের মনে বড় অহঙ্কার হইয়াছে, লেখা পড়া শিখি বা না শিখি পিতৃপুরুষদিগের নাম গৌরবে আমরা রাজকার্য্যে উচ্চ পদাভিষিক্ত হইব, মনে মনে বুঝি তোমরা এই স্থির করিয়াছ। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে ছোট হউক, বা বড়ই হউক, যে ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন হইয়া রাজ-কার্য্যের উন্নতিসাধনে সমর্থ হইবে, যাহাদ্বারা দেশের মঙ্গল হওয়া সম্ভব, তাহাকেই আমি উচ্চ পদ দিব, কুলীন অকুলীন ভদ্রাভদ্র বিবেচনায় কোন ইতর বিশেষ করিব না।" আমাদিগের সময়ে এমন ব্যাপার ঘটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কিন্তু সহস্র-বৎসর-পূর্ব্বে এরূপ রাজকার্য্য বড় সামান্য ব্যাপার নহে, সাধারণ লোকদিগের পক্ষে ইহা অতীব বিস্ময়জনক ঘটনা বলিতে হইবে। কারণ তৎকালের লোকেরা নীচ লোকদিগকে সাতিশয় জঘন্য বোধ করিত, উৎকৃষ্ট ধীসম্পন্ন হইলেও এখনকার মত তাহারা উচ্চ পদারূঢ় হইতে পারিত না।

সারল্‌মার রাজবাটীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতর বিদ্যাধ্যাপনার্থ একটি চতুষ্পাঠী ছিল, অন্যান্য বিদ্যানুরাগী কুলীনবর্গের সহিত তিনি স্বয়ং তথায় বিদ্যানুশীলন করিতেন। নিয়ম ছিল, অপর ছাত্রদিগের যেরূপ শিক্ষা তাঁহারও সেই রূপ শিক্ষা হইবে, রাজা বলিয়া অধ্যাপক কোন ইতর বিশেষ করিতে পারিবেন না। এই বিদ্যালয়ে য়ূনানা ভাষা, খগোল, কবিতা, অলঙ্কার, ন্যায় শাস্ত্র, পুরাবৃত্ত এবং পূর্ব্বকালীয় পদার্থ সকলের অনুসন্ধানাদিদ্বারা বিশেষরূপ আলোচনা হইত। ভোজন পান বিষয়ে তাঁহার জাঁকজমক ছিল না, সামান্য অথচ পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিয়া দিন যাপন করিতেন। জীবনধারক সকল বিষয়ে তিনি এই রূপ গরিমাশূন্য হওয়াতে তাঁহার মহত্ত্ব সর্ব্বজন-সমীপে অতীব উজ্জ্বল হইয়াছিল। কি ভোজন কি শয়ন এই বিদ্যানুরাগী মহান্ ব্যক্তি এক দণ্ড পুস্তক ছাড়া থাকিতেন না, ভোজনকালে এক ব্যক্তি এক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ অথবা ইতিহাস পাঠ করিয়া তাঁহাকে শ্রবণ করাইত, শয়ন-কালে ভৃত্যেরা তাঁহার বালিশের নীচে ঐ রূপ এক খানি পুস্তক রাখিত, নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই তিনি তাহা স্বয়ং পাঠ করিতেন।

প্রকাশ্য মাঙ্গলিক বিষয়ে সারল্‌মা এত উৎসুক ছিলেন বটে, কিন্তু অপ্রকাশ্যে তিনি নিতান্ত দোষশূন্য ছিলেন না। তা যাহা হউক, যে ব্যক্তি সদ্‌গুণে সিন্ধুতুল্য হন, বিন্দুমাত্র অসদ্‌গুণ তাঁহার ধর্ত্তব্য নহে। সন্তান সন্ততির পক্ষে তিনি উত্তম পিতা ও বন্ধু ছিলেন, দরিদ্র লোকদিগের পক্ষে তিনি শুদ্ধ ন্যায়বান্ ও দয়াবান্ পুরুষ ছিলেন না, তাঁহারা সহজে তাঁহার নিকটে আসিয়া পুত্র কন্যার ন্যায় আপনাদিগের মনোবেদনা প্রকাশ করিতে পারিত। কন্যাগণের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল, আপনার যে রূপ পদ তদনুযায়ী তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই; জরমান-জাতিদের রীত্যনুসারে লেখা পড়া ব্যতিরেকে তিনি আপন কন্যাগণকে সেলাই বুনন এবং অন্যান্য পশমের শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। পিতৃযত্নদ্বারা উক্ত কামিনী সকল এমনি বিদ্যাবতী হইয়াছিলেন যে বড় বড় পণ্ডিত লোককে পত্র লিখিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হইতেন না। "ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনাদ্বারা মনের মালিন্য দূর হইয়া কিরূপ আনন্দোদ্ভব হয়" এবিষয়ে তাহাদের এক জন অলসুইন নামা মহাপণ্ডিতকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র তাহাদের বিদ্যার প্রমাণ স্বরূপ, স্থানাভাব প্রযুক্ত সে পত্র খানি

এস্থলে অনুবাদ করা হইল না। কি স্বদেশ কি বিদেশ সারলম্যা যে খানে যাইতেন, পর্য্যটন-কালে পুত্রকন্যাদিগকে তিনি সঙ্গে লইয়া যাই-তেন, পুত্রেরা অশ্বারোহণ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে যাইত। কন্যাগণ পশ্চাতে থাকিত।

মহৎ-লোকদিগের শরীরের বাহ্য-গঠন-দৃষ্টে লোক বড়ই বিবেচনা করে। সারলম্যা এ বিষয়ে অপকৃষ্ট ছিলেন না, তাঁহার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাসা, অনুজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু, প্রফুল্ল রক্তিমাভ বদন-মণ্ডল ও সুন্দর কেশের জন্য সকলেই তাঁহাকে রূপবান্ পুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিত। তিনি দীর্ঘাকার স্থূল পুরুষ ছিলেন, বলও সামান্য ছিল না, কথিত আছে, জয়ুজনাম এক খানি তরবারিদ্বারা একাঘাতেই তিনি একটি অশ্ব এবং তদারোহীকে একেবারে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন। যেমন শরীরের শক্তি তাঁহার আহারও তদনুরূপ ছিল। প্রবাদ আছে, ভোজন করিতে বসিয়া তিনি এককালে একটি রাজহংস দুইটি কুক্কুট এবং একটি মেষের চতুর্থাংশের একাংশ, অন্যান্য সামগ্রীর সহিত ভোজন করিতেন। ইজিনহার্ড নামা এক ব্যক্তি এই মহাত্মার জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, তৎকালে অপর সাধারণ লোকে যে রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিত, তাঁহার পরিচ্ছদও তদ্রূপ ছিল, প্রভেদের মধ্যে বর্ত্তমান কালে হাই-লণ্ডর বাসী লোকেরা পা অবধি হাঁটু পর্য্যন্ত যেমন বিচিত্রবর্ণের মোজা এবং উরুদেশে সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র পাজামা পরে, কটিদেশের অধোভাগে তিনি তদ্রূপ বস্ত্র পরিধান করিতেন, এবং শীতকালে গায়ে একটি চামড়ার কোট দিতেন। তাঁহার পার্শ্বে নিয়ত এক খানি তরবারি থাকিত, সন্ধিপত্র নির্দ্ধারণের সময় তাহার গায়ে সিল করিয়া তিনি এই কথা বলিতেন, যাহাদ্বারা আমি সিল মোহর করিলাম, তাহারই দ্বারা রক্ষা করিব।

অষ্ট শত খৃষ্টাব্দে তিনি পুনর্ব্বার রোমরাজ্যে গিয়াছিলেন। পোপলিও তাঁহার যথাবিহিত সম্ব-র্দ্ধনা করত যজ্ঞবেদীর উপর তাঁহার মস্তকে মুকুট প্রদান করত তাঁহাকে পশ্চিম রোমখণ্ডের সম্রাট্ বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন। আর সমস্ত প্রজাবর্গ উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়াছিল, "রোমীয়দিগের মহান্ সুশান্ত সর্ব্বাধিপতি যে ব্যক্তির মস্তকে অদ্য রাজ মুকুট প্রদান করিলেন, সেই চার্লস অগষ্টস ভূপতি মহাশয় চিরজীবী হউন, সেই অবধি তাঁহার নাম সারলমা হয়।

এই ঘটনার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে তিনি আর এক বার লম্বার্ড-দেশে গিয়া প্রিয় পুত্র লুইসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। একস্লাচপেল নামে তথায় একটি আরাধনার স্থান তিনি নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন, দিন কয়েক পিতা পুত্রে সুখে বাস করিয়া সেই স্থানে এক দিন প্রধান এবং কুলীন ব্যক্তিকে আহ্বান করিলেন। সকলে একত্রিত হইলে তিনি যুবরাজ লুইসকে সম্বোধন করিয়া প্রজার প্রতি রাজাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, কি কর্ম্ম করিলে দেশের মহদুপকার হয় এই রূপ নানাবিধ উপদেশ দিলেন। পরে বলিলেন, যিনি অনাদি ঈশ্বর, যিনি মনুষ্য মাত্রেরই শাস্তা এবং বিচার-কর্ত্তা, যাঁহার কাছে তোমাকে পরে সমুদায় কর্ম্মের হিসাব দিতে হইবে, সেই পরম পিতা পরমেশ্বর তোমাকে এই রাজমুকুট প্রেরণ করিয়াছেন, লইয়া শিরে ধারণ কর। অতঃপর পিতা পুত্রে আর সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি তথাহইতে প্রত্যা-গমন করিয়া ফ্রান্সে আসিবা মাত্র তাঁহার পার্শ্ব-শূল রোগ হয়, এবং সেই রোগ দিন কয়েক ভোগ করিয়া তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার ত্রিসপ্ততি বর্ষ বয়স হইয়াছিল, মরণকালে তাঁহার শেষ বাক্য এতাবন্মাত্র ছিল, হে প্রভো! আমি

তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করিলাম। তাঁহার মৃত দেহ উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া মহাসমারোহে একসলাচাপেলে প্রোথিত করা হইয়া ছিল, আর স্মৃতিস্তম্ভের উপরিভাগে এই কথা লেখা হইল "যে সম্রাট্ সারল্‌মা বাহুবলে ফ্রান্‌স রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন, যাঁহার রাজত্বে প্রজাবর্গ পরম সুখী ছিল, তাঁহার মৃত দেহ এই স্তম্ভের অধোভাগে রহিল। ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারি দিবসে তাঁহার পরলোক হয়।

সঞ্চয়-ভাণ্ডার।

এতৎপূর্ব্বের প্রথম খণ্ডে "সঞ্চয়-ভাণ্ডারের" কথা উপলক্ষে আমরা অর্থসঞ্চয়ের এক সুলভ উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, তদনুসারে সঞ্চয়ানুশীলন করিলে সংসারী ব্যক্তির অনেক প্রকার উপকার সম্ভবে, পরন্তু তাহার অভিপ্রেত সিদ্ধ হওনের দীর্ঘকাল প্রয়োজন, এবং তাহার অনুসরণে মনুষ্য সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দমন হইতে পারেন না। অতএব যে উপায়ে পরিবারের নিমিত্ত এক দণ্ডের মধ্যে সঙ্গতিস মার্জ্জিত হইতে পারে তাহার অবতারণা করা বিধেয়। আশু বোধ হইতে পারে যে, কুহক ভিন্ন এ অভিপ্রেত সাধ্য নহে, পরন্তু পরীক্ষাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে, ক্রমশঃ সঞ্চয় যে প্রকার সাধ্য ইহাও তদ্রূপ, ইহাতে তদপেক্ষা গুরুতর আয়াস আবশ্যক করে না। ইহা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ইহা বলা বাহুল্য। ভদ্র গৃহস্থেরা অনেকে যথাসাধ্য উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করেন, তাঁহাদিগের মনে সর্ব্বদা এই মহৎ ভাবনা জাগরূক থাকে যে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী পুত্র উপজীবিকাভাবে সুখস্বচ্ছন্দহইতে একেবারে দুস্তর দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইবে। স্নেহান্বিত স্বামী ও পিতার পক্ষে এতদপেক্ষা গুরুতর অন্য ভাবনা অল্প আছে এবং ইহার প্রতীকার করিতে সকলেই আগ্রহী আছেন; সঞ্চয় করিবার এই এক মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু মৃত্যুকালের নির্দ্দিষ্টতা না থাকা প্রযুক্ত ও অনেকের পক্ষে উপার্জ্জনের লাঘবতা প্রযুক্ত তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি অদ্য মাসিক শত মুদ্রায় পরিবার-বর্গকে পরমসুখে রাখিতেছে, কখন২ তাহার লোকান্তে পরিবারবর্গ একেবারে নিঃস্ব ও নিরবলম্ব হইয়া পড়ে। সাধ্বী স্ত্রীগণ অপোগণ্ড সন্তান লইয়া অনাথিনী হইলে দুঃখসাগরে ভাসমান হইতে থাকে। তৎকালে কিঞ্চিৎ উপজীবিকার সংস্থান থাকিলে ঐ অর্থ উহাদিগের কর্ণধার হইয়া অভিপ্রেত কূলে আনয়ন করে। পরিবার নিতান্ত অধিক থাকিলে কর্ত্তার মৃত্যুর পর পরিবারমধ্যে প্রায় নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে। অনেক স্থলে সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

অল্প-উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিবর্গ যহা অর্জ্জন করেন তাহা উহাদিগের দৈনিক সেবায় ব্যয়িত হইয়া যায়। ইহারা যাহা বাঁচাইয়া রাখেন তদ্দ্বারা কিছু ফল হয় না। হয় ত মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হইয়া আইসে। আজীবন পরের আজ্ঞাবহ পুত্রকলত্রাদিকে সুখী করিয়া না যাইতে পারিলে মনে কত ক্লেশ উদিত হইতে থাকে। উপার্জ্জক উৎকট-রোগগ্রস্ত হইলে সংসারের দুঃখস্রোত প্রবাহিত হয়। তৎকালে জ্ঞানবান্ পুত্রের চক্ষু আরক্ত, কন্যার নয়ন বিন্দুতে পরিপূর্ণ, পিতা অবলম্বিতযষ্টি ভ্রষ্ট ও বিবস্ত্র, মাতা ম্রিয়মাণা, অন্যান্য আত্মীয়গণ খেদান্বিত, ও স্ত্রী এককালে অচেতনা হইয়া পড়ে। এই গুলি স্মরণ হইলে কাহার মানস সরোবর দুঃখস্রোতে উদ্বেল হইতে না থাকে। তথন মুমূর্ষু

ব্যক্তির মনে হয় যদি কিছু বাঁচাইয়া পরিবার পোষণার্থ এমন কোন সুবিধা করিতে পারিতাম, যদ্দ্বারা সংসার অনায়াসে চলিতে পারিত, তাহা হইলে অদ্য মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়া কালের করাল বদনের চর্ব্বণযন্ত্রণা নিতান্ত অসহ্য হইত না। পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দতা জন্য সকল লোকই ব্যস্ত, দুর্জ্জয় ও ভয়ানক কার্য্যে ব্যাপৃত। সন্তানাদির কল্যাণার্থ মনুষ্য, কি হিংস্র-জন্তু-পরিপূরিত গহন কানন, কি ভীষণ যাদোগণ-পরিবেষ্টিত অতলস্পর্শ সমুদ্র, কি চিরতিমিরাবৃত ভূগর্ভস্থ খনী, কোন স্থানে গমন করিতে পরাঙ্মুখ নহে। যাহাদিগের শুভসাধন-নিমিত্ত এত দূর দুঃসাহসিতা করিতে হয় তাহাদিগের নিমিত্ত ভবিষ্যতের উপজীবিকা সম্পাদন করিতে না পারিলে যে লোকে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি। এই দুর্নিমিত্ত পরিহারার্থে ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে "লাইফ ঐনসিউরেন্স" নামক সমাজ সংস্থাপিত আছে। তাহার ফল এই যে জীবনকাল মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে স্ব স্ব নিয়মানুসারে ঐ সমাজে উপার্জ্জিত ধন সমর্পণ করিলে ঐ সভা ঐ ব্যক্তির পরলোকান্তে তাহার পরিবারবর্গকে নিয়মিত পরিমাণে এক কালে বৃত্তি দিয়া থাকেন। ঐ বৃত্তি সংস্থান থাকিলে অনাথ-অবলাগণ পরের গলগ্রহ-যন্ত্রণা-হইতে পরিত্রাণ পান। ও অনাথ শিশুগণ নিয়মিতরূপে বিদ্যা চর্চ্চা করিতে পারে। এতৎ কার্য্যের আশ্চর্য্য মহিমা এই যে উক্ত সভায় এক বার মাত্র কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহার পরক্ষণে মৃত্যু হইলে ঐ অর্থের ৩০ বা ৪০ গুণ অধিক টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কেহ এরূপ শঙ্কা করিতে পারেন যে এই রূপে এক গুণ লইয়া ৩০ গুণ দিলে কোন সভাই চিরস্থায়ী হইতে পারে না, তাহাতে কুবেরের ভাণ্ডারও অল্পকালে নিঃশেষিত হয়। পরন্তু বস্তুগত্যা ইহাতে কোন সভার ক্ষতি না হইয়া বরং সকলেরই লাভ হইয়া থাকে। কারণ প্রথম টাকা দিবার পরক্ষণে যে সেই বর্ষের শতকরা এক জনের অধিকের মৃত্যু হয় না, অবশিষ্টকে তদপেক্ষা অধিক কাল বাঁচিতে হয় ও অনেককে ৩০-৪০ বা ৫০ বৎসর টাকা দিয়া জীবন শেষ করিতে হয়, সুতরাং একের মৃত্যুর ক্ষতি অন্যের দত্ত টাকায় পূরণ হইয়া থাকে। এই রূপ ক্ষতিপূরণ আমাদিগের দেশে মহাজনেরা সচরাচর দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা উহাকে বিমা নামে নির্দ্দেশ করেন। বিমাকারী মহাজনেরা ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া প্রত্যুত অত্যন্ত লাভ করিয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিমার এই নিয়ম যে এক এক নৌকায় যত টাকা মূল্যের দ্রব্য বোঝাই থাকে তাহার শতকরা ৫ টাকা শুল্ক লওয়া হয়। এই প্রকারে যদ্যপি কোন ব্যক্তি ৫০০ খানা নৌকা বিমা করে ও এক এক নৌকায় ৫০০ টাকার দ্রব্য থাকে তাহা হইলে সে ১২৫০০০ টাকা প্রাপ্ত হইবে। তন্মধ্যে শতকরা ৪ খানা নৌকা পথিমধ্যে দৈব অগ্নিসংযোগে বা বাত্যার প্রভাবে ধ্বংস হইলে ৫০০ টাকা করিয়া ২০ খানা নৌকায় বিমাকারীকে ১০,০০০ টাকা দণ্ড দিতে হইবে, সুতরাং অবশিষ্ট ১১৫০০০ টাকা তাহার লাভ হইবে। অপর যাহাদিগের নৌকা বা নৌকাস্থ দ্রব্য বিমা করা হয় তাহারা লাভের অংশহইতে শতকরা ৫ টাকা দিয়া একেবারে এক নৌকায় সমস্ত দ্রব্য ধ্বংস হওয়া আপদ্‌হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়, ইহা তাহাদিগের পক্ষে পরম লাভ। কারণ অনেকে আপনার সর্ব্বস্ব এক এক নৌকায় প্রেরণ করিয়া থাকে, সেই নৌকা জলমগ্ন হইলে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়, কিন্তু বিমার সাহায্যে তাহার সে আশঙ্কা কিছুমাত্র থাকে না। প্রত্যুত

যে মূল্যের দ্রব্য নৌকায় প্রেরণ করা যায়, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক টাকার বিমা করিলে নৌকা জলমগ্ন হইলে ক্ষতি না হইয়া বরং লোকের বিশিষ্ট লাভ হইয়া থাকে। পশ্চিম-প্রদেশহইতে দ্রব্যানয়ন-সময়ে এই প্রকার বিমা সর্ব্বদা হইয়া থাকে। এবং অর্ণবপোতে দ্রব্য পাঠাইতে হইলে প্রতি নিয়ত বিমা হইয়া থাকে। বিলাতে মনুষ্য-জীবনের উপর এই প্রকার বিমা করিবার প্রথা দীর্ঘকালাবধি প্রচলিত আছে, তাহাতেও তত্রত্য লোকেরা বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকে। এতদ্দেশে সম্প্রতি তদ্রূপ মনুষ্য-জীবনের উপর বিমা করিতে এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

ঐ সভার কর্ম্মাধ্যক্ষ পদে শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল শীল, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতি মান্য ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের প্রতি প্রায় সমুদায় সাধু ব্যক্তির বিশ্বাস ও আস্থা আছে। ইহাদিগের কার্য্যকারকেরা সচ্চরিত্র হইলেই লোকের মনোরঞ্জন করিয়া এই সভার সংবর্দ্ধন করিতে পারিবেন।

অদ্যাপি এই সভার নিয়ম সকল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু ইংরাজী জীবন-বিমার নিয়মদৃষ্টে বোধ হয় যে ইহার ব্যয় অধিক হইবে না। সহস্র মুদ্রা প্রাপ্তির নিমিত্ত বিমা করিলে নব্যের পক্ষে বর্ষে ৪০ টাকা বা মাসে ৩ টাকার অধিক লাগিবেক না। বৃদ্ধের পক্ষে বার্ষিক শুল্ক তদপেক্ষা অধিক হইবে। এই ইতর-বিশেষের কারণ অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে। ইহা ব্যক্তই আছে যে সকলের জীবন সমকালীন-স্থায়ী নহে, ও যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধের শীঘ্র মরিবার সম্ভাবনা; সুতরাং যুবক ও বৃদ্ধ সমান শুল্ক দিয়া সমান লাভ পাইতে পারেন না, ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবা ৫০ বৎসর কাল বাঁচিতে প্রত্যাশা করিতে পারে; কিন্তু ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ ২০ বৎসরের অধিক বাঁচিতে প্রত্যাশা করেন না, সুতরাং এতদুভয়ে বিমা করিলে যুবকের অপেক্ষায় বৃদ্ধকে দ্বিগুণেরও অধিক শুল্ক দিতে হয়। পরন্তু যে প্রকারই শুল্ক দিতে হউক এই বিমাকার্য্যে যে বিমাকারী ও বিমাকারয়িতা উভয়ের পক্ষে বিশেষ লাভ আছে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। যাহারা দৈবের দৈবত্ব নিবারণ করিয়া স্ত্রী পুত্রের ভাবি-সঞ্চয় সম্পাদনে ইচ্ছা রাখেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই বিমার অনুসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৃহদাকার কূর্ম্ম।

অ সামান্য বিষয় লইয়া সকলেই আন্দোলন করিয়া থাকেন। সামান্য বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান প্রায় কেহই করেন না। কিন্তু সামান্য বিষয়েতেই অসামান্য গুণ থাকে। যাহা সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাতে অতি অপূর্ব্ব গুণ থাকিলেও কেহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। সামান্য বিষয়হইতেই জগতের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। সকলেই কূর্ম্মদর্শন করিয়াছেন। কচ্ছপের প্রকৃতিও প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। কচ্ছপের বিষয় লিখিতে গেলে যদি কিছু অসামান্য থাকে তাহাই লেখা কর্ত্তব্য।

আমেরিকার নিকটস্থ দ্বীপ সকলেতে ও আমেরিকার সমুদ্রের উপকণ্ঠস্থ প্রদেশে নানাবিধ কূর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের প্রকৃতি এতদ্দেশজাত কচ্ছপের স্বভাবহইতে অনেক বিভিন্ন।

ইহারা যখন পূর্ণাবস্থ প্রাপ্ত হয় তৎকালে ইহাদিগের দৈর্ঘ্য ৫ পাঁচ হাত পর্য্যন্ত হয়। প্রস্থ ৩ তিন হাত। ঊর্দ্ধ ৪ চারি হাত দেখা গিয়া থাকে।

বৃহদাকারর্ম্ম কূ।

শুণ্ডসহিত পরিমাণ করিলে দৈর্ঘ্য ৮ হাত হয়। ভারতবর্ষস্থ কচ্ছপগণ স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে ভিন্ন প্রকার নহে, কিন্তু আকারাদি ও স্বভাব-গত বৈলক্ষণ্য ভেদে বিভিন্নশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ গুণ নির্দ্দেশ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। বর্ণনীয় কচ্ছপগণের স্ত্রীপুংজাতি-গত অবয়বাদির বৈসাদৃশ্য থাকাতে তাহাদিগের অবান্তর ভেদ পর্য্যন্ত লেখা বিধেয়। ইহাদিগের পুংজাতিরা দীর্ঘাকৃতি। স্ত্রীজাতিরা স্থূলাকৃতি। পুংকূর্ম্মেরা ক্ষুদ্রমৎস্যভোজী, অত্যন্ত হিংস্র, এমন কি আপন শিশু সন্তানগণকে পর্য্যন্ত ভক্ষণ করে। এক দণ্ড অলস হইয়া থাকে না, সর্ব্বদা আহারের চেষ্টায় ফিরিতে থাকে। পুংজাতিরা প্রায় স্থলে অধিক ক্ষণ থাকে না। শীতকালে সূর্য্যের তাপ লাগিলে অতিশয় সুখবোধ হয় বলিয়া প্রাতঃকালে তীরে বসিয়া উত্তাপ সেবন করিতে থাকে। মাংসাশীরা ঐ সময়ে সুযোগ পাইয়া এক রূপ বৃহৎ২ হুকদ্বারা উহাদিগকে উত্তান করিয়া ফেলে। এক বার কোন রূপে উত্তান করিতে পারিলে উহারা আর চলিতে পারে না। তখন উহাদিগের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই রূপে ইহারা ধৃত হয়। পুংজাতিরা অন্য পুংজাতিকে দেখিলে তাহার সঙ্গে বিবাদ করে।

দুর্ব্বল হইলে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে।

স্ত্রী-কূর্ম্মেরা বর্ষমধ্যে তিন বার ডিম্ব প্রসব করে। ইহাদিগের গর্ভ দুই বা তিন সপ্তাহে পূর্ণ হয়। প্রসবকালে স্ত্রীজাতিরা স্থলে বাস করে। তথায় গর্ত্তে বা কোন আবৃত স্থানে অণ্ডগুলি নিধান করিয়া প্রতিদিন জলে ও স্থলে পর্য্যায়ক্রমে গমনপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকে, এবং আপনার ও ডিম্বের জন্যে এক সপ্তাহের খাদ্য সামগ্রী আহরণ করিয়া রাখে। ঐ সময়ে আহার-সামগ্রী সঙ্কলন না করিতে পারিলে সন্তানগুলি নির্ব্বিঘ্নে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-প্রাপ্তিপুরঃসর জীবিত থাকে না।

ঐ অবস্থায় উহাদিগের প্রতি নানা শত্রুর দৃষ্টি পতিত হয়। তখন পিতাও তাহার সদ্যঃপ্রস্ফুটিত সন্তানগুলিকে উদরস্থ করেন, অতএব অন্যের কথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। শৈশবকালে পশুপক্ষি-প্রভৃতি সকলেই ইহাদিগের প্রতি আক্রমণ করে। মনুষ্যেরা এই কালে সন্ধান পাইলে ইহাদিগকে সবংশে নির্ব্বংশ করিয়া থাকেন। এই সকল অনিষ্টের নিবারণজন্য কূর্ম্মীরা সর্ব্বদা নিভৃত স্থানে বসতিপূর্ব্বক সন্তানগুলিকে কার্য্যক্ষম করিয়া আপনারা স্বস্থানে প্রস্থান করে। এই কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে প্রায় এক মাস লাগে। স্ত্রীর অনুপস্থিতি-কালে যদি পুংকূর্ম্ম দম্পতীস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য স্থানে না গমন করে তাহা হইলে পুনঃ উভয়ের সম্ভাব হয়; নতুবা স্ত্রী অন্য বলবান্ পুংকূর্ম্মকে আশ্রয় করে, দুর্ব্বলের প্রতি ধাবিত হয় না। কূবা-প্রভৃতি-দ্বীপস্থ লোকেরা ইহাদিগের মাংস লবণসংযোগে এক বর্ষ-পর্য্যন্ত রাখিয়া ভক্ষণ করে। ঐখানকার বৈদ্যেরাও ইহার তৈলদ্বারা অনেক ব্যাধির ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

দুঃখালোকেরা ইহাদিগের পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের আবরণদ্বারা গৃহদ্বার প্রস্তুত করিয়া থাকে, ও রণপণ্ডিতেরা ঢাল নির্ম্মাণ করেন। বালকগণ জীবিত কচ্ছপের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক লীলা খেলা করিয়া থাকে। ইহারা অনাহারে ক্ষীণ হইলে শ্রমজীবী লোকের কলত্রগণ উহাদিগের পৃষ্ঠে ভার সমর্পণ করিয়া শৃঙ্খলদ্বারা বন্ধন করত স্বাভিলষিতদিকে আকর্ষণপুরঃসর আপন আলয়ে আনয়ন করে। বাটীতে পৌছিলে দ্রব্যাদি উত্তোলন করিয়া উহাকে উত্তান করিয়া রাখে। ইহাদিগকে উত্তান করিয়া না রাখিতে পারিলে সম্মুখে যাহা পায় তাহাকেই দংশন করে, ও তাহা তাহাদিগের ভোজ্য দ্রব্য হইলে ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

সিরোহী রাজ্য।

আবুল ফজল নামক প্রসিদ্ধ যবন-ইতিহাস-বেত্তার গ্রন্থে লিখিত আছে যে সিরোহী রাজ্য পূর্ব্বে বিশেষ ঋদ্ধিমন্ত ছিল। উহা মাড়বার রাজ্যেরই অধিকারভুক্ত। তথায় করপ্রদ অনেকগুলি ক্ষুদ্র২ রাজ্য আছে। উহার পূর্ব্বাংশে অনেক পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়, এবং তত্রস্থ ভূমিও অতিশয় উর্ব্বরা। তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু তাহার পশ্চিমভাগে তাদৃশ শস্যোৎপত্তি হয় না, যেহেতু তথায় জলের অত্যন্ত অসদ্ভাব, এবং তথাকার মৃত্তিকাও শস্যোৎপাদিকা নহে। এবিধায়ে রাজস্থানের পশ্চিম-সীমাবর্ত্তী রাজ্য সকল বহুলজনাকীর্ণ নহে, তথাপি তত্রস্থ নৃপতিগণ যুদ্ধবিগ্রহে সর্ব্বদাই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বাহু এবং বন্বসা নামক তথায় দুই প্রধান নদী আছে। এতৎ রাজ্যের মধ্যে গুজরাট্-প্রদেশে গমনাগমনের এক প্রকাশ্য পথ আছে। খোশাজাতীয় দস্যুরা পান্থ-

দিগের প্রতি পূর্ব্বে আক্রমণ করত তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া প্রস্থান করিত। কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগের আর তত দৌরাত্ম্য নাই। এতদ্রাজ্যের প্রাচীন নাম সরুই। তদপভ্রংশে সিরোহী ব্যবহৃত হইয়াছে।

যৎকালে মহারাজা উদয়ভঞ্জ সিরোহী-রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করত তথাকার অধীশ্বর হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার অত্যাচারে অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত লোক অত্যন্ত কুপিত হইয়া মহারাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত মাড়বারাধিপতি মহারাজা মানসিংহ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার উদ্ধারার্থে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য না হওয়াতে মহারাজা উদয়ভঞ্জ যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে খোশাজাতীয় দস্যুরা গুজরাট্ ও সিরোহী রাজ্যের মধ্যস্থলে যে প্রকাশ্য পথ আছে তথায় অত্যন্ত উৎপাত করিত। তাহাদিগকে দমন করণার্থে সিরোহী রাজ্যের অধীশ্বর ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিয়া ছিলেন। তাহা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাধা হইলে পুনর্ব্বার মহারাজা শিবসিংহ আর এক সন্ধি তৎকালেই সম্পাদন করিয়া ছিলেন। শেষোক্ত সন্ধি করিবার অভিপ্রায় এই ছিল যে মাড়বার রাজ্যের অধিপতি উদয়ভঞ্জের উদ্ধারার্থে তদ্বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমুদ্যত হওয়াতে মহারাজা শিবসিংহ ইংরাজদিগের সহায়তা গ্রহণ করেন, এবং তৎসাহায্যেই মাড়বার-মহারাজের সৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া ছিলেন। তদবধি ইংরাজদিগের সহিত সিরোহী রাজ্যের বিষয়-কার্য্যের সংস্রব হয়, এবং সিরোহীর মহারাজা ইংরাজদিগের আনুগত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন। পরন্তু উক্ত সন্ধি সমাধা হইবার পর এই রূপ ধার্য্য হইয়াছিল যে শিবসিংহের পরলোক প্রাপ্তি হইলে মহারাজা উদয়ভঞ্জেরই উত্তরাধিকারীগণ তৎসিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। মহারাজা শিবসিংহ তদর্থে কোন আপত্তি করেন নাই। যাহা হউক উদয়ভঞ্জের ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে পরলোক প্রাপ্তিতে মহারাজা শিবসিংহের উত্তরাধিকারীগণেরই সিরোহী রাজ্য বাস্তব অর্শিয়াছিল, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত মহারাজা উদয়ভঞ্জ পুত্রকলত্রবিহীন ছিলেন। তদর্থে মহারাজা শিবসিংহের সুকুমার রাজকুমার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে রাজ্যের মহাবিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। ইংরাজদিগের অভিমতে যিনি তত্ত্বাবধারকরূপে সিরোহী রাজ্যের অধ্যক্ষতা-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষমতা অভাবে অগত্যা তাঁহাকে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের প্রতি রাজ্যরক্ষা-ব্যাপার-সম্বন্ধে এক আবেদন করিতে হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা তদ্বৃত্তান্ত সমস্ত আনুপূর্ব্বিক পাঠ করত সত্বর সিরোহী রাজ্যে অপর এক প্রধান কর্ম্মচারিকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার ইচ্ছাক্রমে সিরোহী রাজ্যের ঋণ পরিশোধ-করণার্থ ইংরাজেরা ৫০,০০০ হাজার টাকা কর্জ দিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ টাকা কর্জ লইবার মর্ম্ম এই যে অনেকগুলি ঠাকুরবংশীয় সর্দ্দারগণ কএক দল অসভ্য লোকদিগকে বশীভূত করিয়া রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন; তৎকালে সিরোহী রাজ্যে অতিরিক্ত সৈন্যের আবশ্যক হওয়াতে কএক পল্টন সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষুদ্র রাজ্যে অতিরিক্ত-সৈন্য-নিয়োগে কার্য্যবশতঃ অধিক ঋণ হইয়া পড়িল। পূর্ব্ব কথিত অর্থদ্বারাই সে ঋণ পরিশোধিত হইয়াছিল। আর নিম্বুজী নামা এক জন প্রধান ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত বিদ্রোহে লিপ্ত থাকাতে তাঁহার সহিত এক সন্ধি হয়, তাহাতে তাঁহার দেয় রাজকরের কিয়দংশ এককালে গ্রহণ করাতে মহারাজের ক্ষতির কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল।

সিরোহী রাজ্যের মহারাজা ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আবু পর্ব্বতের অধিত্যকায় স্বাস্থ্যকর এক রম্য প্রদেশ স্থাপনার্থ বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে কিয়দংশ ভূমি প্রদান করিয়া ছিলেন, এবং তদ্‌গ্রহণে ইংরাজেরা কতিপয় কঠিন নিয়মে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে গোবধ-নিষেধ-বিধি একটী প্রধান; তাহার উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত ইংরাজেরা অনেক বার অনুরোধ করিয়া ছিলেন, এবং বর্ত্তমানেও অনেকে ঐ নিষিদ্ধ ব্যবস্থার পরম দ্বেষী হইলেও মহারাজা কোন ক্রমেই তাহা রহিত করণে সম্মত নহেন। সিরোহীর মহারাজ ১৮৫৭ খ্রীষ্ট অব্দে ইংরাজদিগের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তদর্থে তিনি যে অর্থ করস্বরূপে ইংরাজদিগকে প্রদান করিতেন তাহার অর্দ্ধাংশ ন্যূন হওয়াতে আপাততঃ ৭৫০০ টাকামাত্র প্রদত্ত হইতেছে। মহারাজের পোষ্যপুত্র-গ্রহণের বাধা নাই; এবং তাঁহার ইংরাজরাজ্যে আগমন হইলে ১৫ টা তোপ হইবার আদেশ আছে। সিরোহী রাজ্যের পরিধি ৭৫০ বর্গক্রোশ। লোক সঙ্খ্যা ৫৫০০০। রাজস্ব ৮০৯০০। উক্ত রাজ্যের অধীনে ৩৭ অশ্বারোহী এবং ২১৮ পদাতিক যোদ্ধা আছে।

আদিম নরদম্পতীর প্রাতরুপাসনা।

(মিল্টনের রচনাহইতে অনুবাদিত।)

ওহে সর্ব্বসুখকর-পদার্থ-জনক,
এ সকলি তোমার রচনা প্রভাম্বিত;
ওহে সর্ব্বশক্তিমান, তোমারি তাবৎ
এ বিশ্বমণ্ডল, কিবা অদ্ভুত সুন্দর!
সে অদ্ভুত হত্যে তুমি কতই অদ্ভুত
কথনীয় নহে। এই আকাশ মণ্ডল
উপরে আসীন তুমি অস্মদগোচর,
অথবা ঈষদ্‌দৃষ্ট ইহ অধোস্থিত।
তোমার নিকৃষ্ট নানা রচনা নিকরে;
তথাপি তাহারা সবে দেয় পরিচয়,
অচিন্ত্য করুণা তব, ঐশিক মহিমা।
কহ কহ হে দীপ্তিসম্ভূত দেবদল,
তোমরা কহিতে ইহা যোগ্য সবিশেষ,
যেহেতু তোমরা তাঁরে দেখহ সাক্ষাৎ,
সঙ্গীত সহিত আর সুতন্ত্রীর তানে
যামিনী-বিহীন দিবা তার সিংহাসন,
পরিক্রম কর মহা আনন্দে মাতিয়া।
হে দিবিস্থ, হে ধরাস্থ, সর্ব্ব জীবগণ,
একত্র হইয়া কর এই স্তুতিবাদ,
তিনি আদি, অন্ত, মধ্য তিনি অন্তহীন।
হে সর্ব্বসুন্দরি তারা, যামিনীর সখী,
সকলের শেষে তুমি দেহ দরশন,
যদিও তুমি হে নহ ঊষার সঙ্গিনী,
কিন্তু দিবা আগমের তুমিই প্রতিভূ,
তুমি নিজ সমুজ্জ্বল ছটা প্রকাশিয়া
হাস্যবতী ঊষাশিরে দেহ রত্নসিঁথি,
গুণগান কর তাঁর আপন মণ্ডলে,
যত ক্ষণ দিবা আসি সমুদিত হয়।
কিবা সে তারুণ্যময়ী হোরা সুমধুরা!
ওহে ভানু, ব্রহ্মাণ্ডের চক্ষু আর প্রাণ!
তুমি তাঁরে আপনার শ্রেষ্ঠ বলি মান;
তাঁর গুণ গাও নিজ অনন্তভ্রমণে—
যখন উত্থান তুমি কর পূর্ব্ব ভাগে,
আর যবে প্রাপ্ত হও প্রোচ্চ মধ্যপথ,
অনন্তর যে সময়ে হও অস্তগত।
হে শশাঙ্ক, হেরি তুমি প্রাচ্য প্রভাকর
পলাইছ গতিহীন তারাগণ সহ,
ভ্রাম্যমাণ নিজ নিজ চক্রে তারা স্থির,
ওহে আর পঞ্চবিধ চরিষ্ণু অনল!
বুদ্ধির অগম্য নৃত্য কর গীতসহ;

তাঁর গুণ গাও যাঁর আদেশানুক্রমে
মিহির উদয় হৈল তিমির হইতে।
হে নভোমণ্ডল! ওহে আর ভূতগণ!
প্রকৃতির গর্ভজাত সকলের আগে,
পঞ্চীকৃত চিরকাল ভ্রম নানাকারে;
বিমিশ্রণে কর সর্ব্ব বস্তুর পোষণ,
সেই রূপ অনন্ত প্রকার ভিন্ন রূপে
আমাদের পরম পিতার গুণগান
নব নব ভাব ধরি করহ কীর্ত্তন।
ওহে কুহেলিকা! ওহে অন্য বাষ্পগণ!
সিতাসিত বর্ণে উঠিতেছ এসময়ে
গিরি আর ধূমল সরসীগর্ভহতে,
যদবধি তোমাদের রাঙ্কব অঞ্চলে
হেমতন্তু জলে ভানু না করে মণ্ডিত,
জগতের মহাকর্ত্তা সম্ভ্রম উদ্দেশে,
উত্থান করহ, যবে নির্ম্মল আকাশে
সাজাইবে মেঘমালা কিবা আর্দ্রকর
পিপাসিতা পৃথিবীরে ধারা বরষিয়া,
এই রূপ উন্নত প্রণত হও যবে,
তাঁহার স্তবনে রত রহ সবিশেষে।
চতুর্দ্দিগ্ হত্যে প্রবাহিত বায়ুগণ!
তাঁর গুণ গাও উচ্চ আর মৃদু স্বরে।
ওহে দেবদারুগণ সহ সব তরু,
তাঁহার অর্চ্চনে রহ শির নামাইয়া।
হে নির্ঝরচয়, আর প্রবাহ বহনে
যাহারা ছাড়হ তান মৃদু মধু স্বরে,
তাঁর গুণ অনুবাদে বান্ধহ মূর্চ্ছনা।
ওহে প্রাণীচয়! সবে স্বরযোগ কর
স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগ গীত সহ।
হে বিহঙ্গগণ, নিজ পক্ষ আর স্বরে
তাঁর গুণগানগণ বহন করহ।
হে বারি বিহারীগণ! হে ভূচরগণ!
মদগর্ব্ব পাদচারী অথবা উরগ,
লক্ষ্য রাখ, যদি আমি প্রভাত প্রদোষে
মৌন ভাবে থাকি কিংবা শেখরে
কন্দরে নিঝর্ঝরে অথবা নবতরুর বিতানে
গীতময় করি আর শিখাই সে সবে
তাঁহার গরিমাগণ করিতে কীর্ত্তন।
জয় জগদীশ তুমি আমাদের প্রতি
শুদ্ধ শুভ দান সদা কর দয়াময়;
অপিচ যামিনী যদি কোন রূপ মোহ
সংযমিত অথবা সংগুপ্ত করে থাকে
দূরে অবসৃত কর, যথা সূর্য্যজ্যোতি
অধুনা তিমির রাশি করিতেছে দূর।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

৩ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [২৮ খণ্ড।

চতুর্থ হেনরীর রাজ্যপ্রাপ্তি।
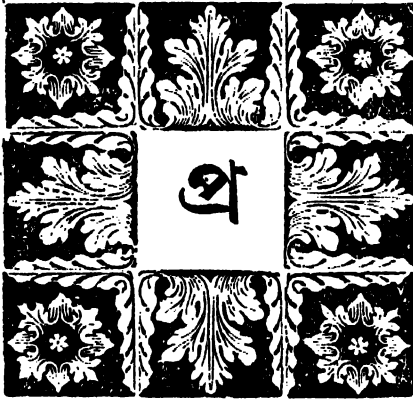
প্রজারঞ্জন করাই রাজা শব্দের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য। যে রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম না হয়েন তিনি কখনই সুখস্বচ্ছন্দে জীবনকাল অতিক্রম করিতে পারেন না। বিশেষতঃ রাজ্যশ্রী পরাক্রান্ত ও গুণবান্ নরপতির অনুরক্ত থাকে; অক্ষম ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্মী সর্ব্বদা চঞ্চলতা প্রকাশ করেন। লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য দেখিলে শত্রুরা প্রবল হইয়া উঠে। যাহারা বস্তুতঃ বন্ধু নহে অথচ অর্থ-লোভহেতুক কিম্বা ভয় বা মৈত্রহেতু মুখে মিত্রতা দেখায় তাহারা ছিদ্র পাইয়া অনিষ্টাচরণ করিতে আরম্ভ করে। যাহারা নিতান্ত স্বার্থপর নহে তাহারা কথঞ্চিৎ রাজার অনুরক্ত থাকে। শত্রুরা ছিদ্র পাইলে আত্ম-বিদ্রোহ জন্মাইয়া দেয়। প্রকৃতিবর্গের সহিত রাজার মনান্তর হইলে রাজ্যের অনেক বিঘ্ন ঘটে। প্রজাবর্গ ন্যায়পথে থাকিলে অমাত্য প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদিগকে উহাদিগের পক্ষ গ্রহণ করিতে হয়। ন্যায়ান্যায্য বিচার-পরিশূন্য নরপতির পক্ষতৎপর হইলে মন্ত্রিবর্গকে বিশেষরূপে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্ত সূক্ষ্মদর্শী অমাত্যগণ সচরাচর প্রজার পক্ষ হইয়া থাকেন। এই রূপে অবাধ্য ভূপতির দুর্ভাগ্য ঘটে। ভূপাল হইতে হইলে সর্ব্বগুণে ভূষিত হইতে হয়। মূর্খ নরপতি রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ। নরপতিকে সময়-বিশেষে দয়া দাক্ষিণ্য, ক্রোধ, তেজ, সাহস, বিক্রম, বিনয় প্রভৃতি গুণ সকল দেখাইতে হইবে; যিনি অসময়ে গুণবত্তা দেখাইবার চেষ্টায় থাকিবেন তাঁহাকে চিরকাল অরণ্যে রোদন করিতে হইবে। এই প্রস্তাবনাদ্বারা ইংলণ্ডের ভূপতি দ্বিতীয় রিচার্ডের নির্ব্বাসনানন্তর ল্যাঙ্কাষ্টরের ডিউকের রাজ্য প্রাপ্তির বর্ণন করা উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় রিচার্ডের সময়ে ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার মস্তকের নিমিত্ত “পোল্‌ট্যাক্‌স” নামক কর দিতে হইত। এই করগ্রহণ-উপলক্ষে দীনহীন জনগণের সাতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল। কোন করসঙ্গ্রাহক এক দিন ওয়াট-নামক এক ব্যক্তির নিকট কর লইতে আসিলে ওয়াট নিজ মস্তকের নিমিত্ত দেয় শুল্ক প্রদান করিয়া বলিলেন, “মহাশয় পুরুষের প্রতি ট্যাক্‌স নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আমাকে আর দিতে হইবে না; কারণ

আমার বাটীতে আমার কন্যা ব্যতীত আর কেহই নাই।” করসঙ্গ্রাহক কহিলেন, “তাহাকে আমার সমক্ষে আনিতে হইবে।” ওয়াট্ আপন তনয়াকে তাহার সম্মুখে আনয়ন করিলে দুরাত্মা কর-সঙ্গ্রাহক সে প্রকৃত স্ত্রী কি না তাহা নিরূপণ করিতে উদ্যত হইলে ওয়াট ভীমমূর্ত্তি-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ গদাঘাতদ্বারা উহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেক। এই ব্যাপারে সমুদয় প্রজা পরিতুষ্ট হইয়া সাহসিক ওয়াটের পক্ষ গ্রহণ করিল। বীর পুরুষেরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ওয়াটকে সেনানীপদে বরণপূর্ব্বক রাজার ও ভূম্যধিকারীবর্গের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিল। ইহাতে রিচার্ডকে

প্রজাবর্গের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সুযোগে সাধারণ জনগণ রিচার্ডদ্বারা আপনাদিগের কল্যাণ-কর কয়েকটী ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া লয়। যখন প্রজার প্রতি এমন অনুরাগ তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র; ইহাতে প্রজারা মনে করিয়াছিল তাহারা ইহাঁর রাজ্যে পরমসুখে কালযাপন করিবে। কিন্তু ভাগ্য তাহাদের প্রতি প্রতিকূল হইল। রিচার্ড বয়োবৃদ্ধি সহকারে অশেষ দোষের আকর হইতে লাগিলেন। প্রকৃতরূপে শিক্ষিত না হওয়াতে ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দুষ্ক্রিয়া দেখিয়া সকল ব্যক্তিই বিরক্ত হইতে লাগিলেন, ও প্রধান পক্ষেরা ইহাঁর রাজ্যচ্যুতির ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সাধরণ জনগণ সর্ব্বদা দোষোদ্‌ঘোষণে তৎপর থাকিল। একটু ক্লেশ পাইলেই তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের রাজত্বকালের সুখ ও বর্ত্তমান রাজার অধিকারকালের দুঃখ বর্ণন করিত। এমত কি পাঁচ জন একত্র হইলেই রিচার্ডের নিন্দা ও এড্‌ওয়ার্ডের স্তুতিবাদ লইয়া বাগ্বিতণ্ডা হইত। বাস্তবিক এড্‌ওয়ার্ডের রাজ্যকাল সুখের ছিল। তৎকালে কোন ব্যক্তি উচিত কার্য্য না করিয়া নিস্তার পাইত না। তৎকালে কোন ব্যক্তি অন্যের তৃণ পর্য্যন্ত তাহার অসাক্ষাতে লইতে পারিত না। রিচার্ডের রাজত্বের শেষকাল নিতান্ত অরাজক হইয়াছিল।

এই সমুদয় কারণে রিচার্ডকে রাজ্যভ্রষ্ট করাই স্থিরযুক্তি হইল। এক্ষণে সকলেই ছিদ্র অনুসন্ধানে থাকিলেন। রিচার্ড, ল্যাঙ্কাষ্টর প্রদেশের ডিউকের পুত্র হেনরীকে অকারণে নির্ব্বাসন করেন। উক্ত কুমার সুযোগ পাইয়া সুসজ্জীভূত হইয়া ইংলণ্ডাভিমুখে গমনোন্মুখ রহিলেন। রিচার্ড বৃহত্তর ভূপতিকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি সাতিশয় বক্র ছিল। এক দিন তিনি আয়ারলণ্ডের বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতেছেন এমত সময়ে উক্ত ডিউকের পুত্র রিচার্ডের নিজ রাজবলকে আশ্রয় করিয়া প্রধান পক্ষের সহিত মিলিত হইয়া ইংলণ্ড অধিকৃত করিলেন। রিচার্ড কুলগ্নে রাজ্যহইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ঐ যাত্রাতেই পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা তাঁহাকে রাজ্যহইতে চিরকালের জন্য বিদায় করেন। ইনি সিংহাসনচ্যুত হইলে কারারুদ্ধ হয়েন। কারাগৃহের অসহ্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইয়া ইহাঁকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। হেনরী এক জন প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তির নাম "মর্টিমর।" অসদুপায়ে রাজ্য গ্রহণ করিতে হইলে অনেক ছল, কলকৌশল অবলম্বন করিতে হয়। ইনি ইহার কিছুতেই অপারগ ছিলেন না। তৎকালে ইংলণ্ডে যাজক মণ্ডলীর নিরতিশয় প্রাধান্য ছিল। ইহাঁরা সকল বিষয়েই হস্তার্পণ করিতেন। ইহাঁরদিগের মত অখণ্ডনীয় জানিয়া তিনি অগ্রে ইহাঁদিগের পূজা করেন। পরে সম্ভ্রান্তদিগের সম্মান বর্দ্ধন করিতে ত্রুটি করেন নাই। সাধারণ জনগণ চির কালই বিজ্ঞমণ্ডীর অনুগত। তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে ইহাঁকে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হয় নাই। নর্দাম্বর-প্রদেশের ডিউক কতিপয় প্রধান ব্যক্তি সমভিব্যাহারে লইয়া ঘোরতর বিপক্ষ ছিলেন। তাহাদের ইচ্ছা যে রবর্টের পুত্র রাজা হয়। কিন্তু ইনি এমনি যে রাজনীতিজ্ঞতা শিক্ষা করিয়াছিলেন ইহাঁকে তৎকালের অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিও পরাভব করিতে পারেন নাই।

ইনি প্রকৃতি-সমূহকে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সম্মুখে সমাহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন; "আপনারা কাহাকে রাজসিংহাসন দিতে অভিলাষ করিয়াছেন? আপনারা অক্ষোভে ও মুক্তকণ্ঠে তাহা বলুন।"

সকলেই ঐকমত্যাবলম্বনপুরঃসর কহিলেন "লাঙ্কাষ্টরের ডিউক মহাশয়কে।" এই কথা কহিবামাত্র তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন "যথার্থতঃ আপনাদিগের কি এই আন্তরিক ইচ্ছা?" তাঁহারা অকপটভক্তিভাবে কহিলেন, "মহাশয়, আমরা সত্য কহিতেছি ইহাই আমাদিগের বাস্তবিক ইচ্ছা। যদি আমাদিগের বাস্তবিক অভিলাষ না হইত তবে আপনাকে সম্মানের সহিত এখানে আহ্বান করিতাম না।" এই কথা শ্রবণমাত্র লাঙ্কাষ্টরের ডিউক "চতুর্থ হেনরী" নাম ধারণ পূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণের স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই অক্টোবর দিবসে হেনরী রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। অভিষেক দিনে সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তিদিগকে পদমর্য্যাদা অনুসারে সম্মান করিলেন। ও বিশেষ উপাধি দিলেন। রাজ্য গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগের মঙ্গলার্থ সাধারণ সমাজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। সেই অবধি সাধারণ সভার ক্ষমতা ও প্রভা সমুন্নত হইতে লাগিল। হেনরী রাজা হইয়া এক দিনও সুখে কালক্ষেপণ করিতে পারেন নাই। সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। অন্যায়োপার্জ্জিত ধনে কখনই কেহ সুখী হইতে পারে না। তিনিই বা কি রূপে এই দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মের হস্তহইতে পরিত্রাণ পাইবেন? স্কটলণ্ডের নৃপতনয়কে কারারুদ্ধ করিতে পারিলে নিষ্কণ্টক হইবেন মনে করিয়া উক্ত যুবরাজ জেম্‌সকে ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্দীভূত করেন। পূর্ব্বাবধিই ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত স্কটলণ্ডবাসীদিগের স্বাভাবিক জাতিবৈর ছিল। তদ্ধেতুক তৎকালাবধি উভয় জাতির প্রতি পরস্পর বিরাগ ছিল। কিন্তু তৎকালে স্কট্‌দিগের সহিত ফরাসীদিগের মিত্রতা ছিল। যে ব্যক্তির সহিত শত্রুর শত্রুতা কিম্বা মিত্রতা থাকে সে শত্রু বা মিত্র হয়।

তদনুসারে স্কট্‌দিগের মিত্র ফরাসীরা ইংলণ্ডীয়দিগের শত্রু হেনরীর হস্তে পতিত হইলে মুক্তিলাভ করা সহজ ব্যাপার নহে মনে করিয়া ফ্রান্‌সের অধীশ্বরের শরণ লইতে যাইতে ছিলেন, পথিমধ্যে ধৃত হয়েন। তদবধি জেম্‌স ১৩ বৎসর কারাবাস সহ্য করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

যে সকল পরাক্রান্ত ভূপতিগণ হেনরীকে রাজ্যপদ প্রদান করেন তাঁহারাই বক্র হইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া ইহাঁর অন্তঃকরণে বিষম বিতৃষ্ণা জন্মে। তদবধি মনঃক্ষোভ তাঁহার অন্তঃকরণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। ইহাঁর রাজ্যাভিষেক কার্য্য যে রূপ আড়ম্বরের সহিত হইয়াছিল এমন আর তৎকালীন কোন নরপতির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। সমস্ত সৈন্যসামন্ত পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আজ্ঞাবহন করিয়াছিল। ইনি অতিশয় কার্য্যকুশল সাহসিক নরপতিগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। ইহাঁর ন্যায়পরতা সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইহাঁর রাজত্বকালে প্রাড়্‌বিবাক সর-উইলিয়ম গ্যাসকইন বিচারাসনের পবিত্রতা ও ন্যায়পরতা দেখাইয়া অদ্যাবধি সকল বিচারকের শিরোভূষণ হইয়া আছেন। ইনি বিচারাসনে আসীন হইলে রাজাকেও লক্ষ্য করিতেন না।

গ্যাসকইন যে দিন নৃপকুমার পঞ্চম হেনরীকে কারাবাসের আদেশ দেন সেই দিন চতুর্থ হেনরী আপনাকে ধন্য বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন। রাজা এমনি উদারচরিত ছিলেন যে পুত্রের কারাবাস শ্রবণমাত্র কহিলেন যে রাজার রাজ্যে এমন সুবিচারক বিচারপতি আছে তাহার তুল্য ভাগ্যবান্ পুরুষ আমি আর দেখিতে পাই না। সেই ব্যক্তির তুল্য পরম ভাগ্যবান্ আর কেহই নাই যে রাজার পুত্র বিচারকের আজ্ঞা নির্ব্বিবাদে শিরোধার্য্য করিয়া লয়।

হেনরী এমনি তেজস্বী ছিলেন যে কোন অন্তঃ-

শত্রু বা বহিঃশত্রু কেহই পরাক্রম দেখাইতে অবসর পান নাই। প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করাতেই ইহাঁর মনে যে ক্ষোভ জন্মে তাহাতেই অকালে জরাগ্রস্ত ইয়া পড়েন। ইহাঁর ক্ষোভের আর একটী কারণ ছিল। ইনি অকারণে কয়েক জন প্রধান পোপকে নিহত করেন। তদ্দারা পোপের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া আইসে। তন্নিবন্ধন সাধারণ জনগণ ইহাঁকে কিছু ঘৃণাও করিত। ইনি ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় উপযুক্ত তনয়ের হস্তে রাজ্যের গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়া আপনি পৃথিবীমণ্ডলহইতে অবসৃত হয়েন। বস্তুতঃ ইহাঁর মৃত্যুর পর সকলকেই ইহাঁর জন্য খেদ করিতে হইয়াছিল। যুবরাজ অসমসাহসিকতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করাতে সকলেই চতুর্থ হেনরীর দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গেল বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে কার্য্য-বিশেষে খেদ করিতে বিরত হয় নাই।

গ্রীকজাতির নিকট ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী।

মণ-বৃত্তান্তে সর্ব্বদা এতাদৃশ অসম্ভব অদ্ভুত বিষয়ের বর্ণন থাকে যে লোকে তাহা সহসা অলীক বলিয়া জ্ঞান করে। এই নিমিত্ত বিলাতে "ট্রাবেলর্স ষ্টোরী" অর্থাৎ "ভ্রমণকারীর গল্প," মিথ্যার প্রতিশব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু সকল ভ্রমণকারীই মিথ্যা লিখেন না, ও অনেকের বাক্য বর্ণনার ভঙ্গীতে সত্য হইলেও মিথ্যা বলিয়া ভান হয়। ফলতঃ শেষোক্ত কারণে অনেক সত্যবাদীর বাক্য অলীক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, অথচ তাহাতে প্রভূত সত্যের কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা নাই। আমাদিগের এই কথার অভিপ্রায় সুব্যক্ত করিবার নিমিত্ত আমরা কয়েকটী উদাহরণ প্রয়োগ করিতে কল্পনা করিয়াছি। কথিত আছে যে কাবুল দেশীয় এক জন পাঠান বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনানন্তর কহিয়াছিলেন যে, "বঙ্গ-দেশে এক আশ্চর্য্য বৃক্ষ আছে তাহাতে মোহনভোগ ফলিয়া থাকে" (দরখৎমে হলুয়া ফলে) তাহাতে তিনি সর্ব্বত্র উপহাসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্যে কিঞ্চিন্মাত্র মিথ্যা ছিল না, যেহেতু তিনি সুপক্ক মর্ত্তমান রম্ভা ভক্ষণ করিয়া তাহার মাধুর্য্যের সহিত মোহনভোগের তুলনা করিয়াছিলেন। অপর এক জন শীতপ্রধান-দেশীয় ভ্রমণকর্ত্তা "ভারতবর্ষে বৃক্ষে মেষলোম জন্মে" এই কথা বলায় অত্যন্ত উপহাসিত হন; কিন্তু যে ব্যক্তির দেশে মেষলোমই বস্ত্রের এক মাত্র নিমিত্তকারণ, তিনি বৃক্ষে কার্পাশ দেখিয়া মেষলোমের সহিত তুলনা করিবেন ইহা কোনমতে আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষসম্বন্ধে গ্রীস দেশে এই রূপ উপহসনীয় অথচ সত্য বর্ণনা অনেক বিখ্যাত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী সেকন্দর সম্রাটের সেনাপতি নিয়ার্কস্ ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক তাহার বর্ণনা যাহা গ্রীস দেশে প্রকাশ করেন তাহাতে অনেক এতদ্রূপ বাক্য আছে। একদা সভাস্থলে আহূত হইলে ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় বিবরণ প্রকাশ করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি একপ্রকার জন্তুর চারু চিত্রিত চর্ম্ম দর্শন করিয়াছি। তাহার কোমলতা ও মনোহারিতা আর কোন চর্ম্মে দৃষ্ট হয় না। তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষস্থ লোকেরা আমাকে কহিল, আপনি যে জন্তুর চর্ম্ম দর্শন করিতেছেন, সে জীব অতিশয় উগ্রস্বভাবসম্পন্ন; সে যাহাকে এক বার দেখে তাহাকে বিনিপাত করে। সে জন্তু হস্তীকেও রণস্থলে পরাক্রমশালী বলি-

য়া লক্ষ্য করে না। সে কুপিত হইলে দন্তীর দন্ত উৎপাটিত করিয়া ফেলে। করীসমূহ যূথবদ্ধ হইলেও এ জন্তুকে পরাস্ত করিতে পারে না।" এই বর্ণনা আশু অলীক বোধ হইলেও ব্যাঘ্রের সম্বন্ধে ইহা মিথ্যা নহে। ফলে তিনি ব্যাঘ্রের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

তিনি অপর লিখিয়াছেন, "আমি সর্পের যে রূপ প্রকৃতি শুনিয়াছি তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে যদি কেহ ঐ জীবকে বশীভূত করিতে পারে তবে সে তদ্দ্বারা অনেক রাজ্য উচ্ছিন্ন করিতে পারে, ও অনেক জনসমাজকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। এই জীবের দীর্ঘতা ৫০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ও পরিধি ১০ হাত পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। ইহাদিগের নিশ্বাসবায়ু প্রকাণ্ড ঝড়ের তুল্য। মুখ ব্যাদান করিলে জীবিত গো, মহিষ, ব্যাঘ্র, ভল্লূক পর্য্যন্ত যদি নিকটস্থ হয় তাহাদিগকে গলাধঃ করিতে সমর্থ হয়। অন্য পশুদিগের সৌভাগ্য এই যে ঐ সর্প নিশ্চল হইয়া এক স্থানে থাকে। কখন কখন লুণ্ঠন পূর্ব্বক নিতান্ত কষ্টশ্রেষ্ঠে ৫০। ৬০. হাত দূর যাইতে পারে। এ কথাও অসম্ভব হইলেও ইহা বোড়া সর্পের নিতান্ত অনুপযুক্ত বর্ণন নহে।

পারস্য-রাজ্যের অধিপতি আর্ত্তজরক্সস্ খ্রীষ্টীয় ৪০১ শকে গ্রাক্-জাতির নিকট ভারতবর্ষস্থ পক্ষী বিশেষের গল্প করিয়া আপনাকে অতিশয় অনুসন্ধিৎসু বলিয়া বিশেষ আদৃত হইয়াছিলেন। তিনি এই বলিয়াছিলেন, "তোমরা মনে করিতে ভারতবর্ষে একপ্রকার পক্ষী আছে তাহারা মনুষ্যের মত কথা কহে। বিচার করিতে পারে। শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অন্যকে উপদেশ দেয়। যে গৃহস্থের বাটীতে থাকে তাহার পুত্র কলত্রাদির নাশ হইলে সুমিষ্ট গীত ধ্বনিদ্বারা তাহাদিগের শোকসন্তাপাদি দূর করিয়া থাকে। বাস্তবিক এ সকল গুণ তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ নহে। তবে মনুষ্যেরা বারংবার উহাদিগের ঐ বিষয় শিক্ষা দেয়। তাহাতে ঐ গুলি উহারা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে। ঐ পক্ষী যাহা কণ্ঠগত করিতে পারে নাই তাহা কখনই বলিতে পারে না। আমি জানি উহাদিগের বিচারশক্তি নাই। তবে উহাদিগের জিহ্বাতে জড়তা লক্ষ্য হয় না। মনে কিঞ্চিৎ ধারণাশক্তি আছে। দর্শনেন্দ্রিয় কিঞ্চিৎ প্রবল। স্বরানুভাবকতাও নিতান্ত ন্যূন নহে। এই সমুদয় কারণে উহারা অপরিচিত ব্যক্তিকে চিনিতে পারে। ভারতবর্ষীয়েরা কহে যে এই পক্ষীদ্বারা আমরা চোর ধরিতে পারি। তাহারা আরও কহে, জন্মান্তরে ইহারা মনুষ্য ছিল, অগ্নির শাপে পক্ষীযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে; শুভাদৃষ্টবশতঃ বাক্‌শক্তির কিঞ্চিৎ প্রকাশ আছে।" বিদেশীয়েরা এ কথায় বিস্ময়ান্বিত হইলেও ইহা ময়নার বর্ণন অসম্ভব নহে।

নীয়ার্কস ভারতবর্ষহইতে মুক্তা লইয়া গিয়াছিলেন। এক দিন সভাস্থলে তাঁহার কণ্ঠ মুক্তাকলাপদ্বারা পরিশোভিত দেখিয়া সভ্যেরা কহিলেন, "আপনার গ্রীবাপ্রদেশ কি অমূল্য মণিদ্বারা ভূষিত হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার যাথার্থ্য বলিলে আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ হয়।" তিনি কহিলেন, "ইহা একরূপ খনিজ পদার্থ।" কিন্তু কি প্রকারে ইহার শোভা সম্পাদিত হয় তাহা জানিতে পারি নাই। তবে পরিহাস-বাক্যে তদ্দেশ-বাসীরা বলে, যে ইহার জন্ম জলে "সৌন্দর্য্য গুণে উঠে বীর পুরুষের গলে।"

এই কথা শুনিয়া এক জন বিজ্ঞানবিৎ কহিলেন, "ইহা পরিহাস-মূলক নহে; প্রকৃত কথা। আমি ইহার স্বভাব যাহা শুনিয়াছি তাহাও নি-

তান্ত অসঙ্গত নহে। ভারত সমুদ্রে একরূপ শঙ্খ আছে; তাহারা ধাতুমিশ্রিত পদার্থ ভক্ষণ করে; তাহাই উহাদিগের উদরস্থ পদার্থ বিশেষের সংযোগে ঐ রূপ পদার্থ উৎপন্ন করে। এই জীবদিগের মধ্যে রাজা প্রজা ভেদ আছে। রাজাকে হস্তগত করিতে পারিলে সমুদায় মুক্তা কলাপ সংগ্রহ করা যায়। নচেৎ সংকলন করা দুষ্কর।"

মহাত্মা আলেক্‌জন্দরের সৈন্যেরা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া কহিয়াছিল যে, "আমরা একরূপ বৃক্ষের ছায়ায় সহস্র ব্যক্তি শয়নাদি করিয়া শিবির আচ্ছাদনকেও আশ্রয়স্থান বলিয়া গণ্য করিতাম না। ঐ বৃক্ষ লোকের নিতান্ত প্রয়োজনোপযোগী। ইহার ছায়া শীতকালে উষ্ণ; গ্রীষ্মকালে শীতল। তাহাতে নিতান্ত ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তিও ক্ষণকালমধ্যে সুস্নিগ্ধ ও সবল হয়। এই সকল কারণে হিন্দুরা এই বৃক্ষের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি সম্পন্ন; এমন কি পাপস্পর্শ হইবে বলিয়া ইহার একটী পত্রও ছিন্ন করে না। প্রত্যুত অতিশয় গীষ্মকালে বাটীর সর্ব্বপরিবারে নিত্য-ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া জলসেক করিয়া থাকে। আমরা কয়েক দিন উহার তল আশ্রয় করিয়া কল্পবৃক্ষের গুণ জানিয়াছি।" ইহা বলা বাহুল্য যে এই বর্ণনার উদ্দেশ্য বটবৃক্ষ।

মাগাস্থিনিস্ কহেন, "ভারতবর্ষে একরূপ বৃক্ষ আছে তাহার ফলস্থ জল পান করিলে তৃষ্ণার নিবারণ হয়; শরীর নিতান্ত ক্লান্ত হইলে সবল করে; মুমূর্ষু ব্যক্তিকে পান করাইলে প্রাণ রক্ষা পায়। ঐ বারি যখন বৃক্ষে থাকিয়া গাঢ় হয়, তখন উহাদ্বারা তৈলব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়।" এই বর্ণনে নারিকেলের উল্লেখ হইয়াছিল ইহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়।

ভারতবর্ষের এক জন কবি ঐ ফলের সম্বন্ধে কয়েকটী সরস কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"আর এক ফল ফলে শূন্যের উপর।
কারণ শলিলে পূর্ণ তাহার উদর॥
এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর।
পান মাত্র তৃষিতের জুড়ায় শরীর॥
কিবা শস্য সুমধুর আস্বাদে উল্লাস।
পথিকের শ্রান্তি ক্লান্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ॥"

কোয়াটিমুণ্ডী।

যে দেশে যে বস্তু নাই সে দেশস্থ জনগণ সেই দ্রব্যের নাম শ্রবণ করিলেই তাহার গুণাগুণ জানিবার জন্য একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত দ্রব্যের প্রকৃতি অবগত হইতে না পারেন সে পর্য্যন্ত ঐ বস্তুর প্রতি তাঁহাদিগের নিতান্ত উৎকণ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বস্তুর আকারগত সৌন্দর্য্য থাকিলে যদি উহার অভ্যন্তরে বিষাক্ত পদার্থ থাকে তত্রাপি তাহার বিবরণ উহারা জ্ঞাত হইতে আগ্রহিতা প্রকাশ করেন। ঐ বস্তুর উপকার-সামর্থ্য আছে বা না তদর্থে কেহ বিশেষ অনুসন্ধায়ী হয়েন না। অপকার ক্ষমতা না থাকিলেই আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি; নির্গুণ কদাকার বস্তুর প্রতি কেহই আদর করে না। বস্তু প্রাপ্তি মাত্র আমরা তাহার অন্য বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া থাকি; ও উহার তারতম্য বিবেচনা করিয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট শ্রেণীমধ্যে নির্দ্দিষ্ট করি। উহার স্বভাব পরিজ্ঞান হইলে উহা এদেশে কেন নাই তাহার অনুসন্ধানে তৎপর হওয়া যায়। প্রকৃত কারণ জানিতে না পারিলে উহা কেন এদেশে পাওয়া যায় না এরূপ প্রশ্ন করিতেও ত্রুটি করি না। যখন
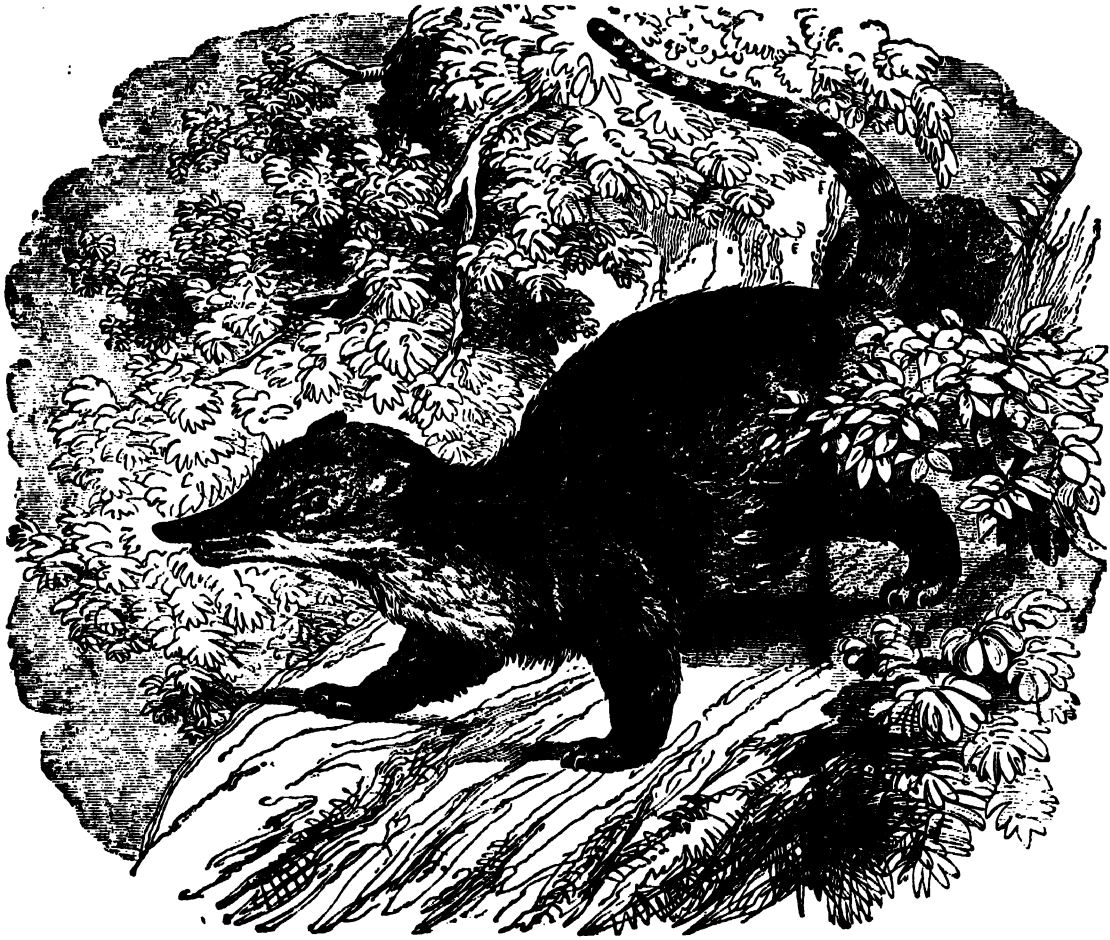
কোয়াটিমুণ্ডী।

প্রকৃত-পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ-কর্তৃক যথার্থরূপে উপদিষ্ট হই তখনই আমাদিগের মনোরথ চরিতার্থ হয়। তৎকালে আর আমরা উহার অপ্রাপ্তি জন্য খেদ করি না। যেমন শীতপ্রধান দেশের লোকেরা যখন অবগত হইল যে সিংহ উষ্ণপ্রধান-দেশ ব্যতীত অন্য দেশে জন্মে না, তখন শীত-প্রধান দেশে সিংহের জননের প্রতি হতাদর হইল, নতুবা তাহাদিগের কৌতূহল নিবৃত্ত হয় নাই; সেই রূপ আমরাও অন্যদেশীয় পশুর প্রতি আদর বা অনাদর করিয়া থাকি। তদনুসারে অন্য দেশীয় পশুর সহিত স্বদেশীয় পশুর সাদৃশ্যও করা যায়, সুতরাং একটী বিষয় দেখিতে গেলেই অন্য আর পাঁচটি বিষয় আমাদিগের নয়নপথবর্ত্তী হয়। এই ভূমিকাদ্বারা আমরা একটি অন্য দেশীয় পশুকে পাঠকবৃন্দের গোচর করিতে স্পৃহা রাখি।

ঐ পশুর বিষয়ে সুবিখ্যাত লিনিয়স, কুবিয়র, ও অজর প্রভৃতি জীবতত্ত্বজ্ঞেরা যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহাই লিখিত হইতেছে।

উল্লিখিত পশুর নাম "কোয়াটিমুণ্ডী।" উহা শ্বাপদশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু ইহার স্বভাবাদি প্রকৃতরূপে শ্বাপদের ন্যায় নহে। বস্তুতঃ ইহা এক প্রকার নকুল; ইহার অবয়বের লক্ষণ বাক্যে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে নানা পশুর নাম নির্দ্দেশ করিতে হয়, কিন্তু চিত্রপট থাকাতে সে আয়াসের প্রয়োজন নাই; কারণ তদ্দৃষ্টে প্রস্তাবিত পশুর যে অংশের যাহার সহিত সমতা আছে তাহা অনায়াসে উপলব্ধ হইবে।

এই পশুর তিন পৃথক্২ জাতি আছে; এক রক্ত-

বর্ণ, দ্বিতীয় কটাবর্ণ, তৃতীয় ধূম্রবর্ণ। তন্মধ্যে কটাবর্ণ কোয়াটিমুণ্ডীই সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। তাহার বিস্তার ও স্থূলতা প্রায় গৃহপালিত বিড়ালের অপেক্ষা অধিক হয় না। ধূম্রবর্ণ কোয়াটি তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হইয়া থাকে, কিন্তু কেহই গন্ধনকুলের তুল্য হয় না। পরন্তু সকলেরই লাঙ্গুল শরীরসদৃশ বৃহৎ হয়। কথিত হইয়াছে যে কোয়াটির শরীর বিড়ালের সদৃশ, পরন্তু তাহা স্থূলতায় বিড়ালদেহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ, কিন্তু তাহাদের পদ তদপেক্ষা খর্ব্ব ও স্থূলতর। ইহার নয়ন ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল, এবং সর্ব্বদা ইতস্ততঃ নিরীক্ষণে ব্যাপৃত থাকে।

কোয়াটির কর্ণ গোলাকার, কিন্তু মুখাবয়বের সহিত অসমান নহে। নখগুলি সুদীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ ও মৃত্তিকা-খননে বিশেষরূপে উপযুক্ত। গলদেশ শৃগালের ন্যায়। পৃষ্ঠ দেশ উচ্চ। উদরভাগ কিঞ্চিৎ উত্তান। লাঙ্গুল ব্যাঘ্রের তুল্য ক্রমশঃ প্রতনু, ও স্তরে স্তরে শুক্ল ও কৃষ্ণ কেশে মণ্ডিত। কোয়াটির গাত্র দীর্ঘ স্থূল ও ঘন লোমে আবৃত। ইহাদিগের জাতিভেদের উল্লেখে ইহাদিগের বর্ণের বিবরণ উক্ত হইয়াছে। ইহাদিগের দন্ত কুক্কুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ; বিশেষতঃ শ্বদন্তগুলি অত্যন্ত বৃহৎ তীক্ষ্ণ ও সূচ্যগ্র, পরন্তু অপর সকল লক্ষণহইতে ইহাদের শুণ্ডই বিশেষ আশ্চর্য্য। তাহা শূকরশুণ্ডহইতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও সর্ব্বতোভাবে নমনীয়। কোয়াটিমুণ্ডী পশু সকল ঐ শুণ্ড সর্ব্বদা সঞ্চালিত রাখে, ও যে কোন পদার্থ সম্মুখে দেখে তাহা তৎক্ষণাৎ উহাদ্বারা ধৃত করিতে চেষ্টা করে; ফলে তদ্দ্বারা অতি ক্ষুদ্র বস্তুও ভূমি বা বৃক্ষাদিহইতে উত্তোলন করিয়া লইতে পারে। শয়নকালে ইহারা ঐ শুণ্ড ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া নিদ্রা যায়, তাহাতে তাহাদের শ্বাস-কার্য্যের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহাদিগের আঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। তাহার সাহায্যে এই পশু কোন বস্তুই অনাঘ্রাতরূপে উদরস্থ করে না; এমন কি জল পর্য্যন্তও শুঁকিয়া খায়।

ইহারা নক্তঞ্চর। দিবসে নিদ্রা যায়। নিদ্রাকাল চারি বা পাঁচ ঘণ্টার অধিক নহে। নিদ্রিতকালে বৃক্ষশাখা এমত দৃঢ়রূপ ধৃত করে যে কদাপি ভূমিতে পতিত হয় না। ইহারা ভূগর্ভাদিতেও বাস করিয়া থাকে। নিভৃত স্থানে ইহাদিগের বিশেষ আস্থা দেখা যায় না। ইহাদিগের স্বভাব বন্য পশুর ন্যায়, অতএব প্রতিপালন করিলে অন্যান্য পালিত পশুদিগের তুল্য অনায়াসে পোষ মানে না। ইহাদিগের প্রধান খাদ্য মাংস। প্রতিপালন কালে গ্রাম্য পশুর ন্যায় অন্নাদি সুপক্ক দ্রব্যেও অপ্রীতি নাই। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ইহারা পক্ষীদিগকে এমন সত্বরে আক্রমণ করে যে বিশেষ চঞ্চল পক্ষীরাও জানিতে অবসর পায় না। পক্ষীর অভাব হইলে কীট পতঙ্গ আহার করে। ক্ষুদ্র পক্ষী, পক্ষিশাবক ও অণ্ড ইহারা সর্ব্বদা অন্বেষণ করে; নানা প্রকার কীট পাইলেও তাহা অখাদ্য জ্ঞান করে না, ও কোন কোন ফল ও কন্দমূলও গ্রহণ করিয়া থাকে। ক্ষুধাশান্তি হইলে সম্মুখস্থ পশুকেও আক্রমণ করে না। অলস হইয়াও বসিয়া থাকে না; কুর্দ্দন, ধাবন লম্ফ ও ঝম্ফ প্রভৃতি ক্রীড়া করিয়া কাল অতিপাত ও শাখা-মৃগের ন্যায় অতি শীঘ্র বৃক্ষে আরোহণ করে। দিবাভাগে নিদ্রাভঙ্গের পর সুমিষ্ট বৃক্ষের মূলোৎপাটন পূর্ব্বক তাহার রস সুলেহন করিতে থাকে, কোমল মূল হইলে ভক্ষণ করে। ইহাদিগের পরিপাক-শক্তি সাতিশয় প্রবল। ক্ষুৎক্ষাম-কণ্ঠ হইলে কোয়াটি ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পরিধাবন করিয়া বেড়ায়। এবং তৎকালে যে কোন ক্ষুদ্র জন্তু তাহার সম্মুখে নিপতিত হয় তাহাকেই বধ করে; পরন্তু যে জন্তুকে নিহত করে তাহার সমুদয় মাংসাদি ভক্ষণ করে না; কাহার বা শোণিত, কাহার বা

স্কন্ধের মাংস, কাহার বা চক্ষু, কাহার বা জিহ্বা ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ ফেলিয়া দেয়। এ বিষয়ে গন্ধনকুলের সহিত ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েই পক্ষীদিগের গ্রীবা ভক্ষণ ও রক্তশোষণ করিয়া পান কার্য্য সমাধান করে। এক কালে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ভোজন করে না। প্রথম ভোজন মাংসাদিদ্বারা, দ্বিতীয় ভোজন ফল মূলাদিদ্বারা ও শেষ আহার শোণিত পানদ্বারা সম্পন্ন হয়। শোণিতাভাবে পক্ষীর অণ্ড ভগ্ন করিয়া পান কার্য্য সমাধা করে। ইক্ষুর রস পাইলে শোণিতের প্রতি আদর করে না। ইহারা একাকী থাকিতে অনুরক্ত নহে। দলবদ্ধ হইয়া থাকে; অভাবতঃ দুই তিন দম্পতী একত্র বাস করে। একত্র-বাস-কালে পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্বাভাবিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। ব্রাজিল, গোয়ানা প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকার কএক স্থান ইহাদিগের জন্মভূমি। বুদ্ধিবৃত্তিতে ইহারা অন্য নকুলহইতে শ্রেষ্ঠ নহে। পরন্তু অনুকরণশক্তিতে নিতান্ত হীনকল্পও নহে। যাহা শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই অবিকল অভ্যাস করিতে পারে। বিশেষ ধাতু বা কাচ প্রভৃতি উজ্জ্বল বস্তু দেখিলে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। এই কার্য্য করিতে দিলে আহার পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া যায়।

ইহাদিগের স্বর নিতান্ত শ্রুতিকটু নহে, সময়বিশেষে কর্ণসুখকর হয়। ক্রন্দন-শব্দ অতিশয় তীব্র। ঐ শব্দ শুনিলে পার্শ্বস্থ নিদ্রিত জীব সকলই চমকিয়া উঠে। কিন্তু দিবাভাগে ইহারা নিঃশব্দে থাকে; কেবল ক্রোধাদির উদ্রেক কালে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তদনুসারে প্রতিপালকেরা ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি অনুভব করিয়া লয়।

সেন রাজাদিগের বংশাবলী।

বেদ পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রে ইতিহাসের ভূরি ভূরি মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকিলেও ইদানীন্তনের ব্যক্তিরা তদ্বিষয়ে সম্যক্ অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। মুসলমানদিগের আগমনকালের পর প্রায় কোন হিন্দু স্বদেশের ইতিহাস লেখেন নাই, এবং তদব্যবহিত পূর্ব্বকালেরও বিবরণ কেহ পুস্তকস্থ করিতে আয়াস গ্রহণ করেন নাই। সত্য, যে চাঁদ কবির "পৃথ্বীরায় রাসো" ও "খোমানরাসো," এবং কল্হন পণ্ডিতের "রাজতরঙ্গিণী" প্রভৃতি কএক খানি পুস্তক বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তদ্গ্রন্থের প্রতিও জনগণের এতাদৃশ অনাস্থা যে অধুনা তাহা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। আমরা স্বয়ং কাশীহইতে দিল্লী পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া একখানি খণ্ডিত "পৃথ্বীরায় রাসো" সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অপর আমরাই যে ঐ বিষয়ে নিরাশ হইয়াছি এমত নহে; সুবিখ্যাত রাজপুত্র ইতিহাসবেত্তা টড সাহেব এবং প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ক কনিংহাম সাহেব ব্যতীত কেহই এ বিষয়ে কৃতার্থ হইয়াছেন এমত বার্ত্তা কাহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। অপর দূরদেশের কথা দূরে অপোহন করিয়া আমাদিগের জন্মভূমি বঙ্গভূমির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে তদ্বিষয়ে আমাদিগের অনাস্থা সম্যক্ সপ্রমাণীকৃত হইয়া থাকে। মনে করুন মুসলমানেরা বঙ্গদেশে ৬৬২ বৎসর হইল আগমন করিয়াছে, এবং আমরা এই ক্ষণে সে সময়েরও সটীক বিবরণ কহিতে কোন মতে পারগ নহি। কথিত আছে যে এতদ্দেশে বখতিয়ার খিলিজীর আগমন সময়ে সেন বংশীয় রাজা এতদ্দেশে রাজ্য করিতেন, কিন্তু সে বিবরণ আমরা মুসলমান ইতিহাসবেত্তাদিগের গ্রন্থে প্রাপ্ত হই;

তাহার প্রমাণ অদ্যাপি কোন নিঃসন্দিগ্ধ প্রাচীন বঙ্গীয় বা সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; ফলে সে সময়ে এতদ্দেশে এই ক্ষণকার বঙ্গভাষা প্রচলিত ছিল কি না তাহারও প্রমাণ নাই। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-দিগের কুলের গরিমা সর্ব্বদা হইয়া থাকে; ঐ কুলের সৃষ্টি বল্লালসেন নামা কোন রাজা নির্দ্দিষ্ট করেন, এতদ্ধেতুক "বল্লালী কুল" শব্দ সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ বল্লালের অনুরোধে অনেক কুপ্রথা দেশে প্রবল রহিয়াছে। অনেকে তাহা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নানা অধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেকে কন্যার প্রতি পিতৃকর্ত্তব্যতা একেবারে বিস্মৃত হইতেছেন। কেহ কেহ চিরদুঃখের আকর সতিনের উপর প্রাণাধিকা কমনীয়া কন্যাকে বিসর্জ্জন দিয়া কুলাভিমান পরিবর্দ্ধন করিতেছেন। অপরে সেই অভিমানে দুহিতাকে আজন্ম অনূঢ়া রাখিয়া নানা পাপের আদিকারণ হইতেছেন। অথচ তাঁহাদের মধ্যে কেহই সেই বল্লালের ইতিহাস প্রকৃত রূপে জ্ঞাত নহেন। অতি অল্প ব্যক্তি কহিতে পারেন যে সেই রাজা কোন সময়ে রাজ্য করিয়াছিলেন। তিনি কয় বৎসর কোথায় রাজ্য করিয়াছিলেন, ও তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর সময় কি তাহা কেহই নিশ্চয় জ্ঞাত নহেন। তাঁহার পিতার নাম বিষয়ে অনেকের ভ্রম ছিল, এবং সম্প্রতি সপ্রমাণিত হইতেছে যে তেঁহ বৈদ্যজাতীয় ছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ আছে তাহা সম্যক্ অমূলক। ফলে যাঁহাকে লোকে "কুলবিধাতা" বলিয়া আপনাদিগের কুলগরিমা পরিপুষ্ট করিতে মানস করে, তাঁহার কুলের ও বংশের কিছুমাত্র স্থৈর্য্য নাই; ইহাহইতে উপহাস্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? কথিত আছে ঐ বল্লালের পূর্ব্বে আদিশূর নামা এক ভূপতি রাজ্য করিয়াছিলেন; তিনি কান্যকুব্জহইতে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের সমভিব্যাহারী পঞ্চ কায়স্থকে লইয়া কৌলিন্য প্রথার প্রথম সূত্রপাত করেন। সেই প্রযুক্ত আদিশূরের নাম বঙ্গদেশে প্রত্যেক ভদ্রগৃহে আত্মীয়ের ন্যায় পরিচিত আছে; অথচ সে ব্যক্তি কোন্ বংশীয় ও তেঁহ কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহার কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই। কুলাচার্য্য ভট্টেরা একটা বাঙ্গালী পদ আওড়াইয়া থাকেন; তদনুসারে ১০৩৩ শকাব্দায় কনৌজ ব্রাহ্মণদিগের গৌড়ে আগমন প্রকল্পিত হয়; পরন্তু তাহা যে সর্ব্বতোভাবে অমূলক তাহা অনায়াসেই সপ্রমাণিত হয়। সেই সকল ভ্রম কেবল মাত্র ইতিহাসের প্রতি অনাদর প্রযুক্ত ঘটিয়াছে, এবং ঐ ভ্রমের অপলাপ নিমিত্ত এই ক্ষণে কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। পরন্তু প্রাচীন তাম্রশাসন, পূর্ব্বকালের অট্টালিকাদির উপর খোদিত প্রস্তর-ফলক, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি পদার্থ ইতিহাসের দ্যোতক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; তাহার অবলম্বনে গ্রন্থের অভাব অনেক অংশে অপনোদিত হইতে পারে। বিশেষতঃ ঐ সকল পদার্থ গ্রন্থহইতে অনেক অংশে বিশ্বাসযোগ্য; কারণ গ্রন্থের পাঠ অনায়াসে লুপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু তাম্রশাসন বা মুদ্রায় সে আশঙ্কা কদাপি হয় না। পূর্ব্বে ভূমিদান-করণ-সময়ে ঐ দানের নির্দ্দেশপত্র তাম্রফলকে খোদিত করিবার রীতি ছিল; ভূপালেরা তদ্রূপ ফলকে আপন বংশ যশঃ ও কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করিতে সর্ব্বদা অনুরক্ত ছিলেন। অপর দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিলে তদ্বিবরণ ও আপন প্রশংসাপুঞ্জ প্রস্তরফলকে খোদিত করিয়া তাহা ঐ মন্দিরে সংলগ্ন রাখিতেন; তাহাতে আপন কীর্ত্তিকলাপ চিরকাল বিরাজিত থাকিবেক এই তাঁহাদিগের একমাত্র অভিসন্ধি ছিল। কিন্তু কালের করাল গ্রাসে সেই মন্দির সকল বহুকালাবধি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ও যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ ভূমিদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,

তাঁহাদিগের বংশও বহুকাল ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তরফলক ও তাম্রফলক তদ্রূপ আশু বিলোপনীয় পদার্থ নহে; অতএব তাহা অনেক স্থলে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং তাহার পাঠে যে রূপ বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্রূপ অন্যত্র সম্ভাব্য নহে। শাসনের বর্ণন সংক্ষিপ্ত বটে ও খণ্ডিতও বটে; গ্রন্থে তদপেক্ষায় অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ ও বিস্তার বর্ণন প্রাপ্তব্য; কিন্তু বিশ্বস্ততা-বিষয়ে গ্রন্থ কদাপি শাসনের তুল্য নহে। এই প্রযুক্ত নব্য ইংরাজী পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ীরা প্রাচীন তাম্রাদি ফলকের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন; এবং তাহাতে তাঁহারা অনেক লুপ্ত কথার পুনরুদ্ভাবন করিয়াছেন। এই রূপ অনুসন্ধানপ্রিয় প্রিন্‌সেপ নামা এক জন সাহেব একখানি তাম্রশাসন বাকরগঞ্জ জিলায় সুবিখ্যাত মৃত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল ঠাকুরের জমীদারীতে প্রাপ্ত হন, তাহাতে বল্লাল সেনের বংশের কিঞ্চিৎ বিবরণ বর্ণিত আছে। তৎপরে রাজশাহী জেলার বিগত জইণ্ট মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মেটকাফ সাহেব মালদহের নিকট গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামের প্রান্তভাগে এক অরণ্য মধ্যে এক খানি প্রাচীন লিপিবিশিষ্ট প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হন, তাহাতেও সেন বংশীয় রাজাদিগের বর্ণন দৃষ্ট হইয়াছে। এই দুই প্রাচীন প্রমাণের সমন্বয়দ্বারা এতৎ প্রস্তাব-লেখক সেনবংশীয়দিগের অনেক বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এস্থলে সঙ্কলিত করিলে, বোধ হয়, পাঠকদিগের অনুমোদনীয় হইতে পারে।

বাকরগঞ্জের তাম্রশাসন খানিতে কেশব সেন নামা গৌড়দেশীয় রাজা বাগুলে, বেত্তোগাত, উদ্যমূল, নামা তিনখানি গ্রাম বাৎস্য গোত্রের ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে দান করেন। উক্ত গ্রামত্রয় বঙ্গদেশে বিক্রমপুরের নিকট ছিল; অধুনা তাহা বর্ত্তমান আছে কি না ইহা নিরূপিত হয় নাই। শাসন-কর্ত্তা কেশব সেনের পিতার নাম লক্ষ্মণ সেন; তাঁহার পিতার নাম বল্লাল সেন, এবং তাঁহার পিতার নাম বিজয় সেন। ইহাঁরা সকলেই বীর্য্যবান, সুবিখ্যাত, সোমবংশজাত ও গৌড়ের রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শাসন-পত্রের যে যে স্থানে কেশব সেনের নাম দৃষ্ট হয় তথায় বোধ হয় যেন পূর্ব্বে অপর এক নাম ছিল তাহা কাটিয়া নূতন নাম যোজিত করা হইয়াছে; সেই পূর্ব্ব নাম মাধব সেন। তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে দানপত্র মাধব সেনের অনুজ্ঞায় প্রস্তুত হয়, কিন্তু সঙ্কল্প করিয়া দান সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই মাধবের কাল হয়; অতএব মাধবের নাম কাটিয়া কেশবের নাম সন্নিবেসিত করা হয়। মাধব ও কেশব দুই ভ্রাতা ছিলেন, অতএব অপর বর্ণনা সকলই পূর্ব্ববৎ রক্ষা পাইয়াছে। এই সকল রাজারা "কুলবিধাতা" বল্লালের বংশ কিনা তাহা দৃষ্টি মাত্রই নির্ণীত হয়, কারণ আইন আকবরী-নামক পারস্য গ্রন্থে ঐ বল্লালের যে বংশাবলী লিখিত আছে তাহার সহিত ইহার সম্যক্ একতা দৃষ্ট হয়; কেবল বল্লালের পিতার নাম তাম্রশাসনে বিজয় সেন খোদিত আছে, কিন্তু আইন আকবরীতে তাহা সুখ সেন বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। পরন্তু এ ব্যত্যয় হয় পারস্য গ্রন্থকারের ভ্রম কিম্বা বিজয়-সেনের অপরাভিধান সুখ সেন হওয়া প্রযুক্ত ঘটিয়া থাকিবেক; তাহাতে সুখ সেনের পুত্র বল্লাল সেন বিজয় সেনের পুত্রহইতে পৃথক্ ইহা কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে অপর একটি প্রমাণ আছে; "কুলবিধাতা" বল্লাল স্বয়ং একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম "দানসাগর"। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে তেঁহ আপন পরিচয়ে লেখেন যে তাঁ-

হার পিতার নাম বিজয় সেন, এবং পিতামহের নাম হেমন্ত সেন; ইহাতে তাম্রশাসনের বল্লাল "কুলবিধাতা" বল্লালহইতে পৃথক্ নহেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

দেবপাড়ার প্রস্তরফলক বিজয় সেনের আজ্ঞায় খোদিত হয়। তিনি হেমন্ত সেনের পুত্র; হেমন্তের পিতার নাম সামন্ত, এবং তিনি বীর সেনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। বীর সেন দাক্ষিণাত্য সোমবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই রাজা, মহা যোদ্ধা, ও কামরূপ প্রভৃতির সম্রাটের জয়কারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বিজয় সেন দেবপাড়া গ্রামে প্রদ্যুম্নেশ্বর দেবের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বর্ণনীয় প্রস্তরফলক সংযুক্ত করেন। এই বিজয় সেন যে বল্লাল সেনের পিতা ইহাতে, বোধ হয়, কাহারও সংশয় হইবে না, সুতরাং এই উভয় প্রাচীন লিপিফলকের সমন্বয়ে সেনবংশের বীর সেনাদি কএকটী নূতন নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, ও তাঁহারা সকলে যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। তবে [illegible] দিগকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া প্রবাদ করা [illegible], বোধ হয়, তাঁহাদের সেন উপাধিহই[illegible]বেক।

অপর, পুরাকালে কোন ক্ষত্রিয়-শাখা অম্বষ্ঠ নামে বিখ্যাত ছিলেন; সেই অম্বষ্ঠেরা অদ্যাপি পশ্চিম প্রদেশে কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ। সেন রাজারা সেই অম্বষ্ঠ-শাখার ক্ষত্রিয় ছিলেন; এই প্রযুক্ত আইন আকবরী ও টিফন্থালিরের গ্রন্থে কায়স্থবংশীয় বলিয়া বর্ণিত আছেন। বঙ্গ দেশে সেই অম্বষ্ঠ শব্দের প্রকৃত অর্থ গৃহীত না হইয়া ভ্রমবশাৎ মনুর উল্লিখিত খচর বৈদ্যের সহিত বিভ্রম হইয়াছে। এই মীমাংসা ভিন্ন প্রচলিত ভ্রমের অন্য গতির উপায় দৃষ্ট হয় না।

কেহ কেহ কহেন, যে শাসনপত্রে "সোমবংশীয়" "ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি শব্দ প্রশংসাবাদে প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে; বস্তুতঃ সেনেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন না। ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে এতদ্দেশে প্রশংসাবাদে অনেক অলীক কথা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এবং বর্ত্তমান কালে অনেক ভূমিশূন্য ব্যক্তি "মহারাজাধিরাজ" "ভূস্বামী" প্রভৃতি উপাধি ধারণ করে। কিন্তু ইহা কুত্রাপি শ্রুত হয় নাই যে কোন রাজা বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আপন সমকালিক ব্যক্তিদিগের সম্মুখে আপন জাতি লুকাইয়া অন্য জাত্যভিমান সিদ্ধ করিয়াছেন। এপ্রকার চেষ্টা অজ্ঞাত ব্যক্তির প্রতি সম্ভবিতে পারে। কোন সাঁওতাল বা ধাঙ্গড় কিয়ৎকাল কুলীর সর্দ্দারী করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ হইলে "জমাদার" কি "পাঁড়ে" হইয়া দুই তিনটা সরস্বতী ও কার্ত্তিক পূজার সাহায্যে হিন্দু হইতে পারে; কিন্তু রাজার পক্ষে তাহা কদাপি ঘটিয়া উঠে না, কারণ তাহাতে জাতি যাইবারই সম্ভাবনা, জাতিগরিমা-বৃদ্ধির উপায় নাই। যদি বলেন যে রাজাজ্ঞায় বৈদ্যের পক্ষে ক্ষত্রিয় হওয়া অসম্ভব কি? কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে সে বংশ ক্ষত্রিয়ই হইয়া যায়, দশ-পুরুষ-কাল ক্ষত্রিয় প্রসিদ্ধ থাকিয়া পরে, দুই তিন শত বৎসর বিগত হইলে দৈব তাহাদের আদিম বৈদ্যত্বের সংবাদ কোন প্রকারে প্রকাশিত হয় না। আর যাঁহারা কোন বংশের লোপ হইবার তিন শত বৎসর পরে তাহার আদি জাতি কি তাহা মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা কি পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত ও তাঁহাদের প্রমাণ সকলই বা কি তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক।

কথিত হইতে পারে যে অধুনা কোন কোন বৈদ্যবংশধর আছেন, যাঁহারা বল্লালসেনের বংশ বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন; আর আবহমান কাল পর্য্যন্ত যাহার বংশ বর্ত্তমান আছে, তাহার জাতিভ্রম কি প্রকারে সম্ভবে? পরন্তু সেই বংশধরেরা কি প্রমাণে আপনাদিগকে রাজবংশাবতংস বলিয়া অভিমান করেন তাহা

অদ্যাপি পরীক্ষিত হয় নাই, সুতরাং ঐ বংশের প্রমাণ-সাহায্যে অন্য বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। কেহ কেহ সেন উপাধিই তাঁহাদের বল্লালের পরিচায়ক মনে করেন, কিন্তু তাহা প্রমাণ হইলে সুবর্ণবণিক্ সেনদিগকে সগোত্র করিবার বাধা থাকে না।

অপর সেন রাজাদিগের জাতি-বিষয়ে যে প্রকার ভ্রম দৃষ্ট হইল, তাঁহাদিগের রাজ্য-কাল-সম্বন্ধেও সেই রূপ ভ্রম আছে। আদিশূরের রাজ্যকালে যখন কান্যকুব্জহইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের আগমন হয়, তৎসময় ঘটক-কারিকার মতে ৯৯৪ শকাব্দ, ইংরাজী ১০৭২। ঐ কারিকা, যথা—

"শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ প্রস্থান যথা,
অঙ্কে অঙ্কে বামাগতি বেদযুক্ত তথা।
কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্ক শুক্র পূর্ণ দিশে,
সহর কোলঞ্চ ত্যজিয়ে গৌড় প্রবেশে
এসে।"

ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত নাম গ্রন্থে ইহার অন্যথায় ১০০০ শকাব্দ উক্ত ঘটনার কাল নিরূপিত হইয়াছে। পরন্তু এ উভয়ই যে অসত্য ইহা অনায়াসেই নির্দ্দিষ্ট হয়। মিন্হাজ-উদ্দীন্-নামা এক জন প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা ইং ১২৩০ অব্দে "তবকাৎ-নাসরী" নামা এক খানি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে পাঠানদিগের এতদ্দেশে রাজ্য-বিস্তার-বিষয়ের অনেক বর্ণন আছে। বখতিয়ার খিলিজীর এতদ্দেশ-জয়-করণের অত্যল্পকাল পরেই ঐ গ্রন্থকার বাঙ্গলায় আসিয়া ইহার পূর্ব্ব বিবরণ সঙ্গ্রহ করেন, এবং কএক বৎসর পরেই তাহা লিপিবদ্ধ করেন; অতএব তাঁহার লেখন বঙ্গদেশের জয়-বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কি সংস্কৃত কি বঙ্গভাষায় ঐ বিষয়ে এমত কিছুই নাই যাহা তাহার তুল্য প্রামাণ্য হইতে পারে; সুতরাং তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ তদ্রূপ প্রাচীন না থাকায় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানিতে হয়। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে যে বখতিয়ার খিলিজী ইং ১২০৩ অব্দে বঙ্গদেশ জয় করেন, এবং যে সময়ে তেঁহ বঙ্গ দেশ জয় করেন তৎকালে অশীতিপর বৃদ্ধ এক রাজা নদীয়ায় রাজত্ব করিতেন; তাঁহার জন্মাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার জন্মসময়ে জ্যোতির্যারা কহেন এতল্লগ্নে তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার সম্যক্ অনিষ্ট ঘটিবে; কিন্তু দুই দণ্ড কাল বিলম্বে জন্মিলে তিনি দীর্ঘায়ু হইবেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার মাতা আপন পদদ্বয়ে রজ্জু বাঁধিয়া দুই দণ্ড কাল ছাদহইতে ঝুলিয়া থাকেন, পরে শুভ লগ্ন উপস্থিত হইলে পদ বিমুক্ত করিয়া সন্তান প্রসব করেন। এই প্রক্রিয়ায় যদিচ পুত্রের দীর্ঘায়ুস্ত্ব সিদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। শিশুটী জন্মিবা মাত্র রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত হইয়াছিল, এবং তদবধি অশীতি বৎসর যাবৎ রাজ্য করে। এই রাজার নাম "লক্ষ্মণিয়া"। এই ব্যক্তি কে? তাহার কোন প্রমাণ এতদ্দেশীয় কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। পরন্তু ইনি যে বঙ্গদেশের শেষ হিন্দুরাজা মিনহাজ উদ্দীনের প্রমাণে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাঁর নাম বঙ্গীয় বটে, কিন্তু তাহা কোন্ শব্দের অপভ্রংশে হইয়াছে তাহার প্রমাণ নাই। লক্ষ্মণ শব্দের অপভ্রংশে পারসীতে "লছমন্" হয়, তাহা লক্ষ্মণিয়ার মূল হইতে পারে না। এই প্রস্তাব-লেখক অনুমান করিয়াছেন যে ইহা "লাক্ষ্মণেয়" শব্দের অপভ্রংশ হইবে। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের উল্লেখ পূর্ব্বেই হইয়াছে; তাঁহার অপত্যার্থে "ঢেয়" প্রত্যয় যোগে লাক্ষ্মণেয় পদ সিদ্ধ হয়, এবং তাহারই ঈষদ্ অপভ্রংশে "লক্ষ্মণিয়া" হইয়াছে। এই ব্যক্তির প্রকৃত নাম, বোধ হয়, অশোক সেন ছিল। তাঁহার জন্ম-পূর্ব্বেই তাঁহার

পিতামাতার বিয়োগ হওয়া প্রযুক্ত তাঁহাকে সেই নামে অভিশিক্ত করা হয়। ফলে অশোক সেনের মাতার উপলক্ষে লক্ষ্মণের মাতার প্রসব ও মৃত্যুর বিবরণ অদ্যাপি জনশ্রুতি আছে, এবং সেই প্রমাণে উভয়কে এক স্বীকার করায় হানি নাই। এই ব্যক্তি ৮০ বৎসর রাজ্য করে, এবং ইং ১২০৩ অব্দে রাজ্যচ্যুত হয়, সুতরাং ইহার রাজ্যকাল ১১২৩ হইতে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাঁর কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে বল্লালসেন রাজা ছিলেন। প্রাচীন ও প্রামাণ্য "সময়প্রকাশ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, যে উক্ত রাজা শকাদিত্যের ১০১৯, ইং ৯৯৭, বৎসরে "দানসাগর" নামক গ্রন্থের রচনা করেন *। ঐ দানসাগর গ্রন্থ বিস্তার; তাহার রচনা উক্ত বৎসরের বহুকাল-পূর্ব্বে আরম্ভ না হইলে তৎসময়ে পূর্ণ হইতে পারে না। অপর বল্লালের কুলীন নির্ণয়াদি কার্য্যও দীর্ঘকাল রাজত্ব না হইলে সম্ভব হয় না। এবিধায় বোধ হয় যে আইন আকবরী গ্রন্থে ইহাঁর যে রাজ্যকাল লিখিত আছে তাহা সত্য হইবে। সেই কাল ইং ১০৩৬ অব্দ। ইহা গ্রাহ্য না করিলেও সময়প্রকাশের উক্তি অগ্রাহ্য করিবার কারণ নাই; সুতরাং বল্লাল ১১ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন ইহা মানিতে হইবে। ইহাঁর পর ইহাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন দীর্ঘকাল রাজ্য করেন, তাহার প্রমাণ "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থে উপলব্ধ হয়। উক্ত গ্রন্থ তাঁহার মন্ত্রী হলায়ুধ রচনা করেন; এবং তেঁহ লিখিয়াছেন যে উক্ত রাজা তাঁহাকে তরুণবয়সে সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন; পরে মধ্য বয়সে মন্ত্রি পদে নিযুক্ত করেন; এবং বার্দ্ধক্যে "ধর্ম্মাধিকার" পদে বরণ করেন। এই সকল ব্যাপার দীর্ঘকাল ভিন্ন সম্ভবে না। পরন্তু পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে বল্লাল ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দানসাগর সম্পূর্ণ করেন। তৎপরে তিনি তিন বৎসর জীবিত থাকিলেও লক্ষ্মণের রাজ্যারম্ভ ১১০১ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবে এবং লাক্ষ্মণেয়ের রাজ্যকাল যে রূপ পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে তাঁহার রাজ্য-শেষ ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দের কএক বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকিবেক; কারণ তাঁহার পর তাঁহার দুই পুত্র মাধব ও কেশব সেন রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অন্ততঃ দেড় বৎসর করিয়াদিলেও লাক্ষ্মণেয় কেশবের পুত্র এবং লক্ষ্মণের পৌত্র উপলব্ধ হয়।

প্রবাদ আছে, যে বল্লালের পিতার নাম আদিশূর, কিন্তু তাহা যে মিথ্যা ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; কারণ বল্লাল স্বয়ং আপন পিতার নাম বিজয় সেন বলিয়া দানসাগর গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। বাকরগঞ্জের তাম্রশাসনেও সেই রূপ বর্ণন আছে। পরন্তু এ প্রমাণ না থাকিলেও আদিশূর ও বল্লালে পিতা পুত্র সম্বন্ধ সম্ভব হয় না, কারণ প্রবাদ আছে যে আদিশূর কান্যকুব্জহইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করেন। তাহাদের বংশপরম্পরা-বাহুল্য হইলে বল্লাল তাহাদের কুল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এক পুরুষ মধ্যে এই বাহুল্য কদাপি সম্ভবযোগ্য নহে। কথিত আছে যে বল্লালের সময় ৫৩ ঘর কায়স্থ হইয়াছিল। ইহা পাঁচ পুরুষের ন্যূন ঘটিয়া উঠে না। পরন্তু বল্লালহইতে সেই পাঁচ পুরুষ বীর সেন, সুতরাং বীরসেন ও আদিশূরে এক স্বীকার করিবার বাধা নাই। বীরসেন সেনবংশের আদিপুরুষ, এবং "শূর" শব্দ "বীর" শব্দের পর্য্যায় মাত্র, অতএব বীরকে "আদিশূর" বলা অযোগ্য বোধ হয় না। পরন্তু এ কথা অনুমান মাত্র; ইহাতে আমাদিগের কোন দৃঢ় বিশ্বাস নাই। আদিশূর বীর সেনের পূর্ব্ব রাজা স্বীকার করিলে কোন মতে অসংলগ্ন হইবে না। আদিশূর ও বীরসেন এক ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিলে তাঁহার রাজ্য কাল কি, ইহা প্রশ্ন হইতে পারে। তদুত্তরে কোন অকাট্য প্রমাণ

* নিখিল-নৃপচক্রতিলক-শ্রীবল্লাল-সেন-দেবেন। পূর্ণে শশিনবদশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ।

অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। অনেক অনুসন্ধান-দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষে রাজারা গড়ে অষ্টাদশ বৎসর রাজ্য করিয়া থাকেন। এই নিয়মে নির্ণয় করিলে আদিশূর বা বীরসেনের রাজ্যারম্ভ ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবে। এই অনুমান কি পর্য্যন্ত গ্রহণীয় তাহার নির্ণয়ার্থে আমাদিগের এক প্রবল উপায় আছে। ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে আদিশূর কান্যকুব্জ-হইতে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই কায়স্থদিগের বংশপরম্পারা সময়ে সময়ে আপনাদিগের বংশের একজাই করিয়া নির্ণয় করিয়া আসিতেছে, এবং সেই নির্ণয়গ্রন্থ অর্থাৎ কুলজীতে ২৪ পুরুষের গণনা হইয়াছে। পরন্তু কুলীন-কায়স্থদিগের মধ্যে এই ক্ষণে ২৫—২৬—২৭—ও ২৮ পর্য্যায় পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে। গণনার্থে গড়ে ২৬ পুরুষ ধরিলে বোধ হয় ন্যূনাতিরেকের আশঙ্কা থাকিবে না। অপর ইহা নানা পরীক্ষা-দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে গড়ে শত বৎসরে তিন পুরুষ সম্ভব হইয়া থাকে, তদনুসারে কায়স্থদিগের ২৬ পুরুষে ৮৬৬ বৎসর গণনা হয়। অদ্যহইতে ঐ ৮৬৬ বৎসর গণনা করিলে ৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ উপস্থিত হয়। ঐ অব্দের সহিত আমাদিগের পূর্ব্ব নিরূপিত ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এত অল্প ভেদ আছে যে দীর্ঘকাল সম্বন্ধে তাহা ভেদ বলিয়া কেহই স্বীকার করিবেন না, সুতরাং তাহাই সর্ব্বতোভাবে সম্ভবপর বলায় কোন মতে আপত্তি হইবে না। এই সকল গণনার সমষ্টি করিলে সেন-বংশের রাজ্যকাল নিম্নে লিখিত তালিকার অনুসারে নিরূপিত হইবে। উক্ত তালিকা, যথা—

নাম	রাজ্যারম্ভ	
বীরসেন, অপরাভিধান আদিশূর	৯৯৪	খ্রীষ্টাব্দ
সামন্ত সেন	১০১২	ঐ
হেমন্ত সেন	১০৩০	ঐ
বিজয় সেন	১০৪৮	ঐ
বল্লাল সেন	১০৬৬	ঐ
লক্ষ্মণ সেন	১১০১	ঐ
মাধব সেন	১১২১	ঐ
কেশব সেন	১১২২	ঐ
লক্ষ্মণ সেন, অপরাভিধান অশোক সেন বা সুসেন বা সূর সেন বা লাউ সেন	১১২৩	ঐ
বখতিয়ার খিলিজীকর্ত্তৃক শেষোক্তের রাজ্যচ্যুতি	১২০৩	ঐ

এতৎ প্র[illegible] উপসংহারে আমাদিগের এই মাত্র [illegible]রা ইহাতে নিজ অনুসন্ধানের উপ[illegible] করিয়াছি, অতএব ইহাতে ভ্রম থা[illegible]সম্ভাবনা। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে কা[illegible] তাহা গোচর হইলে কিংবা এ বিষয়ে তাঁহাদের নিকট কোন প্রমাণ থাকিলে তাঁহারা আমাদিগের নিকট তাহা বিজ্ঞপ্ত করিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

৩ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [২৯ খণ্ড

চীনের রেশম।
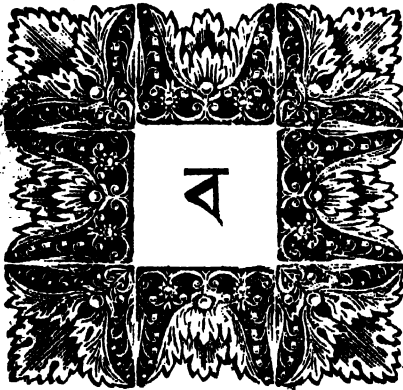
বহুদেশ-পর্য্যটনে স্বদেশের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে। দুই জন উদাসীন ৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে রোমান-কাথলিক-ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশে পূর্ব্বরাজ্য-সকল পরিভ্রমণ করিয়া চীন-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করত রেশমের কীটের চাস প্রত্যক্ষ করেন; এবং কীট-প্রতিপালন ও গুটীহইতে রেশম বাহির করিবার প্রক্রিয়া সকল অবগত হইয়া ইউরোপে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক প্রথম জষ্টিনিয়ন্ সম্রাট্কে তাহা বিদিত করেন। তদনন্তর পুরস্কার-প্রাপ্তির লালসায় তাঁহারা পুনর্ব্বার চীনদেশে আগমন করেন। তথায় কিয়ৎকাল বাস করত দৈব অবকাশক্রমে কিঞ্চিৎ রেশমকীটের অণ্ড সঙ্গুহ করত তাহা যষ্টির উদরে লুক্কায়িত করিয়া বুদ্ধি-কৌশলদ্বারা সন্দেহাকুল চীনবাসিদিগের সতর্কতাহইতে উদ্ধার হওত কনষ্টাণ্টিনোপল নগরে তাহা আনয়ন করেন। অতঃপর উত্তাপসাহায্যে তাহা প্রস্ফুটিত করত অতি সাবধানে কীট-সকলকে তূতপাতা আহারদ্বারা পুষ্ট করে। তাহাতে ঐ কীট-সকল বর্দ্ধিত-শরীর হইয়া গুটিকা-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে কীট-বংশ বিস্তার হইলে তাহার গুটিকায় উত্তম রেশম প্রস্তুত হইতে লাগিল। উল্লিখিত ব্যাপার ইউরোপের একটী প্রধান ঘটনাকালে সম্পন্ন হওয়াতে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়াছে; যেহেতু ইহার কিঞ্চিৎ পরেই প্রাচীন লাটীন ভাষা অচল হইতে আরম্ভ হয়। পরন্তু প্রচুর অর্থ উৎপাদক রেশম দেশে আনয়ন করা সামান্য ব্যাপার নহে; ইহা স্বয়ংই চিরস্মরণীয়ের বিষয়।

চীন অথবা পারশ্য বা উভয় দেশেই সর্ব্বাদৌ কৌষেয় বস্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। অদ্যাপি উক্ত দেশদ্বয়ে যে সকল কৌষেয় বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইউরোপখণ্ডে সাটীন বস্ত্র সর্ব্বাদৌ নীত হইলে তাহার উৎপত্তি-বিষয়ে তত্রস্থ লোকদিগের ঈদৃশ ভ্রম জন্মিয়াছিল যে, অনেকে তৎসম্বন্ধে কৌতুকাবহ কল্পিত উপন্যাসের প্রতি বিশ্বাস করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। কোন পক্ষ রেশমকে বৃক্ষের শোয়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কেহ বৃক্ষের ত্বগ্, কেহ বা পুষ্পহইতে ইহার উৎপাদন অনুমান করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাহার দুষপ্রাপ্যতা-হেতু তাহা উচ্চ মূল্যেই বিক্রয়

পুলোকে তূত পত্র ভক্ষণ করাইবার প্রক্রিয়া।

THE HISTORY AND CULTURE OF SILK.

FEEDING THE SILK WORMS

CLEARING THE COCOONS

গুটী প্রস্তুত করণ প্রক্রিয়া।

হইত। অর্দ্ধ সের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লঘুভার কৌ-ষেয় বস্ত্রের মূল্য সাতাইশ ভরি স্বর্ণ মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে অরিলীয়ন্ সম্রাট্ প্রিয়-তমা মহিষীকে একটী কৌষেয় পরিচ্ছদ কিনিয়া দিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন; কারণ তাহার মূল্য তাঁহার পক্ষে অনায়াসে দেয় বোধ হয় নাই।

রেশমের কীট ইউরোপে নীত হওনাবধি ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্রীক-জাতীয়েরাই তাহা স্বদেশ-মধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়াছিল। তৎপরে ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সিসিলী-দ্বীপের অধীশ্বর প্রথম রজর গ্রীস-দেশ জয় করত কতকগুলি তন্তুবায়কে স্বদেশে ধৃত করিয়া আনয়ন করিলেন। তাহাদিগকে রেশমের চাস ও

গুটীহইতে রেশম প্রস্তুত করণ।

WINDING THE SILK FROM THE COCOONS.
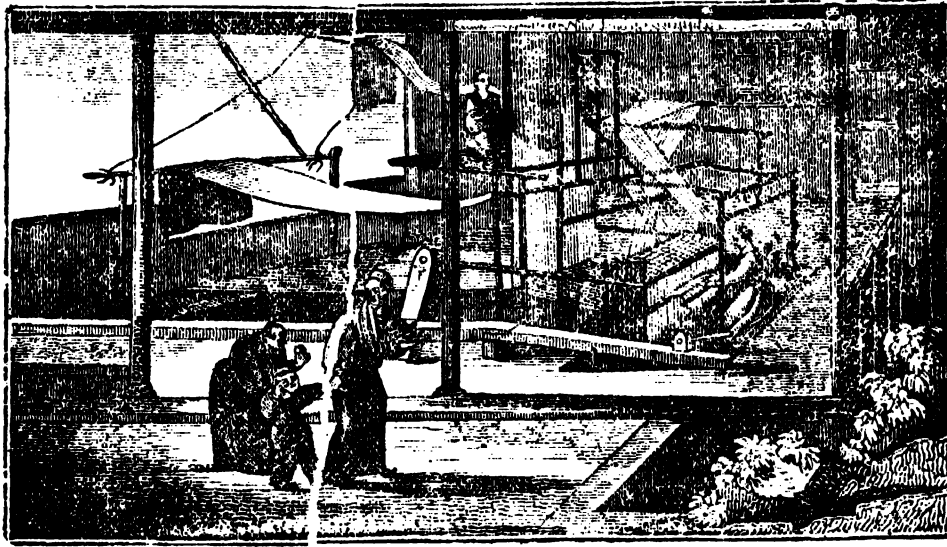
CHINESE MODE OF WEAVING THE SILK.

কৌষেয়-বস্ত্র-বপন।

ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিলে সিসিলীদ্বীপে কৌষেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইবার সূত্রপাত হয়, এবং অল্পকাল তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তৎপরে স্পেন্ ও ইটালী দেশস্থ তন্তুবায়গণ সিসিলী-দ্বীপ-বাসী-দিগের নিকট এতদ্ব্যবসায়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করে।

তদনন্তর প্রথম ফ্রান্সীসের আধিপত্য-সময়ে তাহা ক্রমে ফ্রান্সদেশে ব্যাপৃত হয়। মহারাণী মেরীর রাজত্ব-কালে ইংলণ্ডে সাধারণ লোকের পক্ষে রেশমী বস্ত্র ব্যবহারের নিষেধ থাকাতে তাহা সম্ভ্রান্ত পদাভিষিক্ত বিশেষ মান্য ব্যক্তিরাই ব্যবহার করিতেন, অন্যে তাহা ধারণ করিলে দণ্ডার্হ হইত। প্রবাদ আছে যে অষ্টম হেন্‌রী অত্যন্ত সুখাসক্ত ও বহুব্যয়ী ছিলেন। পরিচ্ছদ বিষয়ে তাঁহার অশেষ অর্থব্যয় হইত। তথাপি তিনি কৌষেয় বস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতা-

হেতু তৎপ্রতি মিতাচার অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার এক যোড়া কৌষেয় মোজা ছিল তাহা প্রায় তোলা থাকিত; কোন মহাসমারোহ বা অসাধারণ উৎসব ব্যতীত তাহা ধারণ করিতেন না।

কোন দৈব উপায়দ্বারা ইংলণ্ডে রেশমবপনের প্রথা নীত হয়। তদ্বিবরণ এই যে ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বেল্জিয়মের শাসনকর্ত্তা আণ্টোয়ার্প নগর জয় করাতে তিন দিবস উক্ত নগর লুট হয়। প্রজারা সেই আপদহইতে ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য স্থানে পলায়ন করে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি রেশমব্যবসায়ী লোক ছিল। তাহারা ইংলণ্ডে রেশমীবস্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। অধুনা তাহা ইউরোপখণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হওয়াতে যে কত লোকের উপজীব্যের হেতু হইয়াছে ও বাণিজ্যের কীদৃশ উপকার দর্শিয়াছে তাহা বর্ণন করা দুষ্কর।

অপিচ এই বঙ্গদেশমধ্যেই অনূ্যন দুই লক্ষ লোক এতৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। তূতপ্রধানদেশে তূতেরই চাস অধিক; এবং তূতহইতে কৃষকদিগের প্রচুর টাকা উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় রেশমকীটের বিবরণ "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ" নামক মাসিক পত্রে এক বার প্রকটিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া চীনদেশে ঐ কীটের কিরূপ সংস্কার করা হয় তাহারই বিবরণ প্রকটিত করা উদ্দেশ্য।

বোধ হয় পাঠকবৃন্দ সকলেই জ্ঞাত আছেন যে রেশমের কীট আজন্ম-মৃত্যু-পর্য্যন্ত চারি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার প্রথম অবস্থা অণ্ড; তাহা সূক্ষ্ম শুক্ল রেণু সদৃশ। দ্বিতীয় অবস্থা কীট; তাহা শূয়াপোকার সদৃশ। তৃতীয় অবস্থা গুটী; তৎকালে প্রাগুক্ত কীট স্বমুখ-নির্গত রেশমের কোষে আবদ্ধ থাকে। তিন সপ্তাহকাল মধ্যে বদ্ধ থাকিবার পর উক্ত কীট রেশমকোষ ভেদ করত শুক্ল পতঙ্গ রূপে নির্গত হয়। ঐ পতঙ্গেরা দুই সপ্তাহ কাল জীবিত থাকিয়া কতকগুলি অণ্ড প্রসব করত মৃত হয়। এই অবস্থাচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম তিন অবস্থা রেশম-চাসীদিগের পক্ষে বিশেষ সমাদরযোগ্য, এবং তন্মধ্যে কীটাবস্থাই প্রধান; এই প্রযুক্ত প্রস্তাবিত পতঙ্গের সাধারণ নাম "পুলো" অর্থাৎ কীট হইয়াছে।

চীনদেশীয়দের মধ্যে এরূপ সংস্কার আছে যে পুষ্টিসাধন ও ঋতুর প্রভাবক্রমে রেশমকীটেরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য তাহারা কীটদিগকে উত্তম স্থানে রাখিয়া দেয়; এবং নিয়মিত সময়ে আহার প্রদানে ত্রুটি করে না। তাহারা বলিয়া থাকে যে পুলো যে পরিমাণে আহার প্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে রেশম প্রস্তুত করে। বস্তুতঃ ইহা পরীক্ষাদ্বারাও সাব্যস্ত হইয়াছে যে যে সঙ্খ্যক কীটেরা ২৫ দিবসে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাড়ে বার ছটাক রেশম উৎপন্ন করে, ঐ সঙ্খ্যককীট ২৮ দিবসে পরিণত হইলে দশ ছটাক, এবং চল্লিশ দিবসে পরিণত হইলে পাঁচ ছটাক রেশম উৎপন্ন করে। এতন্নিমিত্ত অণ্ড প্রস্ফুটিত হইলে অহোরাত্র আদ ঘণ্টা অন্তর এক ছটাক করিয়া আহার প্রত্যেককে প্রদত্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় দিবসে তাহার ন্যূন করিয়া দেওয়া হয়। এই রূপ কীটের বয়োবৃদ্ধিসহকারে খাদ্যেরও স্বল্পতা ও তারতম্য হইয়া থাকে। চীনদেশীয়েরা যে স্থানে কীটের বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, তাহা অত্যন্ত নিভৃত; এবং সে স্থানে কোন অপকারক গন্ধ প্রবেশ করিতে দেয় না। কোন পশ্বাদির গতায়াত বা শব্দও হইতে দেয় না। কথিত আছে যে অতি সামান্য শব্দেতেও কীটের অনিষ্টোৎপাদন করিতে পারে; বিশেষতঃ নবপ্রস্ফুটিত কীট সকল কাক ও কুকুরের ডাকে এরূপ ভীত হয় যে উত্তম রূপে রেশম উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। কীটের তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত এক পরিচারিকা যোবা সর্ব্বদা

নিকটে উপস্থিত থাকে। ঐ রমণীকে চীনেরা "আশাঁমা" বলিয়া থাকে। এক জন চীনগ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে কীটরক্ষক কামিনীগণ আহারান্তেই কিংবা অশুচি গাত্রে অথবা গৃহকার্য্য করিতে করিতে কীটগৃহে প্রবেশ কদাচ করে না। এতদ্দেশীয় চাসা লোকেরা তদ্রূপ অশুচির আশঙ্কায় সর্ব্বদা সাবধান থাকে। দৈবায়ত্ত যদি উচ্ছিষ্ট মুখে "পুলোর ডালা" কেহ স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ কৃষকেরা কপালে করাঘাত করে। এক অহোরাত্রেই পুলোর বৎসর সম্পন্ন হয়, এবং এই অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহাদিগের ঋতুচতুষ্টয়ের ভোগ হইয়া থাকে। চীনজাতীয়েরা কহে যে প্রাতঃকাল তাহাদের বসন্ত, মধ্যাহ্ন গ্রীষ্ম, সায়ং বর্ষা এবং রাত্রি শীত কাল বলিয়া গণনীয়।

গুটিকাহইতে যে প্রক্রিয়াদ্বারা রেশম বাহির করা হইয়া থাকে, তাহা প্রায় অবিকল এতদ্দেশের প্রথার অনুরূপ। ৭৬ পৃষ্ঠায় যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে তাহার প্রথমে পুলো তূতপাতা খাইতেছে। ও দ্বিতীয়ে গুটিকা নির্ম্মাণ করিতেছে। ৭৭ পৃষ্ঠার চিত্রে গুটিকাহইতে রেশম নির্গত হইতেছে, ও কৌষেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। উল্লিখিত রেশম আদৌ উজ্জ্বল-পীত-বর্ণ হয়। কিন্তু হেমন্তের শেষে যে রেশম প্রস্তুত হয় তাহা শ্বেতবর্ণ ও অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া মান্য।

রীবা রাজ্য।

ড়িষ্যা প্রদেশের পশ্চিম এবং গোদাবরী নদীর উত্তর ভাগে গোণ্ডবান প্রদেশ স্থিত আছে। উল্লিখিত প্রদেশের মধ্যে এক অতি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ আছে, তাহার নাম বঘেলখণ্ড। রীবা নগরী তাহারই রাজপাট বলিয়া বিখ্যাত। বঘেল-খণ্ডের পশ্চিম ভাগে বুন্দেলখণ্ড, পূর্ব্বাংশে ছোট নাগপুর প্রদেশ। উক্ত রাজ্যের মধ্যে সুবিখ্যাত শোণ নদ অপর সকল স্রোতস্বতী অপেক্ষা বৃহৎ। শোণের প্রাচীন নাম স্বর্ণনদ। স্বর্ণের অপভ্রংশে "শোণ" শব্দ অধুনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোণ্ডবান-প্রদেশের মধ্যে অমরকণ্টক-নামে অতি-প্রাচীন এক তীর্থস্থান আছে; উল্লিখিত নদ তথাহইতে উদ্ভূত হইয়া বঘেলখণ্ডের উত্তরদিগভিমুখে গমন করত পুনর্ব্বার পূর্ব্বমুখ হইয়া পাটনার নিকট গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। ইহা প্রায় ৫০০ শত জ্যোতিষী ক্রোশ ব্যাপক। ইহার উৎপত্তিস্থান শোণভদ্র বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিম্বদন্তী আছে যে পর্ব্বতগর্ভস্থ উৎসের সহিত শোণনদের সংস্রব আছে।

পূর্ব্বে বঘেলখণ্ড এবং রীবা-নগরী প্রাচীন-কলিঞ্জর রাজ্যের চতুর্থাংশমাত্র ছিল। উক্ত জনপদ হিন্দুদিগের বহুকালীন-দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপের কীর্ত্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ ছিল। কলিঞ্জরের দুর্গ গ্বালিয়রের বিখ্যাত দুর্গাপেক্ষা অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। যবন-ইতিহাসবেত্তাগণ কলিঞ্জরের প্রায় সহস্র বৎসরের ভূতপূর্ব্ব রাজাদিগের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। হিন্দু-আধিপত্যের পরম শত্রু, ভারতবর্ষের অশুভ-গ্রহ, ঔরঙ্গজেব কলিঞ্জরের রাজপাট ধ্বংস হেতু পুনঃ পুনঃ তাহা আক্রমণ করেন, কিন্তু হিন্দুমহীপালবৃন্দের অসাধারণ বাহুবল ও অসম্ভব তেজস্বিতায় তাহা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিতে না পারিয়া সোহাগপুর ও বঘেলখণ্ড নামতঃ আলাহাবাদের অধীনতায় আবদ্ধ করত প্রতিনিরত হইয়াছিলেন। তৎকালে কথিত জনপদের পরিধি ২২৫০ বর্গ ক্রোশ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

রীবা-নগরী মধ্যে এক পাষাণময় দুর্গ আছে। তাহার চতুষ্পার্শ্ব প্রস্তরপ্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত।

দুর্গের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলে তৎপার্শ্ববর্ত্তিনী বিছা নদীর সুমন্দতরঙ্গাবলী কল্লোলিত হইতেছে, কখন ফেনপুঞ্জদ্বারা রঞ্জিত হইতেছে, কদাপি মন্দ-মন্দ-বায়ু-প্রবাহে শীতল হইতেছে, অবলোকিত হয়। সেই তরঙ্গ তটে ভূতপূর্ব্ব সৈনিকেরা বারংবার যবনদিগকে পরাস্ত করত দূরীভূত করিয়াছিলেন।

দুর্গের মধ্যে রাজসদনই সর্ব্ববৃহৎ, এবং তাহা সাধারণ রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা অতিদীর্ঘ। তাহাও পাষাণদ্বারা নির্ম্মিত। রীবা রাজধানী অবধি রায়পুর পর্য্যন্ত ভূমি অত্যুর্ব্বরা, এবং স্থানে স্থানে উত্তম দীর্ঘিকাদ্বারা জলাকীর্ণ। মহারাজা জয়সিংহ দেবের রাজপাট বলিয়া এই রাজ্য অত্যন্ত প্রাচীন মধ্যে গণ্য, এবং ইহার অধিপতিরা শ্রীরামচন্দ্রের বংশাবতংস বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, এবং সেই অভিমানও যে মিথ্যা ইহা বলা যায় না। ইহার পূর্ব্ব ইতিহাসের এ স্থলে বর্ণন অভিপ্রেত নহে।

ইহার সহিত ইংরাজদিগের সংস্রব ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্ঘটন হয়। উক্ত বর্ষে ইংরাজদিগের সহিত সদ্ভাব হওয়াতে এক সৌহার্দ্য-সন্ধি সমাধা হয়, এবং তদবধি ইংরাজেরা মহারাজের অধিকারমধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকারে সম্মত আছেন। পরন্তু মহারাজ ঐ সন্ধিদ্বারা আত্মপক্ষে এবংবিধ অঙ্গীকারের বশীভূত হইয়াছিলেন, যে যদ্যপি কোন শত্রু বা বিদ্রোহী অথবা কোন অপরাধী ব্রিটিস-গবর্ণমেণ্টের অধিকারহইতে পলায়িত হইয়া তাঁহার অধিকারের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহারা ধৃত হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে অর্পিত হইবে। ভবিষ্যতে কর্ত্তব্যে তাহা না হওয়াতে উভয় পক্ষে আন্তরিক যুদ্ধ করিবার বাসনা হয়। কিন্তু আর এক সন্ধিদ্বারা তৎকালে তাহা স্থগিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

শেষোক্ত সন্ধি সমাধা হইলে ভূপতি পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করেন। তদর্থে অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন যে অধীশ্বর আপন অঙ্গীকার রক্ষা করিতে অন্যথা করা হেতু পুত্রের প্রতি রাজ্যভার দিয়াছিলেন। ফলতঃ তাহা বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না; যেহেতু অতঃপর নৃপতি অপবাদহইতে নির্ম্মুক্ত হওনাভিলাষে পুত্রকে প্রতিভূ-প্রদানেও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

পরন্তু ইতিমধ্যে রীবার অধীনস্থ কতকগুলিন সৈন্য ব্রিটিস-সেনাদিগকে আক্রমণ করাতে পুনশ্চ যুদ্ধের উপক্রম হয়। তৎপ্রযুক্ত ইংরাজেরা এন্তৌরীর দুর্গ আক্রমণ করিলে মহারাজের সৈন্যেরা মহাপরাক্রমের সহিত ইংরাজদিগকে প্রতিরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে সম্মুখ যুদ্ধে অপারগ হইয়া ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ৪টা ডিসেম্বর লেফ্‌টনেণ্ট ফর্ম্মেল আর্ডাস্ সাহেবের নিকট পরাভূত হয়।

তৎপরবৎসর মার্চ্চ মাসের একাদশ দিবসে আর এক সন্ধি হয়। তাহাতে ইংরাজেরা এন্তৌরী আক্রমণ-করণ-কালীন যে যে স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন সে সমস্তই প্রত্যর্পণ করেন; এবং প্রতিজ্ঞা-রক্ষার নিমিত্ত এক প্রতিভূ প্রদানেও সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু রীবাধিপ তাহা গ্রহণ করেন নাই। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ জয়সিংহ দেবের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তৎপর মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহ পিতার আসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তদনন্তর বর্ত্তমান মহারাজা রঘুরাজসিংহ পৈতৃক রাজ্যের রাজমুকুট প্রাপ্ত হইয়া আধিপত্য করিতেছেন। অল্প দিবস হইল কলিকাতা নগরীতে তাঁহার আগমন হেতু দুর্গহইতে তোপ ধ্বনি হইয়াছিল; এবং গবর্ণরজেনেরল প্রণয়সম্ভাষণদ্বারা তাঁহার সহিত সদ্ভাবের চিহ্নপ্রকাশে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। রীবা রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব বিংশতি লক্ষ মুদ্রা। তাহার অধীনে ৪০০০ সহস্র সৈন্য নিযুক্ত আছে। কিন্তু প্রয়োজনমতে দশ বা দ্বাদশ সহস্র সৈন্য অনায়াসে সঙ্গৃহীত হইয়া থাকে।

অপূর্ব্ব নথ।

পাঠকবৃন্দ, "অলঙ্কার" কাহাকে বলে ইহা আপনারা কেহ স্থির করিতে পারেন? রমণীদিগের বোধে কোন্ দ্রব্যই বা অলঙ্কার ও কি বা না ইহার নিরূপণ করিতে আমরা পরাস্ত হইয়াছি। মনে করিতাম যে বেসর, বাঁকমল ও নাকচাবী ঔড্রদিগের শিল্পের দোষে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহা মানিলে কি কারণে কটকের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রৌপ্য ও স্বর্ণের অলঙ্কার বঙ্গদেশীয় স্বর্ণকারদিগের গঞ্জনস্বরূপ হইয়াছে ইহা স্থির করা দুষ্কর হইয়া উঠে। আর তাহারই কোনরূপে গতি করিলে পশ্চিমাঞ্চলের স্বর্ণটীপের সহিত তুলনায় নাকচাবীরই বা তাদৃশ অপরাধ কি? আর পশ্চিমাঞ্চলীয়া ললনারা যে কেবল ঐ টীপেই তৃপ্ত থাকেন এমত নহে। দিল্লীর বিগত পাদশাহের পরিবারেরা এবং সুতরাং তদ্দৃষ্টে অপর ধনাঢ্যা মহিলারা "নজরবন্ধ" নামক এক স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা প্রায় একটী টাকা-পরিমাণ বৃহৎ হয়; এবং তাহা নয়নের উভয় পার্শ্বে মোম দিয়া আঁটিয়া দেন। ইহাঁরা ভারতবর্ষের অপর সকল মহিলাহইতে অধিক সভ্য বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু ইহাঁদের এই "নজরবন্ধ" ও কটকের নাকচাবীতে সভ্যতা-বিষয়ে প্রভেদ কি তাহা নিরূপিত হয় না। কলিকাতায় প্রাচীন "ঢেঁড়ী ঝুমকার" পরিবর্ত্তে কর্ণফুল ও তৎপরিবর্ত্তে বোঁদা কাণবালা উন্নতিকল্প বলিয়া স্বীকার করিতে হইত, কিন্তু সম্প্রতিকার "কাণ" নামক গহনার গুরুতা ঢেঁড়ীর গুরুতাহইতে স্বতন্ত্র কি না তাহা স্থির করা ভার। সে যাহা হউক কলিকাতায় এমত নবীনা বরাঙ্গনা কে আছেন যিনি নথের সমাদর না করেন? হইতে পারে যে কেহ কেহ ক্ষুদ্র পরিসর "বাঙ্গালী নথ," কেহবা বৃহদ্ব্যাস "খোট্টাই নথ" যাহার মধ্য দিয়া একটা স্থূল মুষ্টি গলিয়া যাইতে পারে, ইহার অন্যতর মনোজ্ঞ মনে করেন; কিন্তু নথের দ্বেষী কেহই নহেন। বলদের নাসিকার ন্যায় মনুষ্য-নাসিকা ফুড়িয়া দেওয়া নিন্দনীয় বলিলে অনেক নবীন বাবু কোপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া কহিয়া থাকেন যে সভ্যশ্রেষ্ঠ ইংরাজী বীবীদিগের কর্ণবেধে ও বাঙ্গালী বরাননাদিগের নাসিকাবেধে ভেদ কি? এ কথায় গৌরাঙ্গানুরাগীদিগের প্রতিবাদীরা সুতরাং নিরস্ত হইয়া থাকেন। এবিষয়ে আমাদিগের বোধ ছিল যে নথ ভারতবর্ষেরই স্বতন্ত্র অলঙ্কার; ইহা ভূমণ্ডলের অপর কুত্রাপি নাই। কিন্তু সম্প্রতি ইহার এক প্রতিযোগী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আফরিকা দেশের এক জাতীয় ললনাদিগের নথপরিধানের লালসা অতিশয় প্রবল; তাঁহারা শিশুর মোটা বালা সদৃশ স্থূল ও তদাকার নথ বানাইয়া থাকেন; কিন্তু তাহা নাসায় না পরিয়া ওষ্ঠে ধারণ করেন। ভারতবর্ষের নথ সুবর্ণনির্ম্মিত হইয়া থাকে, এবং অধিকারিণীর অবস্থাভেদে তাহাতে প্রকৃত বা কাল্পনিক মুক্তা অথবা রূপার "ঠোস" দিয়া অভিপ্রায় সিদ্ধ করা হয়। কথিত ললনাদিগের দেশে স্বর্ণকার সুপ্রাপ্য নহে ও সুবর্ণও প্রচুর নহে, সুতরাং তাঁহাদের নথ সুবর্ণে না হইয়া ব্যক্তিদিগের অবস্থা-ভেদে বংশ বা হস্তিদন্তে নির্ম্মিত হয়, এবং যেহেতু সূক্ষ্ম বংশ বা হস্তিদন্ত অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ এই প্রযুক্ত উহা অত্যন্ত স্থূলরূপে প্রস্তুত করা হয়। ঐ নথধারণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত কৃষ্ণাঙ্গনারা বাল্যকালে ওষ্ঠের মধ্যভাগে এক ছিদ্র করেন; ঐ "ঠোটবিধানী" আমাদিগের কাণবিধানীর প্রতিরূপ। উক্ত ওষ্ঠবেধ-কার্য্য শেষ হইলে ঐ ছিদ্রে ললনারা

একটী শলাকা দিয়া রাখেন, এবং ক্রমশঃ শলাকার স্থূলতা বৃদ্ধি করিলে ওষ্ঠের ছিদ্রটী ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং অবশেষে তাহা এতাদৃশ বৃহৎ হয় যে তন্মধ্যে কনিষ্ঠাঙ্গুলী প্রবিষ্ট হইতে পারে; এবং তদবস্থায় তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নথ দিয়া কথিত ললনারা আপনাদিগের রূপলাবণ্যের শোভা পরিবর্দ্ধন করেন। এই অপূর্ব্ব নথের নাম "পিলিলী।" আমাদিগের ভুবনমোহিনীরা কি কেহ নূতন বলিয়া এই পিলিলী ধারণ করিবেন?

বামন।
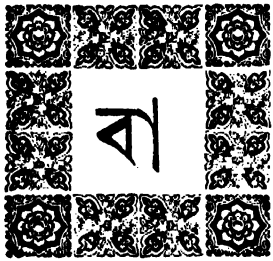
বামনের দৈহিক-খর্ব্বতা-বিষয়ে অনেক উদ্ভট উপন্যাস প্রচলিত আছে। পরন্তু তাহ যাদৃশ অসম্ভব ও অতিবাদ বর্ণনায় প্রকল্পিত তাহাতে যে সত্যের আভাস মাত্র আছে এমত উপপন্ন হয় না। গ্রীক লোকেরা এতদ্দেশীয় বালখিল্লের সদৃশ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক জাতীয় মনুষ্যের আকৃতি বিশ্বাস করিত। অধিকন্তু তাহারা সারস পক্ষীর উপজীব্য বলিয়াও প্রবাদ ছিল। আবশিনীয়া-দেশ পর্য্যটকেরাও তাদৃশ খর্ব্বাকৃতি আর এক জাতীয় মনুষ্যের বিবরণ পরিজ্ঞাত ছিল। ফলতঃ মানব-দেহ-তত্ত্বজ্ঞেরা বিবিধ বিভাবনাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, "অসম্ভব আকৃতি বা অত্যন্ত খর্ব্ব দেহের উপপত্তি স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভবে না।" তন্নিবন্ধন বামনের দৈহিক খর্ব্বতা-বিষয়ে যে সকল প্রামাণ্য ইতিহাস অধুনা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা ব্যক্তিবিশেষের বর্ণন, কোন জাতি বিশেষের বর্ণন নহে তাহাতে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

কেব্রিশিয়স্ এক ব্যক্তির অবয়বের কথা উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন যে তাহার শরীর ৪০ বুরুল মাত্র দীর্ঘ ছিল। প্রায় ৮০ বৎসর অতীত হইয়াছে তমাস কোট্স্ নামা এক ব্যক্তি দুই হস্তের কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ছিল। গ্যাসপার্ড বুর্ত্তিন সাহেব কহিয়াছেন যে তিনি এক বামন দেখিয়াছিলেন সে দুই হাত মাত্র দীর্ঘ ছিল। ৫০ বৎসর অতীত হইল, লীডস্ নগরে এক বামনের মৃত্যু হয় তাহার নাম জন মার্ষাল। সে দুই হাতের অতিরিক্ত উচ্চ ছিল না। তাহার পত্নী আটটী সন্তান প্রসব করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা আকারগত লক্ষণে পিতার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় নাই। চতুর্থ জর্জ্জের সময়ে ইংলণ্ডে এক বামন আনীত হইয়াছিল। সে জাঁদরেলের পরিচ্ছদ পরিয়া এবং বুট জুতা পায় দিয়া নগরমধ্যে এরূপ ভঙ্গীক্রমে পরিব্রজন করিত যে সহসা তাহাকে দেখিলে বোধ হইত কোন সম্ভ্রান্ত সৈনিক স্বদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া এই মাত্র প্রত্যাগমন করিতেছে।

চারিঙক্রস্ নামক স্থানে এক বামন নীত হয় তাহার দৈহিক পরিমাণ দুই হস্ত দীর্ঘ ছিল। কিন্তু তৎকালে তাহার বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসরের অধিক ছিল না। অথচ তাহার শরীর কুব্জ বা কুশ্রী দেখাইত না। তাহাকে সকলে "ব্ল্যাক্ প্রিন্স" 'বা কৃষ্ণ রাজকুমার' বলিয়া ডাকিত। তাহার স্ত্রী ৩০ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও দুই হস্তের ন্যূন ছিল। তাহার কলেবর ঋজু ও রমণীয় রূপ ও লাবণ্য বিশিষ্ট ছিল। তজ্জন্য কৌতুকপ্রিয় লোকেরা তাহাকে "পরীর রাণী" বলিয়া ডাকিত।

৪০ বৎসর অতীত হইল বার্থোলোমিউ নামক হট্টে সাধারণের দৃষ্ট্যর্থে এক বামন নীত হয়, সে দুই হস্ত অপেক্ষাও খর্ব্ব ছিল, তাহার নাম লাইডিয়া ওয়াল পোল, এবং তাহার দৈর্ঘ্য এক হস্ত ১১ বুরুল মাত্র ছিল। এডিন্বরা নগরে এক বুরুষনির্ম্মাতা বামন এতাদৃশ খর্ব্ব ছিল যে লোকে উপহাস করিয়া তাহাকে গির্জার চূড়া বলিয়া

ডাকিত। তাহার স্ত্রী তাহা-অপেক্ষাও খর্ব্ব ছিল; সে ১ হাত ১৩ বুরুল মাত্র দীর্ঘ ছিল। সে একটী সন্তান প্রসব করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। অপর চেরেসা নাম্নী কর্সিকা-দেশীয়া এক কামিনী অত্যন্ত সুন্দরী বলিয়া "পরী" নামে বিখ্যাতা ছিল। বরাঙ্গনা কামিনীরা যাদৃশী কোমলাঙ্গী এবং ললিতলাবণ্যবতী হইয়া থাকে, উক্ত রমণী খর্ব্ব-রমণীমণ্ডলমধ্যে তাদৃশী সুন্দরী বলিয়া সর্ব্বাগ্রগণ্যা ছিল। স্কটলণ্ড-দেশে ৩০ বৎসর-বয়স্ক এক বামন ইংলণ্ডে নীত হয়; সে দুই হাত পরিমিত দীর্ঘ ছিল। সে এতাদৃশ বিদ্বান্ ছিল যে অধ্যাপক উপাধি লইয়া বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগকে পুরাবৃত্তবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিত।

কয়রো-রাজধানীতে কোন সাহেব এক হাত উচ্চ একটী বামন দেখিয়াছিলেন; তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল। ২৫ বুরুল দীর্ঘ এক রমণীর গর্ভে একটী সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বার্থ সাহেবের সঙ্কলিত পুস্তকে একটী ৩৭ বর্ষীয়া রমণীর বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। উক্ত রমণী এক হস্তের তিন পাদ মাত্র দীর্ঘ ছিল। বাথোলিমিউ নামক হট্টে একটী রমণী আনীতা হয়, তাহার শরীর এক হাত মাত্র দীর্ঘ ছিল, কিন্তু একখানিও অস্থি সম্পূর্ণ ছিল না। সে উত্তমরূপে গান করিত এবং সকলের সহিত আলাপ ও কথোপকথন করিত।

জেফ্রী হড্সন্ নামক রটলণ্ড-প্রদেশীয় এক বামন বকিংহাম-প্রদেশের ডিউকের নিকট থাকিত। তাহার দেহ এক হাতের অধিক দীর্ঘ ছিল না। একদা প্রথম চার্লস্ রাজা সস্ত্রীক হইয়া উক্ত ডিউকের ভবনে গমন করিয়াছিলেন; সেই স্থলে ঐ ডিউক তাঁহার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত হড্সন্‌কে ওঁদরেলের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র পরাইয়া এক পিষ্টকমধ্যে আবৃত করত রাজসমীপে প্রদান করেন। রাজা ভক্ষণ করণার্থে ঐ পিষ্টক কাটিবা মাত্র বামন ঐ পিষ্টকহইতে লক্ষ দিয়া নির্গত হইল। রাজ্ঞী তদ্দৃষ্টে যৎপরোনাস্তি কৌতূহলাক্রান্ত হওত তাহাকে ডিউকের নিকটহইতে চাহিয়া লন। হড্সন্ সময়ে সময়ে উৎকট কর্ম্মে প্রেরিত হইলেও তাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছিল। একদা রাজসভায় অভিনয় কালে এক বৃহৎকায় দ্বারপাল রঙ্গস্থলে হড্সন্‌কে আপন পরিচ্ছদের বগলীহইতে বাহির করাতে দর্শকগণ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। হড্সন্ তাদৃশ সময়ে পরিহাসে কদাচ বিরক্ত হইত না। কিন্তু অন্য সময়ে উপহাস বা ব্যঙ্গ করিলে তাহার একরূপ ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত যে এক এক সময় তাহার দিক্-বিদিক্ বোধ থাকিত না। এক বার হড্সন কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশ গমন করিয়াছিল। তথায় কোন ব্যক্তি ব্যঙ্গ করাতে হড্সন্ তৎপ্রতিফল প্রদানার্থ তদ্দণ্ডেই পিস্তল গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। তাহার প্রতিপক্ষ পুনর্ব্বার ব্যঙ্গ-প্রকাশচ্ছলে একটা পিচ্‌কারী লইয়া সঙ্গ্রামে উদ্যত হওয়াতে হড্সন্ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া কহিল, "পুনঃ পুনঃ ব্যঙ্গ করিয়া এরূপে যুদ্ধে বিমুখ হওয়ায় পৌরুষ নাই। শীঘ্র পিস্তল লইয়া আইস, তাহা হইলেই কে ভদ্র তাহা স্থির হইবে।" তৎপর উভয়ে সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইলে হড্সনই জয়লাভ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই বামনের মৃত্যু হয়। প্রসিদ্ধ আছে যে হড্সন্ মৃত্যুর কিয়ৎকাল-পূর্ব্বে কোন রাজবিদ্রোহিতা-দোষের নিমিত্ত কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং তথায়ই তাহার মৃত্যু হয়। অক্‌স্‌ফোর্ডের এক আশ্চর্য্য-দ্রব্য-সঙ্গ্রহ-গৃহে কয়েক বৎসর হইল তাহার গাত্রাভরণ পরিচ্ছদাদি রক্ষিত হইয়াছিল।

এতাদৃশ আর একটী বামনের দৈহিক-খর্ব্বতা-বি-

যয়ে প্রবাদ আছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহার জন্ম হয়। তাহার দুই বাহু অসম্ভব দীর্ঘ ছিল। কিন্তু দেহের অতিশয় খর্ব্বতা প্রযুক্ত সে বাহুদ্বারাই ভ্রমণ করিত। ভ্রমণ কালে দেহটী প্রায় দেড় হাত উর্দ্ধে ঝুলিয়া থাকিত।

যৎকালে ইউরোপ-খণ্ডে ফরাসিদিগের বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন স্থানে স্থানে ডাক বন্দ হওয়াতে আবশ্যকীয় পত্রাদি পাঠাইবার উপায় ছিল না। তন্নিমিত্ত একটী বামনকে ক্ষুদ্র শিশুর পরিচ্ছদ পরাইয়া এক আয়ার হস্তে তাহাকে অভিলষিত স্থানে পাঠান হইয়াছিল। উহার টুপীর মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় পত্র গোপনীয় ছিল, কিন্তু তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। সে ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে রিচার্ড ও আন্ জিব্‌সন্ নামক এক বামন দম্পতীর বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়া যায়; তাহারা উভয়ে একত্রে মিলিলেও দীর্ঘ তিন হাত হইত না। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বোক্ত ভূপতি তাহাদিগের উভয়ের পরিণয় সমাধা করাতে প্রসিদ্ধ ওয়ালার কবি তদ্বিষয়ে কতিপয় রহস্য-ব্যঞ্জক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

রুশীয় এবং পোলণ্ড দেশে বামনের প্রাদুর্ভাব অধিক, এবং রুশীয় সম্রাট্ পিতর বামনদিগের সহিত সর্ব্বদাই আমোদ প্রমোদ করিতেন। তিনি একদা প্রায় বারোটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র বামনকে একখান গাড়ীতে তুলিয়া নগর মধ্যে বেড়াইতে আদেশ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের উপযুক্ত বিবাহও দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ঐ বামনসকলের বংশ রক্ষা পায় নাই।

করৌলী রাজ্য।

আগরা নগর হইতে প্রায় সপ্ততি জ্যোতিষী ক্রোশ অন্তরে পঞ্চপীরী-নাম্নী নদীর তটে করৌলী নামে একটী নগর আছে, তাহা সুপ্রসিদ্ধ যদুবংশীয় ভূপালবৃন্দের এক ক্ষুদ্র রাজপাট বলিয়া বিখ্যাত। উহার প্রাচীন নাম কেরুলী। যদুবংশীয় রাজাদিগের প্রাচীন রাজধানী বিয়ানা নগরী (ব্যান) এক সময়ে সমস্ত আগরা প্রদেশের রাজপাট হওয়াতে মথুরা বৃন্দাবন ও কান্যকুব্জ তাহার অধিকারের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। বিয়ানা নগরী নব্য আগরা নগর হইতে ২২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উক্ত নগরী ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বাদৌ যবনদিগদ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে সুলতান্ সেকন্দর লোদী যৎকালে এতদ্দেশে আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক বিয়ানা নগরীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন, তৎকালে নব্য আগরা-নগর তাঁহার অধিকারভুক্ত একটী সামান্য গ্রামমাত্র ছিল। পশ্চাৎ অকবর বাদশাহের সাম্রাজ্যকালে ঐ স্থানে রাজপাট স্থাপিত হয়; এবং ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উহার আয়তনের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে পিতৃভক্তি-পরায়ণ পরশুরাম এবং অকবরের সভাসদ সুপ্রসিদ্ধ আবুল ফজল ঐ বিয়ানা নগরীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

অকবরের প্রযত্নে আগরা নগর ক্রমে ঋদ্ধিমন্ত হইয়া উঠিলে বিয়ানা নগরী ক্রমশঃ শ্রীহীন হইতে লাগিল। অতঃপর জৈনমতাবলম্বী লোকেরা তন্নগর অধিকার করিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তত্রস্থ ভূপালগণ করৌলীতে নব্য রাজপাট স্থাপন করাতে তাহা একেবারে ভগ্নদশাগ্রস্ত

হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক নব্য রাজপাট করৌলী বহুকাল তাঁহাদিগের অধীনে স্থিত হয় নাই; যে.হেতু যবনদিগের প্রভাব লোপ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা মধ্যভারতবর্ষে এবং রাজবারা-প্রদেশে আপনাদিগের বীর্য্য-বিস্তার-পূর্ব্বক প্রায় সমস্ত ভূপালগণকে স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। করৌলীর অধীশ্বর মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পরাভূত হইয়া ২৫ হাজার টাকা কর প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। অনন্তর ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত কর রহিত হয়। কিন্তু ইংরাজদিগের আবশ্যক মতে করৌলীর মহারাজ সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ সন্ধি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সমাধা হয়। তৎপরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ঐ অব্দে মহারাজা হরিভক্তপালের লোকান্তর হয়। তিনি অতি বিবেচক ও সদ্‌গুণান্বিত রাজা ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হওয়াতে অনেকে তৎপ্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। রাজার উত্তরাধিকারী কেহই না থাকাতে রাজ্যের কুলীনবর্গ ও ভদ্র লোকগণ একত্রিত হইয়া প্রতাপপাল নামক এক রাজ-জ্ঞাতিকে তাঁহার শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "অদ্যাবধি ইনিই স্বর্গীয় মহারাজের প্রতিনিধি হইলেন। যদি অন্তঃপুরে মহিষীগণের মধ্যে কেহ অন্তঃসত্ত্বা না থাকেন তবে অদ্যাবধি ইনিই আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের রাজত্বের অধিকারী হইলেন।" এই উক্তির পর অভিষেকসূচক নানাবিধ প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

কিয়দ্দিবস অতীত হইলে জনশ্রুতি-পরম্পরাদ্বারা রাষ্ট্র হইল যে মৃত মহারাজের এক মহিষী পূর্ণগর্ভা আছেন। কিন্তু মহারাজা প্রতাপপাল ইহা শ্রবণ মাত্র তৎখণ্ডনে সমুচিত চেষ্টান্বিত হইয়া নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক জনরব পরিশেষে মিথ্যাই সপ্রমাণিত হইয়াছিল। জনশ্রুতি আছে যে রাজমহিষীগণ কোন কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া মহারাজা প্রতাপপালের প্রতিকূল হইলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছিলেন।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের অধিপতি দুর্জনশাল ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে করৌলীর মহারাজা তৎপক্ষে উত্তরসাধক হইয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত ইংরাজদিগের তদ্ব্যাপারে বিলক্ষণ আন্তরিক কোপ জন্মিয়াছিল। কিন্তু বিবাদ-নিষ্পত্তি হইলে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই।

অতঃপর রাজ্যের সীমা-নিরূপণ-বিষয়ে জয়পুরের সহিত করৌলীর বহুতর বচসা হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন রাজ্য-সম্পর্কীয় আর কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই।

মহারাণা প্রতাপপাল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কলেবর পরিত্যাগ করিলে করৌলীরাজ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়; যে হেতু মহারাণা প্রতাপপালের আত্মীয় জ্ঞাতিবর্গ কেহই না থাকাতে পূর্ব্বপক্ষীয় রাজাদিগের জ্ঞাতিরাই সিংহাসন-প্রাপ্তিবিষয়ে পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ইংরাজেরাও করৌলী রাজ্যের নিকট প্রাপ্য টাকার আদায়-নিমিত্ত ক্রমশঃ তিক্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। কিন্তু কতিপয় ভদ্র লোকের আগ্রহ ও প্রযত্নে ইংরাজেরা নিরস্ত হইয়া টাকাগ্রহণের স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বনে স্বীকৃত হইলেন; এবং অধিকাংশ সভ্যদিগের অনুমতিক্রমে মহারাণা নৃসিংহপাল রাজসিংহাসনারূঢ় হইলেন। পূর্ব্বোক্ত মহারাণা অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হন। ভরতপাল নামা তাঁহার এক পালক পুত্র তৎপরে রাজা

হইয়া ছিলেন। কিয়ৎ-দিবস-পরে রাজার মদনপাল নামা এক জ্ঞাতিকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া জয়পুর অলবর ভরতপুর ও ধোলপুরের ভূপালগণ একতাদ্বারা তৎপক্ষে সপক্ষতা করেন। তদর্থে রাজমহিষী ও ঠাকুর-উপাধিক প্রধানগণ প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুমোদন করাতে কতক ভদ্র লোক বিচার করিয়া বলিলেন, “মদনপালই করৌলী রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী; নৃসিংহপালের মৃত্যুতে উক্ত রাজ্য তাঁহাকেই অর্শিয়াছে।” এই মতই অবশেষে গ্রাহ্য হয়; ও মহারাণা মদনপাল পৈতৃক রাজ্যে অধিনিবিষ্ট হন। অতঃপর ইংরাজেরা এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা যথাক্রমে পরিশোধ না করিলে তাঁহার কয়েকটী জনপদ ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের অধিকার-মধ্যে নীত হইবে; এবং যাবৎ সেই ঋণ পরিশোধিত না হয় তাবৎ গবর্ণমেণ্টেরই অধীনে থাকিবে। এই রূপ ধার্য্য হইলে মহারাজা অতিসুবিবেচনাপূর্ব্বক রাজকার্য্যের সমস্ত বিষয় সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিতে মনোযোগী হন, তাহাতে তাঁহার রাজ্য অধুনা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এতদ্দেশে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মহারাণা মদনপাল ব্রিটিস-পক্ষের সম্যক্-প্রকারে সাহায্যপ্রদান করাতে তাঁহার সৌহার্দ্দ্যের বিলক্ষণ চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল। তদর্থে তাঁহার প্রতি ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশার্থ করৌলী রাজ্যের এক লক্ষ সতের হাজার টাকার যে ঋণ ছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে; এবং মহারাজার ইংরাজরাজ্যে আগমন হইলে ১৫ টার পরিবর্ত্তে ১৭ টা তোপধ্বনি হইবে ইহা নির্দ্ধারিত হয়। তাঁহার পোষ্যপুত্র-গ্রহণের বাধা নাই। তাঁহার রাজ্যের পরিধি প্রায় ৪৯৬ ক্রোশ; প্রজাসংখ্যা ১৮৮,০০০। রাজস্ব ৩,০০,০০০। সেনাসংখ্যা ২০০০ সহস্র।

আগরা।

আগরা নগরের নাম পাঠকগণ মধ্যে প্রায় কাহারই অবিদিত নাই। এই নগরমধ্যে যে এক অত্যাশ্চর্য্য সুরম্য হর্ম্ম্য আছে তদ্দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে।

পরন্তু ইহা অতি প্রাচীন নগর নহে। তিন শত বৎসর হইল মোঙ্গল সম্রাট অকবর বাদশাহের রাজত্বকালে ইহা ভারতবর্ষের রাজধানী বলিয়া প্রথম পরিগণিত হয়; ফলে উক্ত রাজাই ইহার প্রাচীন গ্রামত্ব দশাহইতে ইহাকে রাজপাটপদে সংস্থাপিত করেন। তদবধি ইহা ভারতবর্ষের ইতিহাসগ্রন্থে সুবিখ্যাত আছে। ইংরাজাধিকার-কালে ভারতবর্ষ যে কয় প্রধান অংশে বিভক্ত হয়, আগরা তাহার মধ্যে একটী ছিল, কিন্তু কএক বৎসরাবধি সে অভিমান বিগত হইয়াছে, এবং এই ক্ষণে তাহার প্রাচীন গরিমাই তাহার এক মাত্র গরিমার কারণ অবশিষ্ট আছে। এই নগর কলিকাতাহইতে প্রায় ৯৫০ মাইল অন্তরে অবস্থিত। এই নগরের উত্তরপূর্ব্ব দিক্ দিয়া যমুনা নদী প্রয়াগাভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

এই নগরের চতুর্ব্বর্ত্তি স্থান আগরা জেলা নামে খ্যাত। ঐ জেলার উত্তর সীমা যমুনা-নদী; পূর্ব্ব সীমা যমুনা ও চম্বল নদ; দক্ষিণ সীমা চম্বল নদ ও ভরত পুরাধিকারের কিয়দংশ; উত্তর সীমা মথুরা জেলা।

এখানকার জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর নহে, বরং অনেকাংশে স্বাস্থ্যদায়ক। ঋতু-পরিবর্ত্তনক্রমে এ দেশের বিচিত্র ভাব দেখা যায়। এস্থানে গ্রীষ্মকাল অতিশয় উত্তপ্ত। এই ঋতু চৈত্র মাসহইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করে। এই কালে

এদেশের অনেক মহাজীব অকালে নিধন প্রাপ্ত হয়। অন্যত্রের ন্যায় এখানকার বর্ষাকাল শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিনের কিয়দংশ পর্য্যন্ত ব্যাপন করে, কিন্তু এখানে বৃষ্টির পরিমাণ অধিক হয় না; কলিকাতায় যে বৃষ্টি হয় এখানে তাহার তিন অংশের এক অংশ মাত্র পতিত হইয়া থাকে। এ সময়ও নিতান্ত সুস্থকর নহে। এই সময়ে নদীর গর্ভ সম্পূর্ণরূপে জলে পূর্ণ হয়, সুতরাং আগরা নগর যমুনার জলহইতে উত্থিত হইয়াছে বোধ হয়। নিদাঘকালে যমুনার জল শুষ্ক হইলে নগরের নীচে অর্দ্ধক্রোশ বালুকা পর্য্যটন না করিলে নদীর জল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এদেশের শীতকাল, লোকের নিকট সুখদ ও রম্য বলিয়া বিখ্যাত। শীতরাজ কার্ত্তিক মাস অবধি ফাল্‌গুণ মাস পর্য্যন্ত একাধিপত্য করিয়া থাকেন। ঐ কালে এদেশের ক্ষেত্র ও উদ্যান প্রভৃতির পরিপাটী ও শোভার বৃদ্ধি হয়। তৎকালে কাহারই আর পীড়ার কথা কর্ণগোচর হয় না; সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে।

আগরা জিলায় ধান্য ব্যতীত প্রায় সমুদয় হরিত শস্য জন্মিয়া থাকে। যব, গোধূম ও ভুট্টা প্রভৃতি শস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তর্বুজ কাঁকুড় প্রভৃতি কয়েকটী ফলও বিশেষ প্রসিদ্ধ। কমলানেবুও অনেক জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তাহা সুমিষ্ট হয় না। এদেশের সাধারণ লোকে নারিকেল ও কাঁঠাল বৃক্ষ কাহাকে বলে তাহা জ্ঞাত নহে; পরন্তু তিন্তোড়ি বৃক্ষকে বিশেষরূপে সমাদর করে; কারণ উহার পত্র অতিশয় নিবিড় হওয়াতে বটবৃক্ষের ন্যায় উহার ছায়া গ্রীষ্মে আশ্রয় স্থান বলিয়া গণ্য হয়। শীশু বৃক্ষও এখানকার এক প্রধান পদার্থ, এবং তাহার কাষ্ঠে এ প্রদেশের প্রায় সমুদায় গৃহোপকরণ নির্ম্মিত হয়। পতিত ক্ষেত্রে বাব্‌লা তরু অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উহাদ্বারা শকটের চক্রাদি নির্ম্মিত হয়। অপর উহার ত্বক্‌হইতে একপ্রকার আসব প্রস্তুত হয়, উহা তথাকার সামান্য লোকে পান করিয়া থাকে।

এপ্রদেশের প্রজামধ্যে মুসলমানই প্রধান; তাহারা প্রায় মূর্খ গর্ব্বিত ও কলহপ্রিয়। হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, বিনীত, কিন্তু নিতান্ত বিবাদ নিস্পৃহ নহে। এই উভয় জাতিই ক্ষেত্রাদিতে বিশেষরূপে পরিশ্রম করিয়া থাকে; এক দণ্ডও আলস্যে কালক্ষেপ করিতে ভাল বাসে না। পূর্ব্বে বিশ্রাম-কালেও অস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিত; ক্ষুদ্র বালকেরাও যুবকগণের দৃষ্টান্তানুসারে অন্ততঃ এক বার মল্লযুদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হইত না; কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহ-কালাবধি ইহারা ইংরাজকর্ত্তৃক নিরস্ত্র হইবায় সে উৎসাহ এই ক্ষণে বিগত হইয়াছে।

এদেশে প্রায় সরোবর নয়নগোচর হয় না। কূপজলেই সমুদায় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, পানকার্য্যও ঐ জলে সমাধা হইয়া থাকে। পরন্তু আগরা জিলার মৃত্তিকা ক্ষারমিশ্রিত: সেই ক্ষার কূপ জলে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং বিদেশীয়দিগের পক্ষে উহা অপ্রিয় বোধ হয়; এবং নিতান্ত পীড়াজনকও নহে এমত বোধ হয় না। গ্রীষ্মকালে কূপের অধিকাংশ জল শুষ্ক হইলে অবশিষ্ট জলে ঐ ক্ষারের ভাগ বৃদ্ধি হইয়া তাহাকে অত্যন্ত দূষিত করে। এই প্রযুক্ত অনেক হিন্দুরা নদীর জল সেবন করে; পরন্তু প্রবাদ আছে যে নদীজল সুমিষ্ট হইলেও কূপজলাপেক্ষা অনিষ্টকর।

আগরা নগরের প্রজারা তাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন বোধ হয় না; অনেককেই দুঃখী বলিলে বলা যায়। নগরীয় বণিকরাও যৎসামান্য ও প্রায় অর্থহীন; পরন্তু অন্য দেশীয় দুই এক জন বণিক্ বিশেষ অর্থ সম্পন্ন। ইহার কারণ এই এতৎ প্রদেশে বাণিজ্যের

বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। যে সকল হাট বাজার আছে তাহাদিগের সঙ্খ্যা বড় অধিক নহে, ও অবস্থাও উত্তম নহে। বণিক্‌দিগের বিপণি প্রায় ক্ষুদ্রায়তন। অধিকাংশ দ্রব্য মস্তকাদিতে সংস্থান-পূর্ব্বক গ্রাম্য লোকেরা নগরে ভ্রমণ করিয়া নাগরিকদিগের নিকট বিক্রয় করে।

এখানকার প্রায় সমস্ত প্রধান অট্টালিকাই প্রস্তরনির্ম্মিত ঐ পাষাণ গুলি লোহিতবর্ণ ও বালুকাময়। বাতায়ন ও দ্বারদেশ নিতান্ত ক্ষুদ্র। দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা অত্যধিক নাই। কিন্তু যে কয়েকটি ত্রিতল প্রাসাদ আছে তাহা সুদৃশ্য বলিয়া বিখ্যাত। ইংরাজদিগের আবাস গুলি সুদৃশ্য ও পরিষ্কৃত। এখানকার বাঙ্গালা নামক আবাস গুলিকে উদ্যানস্থ অট্টালিকা বলিলেই হয়। ঐ গুলিতে সচরাচর ইংরাজেরা বাস করেন।

আগরা নগরের দুর্গ অতিবৃহদায়তন-সম্পন্ন। এই দুর্গের প্রাচীর অতিশয় উচ্চ ও দৃঢ়। ইহাতে যত অধিক সেনা স্বচ্ছন্দরূপে বাস করিতে পারে এমত আর ভারতবর্ষের প্রায় কোন দুর্গেই পারে না; তজ্জন্য ইহার বিশেষ খ্যাতি আছে। এই দুর্গ মধ্যে "মোতি মসজিদ" নামে এক সুরম্য হর্ম্ম্য আছে। তাহার সমস্ত শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং দেখিতে অপূর্ব্ব রমণীয় বোধ হয়। কথিত আছে যে তাদৃশ সুচারু সুন্দর ভজনাস্থান অপর কুত্রাপি নাই। ঐ রূপ প্রস্তরের "দিবানখাস" নামক রাজপ্রাসাদ, "সমন বুর্জ" "মচ্ছীবুর্জ," "সীস মহল" "হুমাম" প্রভৃতি হর্ম্ম্যও সুবিখ্যাত ও চমৎকারজনক পদার্থ বলিয়া গণ্য।

এই সমুদয় ব্যতীত তাজমহল নামে যে এক অপূর্ব্ব সুরম্য হর্ম্ম্য আছে তাহার পারিপাট্যের বর্ণন বাক্যে নিঃশেষ করা যায় না। উহার বিবরণ সঙ্ক্ষেপে লিখিতে গেলে লোকের নিকট নিতান্ত অপ্রতিভ হইতেহয়; লিখিলেও পাঠকগণের পাঠ করিতে রুচি জন্মিবে না। অল্প কথায় কি বলিব উহা ভূলোকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অট্টালিকা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার জন্য দিগ্‌দিগন্তহইতে দর্শকেরা আসিয়া আপনাদিগের নয়নের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই অট্টালিকার নামে আগরা নগর সর্ব্বদেশীয় কারুগণের নিকট পরিচিত।

যে মুসলমান নরপতির রাজত্বকালে ভারতবর্ষে শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল সেই শাহ জহাঁ নামক মোঙ্গলরাজ স্বীয় প্রণয়িনী নুরমহল বিবীর প্রতি প্রেমের একশেষ ও শিল্পনৈপুণ্যের পরা কাষ্ঠা দেখাইবার জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এ কাল পর্য্যন্ত উহার সদৃশ দ্বিতীয় অট্টালিকা অদ্যাপি উৎপন্ন হয় নাই। মহারাণী নুরমহল ও তাঁহার স্বামীর দেহ ইহাতে সমাহিত হয়। ইহার প্রকৃত বর্ণনা এক স্বতন্ত্র প্রস্তাবে না লিখিলে মনঃপ্রীতিকর হয় না, এবং চিত্র বিরহে তাহাও সুসিদ্ধ হইতে পারে না, অতএব অধুনা চিত্রের অপেক্ষায়ও তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল।

আগরা প্রদেশে হিন্দী ও উর্দ্দ ভাষা প্রচলিত। হিন্দুজাতীয়েরা সকলে হিন্দীভাষায় চলিত কথাবার্ত্তা কহে, এবং মুসলমান লোকে উর্দূ ভাষা ব্যবহার করে। পরন্তু এখানকার হিন্দী কাশী অঞ্চলের হিন্দীর ন্যায় সুমধুর নহে। কিঞ্চিৎ কর্কশ বোধ হয়। তাহারও একটি বিশেষ কারণ লক্ষিত হইয়াছে। কাশী অঞ্চলের হিন্দীতে সংস্কৃতের ভাগ অধিক। কিন্তু এ প্রদেশের হিন্দীতে পারসী ভাষা অধিক মিশ্রিত আছে; তজ্জন্যই শুনিতে কর্কশ বোধ হয়। এখানকার সাধারণ পাঠশালায় উর্দ্দূ, হিন্দী, পারসী, আর্ব্বী ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন হইয়া থাকে। অধুনা ইংরাজদিগের প্রসাদাৎ কালেজ প্রভৃতি ইংরাজী বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত

হইয়াছে। তাহাতে পাঠ করিয়া অনেক লোক ইংরাজীতে শিক্ষিত হইয়াছেন। আগরা প্রদেশের ইংরাজী-বিদ্যালয় কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শাখা বলিয়া গণ্য।

এদেশবাসি বামাগণ পর্ব্বাহ উপলক্ষে রাজমার্গে পরিভ্রমণপূর্ব্বক সঙ্গীত করিয়া থাকে, উহাকে নিন্দনীয় কার্য্য জ্ঞান করে না। গৃহেও সর্ব্বদা সঙ্গীতের চর্চ্চা দেখা যায়। বিশেষতঃ দোল, ঝুলন, বিবাহাদি পর্ব্বোপলক্ষে ভদ্র গৃহস্থের মহিলারা দিবা রাত্র নৃত্য গীতে মগ্ন থাকে। কিন্তু কোন স্থানে সমারোহপূর্ব্বক ভোজোপলক্ষে নিমন্ত্রণে গমন লজ্জাজনক বোধ করে।

আগরার হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার অন্য হিন্দুদিগের তুল্য, অতএব তদ্বিষয়ে লেখা বাহুল্য; পরন্তু তাহাদের আচারগত এক বিশেষ লক্ষণ আছে তাহা বঙ্গদেশীয় পাঠকদিগের মনে রম্য বোধ হইতে পারে। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুরা পাকবিষয়ে অত্যন্ত সাবধান। অনেকে স্বয়ং পাক করিয়া আহার করেন, ও ভোজন সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত পাকের চৌকার মধ্যে কাহাকে প্রবেশ করিতে দেন না। পরন্তু এই সাবধানতা কেবল অন্ন দাল ও রুটীর পক্ষে বিধেয়; তাহা পুত্রেও স্পর্শ করিলে অনেকের মনে অপবিত্র বোধ হয়। পরন্তু তাঁহাদের বিবেচনায় লুচি মাংস ব্যঞ্জনাদি সে রূপে অপবিত্র হয় না। তাহাকে তাঁহারা "পক্কী রসোই" বলিয়া থাকেন, ও কাহার প্রভৃতি নীচ জাতীয় মনুষ্যে তাহা প্রস্তুত করিলে অখাদ্য জ্ঞান করেন না। ফলে অনেক ভদ্র লোকের গৃহে মাংস পাক কাহারে নিষ্পন্ন করে; এবং ঐ ভদ্রেরা তাহা শয্যায় বসিয়া ভক্ষণ করিতে ক্ষুব্ধ হন না। এই রীতি দিল্লীতেও প্রচলিত আছে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"জয়াবতীর উপাখ্যান। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক উপন্যাস-হইতে শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মুরশিদাবাদ, আজিমগঞ্জ, ধনসিন্ধু যন্ত্র। ১২৭০ শ্রাবণ।" এই ক্ষুদ্র পুস্তকে রাজস্থানের একটী গল্প উপন্যস্ত হইয়াছে। তাহার স্থূল বিবরণ এই— দিল্লীর পাঠান পাদশাহ আলাউদ্দীন মিবারের অধিপতি রত্নসেনকে পরাস্ত ও কারাগ্রস্ত করত তাঁহার কন্যা জয়াবতীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। রত্নসেন প্রথমতঃ সূর্য্যবংশীয় জাত্যভিমানের মহিমায় তাহা অগ্রাহ্য করেন; কিন্তু অবশেষে অসহ্য কারাযন্ত্রণাহইতে মুক্তিলালসায় প্রণোদিত হইয়া তাহাতে স্বীকৃত হওত আপন কন্যাকে দিল্লীতে আগমন করিতে অনুমতি দেন। জয়াবতী কোন মতে সূর্য্য-বংশের অনুপযুক্ত কন্যা ছিলেন না; যবন-হস্তে আপন জাতি-ধর্ম্ম সমর্পণ করা তাঁহাকর্ত্তৃক হইতে পারে না; অতএব তিনি কৌশল করিয়া কতকগুলি শিবিকামধ্যে স্ত্রীবেশধারী যোদ্ধা সমভিব্যাহারে লইয়া দিল্লীতে প্রস্থান করেন, এবং তথায় কারাগারে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সমভিব্যাহারী যোদ্ধাদিগের সাহায্যে পিতাকে তথাহইতে উদ্ধার করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার প্রধান সহায় মুলতানের রাজকুমার জয়পাল ছিলেন; তিনিই অবশেষে জয়াবতীর হস্তলাভ করেন। এই গল্পের ভূষণ স্বরূপে জয়াবতীর পলায়ন, পথিমধ্যে এক ঘোর বাত্যায় বিব্রত হওন, ও এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ; তথায় এক যবন-সেনানী-কর্ত্তৃক ধৃত হওন, তাঁহার মনোমোহন জয়পালকর্ত্তৃক তা-

হার হস্তহইতে উদ্ধার প্রাপ্তি প্রভৃতি কয়েক আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। গল্পটীর স্থূল অংশ প্রকৃত ইতিহাস বটে, এবং তাহা "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ" নামক মাসিক পত্রে রাজপুত্র ইতিহাস উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে তাহার সমুদায় রক্ষা পায় নাই; বাহুল্য বর্ণনার অনুরোধে তাহাতে অনেকগুলি কল্পিত কথা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে; স্থানে স্থানে প্রকৃতের বিকৃত করা হইয়াছে; তৎ সমুদায় যে সহৃদয় বা রাজপুত্র-ধর্ম্ম-নিয়মানুযায়ী হইয়াছে এমত বোধ হয় না। কথিত হইয়াছে যে জয়াবতীর খুল্যতাত ও তাঁহার স্ত্রী জাত্যভিমান-রক্ষার নিমিত্ত জয়া ও তাহার স্বামীকে বিষ প্রয়োগদ্বারা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা পান; জয়া তাহা জানিতে পারিয়া গোপনে স্বামীর ভোজন পাত্র খুল্যতাতের সম্মুখে দিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। ইহা সত্যও নহে ও কোন মতে সুন্দরও নহে। পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালার পক্ষে ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয়, তৎপাঠানন্তর তাহার প্রতি আর কিছুমাত্র অনুরাগ বা স্নেহ থাকে না। লিখিত আছে যে জয়পাল আপনার প্রিয়তমার বৈরী আলাউদ্দীনকে বিনষ্ট করিবার মানসে এক নিভৃত স্থানহইতে তাঁহার প্রতি দুই শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রকৃত সৌর্য্যের যোগ্য হয় নাই। অপর বর্ণিত হইয়াছে রত্নসেন কারামুক্তির লালসায় আলাউদ্দীনকে আপন কন্যা সমর্পণে মনের সহিত সম্মত হইয়াছিলেন। ইহাও সত্য ও রাজপুত্র ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। এরূপ কল্পনা না করিয়া গ্রন্থকার কেবল মাত্র প্রকৃতের অনুসরণ করিলে তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় বিলক্ষণ দিতেন।

গ্রন্থকারের বর্ণনাও সর্ব্বত্র স্বভাবসিদ্ধ নহে। একটী গুহার বর্ণনে লিখিয়াছেন "এরূপ প্রবাদ আছে যে তথায় বৃহৎ বৃহৎ অজগর ও অন্যান্য বিষদন্ত সরীসৃপগণ সর্ব্বদা বিচরণ করে; সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ জন্তুগণ আরক্ত নয়নে ও বিকট দশনে ইতস্ততঃ আহারান্বেষণ করিয়া বেড়ায়, এবং অর্থলুব্ধ চোর ও ঘাতক পুরুষগণ করে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিয়া দুর্ভাগ্য পথিকগণের অপেক্ষা করিয়া থাকে" ইত্যাদি। এই ক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে যে গুহার মধ্যে বহু অজগর সর্ব্বদা বাস করে তাহার মধ্যে ব্যাঘ্র অবিবাদে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, এবং ঐ ব্যাঘ্র সিংহাদির নয়ন যাহা স্বভাবতঃ পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ তাহা কি প্রকারে আরক্ত অর্থাৎ রক্ত বর্ণ হয়, এবং তাহাও কোন রূপে সাধ্য হইলে তাহাদিগের নিকট সেই গুহার মধ্যে মনুষ্য চোর কি প্রকারে অবস্থান করে? অজগর ব্যাঘ্র ও মনুষ্যের এক গুহায় বাস প্রকৃত হইলে পরম আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। ফলে কোন কোন স্বতন্ত্র সময়ে ঐ সকলে তথায় আসিত গ্রন্থকার এই বলিবার মানস করেন; কিন্তু "সর্প-প্রভৃতি" কএকটী ব্যর্থ বিশেষণ দিয়া তাহার ব্যাঘাত করিয়াছেন। অন্যত্রও এই রূপ ব্যর্থ অসংলগ্ন বর্ণনা দেখা যায়। পরন্তু তাঁহার রচনা তাদৃশ নিন্দনীয় নহে। তাহাতে অত্যুক্তির আয়াস অধিক নাই, এবং প্রাঞ্জল না হইলেও প্রায় পরিশুদ্ধ বটে। এই আখ্যান অবলম্বন করিয়া দুই বৎসর হইল শ্রীবনোয়ারিলাল রায় এক খানি পদ্য গ্রন্থ গ্রন্থন করেন। তাহার নামও "জয়াবতী"; তাহার পদ্য অপেক্ষায়, শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের পদ্য আমাদিগের অধিক আদরণীয় বোধ হয়।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

৩ পর্ব্ব] · প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩০ খণ্ড

অজয়গড়।
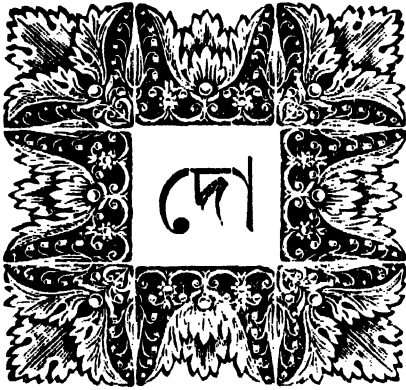
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী ভূপতির যে রূপ মৃত কলেবরে তেজ ও পরাক্রমের কোন লক্ষণই অনুভূত হয় না, বোধ হয়, সমস্তই নির্নিমেষ, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত, তদ্রূপ বিগত নৃপতি-বৃন্দের ভূতপূর্ব্ব রাজপাটসকল অধুনা অবলোকন করিলে তাহার পূর্ব্বসম্পদ্ ও সৌভাগ্যের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। কলঞ্জর, বিজয়পুর ও বিজয়নগর প্রভৃতি বিখ্যাত রাজধানী সমভূম হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীরঙ্গরায়িল-নৃপবংশের নামেরও বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। অধিক কি ভুবনবিখ্যাত সূর্য্য-বংশীয় মহামহিম ভূপালমণ্ডলীরও অক্ষয়কীর্ত্তি নির্লোপ হইতেছে। ভবিষ্যতে ইহারও তাদৃশ অবস্থা ঘটিবে। প্রস্তাবিত নগরেরও সেই দশা, তাহার নাম শ্রুতিগোচর হইবা মাত্র মনে ঈদৃশ অভিজ্ঞান উদয় হয় যে কোন কির্ত্তি-মন্ত নৃপতির অধিকার-কালে উহা প্রকৃত "অজয়-গড়ই" ছিল। আর কোলব্রুক্, গ্রাণ্ট, রেনেল, স্কট্ প্রভৃতি লেখকদিগের রচনা যদি অতিবাদ-বর্ণনায় প্রপূরিত না হয় তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কলঞ্জর ও অজয়গড়ের তুল্য সুদৃঢ় স্থান ভারতবর্ষে অল্প ছিল। তত্রত্য পর্ব্বতসকলের উচ্চতা এবং ভৃগুতাপ্রযুক্ত তাহা শত্রুদ্বারা অবরুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভবনীয় ছিল। বোধ হয় তন্নিমিত্তই প্রাচীনেরা তাহার অজয়গড় আখ্যা সংস্থাপন করিয়া থাকিবেন। উহা পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ডের রাজপাট কলঞ্জরের অধীনেই ছিল। তৎকালে অজয়গড়ের সুখসমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না। পরন্তু তাহার বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে তাহা নিতান্ত অলীক বোধ হইবে। তত্রত্য তিনটী অতি বৃহৎ পতিত দেবালয় এবং ভগ্নাট্টালিকা ও কূপাদি দৃষ্টে ইহার পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের আভাসমাত্র অনুভব হইতে পারে না। প্রবাদ আছে যে অজয়গড়ে বুন্দেলাখ্য নৃপবংশ পূর্ব্বে বান্দা-রাজ্যের অধিপতি বলিয়া খ্যাত ছিল।

পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ডের নৃপতিবর্গ দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করত স্বাধীনতা-রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ সচেষ্টিত হইয়াও অক্ষমতা-হেতু সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। কিন্তু শাহ জহাঁ বাদশাহের সময়ে অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চম্পৎ রায় নামা বুন্দেলা

রাজবংশীয় এক পরাক্রান্ত ভূপতি বুন্দেলখণ্ডের পূর্ব্বভাগ সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করিয়াছিলেন। অপর তাহার পশ্চিমসীমাবর্ত্তি নরপতিগণ অসহ্য পরাধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকিয়াও স্বাধীনতা-প্রবৃত্তির অনুকরণে সমুৎসুক ছিলেন না। মহারাজা চম্পত্‌রায় পরলোক গত হইলে তাঁহার পুত্র মহারাজা ছত্রশাল এক নূতন রাজ্য স্বনামে সংস্থাপন করেন। উহা উজ্জয়িনীহইতে প্রায় তিন শত কুড়ী জ্যোতিষী ক্রোশ পূর্ব্বে ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কলঞ্জর রাজপাট তাঁহারই অধীনে ছিল। তৎকালে তাহার এক কোটি মুদ্রা রাজস্ব হইত। ফরক্কাবাদের সর্দ্দার মহম্মদ খাঁ বঙ্গস্ত তাঁহার রাজ্য ছত্রপুর আক্রমণ করিলে তেঁহ দক্ষিণ দেশের সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা বাজিরাওর সাহায্য গ্রহণ করত আক্রমণকারী যবনকে দূরীভূত করেন। তাহাতেই তিনি বাজিরাওকে পালকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হর্দ্দীশা এবং জগতরাজ নামা তাঁহার দুই পুত্র ছিলেন; অতএব ছত্রশালের পরলোক প্রাপ্তিতে তাঁহারা তিন জনে তদ্রাজ্য অংশ করিয়া লইয়াছিলেন। মহারাজ জগতরাজের অংশে বনগড়, বান্দা, অজয়গড়, জরতীপুর, এবং চিরকারী প্রভৃতি রাজ্য লব্ধ হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের নবোন্নতির সময়। মধ্যভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রীয়-সমরানল চারি দিকে জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইতেছে; যবন-প্রভুত্ব ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছে; ইতিমধ্যে ছত্রশালের প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পেশবার-বংশ হুতাগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিল। সুতরাং হর্দ্দীরায় ও জগতরাজের বংশধরগণের পরস্পর পরস্পরের গৃহবিবাদ-সূত্রে সর্ব্বাগ্রেই উক্ত উভয় রাজ্য ভগ্নদশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

অপর ব্যক্তিরাও পেশবার যবন-সম্পর্কীয় পৌত্র আলী বাহাদুর, মহারাজা হিম্মত বাহাদুরের প্ররোচনায় মাধাজী সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত বুন্দেলখণ্ড অধিকার করিতে সমুৎসুক হইয়া প্রায় চৌদ্দ বৎসর ক্রমাগত সঙ্গ্রাম করিয়াছিলেন। তিনিই মহারাজা জগত্‌-রাজের পৌত্র মহারাজ ভক্তবল্লীকে পরাভূত করিয়া অজয়গড় অধিকৃত করেন। অধিকন্তু তিনি অজয়গড় অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। মহারাজা ভক্তবল্লীকে একেবারে নিস্বঃ ও দারিদ্র্য-দশাগ্রস্ত করিয়া বৃত্তি স্বরূপ প্রত্যহ দুইটী টাকা প্রদান করিতেন। তাহাই উক্ত সম্ভ্রান্ত-নৃপতি-বংশীয়-রাজকুমারের উপজীবনের উপায় হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে যেরূপ আধিপত্য-বিস্তারে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন, তদনুযায়ী অনেক স্বাধিকারচ্যুত নৃপতিবর্গকেও পুনঃ সিংহাসনে স্থাপন-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; এবং সময়বিশেষে সাহায্য-প্রদানেও ত্রুটি করিতেন না। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা বুন্দেলখণ্ডের বৈষয়িক সংশ্রবে হস্তক্ষেপ করণাবধি ভক্তবল্লী তিন সহস্র গোহরশাহী মুদ্রা মাসিকবৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। অনন্তর তিনি ব্রিটিস্-গবর্ণমেণ্টের নিকট ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে এক সনন্দ প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা তাঁহার পূর্ব্ব অধিকারের কিয়দংশ হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু তদবধি অবধারিত বৃত্তি আর প্রাপ্ত হইতেন না। তৎকালে লক্ষ্মণদেব নামা এক অবাধ্য জমীদার অজয়গড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া আধিপত্য করিতেছিলেন। তিনি কয়েকটী অঙ্গীকার ভঙ্গ করাতেই ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া মহারাজা ভক্তবল্লীকে পৈতৃক রাজ্যের সিংহাসনে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এতদ্ব্যাপারসম্বন্ধে একটী শোকাবহ ঘটনার বিবরণ ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রসিদ্ধ আছে

যে ইংরাজ-সৈন্যগণ লক্ষ্মণদেবের দুর্গ অবরোধ করণান্তর রাজভবনস্থ নৃপাঙ্গনাগণকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ করাতে লক্ষ্মণদেবের এক বৃদ্ধ শ্বশুর তৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আর বহির্ভাগে আগমন করিলেন না। তন্নিমিত্ত রাজকর্ম্মাধ্যক্ষগণ সন্দেহ করিয়া প্রাসাদের ছাদ বিদারণপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, আটটী রাজাঙ্গনা গলদেশে ছুরিকা দিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছেন; এবং বৃদ্ধ রাজশ্বশুরও তন্মধ্যে শোণিতাক্ত ও মৃত হইয়া অধস্তলে পতিত আছেন। এই ঘটনার কারণ এই যে রাজাঙ্গনারা এতদ্বিষয়ে অপমানিনী হইবার ভয়ে আত্মহত্যাদ্বারা আপন২ মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২২ জুন মহারাজা ভক্তবল্লী সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাজা মধু সিংহ পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আধিপত্যে অজয়গড়-রাজ্যে আর কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। তিনি অপুত্রক ছিলেন; তন্নিমিত্ত, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তাঁহার সহোদর মহীপতি সিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎকালে একাদশবর্ষীয় তাঁহার এক পুত্র বর্ত্তমান ছিল। সেই বালকই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়সে তাহারও মৃত্যু হওয়াতে অজয়গড়রাজ্যের কে উত্তরাধিকারী হইবে তদ্বিষয়ে অনেক বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল। অপর উক্ত সময়ের কিঞ্চিৎ কাল পরেই সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে অজয়গড় রাজ্যের সিংহাসন কিয়ৎকাল শূন্য ছিল। তৎপরে মহারাজা মহীপতি সিংহের মহিষী এক পালকপুত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বৎসর। উক্ত তরুণ ভূপতি পালকপুত্র-গ্রহণের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম রণজোর সিংহ। তিনি বুন্দেলাবংশীয় রাজপুত্র। কিংবদন্তী আছে যে এতদ্বংশের আদি পুরুষ বীরসিংহ রায় নামা এক জন বুন্দেলাবংশীয় প্রধান রাজা ছিলেন।

অজয়গড়ের বর্ত্তমান পরিধি ৯৫ বর্গ ক্রোশ মাত্র। জনসঙ্খ্যা ৫০,০০০। রাজস্ব ১,৭৫,০০০।

পেশবা।
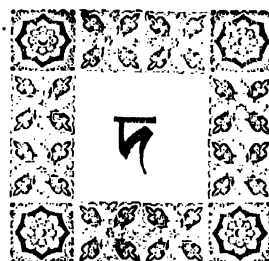
দক্ষিণ দেশের বহমনী-বংশীয় যবন রাজাদিগের রাজত্ব লোপ হইবার পর আবুল্ ফজল্ আদিল্‌শাহ ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়পুরে আদিল্‌শাহী-বংশের আধিপত্য স্থাপনা করেন। তৎকালাবধি ঔরঙ্গজেবকর্ত্তৃক সিকন্দর আদিল্‌শাহের রাজ্যাবরোধ পর্য্যন্ত উল্লিখিত আদিলশাহী রাজ্যের স্থায়িত্ব গণনা হইয়া থাকে। ইহার পর পিতৃদ্বেষী ভ্রাতৃঘাতক ঔরঙ্গজেবের বিজয়পুর রাজ্যে আধিপত্য হইয়াছিল।

ঐ দুর্দ্ধর্ষ ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারহেতু স্বদেশহিততৎপর বিক্রমকেশরী পরশুরাম-বংশজ শিবজী নামা কঙ্কণ দেশীয় সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষে যবনাধিকার উচ্ছেদ করণার্থ সর্ব্বাগ্রেই যবন-সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিষফল হয় নাই। তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এই দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যবন-রাজ্য-সকল লুণ্ঠন করত সমস্ত কঙ্কণরাজ্যে আপন আধিপত্য বিস্তারদ্বারা ভূমণ্ডলে যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া

গিয়াছেন তাহা দীপ্ত্যক্ষরে ভারতবর্ষমধ্যে পরিশোভনীয় হইয়া রহিয়াছে। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে সাম্বজী পিতৃ-বিভবের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু দুরাশয় ঔরঙ্গজেব্ তাঁহাকে বহু নিগ্রহদ্বারা বিনষ্ট করিয়া তাঁহার পুত্রকে কারাবস্থায় রাখিয়া তাঁহার সমস্ত পৈতৃক বিভব অপহরণ করেন। পরন্তু তাঁহার এই সমস্ত দুষ্কৃতিতে মহারাষ্ট্রীয়েরা এতাদৃশ উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে ঔরঙ্গজেব্ তাহা-দিগকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত যে কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন তৎ সকলই ব্যর্থ হইয়াছিল; এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেই সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মহা-রাষ্ট্রীয় দুর্জ্জয় পতাকাদ্বারা শোভমান হয়। এই ঘটনান্তেই যবনদিগের দাম্ভিকতা ও দিল্লীশ্বরের সিংহপ্রতাপের খর্ব্বতার উপষ্টম্ভ হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহুজী কারাবস্থা-হইতে মুক্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে শিবজী নামা তাঁহার এক আত্মীয় রাজ্যগ্রহণের বিষম প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার পিতৃব্যপত্নী তারাবাঈ শিবজীর সপক্ষতা করি-তে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। শাহুজী তাঁহার সুবিচক্ষণ মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথের বুদ্ধিকৌশল ও কার্য্যদক্ষতার সাহায্যে পুনঃ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি-লেন। কিন্তু তিনি রাজকার্য্যের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না, অপরিসীম-সুখৈশ্বর্য্য-ভোগে আসক্ত হইয়া সাম্রাজ্যের সমুদয় ভার অমাত্যের প্রতি অর্পণ করিয়া স্বয়ং সেতারায় নামতঃ মহারাষ্ট্রের অধীশ্বর বলিয়া বাস করিতেন। তৎকালহইতেই মহারাষ্ট্রীয় জাতির মধ্যে মন্ত্রিদিগেরই হস্তে সাম্রাজ্যের ভারার্পণ হইবার নিয়ম হয়। ফলে তাহাতেই মন্ত্রি (পেশবা) নাম সত্ত্বেও বালাজী বিশ্বনাথমহারাষ্ট্রদিগের বস্তুগত্যা রাজা হন, এবং তদবধি তাঁহার বংশ পেশবা নাম ধারণ করিয়াও শিবজীর বংশধরদিগের অপেক্ষা মান্য এবং ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন।

১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়। তৎপর তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বাজীরাও পেশবা তদীয় আসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিংশতি বৎসর যাবৎ তৎপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গুজরাট ও মালব দেশ সর্ব্বতোভাবে পরাভূত করত দিল্লীসম্রাটের আদেশানুসারে উক্তদেশের সুবেঃদার হইয়াছিলেন। অতঃপর বুন্দেলখণ্ড এবং মধ্য ভার-তবর্ষ উচ্ছিন্ন করত দিল্ল্যধিপতির সহিত চতুর্থভাগ করগ্রহণের প্রস্তাব অবধারিত করিয়া তিনি স্বদে-শে প্রত্যাগত হন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি যৎকালে নর্ম্মদাতীরহইতে আর্য্যাবর্ত্তে যাত্রা করিতেছিলেন সেই সময়ে, তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁহার সহিত এক সন্ধি স্থাপনা করিয়াছিল।

বাজিরাওর তিন পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে বালাজী বাজীরাও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। অপর পুত্রদ্বয় রাঘব এবং শমশের যবনীগর্ভজাত। শমশের পিতৃসম্পর্কীয় বুন্দেলখণ্ডের রাজ্যসকলের অধিকারী হইয়াছি-লেন। তন্নিমিত্ত শমশের, বংশীয় নৃপতিরা বান্দা রাজ্যে কিয়ৎকাল আধিপত্য করেন।

যৎকালে বালাজী বাজীরাও পিতার মন্ত্রিত্ব (পেশবা) পদ অধিকার করেন তৎ সময় রঘুজী ভোঁসলা ও গুইকবার প্রভৃতি কতিপয় রাজা তাঁহার প্রতিকূলে নানা অভিযোগ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তিনি তৎ সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া পিত্রধিকার গ্রহণ করেন। পরে প্রাচীন ধারাবাহিক নিয়ম প্রতিপালনের নিমিত্ত নাম মাত্র ভূপতি মহারাজা শাহুজীর অনুমতি গ্রহণার্থ সেতারায় গমন করেন, এবং তথাহইতে প্রত্যাগমন করত সদাশিব রাও ভাইকে রাজ্যের

সমস্ত ভার অর্পণ করত রাঘব রাওকে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং রাজ্যশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন। এ প্রকারে প্রথম শিবজীর বংশধর সুখলোভে নামমাত্র রাজা থাকিয়া সমস্ত রাজক্ষমতা পেশবাতে সমর্পণ করেন, এবং পরে সেই পেশবা তিন পুরুষমধ্যে সুখানুরাগিতায় এতাদৃশ নির্ব্বীর্য্য ও অকর্ম্মণ্য হইলেন যে তেঁহ নাম মাত্র পেশবা থাকিয়া অপরকে সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত করিলেন। এই সুখ লোভই হিন্দুরাজন্যবর্গের অজেয় শত্রু, এবং তাহাকর্ত্তৃকই সকলে হতশ্রী হইয়াছেন।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কঙ্কণের উপকূলবর্ত্তি সুবর্ণদুর্গনামক দ্বীপের রাজা তুলজী অঙ্গিয়া * কতকগুলি রণতরি আহরণ করাতে ইংরাজেরা পেশবার অধীনস্থ কর্ম্মচারী রামাজী পন্থের সহিত এক সন্ধি স্থাপন করেন। তদবধি দিনেমারদিগের বাণিজ্যের সংস্রব মহারাষ্ট্রীয় দেশহইতে রহিত হয়।

বাজীরাও পেশবার আধিপত্য-কালে মাধাজী সিন্ধিয়া এবং যশোমন্ত হুলকর সামান্য অবস্থাহইতে ক্রমে এতাদৃশ প্রবল হইয়া উঠেন যে সমস্ত-মালব-প্রদেশ তাঁহাদিগেরই আয়ত্তগত হয়; এবং দিল্লীর সম্রাটও কোন কোন ব্যাপারে সিন্ধিয়া ও হুল্‌করের আনুগত্য-স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পেশবার মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ রাঘব লাহোর মুলতান প্রভৃতি প্রদেশ জয় করেন, এবং সমস্ত ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগের পদানত করেন। এতদবস্থায় ভারতবর্ষের মুসলমান রাজন্যবর্গ একত্র মিলিয়া কাবুলের অধিপতি অহমদশাহ অবদালীর সাহায্যে এক মহাসঙ্গ্রামের আয়োজন করেন। পেশবা এই উদ্যমের অনুপযুক্ত পাত্র ছিলেন না। তাঁহার সেনাপতি সদাশিব ভাউ প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য লইয়া দিল্লীর উত্তরে পানিপতের মহাক্ষেত্রে উপনীত হন। তথায় উভয় দল কিয়দ্দিনের আয়োজন পরে এক মহাসঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত দিবস পরস্পর সহস্র সহস্র যোদ্ধার সংহার করত অপরাহ্ণে উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এমত সময়ে দৈবাৎ এক গোলায় সদাশিবের নিপাত হয়। তদ্দৃষ্টে তাঁহার সেনা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইল, এবং তাহাতেই হিন্দুস্বাধীনতার সূর্য্য এককালেই অস্ত হয়। তদবধি কোন হিন্দু আর প্রকৃত স্বাধীন হইতে পারে নাই। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পেশবার মৃত্যু হয়।

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মাধোরাও বল্লাল তৎপরে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে নিজাম উক্ত রাজ্য আক্রমণ করাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার সহিত সন্ধিদ্বারা সদ্ভাব স্থাপন করেন। মাধোরাও অতি শৈশবাবস্থায় রাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং তদবস্থায় তাঁহার খুল্যতাত রাঘব রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সাহায্যে মাধোরাও অবাধ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বশীভূত করত একাদশ বৎসর রাজত্ব-করণানন্তর পরলোক প্রাপ্ত হন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতাই রাজত্ব প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু কোন দুষ্ট ব্যক্তি গোপনে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করে। ঐ সময়ে রাঘব স্বয়ং পেশবা হইবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু রাজপত্নী গঙ্গা বাঈ বৈধব্যাবস্থায় একটী কুমার প্রসব করাতে তিনিই মাধোরাও নারায়ণ নামে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। এই তরুণ পেশবার আধিপত্য-কালে মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে দক্ষিণদেশের অতিপ্রধান সম্রাট টীপু ও নিজাম প্রভৃতি ভূপতিরা সংলিপ্ত ছিলেন। যাহা হউক মাধোরাও পেশবা অতি তরুণ অবস্থায়, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, দেহ

* সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ওরম্ সাহেব এতন্নামের পরিবর্ত্তে কোলাজী অঙ্গ্রিয়া শব্দ লিখিয়াছেন।

ত্যাগ করাতে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার পরামর্শানুসারে প্রাগুক্ত রাঘবের পুত্র বাজীরাওকে পেশবাপদে অভিষিক্ত করা হয়।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার সহিত হুল্করের ঘোরতর সঙ্গ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। তদর্থে পেশবা সিন্ধিয়ারই সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিন্ধিয়া পশ্চাৎ পরাভূত হইলে যশোমন্তরাও হুল্কর পেশবার রাজপাট পূনা অধিকার করত তাঁহাকে বিষম বিপাকে নিপতিত করিলেন। পেশবা তজ্জন্য অনুপায়হেতু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকার এক জমীদারী অর্পণ করত ইংরাজদিগের সৈন্য সাহায্য গ্রহণ করেন। উক্ত সৈন্য পূনাতে উপস্থিত হইবামাত্র হুল্কর তথাহইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন, এবং পেশবা ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তদবধি কিয়ৎকাল তাঁহার সহিত ইংরাজদিগের সদ্ভাব স্থায়ী হইয়াছিল।

ইংরাজী ১৮১৫ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার মনোভঙ্গ হয়। তাহার কারণ এই যে গুইকোবারাধিপতির প্রধান অমাত্য গঙ্গাধর শাস্ত্রী কোন বৈষয়িক বিবাদের নিষ্পত্তি-করণাভিপ্রায়ে পূনা-দরবারে উপস্থিত হন; কিন্তু গুইকোবারের সহিত অপ্রীতি-থাকা-বশতঃ পেশবার অমাত্য ত্র্যম্বকজী কোন দুষ্টব্যক্তিদ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। গঙ্গাধর শাস্ত্রী অত্যন্ত নিরীহ লোক ছিলেন, বিশেষতঃ ইংরাজদিগের অতিশয় প্রিয়পাত্র, সুতরাং এতৎ সূত্রে পেশবার ইংরাজদিগের সহিত কিঞ্চিৎ মনোন্তর হয়। পেশবা স্বয়ং এবিষয়ের কিছু অবগত ছিলেন কি না তাহা নিরূপিত নাই, পরন্তু ইংরাজদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য তিনি আপন অমাত্য ত্র্যম্বকজীকে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। অতঃপর ত্র্যম্বককে কারাগারে বন্দীভূত করিয়া রাখা হয়। কিন্তু ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কারাগৃহহইতে অজ্ঞাত বেশে প্রস্থান করত পেশবার শরণাগত হন; এবং উক্ত ভূপাল আপন মন্ত্রীকে লুকায়িত করিয়া রাখেন, ও ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে নিযুক্ত হন। এই ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়াতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সদ্ভাবের অপচয় জন্য পেশবার তিনটী অতিদুর্ভেদ্য দুর্গ আপনাদিগের অধিকারগত করিয়া লইয়াছিলেন; এবং বন্ধুত্বের বাধকতা হেতু একেবারে যুদ্ধে নিবিষ্ট না হইয়া ত্র্যম্বকজীকে পুনর্ব্বার ধরিয়া তাঁহাদিগের হস্তে প্রত্যপণার্থে এক প্রতিজ্ঞাপত্রে পেশবার স্বাক্ষর করিয়া লইয়াছিলেন।

বাজীরাও তৎকালে এই লাঘবতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অপ্রকাশ্যে যুদ্ধ করিবার সকল উদ্যোগ করিয়া ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫ সেপ্টেম্বর দিবসে পূনাস্থ ইংরাজ প্রতিনিধির আফিস লুঠ করত তাহা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন, এবং ব্রিটিস সৈন্যদিগের সহিত নানা দিগে সঙ্গ্রামানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন ইষ্ট ঘটিল না। তাঁহার সৈন্যেরা পুনঃ২ পরাস্ত হইলে অবশেষে তাঁহাকে ইংরাজদিগের সরণাগত হইতে হইল। ইংরাজেরা তখন আর তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত রাখিতে মানস করিলেন না, অতএব পেশবার রাজ্য তাঁহারা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া এক সন্ধি স্থাপন করেন, তাহাতে উল্লিখিত ভূপাল রাজত্ব-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আট লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক-বৃত্তি-গ্রহণে সম্মত হইয়া গঙ্গার নিকট বিঠূর নামক এক ক্ষুদ্র স্থানে বাস স্থাপন করেন। ১৮৩২ সালের প্রথম আইনের নিয়মানুসারে উক্ত স্থানীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত বাজীরাওর অধীন হয়।

উক্ত মহারাষ্ট্রীয় অধীশ্বর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ২৮

জানুয়ারিতে পরলোকগত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র ধুন্ধুপন্থ নানা তদ্বিষয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজবৃত্তি আর প্রাপ্ত হইলেন না। পাঠকবর্গের ইহাই স্মর্তব্য, যে মহারাষ্ট্রীয় সম্রাটের প্রতাপে দিল্লীর সিংহাসন কম্পমান হইত, সেই বাজীরাও পেশবার আত্মজগণ বুদ্ধিদোষে আপনাদিগের উন্নত রাজ্য-হইতে চ্যুত হইয়া ইংরাজদিগের বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন। অতঃপর মহারাজা দ্বিতীয় বাজীরাওর পোষ্যপুত্র ধুন্ধুপন্থনানা বিখ্যাত কানপুরের হত্যা কার্য্যের প্রধান উত্তেজক বলিয়া দেশচ্যুত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার অনুদ্দেশ হেতু তাঁহার বিবরণ অজ্ঞাত আছে। কানপুরের হত্যাকাণ্ড অতিভয়ঙ্কর এবং অত্যন্ত শোকসূচক ঘটনা। ধুন্ধুপন্থ নানার পূর্ব্ব পুরুষেরা যে রূপ বীর ও বীর্য্যবান্ ছিলেন কানপুরের অবিবেকী শিশু ও স্ত্রী হত্যায় তাঁহার সেই রূপ হীনত্ব প্রকাশ হইয়াছে।

মুক্তা।

ভারতবর্ষীয় কবিগণের যত গুলি পদার্থ নিজস্ব স্বরূপ আছে, মুক্তা তাহাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট। তাঁহারা মুক্তাকে সমুদায় উপাদেয় বস্তুর উপমান করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা মুক্তাকলাপের এতাদৃশ পক্ষপাতী যে যশের সহিতও উহার তুলনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। সুললিত কথার সাদৃশ্য-স্থলে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন "অমুক যেন মুক্তা বর্ষণ করিতেছে।" সুরঞ্জিত অক্ষরের তুলনা-কালে কহিয়া থাকেন, "এ সকল অক্ষর নয় যেন মুক্তামালা সজ্জিত রহিয়াছে।" মুক্তা ভিন্ন সুদন্তের অন্য উপমান পদার্থ নাই। নখের উপমান-স্থলেও ইহা অপ্রসিদ্ধ নহে। পরন্তু সাধারণতঃ কথায় কবিদিগের নিজস্ব হইলেও কার্য্যে ইহা কেবল ধনী ব্যক্তিদিগেরই নিজস্ব-স্বরূপ। বহুমূল্য রত্নাদির মধ্যে ইহাকে গণনা করা গিয়া থাকে। ইহার ধারণে পুণ্য হয় ইহা কিংবদন্তী আছে; ইহা অনেক ঔষধেও ব্যবহৃত হয়। অথবা কেবল ভারতবর্ষ কেন সকল সভ্য জাতিই ইহার গৌরব করিয়া থাকেন। পরন্তু এ বিষয়ের প্রামাণ্য-সংস্থাপন করিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। রহস্য-সন্দর্ভের পাঠকবর্গ সকলেই মুক্তার গৌরব অবগত আছেন, তাহার পুনরাম্রেড়নে কোন উপকারের সম্ভব নাই। নূতন বিষয় না হইলে পাঠকগণের মনস্তুষ্টি হয় না, ইহা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি। তথাপিও যে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছি তাহারও একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রত্যক্ষ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানা সকলেরই উচিত। মুক্তা প্রত্যক্ষ বিষয়। অতএব তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব লেখাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

মুক্তা জীবজপদার্থ, আমাদিগের অস্থি কি দন্ত যে রূপ উৎপন্ন হয়, ইহাও তদ্রূপ। তড়াগ নদী কিংবা সমুদ্রের গর্ভস্থ শুক্তির উদরে ইহার জন্ম; এবং আশিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকার অনেক স্থল এই বস্তুর উৎপাদন-প্রযুক্ত প্রসিদ্ধ আছে।

ইহার প্রকৃত পদার্থ চূর্ণ; ফলে যাহা আমাদিগের গৃহের শুক্লতা সিদ্ধ করে, যাহা আমাদিগের তাম্বূলের প্রধান উপকরণ, যাহার সাহায্যে আমাদিগের গৃহ নির্ম্মিত হয়, যাহা হাড়গীল প্রভৃতি পক্ষীর বিষ্ঠার শুক্লত্ব সিদ্ধ করে, তাহাই মুক্তার প্রধান পদার্থ; তাহার সহিত শুক্তির অন্তর্গত শারীরিক পদার্থের সংযোগে মুক্তার উৎপত্তি হয়। এই পদার্থ জন্মকালাবধি স্বভাবতঃ ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে।

পূর্ব্বে গল্প ছিল যে মুক্তা একপ্রকার চেতন-পদার্থ। ইহা অন্য শরীরকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়। উদ্ভবকালে অন্য শরীরী ইহাকে আবরণ করিয়া রাখে, ও যে শরীরী ইহাকে আবৃত্ত করিয়া রাখে তাহাকে শুক্তি কহা যায়। যে শুক্তিকে এই প্রাণী আশ্রয় করে সচরাচর তাহাকে লোকে মুক্তাজননী কহে, পরন্তু ইহা যে মিথ্যা ইহা বলা বাহুল্য। পদার্থতত্ত্বজ্ঞেরা নিরূপিত করিয়াছেন যে শুক্তির আময় বিশেষেই মুক্তা উদ্ভব হয়, উহা অন্য কোন প্রাণি বিশেষ নহে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে শুক্তির দেহমধ্যে কোন ব্যাধি প্রযুক্ত কোন অস্থিসদৃশ দ্রব্যকণা উৎপন্ন হয়, তাহার স্পর্শে শুক্তি বেদনা প্রাপ্ত হয়; ঐ বেদনা উপশমনার্থে শুক্তির দেহহইতে এক প্রকার উজ্জ্বল পদার্থ নির্গত হইয়া তাহাকে আবৃত করে, এবং ঐ আবৃত পদার্থই মুক্তা। এই আবরণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সুতরাং মুক্তা যত প্রাচীন হয় ততই উজ্জ্বলতর ও বৃহৎ হয়। এই বাক্যের এক আশ্চর্য্য প্রমাণ আছে। চীনদেশীয় চতুর লোকেরা ইহা জ্ঞাত থাকায় গোপনে শুক্তি মধ্যে তাহারা বুদ্ধদেবের অতিসূক্ষ্ম তাম্রের মূর্ত্তি প্রবিষ্ট করিয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করে, ও কিয়ৎকাল পরে ঐ শুক্তি তুলিলে তন্মধ্যে তাম্রের বুদ্ধমূর্ত্তি মুক্তা পদার্থে আবৃত হইয়া মুক্তার সদৃশ হইয়াছে দেখা যায়। সুচতুর ব্যক্তিরা ঐ মূর্ত্তিসাধারণ লোককে দেখাইয়া বুদ্ধদেব স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া প্রতারণা করে। এই বৃত্তান্তে স্পষ্ট বোধ হয় যে ইহা রোগবিশেষ বটে। ইহাতে ইহাও উপলব্ধ হইবে যে অপরিণত মুক্তা পরিণত মুক্তাপেক্ষা দীপ্তিবিহীন হইবে। যে সকল মুক্তার অধিক জ্যোতি দেখা যায় তাহা প্রায়ই দীর্ঘকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে মুক্তা কোমল মাংসে দীর্ঘকালে পরিণত হয় তাহা বিশেষ আদরণীয়রূপে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।

শ্বেত পীত আরক্ত কৃষ্ণ প্রভৃতি সর্ব্ব বর্ণের মুক্তা দেখা যায়। ইহার গঠনও নানা প্রকার হইয়া থাকে। বৃহদাকার মুক্তা অতিশয় দুষ্পাপ্য। আশিয়াখণ্ডের মুক্তা শুভ্র হরিদ্রা ও গৌরবর্ণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের দেখা যায় না। তাহার আকৃতিও সর্ব্বতোভাবে গোল কিংবা অণ্ডের ন্যায় হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকাখণ্ডের পানামা উপসাগরের মুক্তার বর্ণ কৃষ্ণ অথবা ধূসর হয়, ও তাহার আকার প্রায় দীর্ঘ ও চেপটা। যে সকল শুক্তিকে সচরাচর মুক্তা জননীশব্দে নির্দ্দেশ করা যায় তাহাদিগের দীর্ঘতা প্রায় প্রাদেশপ্রমাণ; উপরিভাগ অত্যন্ত দৃঢ় ও কৃষ্ণ ও হরিদ-বর্ণ-বিমিশ্র। মধ্যভাগ রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও নানাবিধ বর্ণের জ্যোতির্বিশিষ্ট।

এক্ষণে সমুদ্রজাত উৎকৃষ্ট মুক্তা যত ইউরোপে নীত হয় তত আর কুত্রাপি নীত হয় না। এই সকল মুক্তা সিংহলদ্বীপের সমুদ্রতীরে ধৃত হয়। এস্থল ব্যতীত আশিয়ার অন্য যে কয়েক স্থলে মুক্তা ধৃত করা হয় তাহাদের নাম যথা, পারস্য উপসাগর, সুলু দ্বীপ নিকটস্থ সাগর, লোহিত সাগর, এবং পাপুয়া দ্বপের নিকটস্থ সাগর। আমেরিকাখণ্ডে আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে বিশেষতঃ কালিফর্ণিয়া ও নিউজেরসী নামক স্থানে মুক্তা ধৃত হইয়া থাকে।

অনুমিত হইয়াছে যে এই সকল স্থানহইতে বর্ষে ২ তিন লক্ষ মণ মুক্তাজননী ধৃত হইয়া থাকে; তাহাতে প্রতিবর্ষে ষষ্টি লক্ষ শুক্তির প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে সমুদ্রস্থ শুক্তির সঙ্খ্যা যে লাঘব হইতেছে এমত বোধ হয় না। এই ষষ্টি লক্ষ শুক্তির মধ্যে দশাংশের একাংশ শুক্তিতে মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায় অপরেতে কোন মুক্তা থাকে না।

সিংহল দ্বীপের যে যে স্থলে মুক্তা ধৃত হয় তথায় বৎসরের দশ মাস জনপ্রাণী দেখা যায় না; কিন্তু বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই স্থল নানা দিগ্দেশীয় বণিগ্বর্গের অবস্থানে বিশেষরূপে জনতা ধারণ করে; তৎকালে উহা একটা প্রধান বন্দর হয়। তখন ঐ স্থানে যত প্রকার লোক দেখা যায়, তাহাদিগের বহুবিধ আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তা ও পরিচ্ছদের বিভিন্নতা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে অপূর্ব্বভাবের উদয় হয়।

এই বাণিজ্যটী গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ জনগণের তত্ত্বাবধানে আছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভ হইয়া থাকে। এই কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা-সম্পাদনজন্য অনেক কর্ম্মচারী ও তরণী নিযুক্ত আছে। তাহা ঐ স্থানে চিরকালই অবস্থান করে। যাহারা ইহার বাণিজ্য জন্য ঐ স্থানে আগমন করে তাহাদিগকে প্রতি বৎসর বংশাদি উপকরণদ্বারা আবাসস্থল নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে হয়।

যে দিন প্রথম মুক্তা ধরিতে যায় তাহার পূর্ব্ব দিনে নাবিকেরা মহা সমারোহপূর্ব্বক দেবাদি অর্চনানন্তর মহা মহোৎসব করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটী নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইলে উহাদিগের আর আনন্দের সীমা থাকে না; কিন্তু কিছু ব্যাঘাত জন্মিলে ডুবুরীদিগের অন্তঃকরণে নানা শঙ্কা উপস্থিত হয়। সে যাহা হউক এক্ষণে মুক্তা কি রূপে ধরিয়া থাকে তাহাই বলা উচিত।

যে সময়ে সূর্য্যদেব সমুদ্রের গর্ভহইতে উত্থান করিয়া কমলিনীর মুখ প্রসন্ন করিয়া লোকমণ্ডলে স্বীয় অসামান্য তেজঃপ্রসারণ করিতে থাকেন, সেই সময়েই নাবিকেরা রত্নাকরের গর্ভে নিঃশব্দে প্রবেশপুরঃসর মুক্তা-প্রসূতিদিগকে বেলাভূমিতে উত্তোলন করে। মুক্তা ধরিতে বহুতর ধীবর তরণী লইয়া সুসজ্জিত থাকে। গবর্ণমেণ্টের পরিদর্শক আসিয়া অতি প্রত্যূষে কামান ধ্বনি করিলে জালজীবীরা আপনাপন অধীনবর্গকে মুক্তা ধরিবার ইঙ্গিত করে। ইঙ্গিত করিবা মাত্র তাহারা ডুবুরীদিগকে সমুদ্রের তলে অবতরণ করায়। এই অবতরণ কার্য্যের সুবিধার্থে প্রত্যেক তরণীতে কর্ণধারের অধীনে বিংশতি জন নাবিক ও এক জন পথপ্রদর্শক থাকে। নাবিকদিগের মধ্যে দশ জন ডুবুরী ও দশ জন গুণ ধারণ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। দশ জন ডুবুরীর পাঁচ জন পর্য্যায়ক্রমে বিশ্রাম করে। যৎকালে ডুবুরী অবতরণ করে তৎকালে তাহার সহিত জালনিবদ্ধ একটি মঞ্জূষা (ধামা) নামাইয়া দেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তির শীঘ্র অবতরণার্থ ও অবস্থান-সুবিধার জন্য এক খানি গুরুভার-বিশিষ্ট প্রস্তরও তাহার সহিত নিমজ্জিত করা হয়। ডুবুরী ঐ প্রস্তর অবলম্বন করিয়া অবতরণ করে, এবং শুক্তি ধরিবার সময় উহার উপরিভাগে পদস্থাপন করে। যে জালনিবদ্ধ ধামা তথায় নীত হয় তাহাতে শুক্তি স্থাপন করে। ঐ ধামায় নিবদ্ধ গুণের এক প্রান্ত ডুবুরীর হস্তে থাকে, অন্য প্রান্ত নৌকাস্থ দুই জন নাবিকে ধরিয়া রাখে নিয়মিত সময় বিগত হইলে তাহারা ঐ গুণ টানিয়া তদ্দ্বারা মুক্তার সহিত ডুবুরীকে অবিলম্বে তীরে উত্তোলন করে। ঐ ব্যক্তি মুক্তা ধরিবার জন্য এক খানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লইয়া যায়, ও উহাদ্বারা শুক্তি ছেদন করে। ছুরিকা লইবার আরও একটী বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। সমুদ্রগর্ভে হাঙ্গরের প্রাদুর্ভাব অধিক; উহারা মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করে। ছুরি সঙ্গে থাকিলে সে আপদের প্রতীকার হইতে পারে; কারণ একটী হাঙ্গর বিনষ্ট হইলে আর কোনটী মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। কখন কখন শুক্তিসমূহ সমুদ্রগর্ভে এমত সংলগ্ন থাকে যে উহা হস্তদ্বারা গ্রহণ করা যায়

না। ঐ অবস্থায় ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া উহাদিগকে ধরিতে পারা যায়। অতি সুদক্ষ ডুবুরী ৫ বা ৬ মিনিট কাল জলে থাকে; কিন্তু সাধারণতঃ ডুবুরীরা দুই মিনিটকাল জলের মধ্যে অবস্থিতি করে, পরন্তু এতদ্রূপ সঙ্ক্ষেপ কালের মধ্যে ঐ ব্যক্তিরা বহুসঙ্খ্য মুক্তাপ্রসূতি সঙ্গ্রহ করিয়া থাকে। এই কার্য্য বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত নিষ্পন্ন হয়। যে সময়ে গবর্ণমেণ্ট নাবিকেরা ঘণ্টা ধ্বনি করে তৎকালে সকলেই স্বকার্য্যহইতে বিরত হয়। নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে কোন দলের কোন ডুবুরীর কোন রূপ বিঘ্ন ঘটিলেও সে দিন কার্য্য একেবারে বন্ধ থাকে। বিঘ্নবিনাশ-নিমিত্ত সিংহল-দেশের মন্ত্র-বিদ্যাবিশারদ কামিনীগণ ডুবুরীদিগকে মোহনীমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দেয়। ডুবুরীরাও আত্মবিনাশহইতে নিস্তার-প্রাপ্তির জন্য উহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে যে তাহাদের কোন উপকার হয় এমত বোধ হয় না। নৌকাসমূহ তীরে উত্তীর্ণ হইলে মুক্তাশুক্তিসকল স্তূপাকারে রাখা হয়, এবং ঐ শুক্তির মাংস পূতীভূত হইলে মুক্তা পৃথক্ করা হয়। অতঃপর বণিকেরা ঐ পৃথক্কৃত মুক্তা ক্রয় করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দেশ বিদেশে প্রেরণ করে।

ইউরোপীয়দিগের নিকট শুভ্র বর্ণের মুক্তা বিশেষ আদরণীয়। এতদ্দেশের লোকেরা পদ্মাভ ও চম্পকবর্ণবিশিষ্ট মুক্তাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। যে মুক্তা সাত বৎসরে পরিণত হয় তাহাই উৎকৃষ্ট।

অপক্ব মুক্তা ধৃত করিলে সমুদায় মুক্তাবীজ ধ্বংস হইয়া যায়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এক বার গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধারক সিংহলে অপক্ব মুক্তা ধরিয়াছিল। তদবধি তথায় বিংশতি বৎসর মুক্তা জন্মে নাই। পরে ১৮৫৭ অব্দ অবধি প্রতি বৎসর যে মুক্তা ধৃত হয় তদর্থে দুই লক্ষ টাকা করিয়া গবর্ণমেণ্ট পাইয়া আসিতেছেন।

পারস্য খাড়ীতেও এই প্রকারে মুক্তা ধরা যায়। পূর্ব্বকালে মাসিডনের রাজা সিলিউকস্ মুক্তা-গ্রহণ জন্য ঐ স্থলের রাজাকে কর দিতেন। কিছু কাল ঐ স্থলের বাণিজ্য পর্ত্তুগিসদিগের অধীন ছিল। এক্ষণে ঐ স্থল পারস্য রাজের অধিকারে আছে। ঐ খানকার মুক্তা "বোম্বাই মুক্তা" নামে বিক্রীত হয়। ঐ মুক্তার মূল্য সিংহলদেশীয় মুক্তার অপেক্ষা অনেক ন্যূন।

পানামা, কালিফোর্ণিয়া ও মেক্সিকো দেশহইতে অন্য দেশে অপর্য্যাপ্ত-পরিমাণে মুক্তা নীত হয়। স্কটলণ্ড, জর্ম্মণী, ফ্রান্স, সুইডেন ও রুসিয়া দেশে যে অল্প পরিমাণে মুক্তা উৎপন্ন হয় তাহা "স্কচ" মুক্তা নামে বিক্রীত হয়।

বৃহৎ মুক্তা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; এক শত রত্তিকা পরিমাণ মুক্তা ভূমণ্ডলে তিন চারিটী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। স্পেনের চতুর্থ ফিলিপের নিকট তদ্রূপ একটী উৎকৃষ্ট মুক্তা ১৬২৫ অব্দে নীত হয়; উহার মূল্য ষষ্টি সহস্র মুদ্রা। যে সকল মুক্তা শুভ্র, সর্ব্বতোভাবে গোল, জ্যোতির্বিশিষ্ট, চিক্কণ, ও কলঙ্ক কিম্বা রেখাদিপরিশূন্য, তাহাই ইউরোপীয় মণিকারের নিকট বিশেষ আদরণীয়। এক রত্তি পরিমাণ মুক্তা অপেক্ষা দুই রত্তি পরিমাণ মুক্তার মূল্য চতুর্গুণ অধিক। তিন-রত্তি-প্রমাণ মুক্তার মূল্য ষোড়শ গুণ অধিক। এই প্রকারে পরিমাণভেদে মুক্তার মূল্য ক্রমে অধিক হয়।

[Luring the Hawk. From Reidinger.]

শ্যেন মৃগয়া।

শ্যেন-মৃগয়া।

ন পক্ষীর অবয়ব ও লক্ষণ দৃষ্টে তাহাকে তাবৎ তির্য্যগ্‌বর্গের মধ্যে আখেটন-বিষয়ে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া আশু প্রতীয়মান হয়। ইহা বহু পরিশ্রমে মনুষ্যের বশীভূত হইয়া থাকে; কিন্তু এক বার বশতাপন্ন হইলে প্রায় প্রতিপালকের সহবাস পরিত্যাগ করিতে উৎসুক হয় না। তথা নভ-শ্চর পক্ষীসকলের শীকার-করণার্থ ছাড়িয়া দিলে ঐ পক্ষীর প্রাণ বিনষ্ট করত পুনর্ব্বার প্রত্যাগমনে পরাঙ্মুখ হয় না।

বাজপক্ষীর এই অসাধারণ গুণবশতই তাহা মৃগয়ানুরাগী লোকদিগের পরমপ্রেমাস্পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বকালে শবর কিরাত প্রভৃতি অধম জাতিরা শিকারী বাজদ্বারা পক্ষ্যাহরণ করত জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সংস্কৃতগ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং অদ্যাপিও ভারতবর্ষের অনেক অংশে বেদে নামক জাতিমধ্যে জীবিকাহরণের তাদৃশ উপায় শ্যেন পক্ষী আদরণীয় আছে। পরন্তু প্রাচীন

ভদ্র হিন্দুরা শ্যেন পক্ষীর সাহায্যে মৃগয়ানুরক্ত হইতেন এমত কোন প্রমাণ নাই। ফলে ইহা ভদ্রের উপযুক্ত ক্রীড়া বলিয়া গণ্য ছিল না। পারস আরব ও তুরুষ্ক দেশে তদ্বিপরীতে শ্যেন-মৃগয়া ভদ্রের উপযুক্ত ক্রীড়া বলিয়া গণ্য আছে, এবং তদ্দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা তাহাতে বিশেষ অনুরক্ত আছেন। তথা তাহাদের অনুকরণে পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন ভদ্র হিন্দুও ইহার অনুসরণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ইউরোপখণ্ডে ইহা একদা অত্যন্ত সমাদরণীয় ছিল; এবং রাজা ও শ্রেষ্ঠকল্প লোক ব্যতীত আর কেহই বাজ পক্ষী গৃহে রাখিতে পারিতেন না। কোন সামান্য লোক গোপনে শ্যেন প্রতিপালন করিলে প্রকাশ হইবামাত্র অত্যন্ত দণ্ডনীয় হইত। শ্যেন-মৃগয়া তত্রত্য রাজাদিগের অত্যন্ত কৌতুকজনক ক্রীড়া বলিয়া বিখ্যাত ছিল; এবং তাহা ধনী ব্যক্তিমাত্রেরই মুখ্যকর্ম্ম ও কালহরণের উপায় বলিয়া অনেকে ব্যঙ্গও করিত। বাস্তবিক প্রসিদ্ধই আছে যে কি উদগ্রমতি যুবা কি অশীতিপর বৃদ্ধ সকলেই ইহার প্রতি তুল্যানুরাগ প্রকাশ করিতেন। রাজমহিলারাও শ্যেনপক্ষীদ্বারা শিকার করণে প্রফুল্লচিত্তা হইতেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে চীনদেশে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবৃন্দের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের লক্ষণস্বরূপ করশাখাগ্রে সুদীর্ঘ নখর রক্ষা করা যাদৃশ চিরপ্রসিদ্ধ রীতি, তদ্রূপ ইউরোপীয় মান্য ব্যক্তিদিগের মুষ্টির উপর একটী বাজপক্ষী না থাকিলে লোকসমাজে তাঁহাদিগের কোন ক্রমেই ভদ্রতা রক্ষা হইত না। তৎপ্রযুক্ত প্রাচীন সময়ে বাজপক্ষী হস্তে করিয়া অনেক ভদ্র লোক গির্জাতেও গমন করিতেন। ভজনা কালে ঐ সকল পক্ষীর কঠোর চীৎকারে শ্রুতি আকুল ও চিত্ত ব্যাকুল হইলেও সেই কুৎসিত প্রথার অন্যথাবলম্বনে কি অজ্ঞ কি প্রাজ্ঞ কেহই অগ্রসর ছিলেন না।

প্রবাদ আছে যে বাজপক্ষীদ্বারা পক্ষী-শিকার করিবার প্রথা খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে ইউরোপের উত্তরভাগহইতে ইংলণ্ডে সর্ব্বাদৌ নীত হয়। প্রাচীন সাক্সন-জাতীয়েরা ইহার প্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিত। কিন্তু তাহারা বাজ পক্ষীকে উত্তম রূপে শিক্ষিত করিতে জানিত না; তজ্জন্য তজ্জাতীয় কোন অধীশ্বর উইনিথেড্ নামা এক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটহইতে কতকগুলি প্রতিপালিত বাজপক্ষী গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাক্সন্-জাতীয়েরা শরত্-কালেই এতৎ ক্রীড়ায় বিশেষ উন্মত্ত থাকিত; তৎপূর্ব্বে জর্ম্মণী, ডেনমার্ক, নর্ব্বে প্রভৃতি দেশেও ইহার সম্যক্ প্রাদুর্ভাব ছিল। কিংবদন্তী আছে যে যৎকালে দিনামারজাতীয়েরা ইংলণ্ড দেশ আক্রমণ করে তখন ইংলণ্ডীয় লোকেরা বাজদ্বারা শিকার-বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। কিন্তু একাদশ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্ক ও নর্ব্বের অধিপতি কেনুউট্ ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবায় তিনি এতৎ ক্রীড়ার পরম প্রতিপোষক হইয়াছিলেন। তাঁহার আধিপত্যকালে এতৎ-ক্রীড়া-সম্বন্ধে কোন বিশেষ শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল না। তৎপর নর্ম্মাণ্ডীর অধিপতি উইলিয়ম ইংলণ্ডদেশ পরাভূত করিলে এই রূপ নিয়ম স্থাপিত হইয়াছিল যে মান্য ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে শ্যেন পক্ষী প্রতিপালন করিতে পারিত না। তৎকালের নর্ম্মাণ-বংশের আত্মগরিমায় ইংলণ্ডীয় লোকেরা ক্রীতদাস অপেক্ষাও অত্যন্ত হেয় হইয়া তাহাদিগের প্রভুত্ব বহন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে নর্ম্মাণ-বংশের ধনাঢ্য লোকেরা বিজিত ইংলণ্ডবাসিদিগের প্রাণসংহারও কোন মতে অপকর্ম্ম জ্ঞান করিত না।

শ্যেন পক্ষী এক শত পঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন শ্রেণীস্থ বাজ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয় না। তজ্জন্য তৃতীয় এডওয়ার্ড এ বিষয়ে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন যে কোন ব্যক্তি পলায়িত বাজ ধৃত করিলে দণ্ডনায়কের নিকট তাহা প্রত্যর্পণ করিবে।

ইউরোপের প্রাচীন পুরোহিতেরা হস্তে বাজ-পক্ষী-ধারণ-পূর্ব্বক অরণ্য-প্রদেশে পক্ষিশিকার করিয়া ভ্রমণ করিতেন, তদর্থে তাঁহাদিগের মর্য্যাদার বিশেষ হানি হইত না। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ চসর কবি তদ্বিষয়ের ব্যঙ্গস্বরূপে "কাণ্টরবরীর উপন্যাস" নামক কাব্যে এক যাজকের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, "তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু তিনি উত্তমরূপে ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন, এবং শ্যেন-শিকার করিতেও বিলক্ষণ পটু ছিলেন।"

শ্যেনপ্রতিপালকেরা যে যে উপায়দ্বারা বাজপক্ষিকে সুশিক্ষিত করিত তাহা এস্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। শিকারের স্থূল বিবরণ এই যে মৃগয়ার্থীরা বাজের চক্ষু অবরুদ্ধ করত তাহাকে হস্তোপরি বসাইয়া ক্ষেত্রে লইয়া যাইতেন, এবং সম্মুখে বক সারস কপোত প্রভৃতি পক্ষী উড্ডীয়মান দেখিলেই বাজের চক্ষুর আবরণ বিমুক্ত করত তাহাকে তৎপ্রতি প্রেরণ করিতেন। বাজ মুক্ত হইবামাত্র মৃগব্য পক্ষীর প্রতি ধাবন করে, এবং অবিলম্বে তাহাকে ধৃত করত স্বামির নিকট প্রত্যাগমন করে। যে বাজ ত্বরায় প্রত্যাগমন না করে তাহাকে পক্ষ্যাকৃতি কতকগুলি পালক একটা রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া তাহা এক ডণ্ডের অগ্রে বদ্ধ করত দেখাইতে হয়। তদ্দৃষ্টে সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করে, মুদ্রিত চিত্রে এই প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। শিকারকালে শিকারার্থী ব্যক্তির সঙ্গে একটী স্থূল সুদীর্ঘ যষ্টি থাকিত। তৎসাহায্যে উক্ত ব্যক্তিগণ নালা ও ক্ষুদ্র ঝোপ উল্লঙ্ঘন করত পক্ষীর পশ্চাতে ধাবিত হইত। কিংবদন্তী আছে যে অষ্টম হেনরী একটী প্রণালী-লঙ্ঘন-কালে পঙ্কের হ্রদে নিপতিত হইয়া মুমূর্ষু-দশাপন্ন হইয়াছিলেন। এলিজেবেথ পরম বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ইংলণ্ডে জ্ঞানচর্চ্চার অশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তথাপি তিনি সহবর্ত্তিনী কামিনীগণের সঙ্গে শ্যেন-শিকারে গমন করিতে অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন।

শের ছটাক ও পোয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি।

পাঠকবৃন্দ সকলেই জ্ঞাত আছেন যে পশুর চারি পদ; তদ্দৃষ্টান্তে শ্লোকের চতুর্থাংশকে "পদ" বলা যায়। তাহাহইতে অপর কোন পদার্থের চতুর্থাংশের নাম পাদ হয়। সেই পাদের উচ্চারণ অপভ্রংশ করিয়া "পোয়া" হইয়াছে। পরন্তু শের ও ছটাকের ব্যুৎপত্তি তদ্রূপে নিষ্পন্ন হয় না। এ বিষয়ে অন্য অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়। তৎসাহায্য এই রূপ দৃষ্ট হইয়াছে যে প্রাচীন কালে এতদ্দেশে গুঞ্জা বা কুচ বা রতীই সকল মানের মূল ছিল। সেই প্রকার দুই শত গুঞ্জায় এক টঙ্ক হইত; তাহার অপভ্রংশে "টাক" এবং অধুনা "টাকা" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। দুই শত গুঞ্জায় এইক্ষণকার ১৪৩ যব পরিমাণ হয়, এবং তদ্রূপ ৬ টঙ্কে যে পরিমাণ হয় তাহার নাম "ছটাক" অর্থাৎ ৬ টাকা পরিমাণ। এইক্ষণকার টাকার পরিমাণ ১৮০ যব, তাহার পাচ টাকার যে পরিমাণ হয় পূর্ব্বকার ৬ টাকায় প্রায় তাহাই

হইত, এই প্রযুক্ত এইক্ষণকার ছটাক পাঁচ টাকায় সিদ্ধ হয়। অপর পূর্ব্ব কালিক টঙ্ক বা টাকার এক শতে যে পরিমাণ হইত তাহার নাম "শতক" সেই শতকের অপভ্রংশে শের হইয়াছে।

ইটায়া।

গ্রীষ্মকালের অপরাহ্লে যমুনার সুরম্য-তটহইতে তন্নিকটস্থ ইটায়া জেলার গ্রাম্যশোভা সন্দর্শন করিলে অনুমান হয় যে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-সৌভাগ্যশ্রী ভোগাসক্ত রাজাদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া ঐ অপূর্ব্ব প্রদেশে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যেহেতু তাদৃশ রমণীয় স্থান ভারতবর্ষে অধিক দৃষ্ট হয় না; প্রায় ভূমণ্ডলের তাবৎ স্বাভাবিক সুন্দর পদার্থ ঐ স্থানে একাধারবর্ত্তী হইয়া আছে। তজ্জন্য ইটালীদেশস্থ কাম্পেনিয়ার রম্য উপবন ইহার উপমাস্থল হইবে। অধিকন্তু যাঁহারা ইটায়ার রম্য-কানন-মধ্যে বসন্তকালে বিহার করিয়াছেন, বোধ করি, তাঁহারা রোমানদিগের বিনোদস্থল কাম্পেনিয়ার বায়ু-সম্ভোগার্থ কদাপি উৎসুকান্বিত নহেন। যাহা হউক, মোগল সম্রাড্‌দিগের আধিপত্য-কালে উক্ত জেলা যাদৃশ ঋদ্ধিমন্ত ছিল, অধুনা তল্লোপাপত্তিহেতু ইহার. পূর্ব্ব গরিমার অনেক হ্রাসতা হইয়াছে। অধুনা পূর্ব্বসম্পদের কেবল কয়েকটী চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যমুনাঘাট সর্ব্বাগ্রগণ্য। ঐ ঘাটের এক পার্শ্বে একটী মনোহর দেবালয় এবং অন্যান্য কতক গুলি প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। কথিত মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অনেক গুলি মনোহর বৃক্ষ-রাজি দৃষ্ট হয়; তাহার প্রচ্ছায় তল গ্রীষ্মকালে অতিশয় শীতল বোধ হয়। তজ্জন্য নিদাঘ-দিবসের মধ্যাহ্ন কালে শ্রান্ত পথিকেরা ক্লান্তি-দূর-করণার্থে ঐ স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করে। পরন্তু কোন্ সময়ে ঐ অপূর্ব্ব ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার নিরূপণ হয় নাই। যমুনাঘাটের উপরে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়। উহা যমুনাতটহইতে কিয়দ্দূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু ঐ স্থানে রাজহংসগঞ্জন শুভ্রবালুকাপুঞ্জ কেবল ইতস্ততো দৃষ্ট হয়।

তত্রত্য ভূমিসকল, তজ্জন্য বর্ষাকালে নদী-জল উচ্ছ্বসিত হইয়া সন্নিহিত জনপদ আপ্লাবিত করে, তৎপ্রভাবে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির আধিক্য হয়। কোন কোন স্থান নিবিড় বনে আচ্ছন্ন; তন্মধ্যে মনুষ্যের গতায়াত নাই। হিংস্রস্বভাব জন্তুসকল ঐ অরণ্যমধ্যে বাস করে। প্রবাদ আছে যে তত্রত্য লোকেরা রজনী-কালে প্রায় বাটীর বহির্ভূত হয় না। যেহেতু লোকালয়হইতে উল্লিখিত বন দূরবর্ত্তি নহে; এবং গ্রীষ্মকালে আরণ্য-জন্তুসকল বনহইতে বহির্গত হইয়া লোকালয়ের অদূরবর্ত্তী উদ্যানের মধ্যে নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকে, ও দ্বারের ঝাঁঝরি আবদ্ধ না থাকিলেই অনায়াসে মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করে। অপর শজারু, ঘোগ, প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তু উদ্যানমধ্যে নিয়ত ভ্রমণ করে, এবং তত্রত্য শস্য, নবীন তরু সকল বিনষ্ট করে। কিন্তু এ তদপেক্ষা ভয়াবহ তক্ষক ও বন্য বিড়াল। যেহেতু উহারা গৃহের মটকার মধ্যে বাসা করিয়া থাকে। তন্নিবন্ধন প্রায় সকল গৃহীলোকেরা গৃহের অভ্যন্তরে একটী চন্দ্রাতপদ্বারা উপরিভাগ আবৃত না করিয়া বাস করিতে পারে না।

এতৎ জেলার মধ্যে বিবিধ জাতীয় সুচিত্রিত বিহঙ্গ দৃষ্ট হয়; ঐ সমস্ত বিহঙ্গের লাবণ্য আমরিকার পরম সুন্দর তির্য্যক্‌শ্রেণীকে পরাভব করিয়াছে। এ স্থানে রক্ত, পীত, হরিৎ,

ইটায়া।
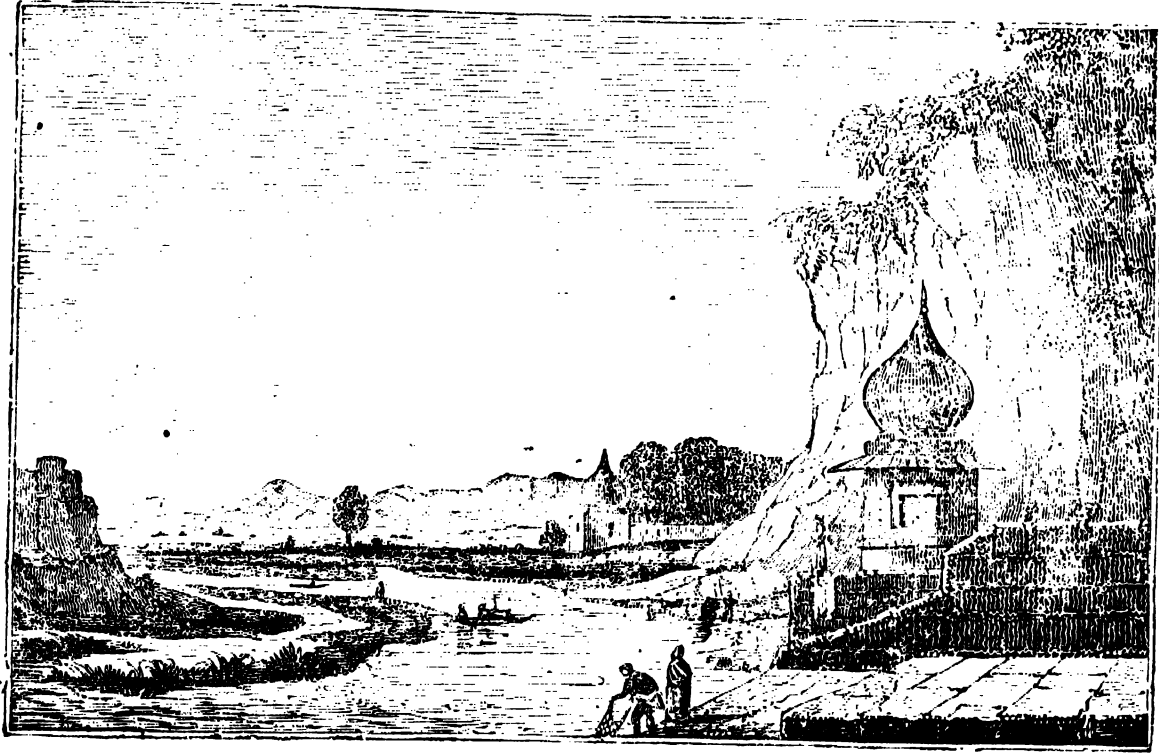
সর্ব্ব বর্ণেরই কপোত দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের পতত্রিকুল কাননের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে।

অপর ইটায়া জেলার মধ্যে পুষ্পেরও বাহুল্য আছে। সুপ্রসিদ্ধ করবীর পুষ্পের মনোহারিতায় কমলিনীও লজ্জিতা হয়। উহার সুগন্ধি বহুদূর ব্যাপক বলিয়া উহা পুষ্পরাজ নামে খ্যাত। উহা প্রভাতকালে বিকশিত হইয়া বন আমোদিত করে। ইহার বর্ণ রক্তশ্বেত প্রভৃতি বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। বাবলা বৃক্ষেরও এতৎপ্রদেশে প্রাধান্য দেখা যায়। উক্ত জেলায় লজ্জাবতী লতাও বহুল উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালী পাঠকদিগকে এতল্লতার বিশেষ-গুণ-গোচরার্থ সম্যক্ প্রয়াস পাইবার আবশ্যকতা নাই, তথাপি বিদেশীয় পাঠকবৃন্দের চিত্তমোদনার্থে কোন সুকবিপ্রণীত এক পাদ কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা, মৃতপ্রায় পর পরশনে।"

ইটায়া জেলামধ্যে ঐ রূপ আর এক জাতীয় বৃক্ষ জন্মে। কিন্তু তাহা প্রোক্ত লতাপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে। উহার কুসুম প্রভাতে প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের ন্যায় হইবার সময়ে সম্যক্ শ্বেতাভ উপলব্ধ হয়। ফলতঃ তাদৃশ শ্বেত বর্ণ দুই ঘণ্টা কালবিলম্বে আলক্ত বর্ণে পরিণত হয়, এবং ততোধিক বিলম্বে সম্পূর্ণ লোহিত বর্ণ প্রতীয়মান হয়। তাল, নীম, অশ্বত্থ প্রভৃতি উন্নত পাদপদ্বারা গ্রামভূমি সর্ব্বক্ষণ নিবিড় বোধ হয়। কিন্তু উদ্যান বিহারার্থ প্রধান কল্প লোকদিগের আশ্চর্য্য রম্য উপবনও বহুতর দৃষ্ট হয়। যমুনার সুনীল সলিলোপরি প্রাতঃকালীয় অর্কের রশ্মিজাল প্রকটিত হইলে তন্মধ্যে নীলকান্তমণি প্রভাপ্রায় অলৌকিক কান্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

এই পুষ্পসদৃশ বিবিধ বর্ণে সুভূষিত মরকত কান্তিবৎপতঙ্গশ্রেণীও অনেক দৃষ্ট হয়। উহারা নানা বর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে চারু-চিত্রিত-কান্তি প্রজাপতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুদৃশ্য।

হিন্দু নৃপতিবৃন্দের আধিপত্যকালে ইটায়া জেলা কান্যকুব্জ-রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। কিন্তু মোগল-সম্রাজ্য-কালে ইহা একটী স্বতন্ত্র "সুবা" বলিয়া পরগণিত হয়। মোগল-আধিপত্য লোপ হইলে অযোধ্যার নবাবদিগেরই তাহা অধীন হয়; এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইস্ ওয়েলেসলী অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলীর নিকটহইতে উহা সর্ব্বাদৌ স্বায়ত্তগত করেন। তদবধি উহা ব্রিটিসাধিকারের সীমাভুক্ত হইয়াছে। ইহা আগরা নগরহইতে ছাব্বিশ ক্রোশ দূরে স্থিত।

যমুনাই ইটায়া রাজ্যের প্রধান নদী। তাহার উৎপত্তি-স্থান হিমালয়ের যমুনোত্রী-পর্ব্বত-শিখর, ইহা ঐ শৃঙ্গহইতে উদ্ভূত হইয়া মসুরী, সাহারণপুর, থানেশ্বর, পানিপাত, দিল্লী, আগরা, কালপী প্রভৃতি নগর পর্য্যটন করত প্রয়াগে গঙ্গা ও সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়া যুক্তবেণী সম্পন্ন করিয়াছে। ইহার ব্যাস ৭৮০ জ্যোতিষী ক্রোশ। যমুনাগর্ভে অনেক গুলি সৈকত দ্বীপ আছে; কিন্তু তাহা বর্ষার জলাধিক্যে নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। প্রসিদ্ধ আছে যে যমুনায় প্রচুর মৎস্য জন্মে, কিন্তু তাহা সুস্বাদ নহে এই প্রযুক্ত ভদ্র লোকদ্বারা ব্যবহৃত হয় না।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

নিম্নলিখিত কএক খানি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে।

১। "সন্ন্যাসী অথবা সুখলাভ-বিষয়ক রূপক। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।" ইহা একখানি কাব্য গ্রন্থ, ইহার পাঠে অনেকে তৃপ্ত হইতে পারেন।

২। "নারীচরিত। শ্রীমতী সৌদামিনী সিংহকর্ত্তৃক সঙ্গৃহীত।" এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে ইউরোপ খণ্ডের কএকটী সুপ্রসিদ্ধা রমণীর জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে; তৎপাঠে এতদ্দেশের কামিনীকুলের মনোরঞ্জন ও জ্ঞানসাধন হইতে পারে, বিশেষতঃ ইহা একটী সুশিক্ষিতা এতদ্দেশীয়া রমণী কর্ত্তৃক রচিত, অতএব ইহা সাধারণের অবশ্য সমাদরণীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহার রচনা কোন মতে নিন্দনীয় নহে; অনেক সুশিক্ষিত পুরুষে ইহার রচয়িতা হইলে প্রশংসাভাজন হইতেন।

৩। "মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল," এই নাম্নী লণ্ডননগরীয়া এক রমণী পীড়িত ব্যক্তির উপকারার্থে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং কএক বৎসর হইল ইংরাজ ফরাসী ও রুশীয়দিগের তুমুল যুদ্ধের সময় অসমসাহসিকতা-প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া আহত ও পীড়িত ইংরাজী সৈন্যের সুশ্রূষা করিয়া ছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত অপূর্ব্ব উপন্যাস; তাহার পাঠে বঙ্গাঙ্গনারা অবশ্য সদুপদৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই।

// রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

৩ পর্ব্ব] • প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩১ খণ্ড

হাইদরাবাদের ইতিহাস।

রতবর্ষে যবনাধিপত্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণ দেশে কর্ণাট, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল। ঐ প্রভাবান্বিত জনপদমধ্যে ভিন্নদেশীয় অধিপতির শাসন-প্রণালী প্রচলিত হইবে ইহা কদাপি বোধ হইত না। পরন্তু ভারত-বর্ষের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তাচলশায়ী হওয়াতে যবনেরা তদ্দেশ অধিকৃত করত প্রাচীন-হিন্দু-রাজপাটসকল উন্মূলন করে, এবং ঐ সমস্ত বিধ্বস্তীভূত জনপদস্থানে যবন রাজ্য স্থাপিত করে। তদ্বশতই হিন্দু সাম্রাজ্যের পুরারত্ত অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ রূপ অবস্থা সর্ব্বত্র ঘটে নাই। যেহেতু জয়কারী সম্রাড়্গণের মধ্যে কোন কোন সহৃদয় যবন অধীশ্বরের সদাশয়তা ও আনুকূল্যবশতঃ মুসলমান-ইতিহাসবেত্তাগণ অস্মদীয় মাতৃভূমির পুরারত্ত কিয়দংশ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যদিও তাঁহারা স্বজাতি-পক্ষপাতিতা হেতু কোন কোন ঘটনার স্বরূপবর্ণনে বিরত হইয়া স্ব স্ব গ্রন্থকে দূষিত করিয়াছেন। অন্যত্র প্রকৃত আখ্যান না পাওয়া হেতু তিমিরারত রাখিয়াছেন ও কোথাও বা সত্যের অভাবে কাল্পনিক ব্যাপার বর্ণনাদ্বারা সত্যের অপলাপ করিয়াছেন; তথাপি অধুনা তাঁহাদেরই গ্রন্থ পুরারত্তানুসন্ধায়ীদিগের ঐতিহাসিক-ঘটনা-সমালোচনের এক প্রধান উপায় বলিয়া অবশ্যই মানিতে হইবে; যেহেতু তদ্ভিন্ন এতদ্দেশে অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সুপ্রসিদ্ধ যবন-ইতিহাসবেত্তা ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে গোদাবরী ও কৃষ্ণা-নদীর মধ্যবর্ত্তি জনপদ পূর্ব্বকালে তৈলঙ্গ-রাজ্য-নামে খ্যাত ছিল। অপর তিনি লিখিয়াছেন যে ১১২৪ সংবতে এক পরাক্রান্ত মহাপাল বরঙ্গল নাম নগরে তৈলঙ্গের প্রাচীন রাজপাট সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালে বরঙ্গল, নীলখণ্ড, মধুকা এবং গোলখণ্ড তৈলঙ্গের প্রধান নগর ছিল। উল্লিখিত তৈলঙ্গ রাজ্য অন্ধ্র ও কলিঙ্গ রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইত। তৎকালে দক্ষিণদেশে অন্ধ্ররাজ্যের নৃপতিগণ অন্ধ্ররাজনামে বিশেষ বি-

খ্যাত ছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে একদা সমস্ত ভারতবর্ষে অন্ধ্রনৃপতিবর্গের প্রভাব সম্যক্ ব্যাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা না হইলেও তাঁহারা যে বিশেষ পরাক্রমশালী পৃথ্বীপাল ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই; কেবল ভারতবর্ষে পুরাবৃত্তের অভাববশতই তাঁহাদের কীর্ত্তিঘোষক ইতিহাস-গ্রন্থের অভাব হইয়া থাকিবে।

আইন আক্‌বরী-নামক গ্রন্থে তৈলঙ্গ-রাজ্য বিরার শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিরার শব্দ সমস্ত তৈলঙ্গ রাজ্য বোধক নহে। যেহেতু আকবর পাদশাহ সমস্ত তৈলঙ্গ জনপদ জয় করিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার সভাসদ আবুলফজল্ তন্নিমিত্তই বোধ হয় প্রকৃষ্টরূপে কলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার না করিয়া বিরার শব্দই লিখিয়া থাকিবেন।

তৈলঙ্গ শব্দ এক স্বতন্ত্রজাতির নাম। তাহাদিগের এক স্বতন্ত্র ভাষা আছে; তাহা ভারতবর্ষীয় অপরাপর ভাষার ন্যায় সংস্কৃতের অপভ্রংশ নহে। পূর্ব্বকালে তাহা কলিঙ্গভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এবং মহারাষ্ট্রীয় জনপদের পূর্ব্বসীমাহইতে কর্ণাটকরাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত উক্ত ভাষা প্রচলিত হয়। যবনদিগের এতদ্দেশে আগমনাবধি কথিত রাজ্য "তেলিঙ্গানা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল; এবং তদপভ্রংশে "তেলেঙ্গা" নাম অধুনা সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রাচীন ইউরোপীয় লোকেরা তৈলঙ্গীয় অথবা কলিঙ্গ-লোকদিগকে ইংরাজী সৈনিকের বেশ দিয়া আপনাদিগের সৈন্যকর্ম্মে প্রথম নিযুক্ত করে, এই প্রযুক্ত দেশীয় সৈন্যদিগকে লোকে তেলেঙ্গা কহিত। ইংরাজেরা কথিত দেশের সাধারণ লোকের নাম "জেণ্টু" উল্লেখ করিত। কিন্তু উল্লিখিত শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃতমূলক নহে।

প্রসিদ্ধ আছে যে ১২৩০ শকাব্দে দিল্লীস্থ সম্রাট আলাউদ্দীন্ তৈলঙ্গরাজ্যের রাজপাট অধিকৃত করণার্থ বঙ্গদেশের পার্শ্বদিয়া অসঙ্খ্য সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেনাপতি সঙ্গ্রামে পরাভূত হইয়া অগত্যা পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তৎপর ১২৪৫ শকাব্দে আলী খাঁ নামা এক যবনভূপতি সর্ব্বাদৌ তৈলঙ্গ রাজ্য জয় করেন। কিন্তু তিনি উক্ত দেশ দীর্ঘকাল স্ববশে রাখিতে পারেন নাই। যেহেতু ঐ যুদ্ধের কিয়ৎ কাল পরে তত্রত্য হিন্দুমহিপালগণ যবন ভূপতিকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে রাজ্যহইতে দূরীভূত করেন। তাঁহাদিগের বাহুবলে যবনেরা তৎকালে পরাভব স্বীকার করত প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু কিয়ৎ শতাব্দীর পরে তদ্বংশধরগণ জন্মভূমির হিতান্বেষণে এককালে পরাঙ্মুখ হওয়াতে যবনেরা পুনর্ব্বার তৈলঙ্গ-রাজ্য আক্রমণে সচেষ্ট হইল। সেই চেষ্টায় এতদ্দেশীয় হিন্দু-ধর্ম্মের বিরুদ্ধমতাবলম্বি-জৈন-সম্প্রদায়স্থ ভূপালবর্গ সহায্য করাতে যবনেরা সমধিক উৎসাহান্বিত হইয়াছিল।

কিংবদন্তী আছে যে ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দে তত্রত্য মহারাজা কোন গুপ্তশত্রুদ্বারা নিহত হইলেন। দক্ষিণদেশের শুলতান মহম্মদশাহ বহমনী * ঐ সুযোগে তদ্দেশ আক্রমণার্থ নিজ সেনাপতি আজিম খাঁকে প্রেরণ করিলেন। আজিম খাঁ উক্ত রাজ্যে সসৈন্যে আগমন করিলে হিন্দুরা যবনদিগকে প্রতিরোধ-করণার্থ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা নিঃসহায় ছিলেন; তজ্জন্য কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর যবনেরা জয়লাভ করিল। এই রূপে তৈলঙ্গ রাজ্য স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত হইয়া বিদেশীয় যবনদিগের অধীনতায় আবদ্ধ হইল বটে, কিন্তু উহা

* প্রবাদ আছে যে প্রাচীন সময়ে এক যবন ভৃত্য কোন ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওত ক্রমে অশেষ সম্পদের অধিকারী হন। তৎপর তাঁহাহইতে দক্ষিণ দেশের বিশাল বহমনী রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। বহমনী শব্দ উপরোক্ত ব্রাহ্মণ শব্দহইতে ব্যুৎপন্ন।

অতঃপর কোন সম্রাটেরই অধীনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, যেহেতু দক্ষিণদেশস্থ প্রবল পরাক্রান্ত বিজয়নগরাধিপের নিকট তাহার দর্পচূর্ণ হওয়াতে উল্লিখিত বহমনী সাম্রাজ্য অচিরাৎ হীনবল হইয়া পড়িল. এবং উহার প্রধান অমাত্য আমীর বিরিদ শাহ বহমনীর অধীশ্বরকে কারারুদ্ধ করাতে ঐ বৃহৎ সাম্রাজ্য পাঁচটী অংশে বিভক্ত হইয়া আদিল শাহী, কুতব শাহী, অহম্মদ শাহী, নিজাম শাহী, বিরিদ শাহী নামে দক্ষিণ দেশে প্রবল পাঁচটী রাজ্য উৎপন্ন করে। তন্মধ্যে তৈলঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কুলীকুতব শাহ গোলখণ্ডনামে যে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাই কুতব শাহী রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। পরন্তু তাহাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, যেহেতু ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব তাহা অধিকৃত করত তত্রত্য ভূপতিকে কারাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; এবং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহাতেই কুতব শাহী রাজ্য শেষ হইয়া যায়। কিংবদন্তী আছে যে কুলিকুতব নামা এতদ্বংশীয় কোন নব্য ভূপাল তৈলঙ্গ-রাজ্যের নাম লোপকরণার্থ বাঘনগর-নামক স্থানে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এক নগর স্থাপন করেন। ঐ নগর অধুনা হাইদরাবাদ নামে খ্যাত হইয়াছে।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব হইল যে ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী মোগল সম্রাট্ একান্ত দুর্দশাপন্ন হইলেন; এবং তাঁহার অধীনস্থ প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সুতরাং ঐ অবকাশে বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়া যথাভিমতে কার্য্য করাতে কেহই তাহার বিরোধী হইল না। তন্নিমিত্ত ঔরঙ্গজেবের বিশাল সাম্রাজ্য অনেক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য সমুৎপন্ন করিল।

কমরউদ্দীন নামা এক সামান্য সৈন্যও ঔরঙ্গজেবের অধীনে কিয়ৎকাল কর্ম্ম করিয়াছিল; তাহার সাহস ও পরাক্রমে উক্ত যবননৃপতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর পদ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে ঐ যবন কর্ম্মচারী দক্ষিণ দেশের নিজাম-উল-মুল্ক এবং সুবাদার উপাধি গ্রহণ করত হাইদরাবাদে যাত্রা করেন। তাঁহার এই পদগ্রহণের কিয়ৎকাল পরে ঔরঙ্গজেবের রাজ্যাবসান হয়; এবং কমর পূর্ব্বে হাইদরাবাদে যে রূপে শাসন করিতেছিলেন সেই রূপই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাহাতে দিল্লীস্থ সম্রাট্ তাঁহাকে উত্তেজনা করিয়া তাঁহার সুবাদারী ক্ষমতা হরণ করণার্থ বহু চেষ্টান্বিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, ও দক্ষিণদেশে কমরের ক্ষমতা ক্রমশই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি স্পষ্টরূপে দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে আপন প্রভাব প্রচার করিলেন। এতদবধি হাইদরাবাদ একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহার রাজারা নিজাম উলমুলক নামে বিখ্যাত হন। ঐ উপাধির সঙ্কীর্ণতায় নিজাম শব্দ প্রচলিত আছে।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের মৃত্যু হয়; এবং তাঁহার মধ্যম পুত্র নশীরউদ্দীন পিতার রাজ্য অধিকৃত করেন। নশীরের মুজফফরনামা এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের শাসনকর্ত্তা দুপ্লের সহিত সন্ধি করত নশীরউদ্দীনকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফরাসী গবর্ণর মনে মনে বিবেচনা করিলেন, "যদি এই অবকাশে মুজফ্ফরকে সিংহাসনে বসাইতে পারি, তাহা হইলে দক্ষিণ দেশে আমার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইবে।" এই অভিসন্ধিতে দুপ্লে মুজফ্ফরের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হন। নশীরউদ্দীন এই শঙ্কটাবস্থায় অভিভূত হইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক মুজফ্ফরকে যুদ্ধে

পরাভূত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিল না, যেহেতু পরবর্ষে নশীরউদ্দীন রাজদ্রোহী পাঠান লোকদ্বারা নিহত হইলে মুজফফর মুক্তিলাভ করত ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে সুবাদার হইলেন, এবং ফরাসী সেনাপতি বুশীর অধীনস্থ কতিপয় ফরাসী-সেনাদল আপনার অধীনে নিযুক্ত করিলেন। অপর পূর্ব্বাঙ্গীকারানুযায়ী কারিখল, পণ্ডিচরী, ও মসলিপট্টন ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিলেন।

যাহা হউক তিনি পিতৃব্যের রাজ্যাধিকার করিয়া দীর্ঘকাল তাহা ভোগ করিতে পারেন নাই; যেহেতু তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির কিঞ্চিৎ পরে তাঁহার অধীনস্থ সেনা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছিল।

শালাবত্জঙ্গনামে তাঁহার এক অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল; ফরাসী কর্ম্মচারিরা তাঁহাকে সুবাদার-পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রত্যুপকার-স্বীকারহেতু ফরাসী-গবর্ণমেণ্টকে কর্ণাটক রাজ্যের কয়টী জনপদ এবং বহু অর্থ প্রদান করেন।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশে ঘোরতর সঙ্গ্রামানল প্রজ্জ্বলিত হইলে উহার শিখা ভারতবর্ষেও আসিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন উত্তর সরকার প্রদেশের ফরাসী সেনাদল ইংরাজদিগদ্বারা তাড়িত সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বাধিকারাভিমুখে প্রস্থান করিল। শালাবতজঙ্গ ইংরাজদিগের আক্রমণ-সময়ে ফরাসী লোকদিগের সাহায্য করিবার নিমিত্ত আপন বাহিনী লইয়া ইংরাজদিগকে প্রতিরোধ করিতে গমন করিয়াছিলেন। এদিগে ফরাসীরা রণরঙ্গে ভঙ্গ দিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্থানপরায়ণ হইলে ইংরাজেরা বিপক্ষপক্ষীয় শালাবৎজঙ্গকে লইয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। তন্নিমিত্ত অবশেষে উক্ত যবন ভূপাল ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিদ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করিলেন; এবং ফরাসী লোকদিগকে স্বাধিকারহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। ঐ সময়ে দিল্লীস্থ সম্রাটের অভিমতানুসারে ইংরাজেরা দক্ষিণ দেশের কয়েকটী জনপদসহ বাঙ্গালা, বেহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে শালাবতজঙ্গের অনুজ নিজাম আলী জ্যেষ্ঠ সহোদরকে রাজ্যচ্যুত করত তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন, এবং স্বয়ং দক্ষিণ দেশের সুবেদার হইলেন। এই ব্যাপার-ঘটনার দুই বৎসর পরে শালাবৎজঙ্গ কারাগারেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম আলী কর্ণাটক রাজ্য উচ্ছিন্ন করণার্থ বহু-সৈন্য-সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিপক্ষীয় সেনাদলের প্রবল পরাক্রমহেতু স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনে বাধ্য হইলেন। তৎকালে দিল্লীস্থ সম্রাটের নিকট কর্ণাটরাজ্যের সনন্দ গ্রহণ করেন। অতত্রব তদ্দেশ আক্রমণে নিজামের নিতান্ত ঔৎসুক্য বিলোকনে অগত্যা তাঁহার সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সন্ধি স্থাপনে প্রণোদিত হইলেন। বিশেষতঃ তৎকালে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অর্থহীন হওয়াতে সন্ধি ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। সৈন্যসাহায্যদ্বারা কিংবা তাহার অনাবশ্যকতায় নয় লক্ষ টাকা প্রদানে সম্মত হইয়া ইংরাজেরা সরকার, এলোর, চিকাকোল, রাজমন্দির, মুস্তফর নগর, গণ্টুর প্রভৃতি জনপদ আপনাদিগের অধীনে রাখিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু নিজাম সুদ্ধ বিপন্নাবস্থায় সৈন্য সাহায্য করিবেন এই মাত্র অঙ্গীকার করিলেন; এবং যাবৎ তাঁহার ভ্রাতা বাজালৎজঙ্গ জীবদ্দশায়

থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত গণ্টুর প্রদেশ কোন ক্রমেই ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টদ্বারা অধিকৃত হইতে পারিবে না, এই রূপ ধার্য্য হইয়াছিল। উল্লিখিত সন্ধির প্রতিজ্ঞানুসারে নিজাম বাঙ্গালোর-আক্রমণ-কালে ইংরাজদিগের নিকটহইতে দুই দল সেনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি হাইদর আলীর সহযোগে কর্ণাটক-রাজ্যাধিকারার্থ তৎপক্ষ অবলম্বন করাতে পুনর্ব্বার ব্রিটিস পক্ষে বিচ্ছেদভাব ঘটিল। তন্নিবন্ধন তিনি যে সমস্ত ব্রিটিস-সৈন্য আপনার অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা ইংরাজেরা ফিরিয়া লইলেন। অতঃপর ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম পুনর্ব্বার ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রণোদিত হইলেন; তৎপ্রযুক্ত কর্ণাট প্রভৃতি কয়েকটী দেশের সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গণ্টুরের অধীশ্বর বজলৎ জঙ্গ কতকগুলি ফরাসী সৈন্য আপনার অধীনে নিযুক্ত করাতে ইংরাজেরা নিজামকে বলিয়া পাঠাইলেন যে পূর্ব্ব সন্ধিতে আমাদের এই রূপ প্রতিজ্ঞা আছে কোন শত্রুর পক্ষ আমরা অবলম্বন করিলে সন্ধির অপর কোন প্রতিজ্ঞার অনুরোধ রক্ষা করা হইবে না; কিন্তু তোমার ভ্রাতা বজলৎ জঙ্গ উল্লিখিত প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন; অতএব আশু ইহার বিহিত করা আবশ্যক। নিজাম সহোদরকে ঐ বিষয়ে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাঁহার ভ্রাতা অগ্রজের বাক্য মান্য করিলেন না, সুতরাং উক্ত সন্ধি ভগ্ন হইল। অনন্তর ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হাইদর আলী নিজামের রাজ্যাপহরণের উপক্রম করাতে তিনি অগত্যা ইংরাজদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদর্থে আর এক সন্ধি স্থাপিত হয়।

১৭৮২ খ্রীঃ বজলৎ জঙ্গের মৃত্যু হওয়াতে ইংরাজ-পক্ষীয় কর্ম্মচারিগণ গণ্টুরজনপদ ব্রিটিসাধিকারভুক্ত করণার্থ নিজামকে বলিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে নিজাম সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু ইংরাজেরা উল্লিখিত রাজ্যের প্রাপ্য রাজস্ব বহুকাল প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহার আপত্তি করিতে লাগিলেন। তৎপ্রযুক্ত উভয় পক্ষে গবর্ণরজেনেরলকে মধ্যস্থ মানিলেন; এবং নিজাম তৎপ্রতিনিধিস্বরূপে মীর্ আব্দুল্ কাশিম্‌কে কলিকাতায় পাঠাইলেন। যে টাকা অবশিষ্ট দেয় ছিল, তাহা উভয় পক্ষে সামঞ্জস্য করিয়া ৯,১৬,৬৩৫ টাকা অবধার্য্য করত বিবাদ নিষ্পত্তি করা হয়।

অনন্তর যে সময়ে টীপূ সুলতান সর্ব্বাদৌ যুদ্ধের অনুষ্ঠান করেন, তৎকালে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ নিজামের সহিত সম্পূর্ণ সদ্ভাব রক্ষা করেন, এবং টীপূকে পরাস্ত করিয়া যে সমস্ত জনপদ লভ্য হইবে তাহা বিভাগ করিয়া লইবেন, ও সঙ্গ্রামের উদ্যোগে যে সমস্ত পল্লীগ্রামের জমীদার আবদ্ধ ছিলেন তাঁহাদিগের স্বাধীনতা রহিত করা হইবে এতন্নিয়মে সন্ধি সমাধা হয়। অতঃপর যুদ্ধ শেষ হইলে ১৩,১৬,০০০ টাকার আয় বিশিষ্ট এক জনপদ নিজাম নিজ অংশে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তদনন্তর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মহারাষ্ট্রের অধিপতি পেশবা এবং নিজামের সহিত আর এক সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাহার মর্ম্ম এই যে টীপূ পুনর্ব্বার যদ্যপি ইংরাজদিগের বা নিজামের রাজ্য আক্রমণ করেন, তাহা হইলে সমবেত রাজদলে তাঁহাকে নিবারণ করিবেন। এতৎপ্রস্তাবে নিজাম এবং পেশবা মৌখিক সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে কেহই অগ্রবর্ত্তী হইলেন না, এই দেখিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আর তাহার অনুসরণে প্রবৃত্তিপর হইলেন না।

ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজামরাজ্যহইতে প্রাপ্য চৌথ অর্থাৎ করের চতুর্থাংশ প্রাপ্ত্যর্থে এক

অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং ইংরাজেরা তাঁহার আনুকূল্য করেন এমত আন্তরিক চেষ্টান্বিতও হইয়াছিলেন। পরন্তু সর জন শোর সাহেব তৎপূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত এক সন্ধি স্থাপিত করেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয় মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা মধ্যস্থতা ব্যতীত কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। তজ্জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদিগের সহিত নিজামের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐ যুদ্ধ নিজামের পক্ষে উপকারজনক না হওয়ায় সুতরাং তিনি ৩৫ লক্ষ টাকার এক জমীদারী এবং নগদ তিন কোটি টাকা প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি সমাধা করেন, ও মহারাষ্ট্রীয়েরা ঐ অঙ্গীকার-প্রতিপালনের নিমিত্ত নিজামের প্রধান অমাত্য আজিমউল ওমরাকে প্রতিভূ গ্রহণ করিলেন। এই সন্ধি সমাধা হইবার কিয়ৎকাল পরে মধুরাও পেশবার মৃত্যু হইবাতে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যমধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ-হেতু নানা বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল, এবং নিজাম তদবকাশে যে রাজ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদান করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই পুনঃ আত্মসাৎ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ইংরাজেরা নিজামকে সাহায্য প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করাতে উল্লিখিত যবন ভূপাল মনে২ কুপিত হইয়া ফরাসি-সৈন্যসকল আপনার অধীনে নিযুক্ত করিতেছিলেন, এবং পূর্ব্বাপর তাঁহার অধীনে যে সকল ইংরাজ-সৈন্য ছিল তাহাদিগকে দেশহইতে বহিষ্কৃত করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন লাভ দর্শিল না; প্রত্যুত ইংরাজদিগের সহিত মিত্রভেদ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, এবং তৎকালে তাঁহার পুত্র আলিজা পিতৃবিরুদ্ধে সঙ্গ্রামে অগ্রবর্ত্তী হইল, সুতরাং তাঁহাকে শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। অধিকন্তু তৎকালে টীপূ ক্রমে বিশেষ প্রতাপান্বিত হওয়াতেই নিজাম ইংরাজদিগের সহিত সদ্ভাব-রক্ষণে বিশেষ আগ্রহী হইলেন, এবং তদুপলক্ষে এক সন্ধি স্থাপন করেন, তাহাতে তিনি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধানস্থ সৈন্য গ্রহণ করত ২৫,১৭,১০০ টাকার এক জমীদারী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এতৎ সন্ধিদ্বারা তাঁহার এই উপকার দর্শিয়াছিল যে মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কদাচই তাঁহার অধিকার মধ্যে বল প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ ঐ সন্ধি পেশবার সম্মতিক্রমে ধার্য্য হইয়াছিল।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টীপূর সহিত ইংরাজদিগের দ্বিতীয় বার যুদ্ধারম্ভ হইলে নিজামের সৈন্যগণ ইংরাজদিগের সহিত সাপক্ষতা করিতে লাগিল। অনন্তর শ্রীরঙ্গপট্টন ধ্বংসীকৃত হইলে উভয় পক্ষেই জয়ার্জ্জিত সম্পত্তি অংশ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজদিগের আধিপত্যদর্শনে অসূয়া-পরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত আন্তরিক অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন; সুতরাং ব্রিটিস কর্ম্মচারিগণ নিজামের সহিত সদ্ভাব স্থাপনে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতে লাগিলেন। ফলে তেজোবন্ত মহারাষ্ট্রীয় প্রধানেরা ইংরাজদিগের প্রভুত্ব ও আধিপত্য ক্রমান্বয়ে সহ্য করিতে অসমর্থ হইলেন। তৎকালে মহারাজা দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও নাগপুরের ভোঁশলা বংশীয় মহারাজা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন; এবং তাঁহাদিগের অধীনে অনেক সুশিক্ষিত ফরাশি সৈন্য ছিল; অতএব তাঁহারা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত তুমুল সঙ্গ্রাম আরম্ভ করেন। নিজাম ঐ অবকাশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষাবলম্বন করেন মনে মনে এই ইচ্ছা বিলক্ষণ বলবতী জিল, কিন্তু ইংরাজদিগের সৌহার্দ্য-দর্শনে কোন পক্ষেই লিপ্ত

হইলেন না। পরন্তু আশাইর যুদ্ধে যে সমস্ত ব্রিটিস সৈন্য অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, নিজাম তাহাদিগকে দৌলতাবাদ (দেবগিরী) দুর্গে আশ্রয় প্রদান করেন নাই, তাহাতে ইংরাজেরা পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত আর এক সন্ধি সমাধা করেন। তাহার মর্ম্ম এই যে উভয় মৈত্রিক রাজ্য সম্বন্ধে যে সকল সৈন্য যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হইবে তাহারা অবাধে ইচ্ছামত উভয় পক্ষীয় দুর্গে অবস্থিতি করিবেক। তাহাতে কোন পক্ষেই আপত্তি করিবেন না।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্য-সম্পর্কে ইংরাজেরা তাঁহার সহিত আর এক সন্ধি স্থাপন করেন। তাহাতে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় দ্রব্যের করগ্রহণের প্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয়। তদ্দ্বারা বাণিজ্যের বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র সেকেন্দর জাঃ পিতার মৃত্যুর পর একেবারেই রাজসিংহাসনে আরূঢ় না হইয়া দিল্লীর পুরাতন বাদশাহী টীকা গ্রহণার্থ দিল্লীর উপাধিমাত্র সম্রাটের নিকট যাইতেও শ্রম স্বীকার করিলেন। তদনন্তর তিনি রাজ্যে অধিরূঢ় হইলে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের মন্ত্রিপ্রবর মীর আলাও পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার পদে মনীর উলমুল্‌ক নিয়োজিত হন। কিন্তু রাজকীয় ব্যাপারে তাঁহার হস্তে কোন ক্ষমতাই অর্পিত না হইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের চণ্ডুলাল নাম এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর উপর সমুদয় কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। সেকেন্দর জাঃ নিজাম বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন, প্রায় সংসারাশ্রমের কোন বিষয়েই দৃষ্টিপাত করিতেন না, এবং সর্ব্বদা নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহার ঔদাস্যহেতু চণ্ডূলাল তাঁহার তাবৎ কার্য্য সমাধা করিতেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ও পিণ্ডারীদিগের বিরুদ্ধে ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে নিজামের সৈন্যগণ সর্ব্বাংশেই খ্যাতিলাভ করাতে নিজাম যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সেকেন্দরের মৃত্যু হয়, এবং নসিরুদ্দীন তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সেকেন্দর জাঃর আধিপত্যের শেষাবস্থায় চণ্ডুলালের দোষে রাজ্যের নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল। রাজ্যের কর ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি আদায়ের ভার ছিল; তজ্জন্য সুনিয়মে কর আদায় হইত না; এবং চতুর্দ্দিগে দস্যুভয় অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে দিবসেও পথে লোক চলিতে শঙ্কিত হইত। কোন প্রবল জমীদার দুর্ব্বল প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিলে তাহার কেহই তত্ত্বানুসন্ধান করিত না। রাজ্যের ঐ সমস্ত দোষাপনোদন জন্য ইংরাজেরা স্বহস্তে হাইদরাবাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে ফল দর্শিয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা রাজ্যের অতিরেক ঋণ দাঁড়াইল। যাহা হউক ঐ ঋণ উত্তর সরকার প্রদেশহইতে ১৩,৩৩,৩৩৩ টাকা বার্ষিক রাজস্ব উৎপন্ন হওয়াতে ক্রমে পরিশোধিত হইয়াছিল।

ইতি পূর্ব্বে নসীরুদ্দীন পৈতৃক রাজ্যে অধিরূঢ় হইবার কালে ইংরাজদিগকে তাঁহার বৈষয়িক কার্য্যের সংস্রবহইতে অভিনিরস্ত হইতে কহিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করাও হইয়াছিল; কিন্তু পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। তৎপ্রযুক্ত চণ্ডুলাল কার্য্যহইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর কয়েক মাসাবধি নিজাম স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু একাকী তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করা অসম্ভব দেখিয়া

ভূতপূর্ব্বমন্ত্রির পুত্র সিরাজ উলমুলুককে মন্ত্রিত্ব-পদে নিযুক্ত করিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নসিরুদ্দীনের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আফজুল উদ্দৌলা তৎপরে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনিই এক্ষণে বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের অধিকারী। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ-সময়ে নিজামরাজ দক্ষিণ দেশে ইংরাজদিগের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন; এবং তথাকার প্রাজ্ঞ মন্ত্রি শালার জঙ্গ দ্বন্দ্বানুরাগী প্রজাদিগের অত্যাচার নিবারণদ্বারা রাজ্যের শান্তি স্থাপন করিয়াছেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের সহিত মন্ত্রির মনান্তর হয়; তজ্জন্য শালার জঙ্গকে কার্য্যহইতে বহিষ্কৃত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তৎপক্ষে বিশেষ সপক্ষতা করত নিজামকে বারংবার অনুরোধ করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। সেই হেতু শালার জঙ্গ স্বীয়পদে অদ্যাপি নিযুক্ত আছেন। তিনি সুশিক্ষিত ও বিশেষ কর্ম্মদক্ষ রাজসচীব, এবং তাঁহার উদ্যোগে হাইদরাবাদ রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

হাইদরাবাদের পরিধি ২৩৮৩ বর্গক্রোশ, ও জনসঙ্খ্যা ১,০৩,৬৬,০৮০।

আল্‌ফ্রেড।

লফ্রেডের ৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালটেজ্ নামক স্থানে জন্ম হয়। তাঁহার পিতা এথেল্ উল্‌ফ তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রোমে যাত্রা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে লিওনাইনো নামা প্রধান ধর্ম্ম যাজক তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট প্রদান করেন। কিন্তু আলফ্রেড রাজ্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে তৎকালে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কেননা তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় ছিল যে তিনি কিছু কাল বিদ্যানুশীলনে মনোনিবেশ করিবেন। যাহা হউক তিনি রাজ্য-গ্রহণে সুখী হইতে পারেন নাই। যেহেতুক তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তির এক মাস কাল পরে দিনামারজাতীয়দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি ৭ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া অপরিসীম ক্লেশে অভিভূত হইয়াছিলেন। পরন্তু সেই সকল সঙ্কট তিনি প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যদ্বারা অনায়াসেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, ঐ সময়ে তাঁহার দৃঢ়ান্তঃকরণ কদাচ সীর্ণ বা বিষণ্ণ হয় নাই। যেহেতু তিনি বিপদের সময়ে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সদুপায় চিন্তনদ্বারা ক্লেশের অপনয়ন করিতেন।

উল্লিখিত ধীশক্তি-সম্পন্ন ভূপতি বাল্যদশায় অত্যন্ত কাব্যপ্রিয় ছিলেন; এবং বাল্যকালে কবিতার আলোচনা থাকাতে তাঁহার সক্‌সন্ ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হয়। তদনন্তর তিনি লাটীন-ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া অনেক গুলি গ্রন্থ জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। ঐ সকল অনুবাদ সুরস এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বিন্যস্ত হওয়াতে তিনি সুকবিমণ্ডলীমধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে প্রাচীন বিজ নামক মহাপণ্ডিত ব্যতীত তৎকালে আল্‌ফ্রেডের তুল্য সুলেখক আর কেহই ছিলেন না। তিনি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে সভ্রাতৃক হইয়া স্বদেশ রক্ষার্থ দিনামার জাতীয়দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ যুদ্ধে বিবিধ কৌশল প্রকাশ করেন। তদ্বশতই সকসন্ জাতীয়েরা দিনামারদিগের উপর জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ যুদ্ধে তাঁহার সহোদর

আল্‌ফ্রেড।

অস্ত্রাঘাতে নিহত হইবাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সকলেই আল্‌ফ্রেডের মস্তকে রাজমুকুট-প্রদানে সম্মত হইলেন; কেননা তৎকালে সুযোগ্য ব্যক্তির মস্তকে রাজমুকুট অর্পিত না হইলে ইংলণ্ড কোন ক্রমেই দুর্দ্দম্য দিনামার জাতিদিগের হস্তহইতে রক্ষা পাইত না। অধিকন্তু রোমের প্রধান যাজকগণ অত্যন্ত সম্ভ্রমের আস্পদ; তাঁহারা যাঁহার মস্তকে রাজমুকুট প্রদান করিতেন তাঁহাকেই রাজা বলিয়া সকলকে শিরোধার্য্য করিতে হইত। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে আল্‌ফ্রেড রোমের প্রধান যাজকদ্বারা রাজোপাধি প্রাপ্ত হন, তদ্বিধায় তাঁহার রাজ্যাধিকার-প্রাপ্তি বিষয়ে সকল আপত্তিই খণ্ডিত হইয়াছিল।

আল্‌ফ্রেড প্রতিদিবসকে তিন অংশে বিভাগ করিয়া তাহার এক অংশ অর্থাৎ আট ঘণ্টা কাল নিদ্রা ও শরীর সেবা বিষয়ে ব্যয়িত করিতেন, দ্বিতীয় অংশ রাজকার্য্যের নিমিত্ত নিযোজিত করিতেন, এবং তৃতীয় অংশ ধর্ম্ম ও শাস্ত্র চিন্তায় নিক্ষিপ্ত করিতেন। পরন্তু তাঁহার রাজত্ব-কালে ইংরাজেরা অত্যন্ত অসভ্য ছিল ও সময়-নিরূপণের কোন বিহিত উপায় করিতে পারে নাই, ঘড়ীরও সৃষ্টি তখন হয় নাই; এই প্রযুক্ত আল্‌ফ্রেড বাতি জ্বালাইয়া রাখিতেন, তদ্দ্বারা যথাযথ সময় এক প্রকার পরিজ্ঞাত হইত।

একদা তিনি বৈরি-পক্ষের নিগূঢ় অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত উদাসীনের বেশধারণপূর্ব্বক অতিপ্রচ্ছন্নবেশে শত্রুদিগের শিবিরে উপস্থিত হন এবং সুমধুর সঙ্গীতদ্বারা তাহাদিগকে এতাদৃশ মোহিত করিয়াছিলেন যে তাহারা তাঁহার বুদ্ধিকৌশল কিছুই অবগত হইতে না পারিয়া পরমসমাদরে তাঁহার সমক্ষে আপনাদিগের গোপন কথাসকল প্রকাশ করে। এবম্প্রকারে তিনি সিদ্ধকাম হইয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করত শত্রুদিগকে পরাস্ত করেন। অপর তাঁহার আর এক বুদ্ধিকৌশলের উদাহরণ প্রসিদ্ধ আছে যে দিনামার জাতীয়েরা তাঁহাকে পরাভব করণার্থে লী-নাম্নী নদীর উপরে অসঙ্খ্য রণতরি ও সৈন্য আনয়ন করত সমরসজ্জায় সুসজ্জীভূত হইতেছে ইত্যবসরে আল্‌ফ্রেড উক্ত নদীর বাঁধ কর্ত্তন করিয়া জল বহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাহাতে বিপক্ষপক্ষের সমস্ত তরি নির্জ্জল ভূমিতে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিল; ঐ অবকাশে তাঁহার সৈন্যগণ তাহাদিগকে পরাভূত করে।

যদিও আলফ্রেড তৎকালের নিমিত্ত অসাধারণ পণ্ডিত এবং জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের গরিমা কিছুই ছিল না। ইংলণ্ডের অন্যান্য নৃপতিগণ রাজ্যের শাসন-প্রণালী ভূয়োভূয়ঃ পরিবর্ত্তিত করিলেও তিনি কদাপি ভূতপূর্ব্ব রাজাদিগের ব্যবস্থা-লোপ-করণে উন্মুখ হন নাই। কেবল পার্লিয়মেণ্টের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ কয়েকটী বিশেষ নিয়ম সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে আল্‌ফ্রেড এই কথা বলিতেন যে "ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ যদ্যপি নিরপেক্ষভাবে রাজবিধিসকল রক্ষা করিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে এক্ষণকার সরল লোকদিগের নিমিত্ত কঠিন নিয়মের সমতা করাই ভাল; নূতন ব্যবস্থা কল্পনাদ্বারা তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিবার আবশ্যক নাই। অধিকন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে লৌকিক নিয়মের প্রবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন রাখে না।" এতদর্থে তিনি প্রধানপক্ষীয় লোকদিগকে বাইবল গ্রন্থের দশ আজ্ঞা দর্শাইয়া এই মাত্র বলিতেন "এই আজ্ঞা গুলি প্রতিপালন কর, অন্য নিয়মের প্রয়োজন করিবেক না। প্রবাদ আছে যে তিনি একচত্বারিংশৎ তঞ্চক বিচারপতির প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আসীর নামা সুবিজ্ঞ পণ্ডিত তাহা অমূলক বলিয়া প্রবাদ করেন।

আল্‌ফ্রেডের তুল্য জ্ঞানী, বিচক্ষণ, ও পরাক্রমশালী রাজা প্রাচীনকালে বিলাতে কেহ হয়েন নাই, তিনি সক্‌সন্‌-বংশের কুলপ্রদীপ ছিলেন; এবং পণ্ডিতসমাজের ভূষণস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বত্র আদরণীয় ছিলেন। তিনি বহু দেশহইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে আপনার সভায় আহ্বান করিতেন, এবং তাহাদিগদ্বারা দিগ্‌দেশীয় বিবিধ সংবাদ পরিজ্ঞাত হইতেন। ঐ সমস্ত ধীরাগ্রগণ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে আসীর, জহানীস, য়রিজীনা, ও গ্রিম্‌বল্‌ড তাঁহার রাজসভা সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে সুধীবর জহানীস্‌ কিয়ৎ কাল আশিয়া-রাজ্যে ভ্রমণ করেন, তদর্থে তিনি

প্রসঙ্গক্রমে আলফ্রেড ভূপালকে বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের মলাবার এবং চোলমণ্ডল উপকূলবর্ত্তি, স্থানে এক জাতীয় খ্রীষ্টমতাবলম্বী লোক আছে তাহারা খ্রীষ্ট যে ভাষায় কথা কহিতেন তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকে। ভূপাল আল্ফ্রেড এতদ্বিষয়ে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন, এবং তথাকার ভূগোলবিবরণ অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় বলিয়া বিশপ্ উপাধিবিশিষ্ট এক যাজক এতদ্দেশে প্রেরণ করেন; তাঁহার নাম বিশপ্ সুইড্হেলম্। তৎপূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোকেরা এতদ্দেশের কোন বৃত্তান্তই পরিজ্ঞাত ছিল না। ফলতঃ প্রোক্ত যাজক এতদ্দেশবাসিদিগের রীতি চরিত্র প্রকৃষ্টরূপে অবগত হওনানন্তর কতক গুলি এতদ্দেশীয় আশ্চর্য্য মুক্তা মাণিক্য এবং অন্যান্য দ্রব্য সঙ্গ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তদ্দ্বারা নব শত খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের নিকট পরিচিত হইয়াছিল।

ইতিহাসজ্ঞ কোন প্রাচীন পণ্ডিত সন্দেহ করিয়া লিখিয়াছেন যে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে "যিনি ২২ বৎসর-বয়ঃক্রম-কালে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত ৫৩ টা যুদ্ধ করেন; এবং উৎসন্নীভূত ইংলণ্ড রাজ্যকে পুনর্ব্বার সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করেন; তিনি এই অল্পকালের মধ্যে এবং অত্যন্ত অসুস্থাবস্থায় কি প্রকারে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।" সে যাহা হউক আলফ্রেড ইংলণ্ডের এক প্রধান রাজা ও প্রবল পরাক্রান্ত ইংলণ্ডের গৌরবের হেতু এবং তদ্দেশবাসীদিগের বিদ্যা ও সভ্যতার অদ্বিতীয় কারণ ছিলেন, তাঁহার এ প্রশংসা ভূমণ্ডলে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে।

পদ্মরাগ মণি।

কোথায় কোকনদকান্তি রক্তরশ্মিপ্রতীকাশ পদ্মরাগ মণি, আর কোথায় সামান্য মৃৎপিণ্ড! বস্তুতঃ এতদুভয়কে অভিন্ন পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করিলে সাধারণসমীপে বক্তাকে অবশ্যই উপহাসাস্পদ হইতে হয়, সন্দেহ নাই। হীরক অতি অমূল্য নিধি; বিষ্ণু তাহার প্রোজ্জ্বল কান্তিতে মুগ্ধ হইয়া কৌস্তুভমণি বলিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন; তাহাকে অকিঞ্চিৎকর কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার বলিলে কে তৎপ্রতি বিশ্বাস করিতে পারে? পরন্তু সত্যের পর মহৎ আর কিছুই নাই। অনেক সুবিজ্ঞ আকরজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণ বহু অনুসন্ধানদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে হীরা কয়লা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং এতৎ পত্রে পূর্ব্বে তাহার বর্ণন করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই রূপ গোমেদক, নীলকান্ত, ও পদ্মরাগ মণিকে পার্থিব পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করাতে কেহ বিবেচনা করিবেন না যে আমরা অলীক বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ফলে সুবিজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়গণকর্তৃক বাস্তবিক সপ্রমাণিত হইয়াছে যে এলুমিনা নামক পার্থিব পদার্থ, যাহাতে ফটকিরি উৎপন্ন হয় এবং যাহা সামান্য চিক্কণ মৃত্তিকার সারভাগ, তাহাই ইহার আদিম পদার্থ, ঐ আলুমিনা পদার্থ শ্বেতবর্ণ, তাহাতে কিঞ্চিৎ চূর্ণ, লোহার মরিচা লাগিলেই পদ্মরাগ মণি উৎপন্ন হয়। ঐ পদার্থ ত্রয়ের যে পরিমাণে পদ্মরাগ উৎপন্ন হয় তাহার নির্দ্দেশ যথা,

আলুমিনা	৯৮৫
লৌহ মরিচা	১০
চূর্ণ	৫
	১০০০

এই মিশ্রপদার্থের সামান্য নাম কুরণ্ড বা কুরুম পাথর। ইহার বর্ণ মরিচার সদৃশ, এবং লৌহ অস্ত্র মার্জন করিবার নিমিত্ত ইহা প্রচুরপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ঐ কুরুম পাথরের বর্ণের ও উজ্জ্বলতার ভেদে অনেক গুলি মণি উৎপন্ন হয়; তদ্যথা রক্তাভ কুরণ্ড পদ্মরাগ; নীলরঙ্গের কুরণ্ড নীলকান্ত বা ইন্দ্রনীল অথবা ইন্দীবর: এবং পীতাভ কুরণ্ড গোমেদক। এই সকল মণির প্রকৃত পদার্থ এক, কেবল মাত্র বর্ণের ভেদ আছে। রক্তবর্ণ কুরণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাহা জলহইতে চারিগুণ গুরু এবং হীরক ভিন্ন সকল মণিহইতে কঠিন; ফলে পদ্মরাগ-মণি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই নিমিত্ত "মণি" শব্দে বিখ্যাত হইয়াছে।

কুরণ্ড-বর্গীয় মণিমধ্যে পদ্মরাগ বৃহৎ, দীর্ঘাকৃতি, সুদৃশ্য, এবং নিষ্কলঙ্ক হইলে অমূল্য রত্ন বলিয়া বিশেষ আদরণীয় হয়, এবং তাহা হীরক অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। হীরা ব্যতীত ইহাহইতে আর কোন পদার্থ কঠিনতায় শ্রেষ্ঠতর নহে। ইহা বিদ্যুৎপ্রবণ অর্থাৎ ইহাকে ঘর্ষণ করিলে ইহা তড়িৎবিশিষ্ট হয়। এবং ঐ বিদ্যুদবস্থা বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। ইহা নদী, ভূগর্ভ, ও পর্ব্বত চূড়ায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পদ্মরাগ ও নীলকান্ত মণি যে খনিহইতে আবিষ্কৃত হয়, সেই স্থানে বা তাহার সন্নিহিত স্বর্ণের আকর অবশ্য দেখা যায়।

সামান্য কুরণ্ড ধাতু ও প্রস্তর পরিষ্কারার্থ বিশেষ উপযোগী হয়,এবং তাহা নাক্‌স দ্বীপে ও ইউরোপের অপর কোন২ অংশে বাহুল্যরূপে উৎপন্ন হয়। নিউ ইয়র্ক ও মর্শি নামক স্থানে রক্ত কুরণ্ড অস্বচ্ছ-বটিকা অবয়বে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পরিষ্কৃত করিলে অতি সুন্দর রূপ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু উজ্জ্বলতা ও জ্যোতির অভাব প্রযুক্ত তাহা ভূষণের সহিত অঙ্গে কেহই ধারণ করে না। উৎকৃষ্ট পদ্মরাগ আবা, শিয়াম, সিংহল ও পেগু নামক স্থানে প্রাপ্তব্য, তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম দেশে, বর্ণিও সুমাত্রা দ্বীপে এবং ব্রেজিল প্রদেশেও তাহা আছে। পরন্ত ব্রহ্মদেশের মণি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং তন্নিমিত্তই তথাকার সম্রাটের এক প্রধান উপাধি "রত্নেশ্বর" হইয়াছে। তৎসদৃশ সুন্দর এবং মনোহরকান্তি মণি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কিংবদন্তী আছে যে ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা বিশেষ সাবধানতাপূর্ব্বক তদ্দেশীয় মণির আকর রক্ষণ করিয়া থাকে; কোন ক্রমেই তথায় ইউরোপীয়দিগকে গমন করিতে দেয় না। অপর তাহাতে প্রজাদিগেরও কোন স্বত্ব নাই; ব্রহ্মদেশীয় নৃপতিই তাহার একেশ্বর অধিকারী। তদ্ধেতু আকরহইতে যে সকল পদ্মরাগ সঙ্গৃহীত হয় তাহা রাজভাণ্ডারে প্রেরিত হইয়া থাকে। আকরে উত্তম মণি আবিষ্কৃত হইলে প্রধান বর্গীয় লোকেরা সমারোহপূর্ব্বক তদ্দর্শনে গমন করেন। অষ্ট্রিয়াহইতে কতকগুলি পদ্মরাগ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা ব্রহ্মদেশীয় পদ্মরাগ সদৃশ সমুজ্জ্বল বোধ হয় নাই। পদ্মরাগের বর্ণ উজ্জ্বল গোলাপিহইতে গাঢ় রক্তবর্ণ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যাহার বর্ণ কপোত-শোণিত-সদৃশ তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও বহুমূল্য। ধূর্ত্ত মণিকারগণ এক জাতীয় রক্তাভ স্ফটিককে প্রকৃত ভারতবর্ষীয় চুনি কহে। কিন্তু সুচতুর ক্রেতাগণ তাহাদিগের ঐ ধূর্ত্ততা অনায়াসেই ব্যর্থ করিতে পারেন, যেহেতু প্রকৃত পদ্মরাগ অতিশয় কঠিন, হীরা ভিন্ন অন্য কোন মণিদ্বারা অঙ্কিত হয় না, অন্য মণি নীলকান্ত মণিদ্বারা অনায়াসে অঙ্কিত হয়।

পদ্মরাগ মণি ২০ হস্ত মৃত্তিকার নিম্নে প্রাপ্ত হওয়ায় কোন কোন স্থলে নদীর বালুকায়ও উহা দৃষ্ট হয়। উহা আকরহইতে তুলিবার সময় নির্ম্মল থাকে না। লৌহ চক্রে হীরকের চূর্ণ দিয়া মার্জন করিলে ইহার প্রকৃত কান্তি ব্যক্ত হয়। তৎপর

তীব্র বালুকাদ্বারা তাম্রের চক্রে ঘর্ষণ করিলে চমৎকার প্রভা নির্গত হয়।

নির্ম্মল পদ্মরাগমণি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; অপর কোন মণিই তদ্রূপ দুষ্প্রাপ্য বোধ হয় না। পরন্তু মলা বা দাগ বিশিষ্ট চুনী অনেক দেখা যায়; তাহার মূল্য অধিক নহে। ভারতবর্ষে যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট পদ্মরাগ মণির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে "লালজলালী" নামক মণি সর্ব্বশ্রেষ্ঠমধ্যে গণ্য। তাহা বহুকাল অযোধ্যার এক ভূপালের নিকট ছিল। উহাতে দিল্লীশ্বর জলালুদ্দীনের নাম খোদিত আছে। ঐ মণি কপোত অণ্ডাকৃতি, ও অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়।

উপরে বর্ণিত মণি অপেক্ষা বর্ত্তমান ফরাসীরাজ-মুকুটের শোভার্থ যে পদ্মরাগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা ফ্রান্স দেশের কহিনুর বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, কারণ তাহা চুনী মধ্যে অদ্বিতীয়। উহা ড্রাগণ নামক কল্পিত সর্পের আকার বিশিষ্ট।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার অলঙ্কার মধ্যে দুই খণ্ড মাণিক্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কৃত্রিম, প্রকৃত চুনী নহে।

তাবরণীয়র নামা কোন পর্য্যটক পূর্ব্বে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে বিজয়পুরের মহারাজের শিরোভূষণ কিরীটাগ্রে এক খণ্ড স্থূল পদ্মরাগ অত্যন্ত প্রতিভান্বিত ছিল; তাহা অন্ধকার গৃহে প্রদীপ্ত হইত।

ব্রহ্মদেশের ভূপালের নিকট কপোতডিম্বাকৃতি ঐ প্রকার আর একটী পদ্মরাগ আছে। তাহাও অতি আশ্চর্য্য। পরন্তু তাহা ইংরাজদিগের দৃষ্টিপথে কদাপি পতিত হয় নাই; তন্নিমিত্ত তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন।

প্রাচীন রোম ও গ্রীসদেশীয় লোকেরা এতদ্দেশহইতে মণি লইয়া যাইত। থিওফ্রাষ্টস্ ও প্লিনী স্বস্ব গ্রন্থে দুই চমৎকার ভারতবর্ষীয় মাণিক্যের বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ মাণিক্যহইতে রাত্রিতে প্রোজ্জ্বল নিভা নির্গত হইত। প্লিনী লিখিয়াছেন যে ইথিয়পীয় লোকেরা সির্কাতে চতুর্দ্দশ দিন মণি নিমজ্জিত করিয়া রাখিত, তাহাতে তাহার উত্তম বর্ণ হইত।

কোন কোন জাতি মধ্যে ঈদৃশ সংস্কার ছিল যে পদ্মরাগ বা অন্য কোন মণি অঙ্গে ধারণ করিলে নানা ব্যাধির প্রতীকার হইত। গল্প আছে যে পদ্মরাগ ধারণ করিলে মনুষ্য দুঃখ, চিন্তা, মারীভয় ও ভূত প্রেতের আপৎহইতে রক্ষা পায়; অপর ইহাদ্বারা মনুষ্য সুস্থ থাকে ও সর্ব্বদা মন প্রসন্ন হয়; অধিকন্তু ধারকের আসন্ন আপদ্ হইলে ইহার বর্ণ মলিন হয়, ও আপদ্ বিগত হইলে উহা আপন স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে এপ্রকার বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক।

ইতিহাসাদি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ফিনিশীয় লোকেরা আরবদেশহইতে ভারতবর্ষীয় অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় পদ্মরাগ স্বদেশে ও মিসর রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। হোমর কবি লিখিয়াছেন যে জুনোর শ্রুতিপুট মণিময় কর্ণফুলদ্বারা সুভূষিত ছিল। এতদ্দেশীয় পৌরাণিক আখ্যানে ও বেদের মধ্যে দৃষ্ট হয় যে তাহা পূর্ব্বাবধি দেবতাদিগেরও মনঃ বিমোহিত করিয়াছিল। আনাক্রিয়ন স্বকৃত কাব্যে খ্রীষ্ট জন্মাইবার ৪০০ অব্দ পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় মাণিক্যের অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে অয়স্কান্ত মণির উত্তাপদ্বারা যে অনল উৎপন্ন হয় তাহাতে গ্রীসদেশীয় দেবতাসকল পরিতুষ্ট হইতেন। তৎপ্রযুক্ত প্রাচীন গ্রীক লোকেরা অভীষ্টদেবতার প্রীতিপ্রাপ্ত্যর্থে অয়স্কান্ত মণির অনলে হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিত। তাহাদিগের এরূপ বোধ ছিল যে কোন কোন

গ্রহের কোন অনির্ব্বচনীয় প্রভাবের গুণে স্বতঃ মাণিক্যের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইদানীং রাসায়ন ও আকর বিদ্যার বিশেষ ঔৎকর্ষ্য হেতু উল্লিখিত গ্রহের প্রভাবের প্রতি আর কেহ বিশ্বাস রাখেন না।

প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে থিওফ্রাষ্টসের কল্পনা গ্রাহ্য; কেননা তিনি পদ্মরাগ মণিকে মৃণ্ময় পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই রূপ অনুমান ছিল যে মরকতহইতে স্বভাবতঃ এক প্রকার স্বেদ বিগলিত হয় তদ্দ্বারা মরকত রঞ্জিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক তাহা কিছুই নহে। পূর্ব্বকালের ইউরোপের পণ্ডিতগণ অব্যবহার হেতু মণি বিষয়ে অনেক ভ্রান্তিমূলক বিবরণ লিখিয়াছিলেন। হিরোডোটস্ মরকত মণি বলিয়া এক প্রস্তরের বর্ণনা করেন বাস্তবিক তাহা মরকত নহে, সূর্য্যকান্ত মণি বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। রোমরাজ্যে সর্ব্বাদৌ ইহার ব্যবহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা মিসর গ্রীস প্রভৃতি জয় করিলে ইহার প্রীতি অনুরাগ বর্ত্তিয়াছিল। লুফন নামা কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে সুপ্রসিদ্ধ ক্লিয়পেতরা সিজরের সহিত সাক্ষাৎ-কালে যে কূর্ম্মাবরণ নির্ম্মিত গৃহের মধ্যে অপেক্ষা করিতে ছিলেন, ঐ গৃহের দেয়াল মাণিক্যদ্বারা খচিত ছিল। তন্মধ্যে মরকত ও গোমেদক অধিক ছিল। অপর প্রবাদ আছে উল্লিখিত বরাঙ্গনা আন্তনীর সমক্ষে ১,৫০,০০০ টাকা মূল্যের এক চুনি দ্রব করিয়া তাহা পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বর্ণনা নিতান্ত অমূলক।

মিসরীয় লোকেরা তলমীর রাজ-শাসন-কালে নীলকান্তাদিমণি বাহুল্যরূপে ব্যবহার করিত, তাহা অপ্রামাণ্য বলা যায় না।

নীলকান্তমণি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে নীলকান্তমণি ও পদ্মরাগ একই পদার্থে উৎপন্ন হয়। কেবল বর্ণে পৃথক্। পরন্তু ইহা শনি দেবতার প্রস্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই নিমিত্ত এতদ্দেশে বিশ্বাস আছে যে ইহা নিকটে রাখিলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে; পরন্তু বিলাতে তদ্বিপরীতে ইহা মঙ্গলপ্রদ বলিয়া মান্য ও খ্যাত আছে। মুসলমানেরা মনে করেন যে কোন কোন নীলকান্তমণি মঙ্গলপ্রদ, অপর অনিষ্ট কর।

স্বইদন দেশের রাজা তৃতীয় গস্তবস্ রূষের মহাসম্রাটকে একখানি অমূল্য রত্ন উৎকৃষ্ট নীলকান্তমণি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মনোহর কান্তি রাত্রি ও দিবসে সমানরূপে প্রতীয়মান হইত। অষ্ট্রিয়-মহারাজের অধীনে কয়েক সুলক্ষণাক্রান্ত মণি আছে তাহাও পূর্ব্বোক্ত মণির তুল্য কান্তি সম্পন্ন।

প্রকৃত নীলকুরুণ্ড রাত্রিকালে এবং দিবসে সমান রূপে দীপ্তি প্রকাশ করে; এবং তাহা সিংহল দ্বীপেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা পদ্মরাগহইতে স্থূল হয়। প্লিনী, এরিষ্টটল্ থিওফ্রাষ্টস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক প্রকার নীলকান্তমণির বৃত্তান্ত বর্ণন করেন তাহাহইতে কাঞ্চনের আভা নির্গত হইত। তাহা প্রকৃত নীলকান্ত নহে; লাপিস লাজুলি জাতীয় মণি মধ্যে এক প্রকার আগ্নেয় প্রস্তর আছে, তাহাহইতে ঐ জ্যোতিঃ নির্গত হয়। পদ্মরাগ অপেক্ষা নীলবর্ণ কুরুণ্ড স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীনদেশে চারি শত ধান্য পরিমিত একখণ্ড নীলকান্তমণি আছে, তাহার মূল্য ৪০,০০০ সহস্র মুদ্রা। কিন্তু ঐ পরিমাণের এক খণ্ড প্রকৃত পদ্মরাগের মূল্য শ্রবণ করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। বস্তুতঃ উহা নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ হইলে ২০,০০,০০০ টাকা অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে।

মার্কপোলো নামা প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী লিখিয়া-

ছেন যে ভারতবর্ষহইতে যে সকল নীলকান্তমণি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রাচীন পারস্য জাতীয়েরা হিন্দুদিগের রীতি নীতি অনুকরণে অনুরক্ত ছিল। তদ্ধেতুক পারস্য দেশের ভূপালগণ এতদ্দেশীয় মণিমাণিক্য বাহুল্য রূপে ব্যবহার করিতেন। প্রবাদ আছে যে পারস্য-জাতীয়েরা কোন নৈসর্গিক ঘটনা প্রযুক্ত নীল কুরুণ্ডের প্রত্যভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিল; অর্থাৎ একদা ভয়ঙ্কর ভূকম্পনদ্বারা তত্রত্য একটী পর্ব্বত দ্বিধাকৃত হইয়াছিল। তাহাতে পর্ব্বতের উদরস্থিত অমূল্য রত্নরাজি বহিষ্কৃত হয়। তদুপায়ে তত্রত্য লোকেরা বহু রত্ন লাভ করিয়াছিল।

পুষ্পরাজ। পদ্মরাগের তৃতীয় অবান্তর পুষ্পরাজ। পঞ্চাশত্ অব্দ পূর্ব্বে ঐ মণি অত্যন্ত ব্যবহৃত হইত। কিন্তু অধুনা আর তাহার প্রতি তাদৃশ অনুরাগ নাই। উহা সর্ব্বত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু উহা সচরাচর নির্দ্দোষ দৃষ্ট হয় না। ইহা নানাবর্ণে ঘটিয়া থাকে; কিন্তু উহার স্বাভাবিক বর্ণ পীত ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ব্রেজিল প্রভৃতি স্থানে নির্ম্মল পুষ্পরাজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্ভিন্ন আলাবাস্কা, সিংহলদ্বীপ, আশিয়া, মাইনর, পিরু ইত্যাদি স্থানে উহা যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। এতদ্দেশে পুষ্পরাজ শব্দের অপভ্রংশে "পোকরাজ" শব্দ চলিত হইয়াছে। উহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে তাহার পীত বর্ণ বিগত হইয়া শ্বেত হইয়া হীরকের সদৃশ হয়; এই নিমিত্ত অল্প মূল্য অলঙ্কারে হীরকের পরিবর্ত্তে তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রীকজাতীয়েরা লোহিত-সাগরস্থ টোপাজিয়ন নামক দ্বীপে সর্ব্বাদৌ ঐ মণি প্রাপ্ত হয়। তদ্ধেতু উহা "টোপাজ" নামে ইউরোপে খ্যাত আছে। প্রাচীন মিসরীয় গ্রীক ও অন্যান্য জাতিমধ্যে ইহাতে নামাঙ্কিত করিবার পদ্ধতি বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ ছিল। পম্পেয়াই ও অন্যান্য স্থানহইতে অদ্যাপি যে সকল পুরাতন মুদ্রা বা অন্য কোন মণি দৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে রোমীয় ও গ্রীকদিগের স্বজাতীয় চিত্রকীর্ত্তি পরিদৃশ্যমান আছে। এড্রিয়ন্ সম্রাটের একটী নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক ছিল, প্লিনী লিখিয়াছেন যে তাহা ইজিপ্ট দেশীয় আলাবাষ্টরের খনিহইতে উদ্ভূত হইয়াছিল।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।
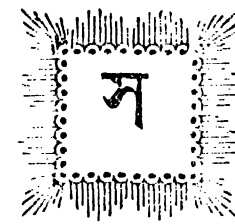
সর্ব্বার্থসঙ্গ্রহ। ইহা একটী মাসিক পত্র, এবং রমণীয় উপন্যাস সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব বিজ্ঞান ও নীতি সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান এবং শিল্প-শাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করাই ইহার উদ্দেশ্য; ফলে রহস্য-সন্দর্ভের যে সঙ্কল্প, ইহারও সেই সঙ্কল্প। পরন্তু পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুমাত্র নাই। বঙ্গদেশের মঙ্গল কামনাই উভয়ের উত্তেজক, এবং যথাসাধ্য তাহার সাধনই উভয়ের সঙ্কল্প, অতএব আমরা নূতন পত্রটিকে সহযোগীস্বরূপে পাঠকদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিতেছি। ইহার যে দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভরসা হয় যে যথার্থ পরিশ্রম করিলে সম্পাদক সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন।

২। উর্ব্বশীনাটক। দ্বিজতনয়াপ্রণীত। এই পুস্তক খানি আদ্যান্ত পাঠ করিয়াছি। কোন বিশেষ উৎকৃষ্টতাবিষয়ে ইহার অভিযোগ নাই; অভিনয়েরও ইহা উপযুক্ত নহে, কারণ গ্রন্থকর্ত্রী নাটকের অভিনয়, বোধ হয়, কদাপি দেখেন নাই, এবং কি প্রণালীতে নাটক রচিত হইলে তাহা রঙ্গস্থলে বিশেষ মনোরঞ্জক হয় তাহা জ্ঞাত নহেন। পরন্তু ইহাতে তাঁহার কোন নিন্দা নাই। বর্ত্তমান কালে

বঙ্গীয় অতি অল্প নাটককর্ত্তা সে বিষয়ে বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা অভিনয় দর্শন করিয়াও তদ্বিষয়ে অজ্ঞ থাকায় গ্রন্থকর্ত্রীর অভিনয় বিনাদর্শনে তাহার নিয়ম জ্ঞাত না হওয়া কোন মতে দূষ্য বোধ হইবে না। প্রচলিত মুদ্রিত নাটকের অনুকরণে বর্ত্তমান পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে এবং তাহাতে নাটকের যে সকল লক্ষণ রক্ষা করা হইয়াছে তাহা প্রত্যুত প্রশংসার যোগ্য। পরন্তু ইহার প্রধান প্রশংসার কারণ ইহার প্রণেত্রী। তেঁহ অশিক্ষিতা হিন্দুমহিলা; শাস্ত্রবিষয়ে তাঁহার কোন অধিকার বা জ্ঞান নাই। কোন রূপে বর্ণ পরিচয় হইলে প্রায় নিরবলম্ব স্বচেষ্টাদ্বারা অবকাশমতে ভাষা পুস্তক পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া গ্রন্থপ্রণয়নে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন, এবং তৎসাহায্য যে পুস্তক গ্রন্থন করিয়াছেন, ও তাহা যে প্রকার সংলগ্ন ও সদ্ভাবপূর্ণ হইয়াছে তাহা অনেক সুশিক্ষিত পুরুষের রচনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহাই তাহার ধন্যবাদের মূলহেতু। সর্ব্বসাধারণে এই পুস্তক ক্রয় করত দ্বিজতনয়ার উৎসাহের বিহিত পুরস্কার করেন ইহা আমাদিগের অভিধেয়। সম্প্রতিকার প্রকাশিত কএক খানি স্ত্রীরচনার প্রতি সাধারণের সন্দেহ হইয়াছে বলিয়া ইহা বক্তব্য যে প্রস্তাবিত পুস্তক প্রকৃত দ্বিজতনয়ার রচনা বটে; তদ্বিষয়ে সংস্কৃত কালেজের কএক জন অধ্যাপক সাক্ষ্য দিয়াছেন, অতএব তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

৩। নানকের জীবন চরিত। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকর্ত্তৃক অনুবাদিত। রহস্য-সন্দর্ভ যে সভার অনুজ্ঞায় প্রকাশিত হয়, এই পুস্তকখানিও সেই সভার আদেশে ও আশ্রয়ে প্রকটিত হইয়াছে, অতএব এ বিষয়ে আমাদের কোন অভিমত প্রকাশ করা অভিধেয় নহে। পরন্তু তাহার বিশেষ প্রয়োজনও নাই, যেহেতু পণ্ডিতপ্রবর গ্রন্থকার মহাশয় বঙ্গীয়পাঠকমণ্ডলী মধ্যে বিশেষ পরিচিত আছেন, তাঁহার প্রশংসা পদ্মের পুনঃ রঞ্জন হইয়া উঠে। প্রস্তাবিত গ্রন্থের আদর্শ স্বরূপে নিম্নস্থ আখ্যানটি উদ্ধৃত হইল।

"একদা গঙ্গার ঘাটে ব্রাহ্মণেরা স্নানান্তর পূর্ব্বাস্য ও দক্ষিণাস্য হইয়া তর্পণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে নানক জলে দাঁড়াইয়া পশ্চিমাস্যে জল ছেঁচিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহার পশ্চিমাস্যে তর্পণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন যে, তাঁহার করতারপুরের ক্ষেত্র পশ্চিম দিকে আছে, তিনি সেই ক্ষেত্রের অভিমুখে জলসেচন করিতেছেন। ইহা শুনিয়া সকলে ঘৃণাপূর্ব্বক এই কথা কহিয়া উঠিল; যে, "করতারপুর বহু শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী। তাঁহার সেচন করা জল কি রূপে তত দূর পৌঁহুছিতে পারিবেক?" নানক উত্তর করিলেন, "তবে তোমরা ইহলোকহইতে জলসেচন করিয়া লোকান্তরগত পূর্ব্বপুরুষগণের তৃপ্তি জন্মাইবার আশা করিতেছ কেন?"

৪। বিবিধ দর্শন কাব্য। ইটায়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটহইতে আমরা এই অভিনব কাব্যখানি প্রাপ্ত হইয়া পরম সমাদরে পাঠ করিয়াছিলাম, এবং অবকাশমতে পাঠকবৃন্দের গোচরার্থে কএকটী প্রাঞ্জল সদ্ভাবপূর্ণ পদ্যাবলী উদ্ধৃত করিবার মানসে তাহা চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য কবিতাপ্রিয় ব্যক্তি আমাদিগের অজ্ঞাতে কাব্যখানি অপসারণ করায় আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ করা অসাধ্য হইয়াছে। এতন্নিমিত্ত আমরা গ্রন্থকারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩২ খণ্ড

প্রথম হেনরী এবং মড।
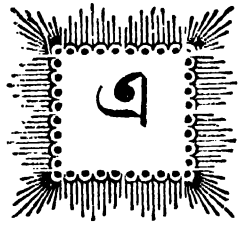
একাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ইংলণ্ড দেশের লোকেরা নরমান্-জাতি-কর্ত্তৃক স্বাধীনতাচ্যুত হইয়া পরাধীনতাবস্থায় অভিভূত হইয়াছিল। বিজিত লোকেরা জয়শীল-ব্যক্তিদিগের প্রতি স্বভাবতঃ অত্যন্ত দ্বেষ ও ঈর্ষ্যা-পরতন্ত্র হওত ক্ষণে ক্ষণে রাজদ্রোহী হইয়া পরাধীনতাপাশ-হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত নানা ঘটনা উপস্থিত করে। নরমান্‌লোকেরা সাক্‌সন্‌দিগকে রাজবিপ্লবে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাদিগের রমণীগণের সহিত নরমান্-বংশীয় কুলীনদিগের উদ্বাহ-সম্পাদনের নিয়ম প্রচলিত করিতে সচেষ্টিত হইলেন; ও অল্প দিনের মধ্যে অধিকাংশ কুলীনবর্গ সাক্‌সন্-ললনাদিগের পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় জাতি মধ্যে ক্রমশঃ সখ্যতা স্থাপিত হওয়াতে যুদ্ধ বিগ্রহের আশঙ্কা দূরীভূত হইল; এবং যুদ্ধ-সময়ে নরমান্‌দিগের বিজয়ী রাজা উইলিয়ম যে সকল সাক্‌সন্ রাজকুমার-গণকে কারাবস্থায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন। এই হেতু সাক্‌সন্-জাতির সহিত নরমান্‌দিগের সখ্যতা স্থাপনের বিশিষ্ট উপায় হয়।

কিন্তু উইলিয়মের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উইলিয়ম রুফস্ রাজ্যে অধিরূঢ় হইয়া পিতৃ-দৃষ্টান্তের অনুগামী না হইয়া বিজিত বংশের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ভূপাল উইলিয়ম যে সকল সম্পদ্বিশিষ্ট সাক্‌সন্-বংশীয় লোকদিগকে কারাবিমুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, রুফস্ পুনরায় তাহাদিগকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিলেন। প্রজার অসন্তোষে নৃপবৃন্দের রাজগরিমা কত কাল স্থায়ী হইতে পারে? যে সাক্‌সন্-বংশের প্রতি আপাততঃ অবমাননা প্রকাশ করত কারাগারে বন্দীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিপক্ষ সাক্‌সন্-রাজকুমারগণ তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে পূর্ব্বোক্ত বন্দিনৃপতিরাই তাঁহার রাজ্যের স্থায়িত্বের কারণ হইয়াছিলেন। এই সমস্ত ভূস্বামীগণ রুফস্‌কে এই বলিয়া তৎকালে সান্ত্বনা করিলেন যে " তোমার পরমাত্মীয় সাক্‌সন্‌দিগের প্রতি বিশ্বাস করা কদাচ উচিত হয় নাই। ইংলণ্ডীয় লোকেরাই তোমার সর্ব্ব প্রকারে বিশ্বাসের স্থল, নিশ্চয় জানিবে।" রুফস্ এই উপদেশ আদৌ অগ্রাহ্য করেন, পরন্তু একদা তিনি প্রাচীন প্রণালীতে সৈন্যদিগকে ব্যূহ-রচনা শিক্ষা প্রদান করিতেছেন ইতিমধ্যে তাঁহার

প্রথম হেনরী এবং মড।

কতিপয় আত্মীয় ব্যক্তি রাজ-বিপ্লব হেতু তদ্বিরুদ্ধে উল্লিখিত সৈন্য-সকলকে আক্রমণ করত তাঁহাকে পরাভূত করিয়া প্রধান নগর ও দুর্গসকল অধিকৃত করে। কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোকেরা প্রথম উইলিয়মের মহত্ত্বতাগুণে এরূপ বশীভূত হইয়াছিল যে তাহারা তৎকালেও রুফসের সকল দোষ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকেই পুনর্বার ইংলণ্ডের রাজা করিল।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল-বিলম্বে তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং তৎপরে প্রথম হেনরী ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন। ইনি "বোক্লর্ক" নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার আধিপত্য-সময়ে সাক্সন্-জাতিকে নিতান্ত অপদস্থ হইতে হয় নাই। তিনি পিতামহের পদ্ধতি অবলম্বনক্রমে সাক্সন্-রমণীগণের সহিত স্বজাতির উদ্বাহ বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতেই সাক্সন্দিগের সহিত নরমান্ বংশের পুনর্বার সৌহার্দ্দ সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বোক্লর্ক

ইংলণ্ডে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জন্মভূমির অতিশয় গরিমা করিতেন, এবং রাজ্যাধিরূঢ় হইয়াই এক ইংলণ্ডীয় অঙ্গনার পাণি-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ রমণী স্কট্‌লণ্ডের অধিপতি তৃতীয় মাল্‌কমের দুহিতা। তাঁহার নাম মাটিল্‌ডা, তাঁহার আর এক নাম মড। তিনি কুমারিকাবস্থায় ক্রিষ্টিনিয়া নাম্নী কোন কামিনীর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন। তথায় কিছু দিন থাকিয়া উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করত বয়স্থা হইয়া উঠিলে জনৈক সম্ভ্রান্ত-বংশীয় কুলীন তাঁহার পাণি-গ্রহণে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মড সে পরিণয়ে অসম্মতা হইয়াছিলেন। যাহা হউক হেনরী বোক্লর্ক তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহাকে দার-পরিগ্রহ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া মাটিল্‌ডা প্রথমতঃ অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপদেশিকা অঙ্গনারা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে এই বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, যে নর্ম্মানেরা পূর্ব্বে সাক্‌সন্-কামিনীকুলের পাণিপীড়ন করিয়াছে তখনই ইংলণ্ডীয় রমণীদিগের জাতীয়-গরিমা খর্ব্ব হইয়াছে। সেই হেতু হেনরী রাজ-কুমারের পাণিগ্রহণে তাঁহার কুলোজ্জ্বলতা ব্যতীত মর্য্যাদা-হানির সম্ভাবনা নাই। পরিশেষে মড বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু নর্ম্মান্-কুলীনগণ ঐ বিবাহে পরাভূত সাক্‌সন্-কুলের বিশেষ প্রাধান্য ও প্রভুত্ব প্রাপ্তি হইবে এই আশ-ঙ্কায় এক অনুযোগ উপস্থিত করেন। তদ্বিশেষ এই যে মাটিল্‌ডা অনূঢ়াবস্থায় বস্ত্রাবরণদ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিতেন। তৎকালে ইংলণ্ডে এই রূপ প্রথা ছিল, যে উদ্বাহ বিমুখী কামিনীরা দেবোদ্দেশে যদি বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে তাহা হইলে তাহাদিগের স্বাধীনত্ব কিছুই থাকিত না; এবং প্রকাশ্য স্থানে এক খণ্ড বস্ত্রদ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখা হইত। সেই হেতু সকলে এই কথা বলিতে লাগিলেন যে মাটিল্‌ডা তপস্বিনী বা উদাসিনী হইয়াছেন; হেনরী তাঁহার পাণি-গ্রহণ করিলে ন্যায় মত কার্য্য করা হইবে না। এই আপত্তি উপস্থিত হইবাতে মাটিল্‌ডা ঐ অভিযোগ খণ্ডনার্থ স্বয়ং প্রধান যাজকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে তিনি উদাসিনী নহেন, তাঁহার পরমাত্মীয় পিতৃব্যপত্নী এই জন্য তাঁহার মুখমণ্ডল বস্ত্রাবরণে আবৃত রাখিতেন যে নর্ম্মান্-বংশীয় কুলীনগণ সর্ব্বদা ইংলণ্ডীয় কামিনীগণের পাণি-পীড়নে উদ্যত হইতেন; ঐ রূপ পাণি-পীড়নে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেন; তন্নিমিত্ত তাঁহার বদন আবরণদ্বারা সর্ব্বদা আবৃত করিয়া রাখিতেন। মাটিল্‌ডার পূর্ব্বোক্ত গূঢ় তাৎপর্য্য শ্রবণ করিয়া প্রধান যাজক আর কোন অভিযোগ শ্রবণ না করিয়া হেনরীকে বিবাহ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; এবং হেনরী অবিলম্বে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

হেনরীর পিতার বর্ত্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রবর্ট পালাষ্টাইনে ধর্ম্ম-যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং তথাহইতে প্রত্যাগমন না করিতেই তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। ঐ অবকাসে বোক্লর্ক জ্যেষ্ঠের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত ভ্রাতার সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটিবায় তাহা নিয়ত গৃহবিবাদে নিবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময়ে সাক্‌সনেরা তাঁহার প্রতি যথোচিত আনুগত্য প্রকাশ করাতে তিনি প্রজাদিগের অনুকূলে অনেক গুলি প্রজারঞ্জক ব্যবস্থাবলীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তাঁহার পৈতৃক কুলের ভূপালগণ তৎকালে ফ্রান্‌স দেশে আধিপত্য করিতেছিলেন। ষষ্ঠ লুইস

হেনরীর অতুল-প্রভাব-দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহার প্রকৃত সদুপায় কিছুই করিতে পারেন নাই; অবশেষে ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুত্রশোকে ও গৃহবিবাদে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া মৃত্যুকর্তৃক সকল দুঃখ ও ক্লেশহইতে মুক্তি লাভ করিলেন।
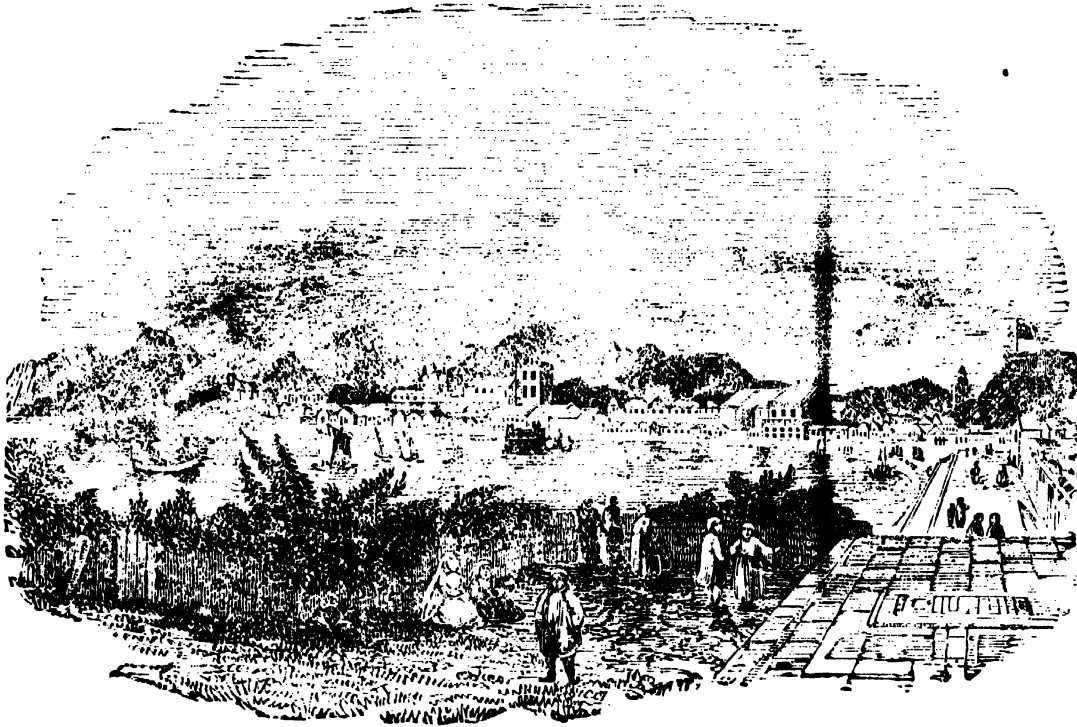
কর্ণাট।
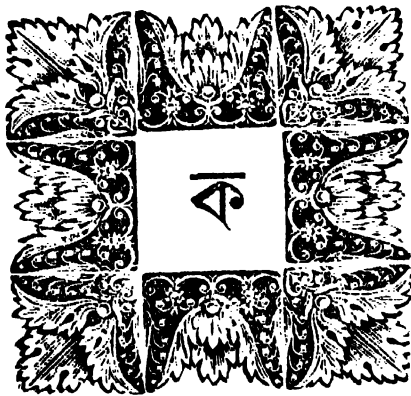
র্ণাট দেশ অতি প্রাচান-কালাবধি দক্ষিণ দেশের এক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তাহার আয়তন দক্ষিণ দেশের প্রায় সমস্ত সীমাপর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অধুনা উল্লিখিত দেশ এতাদৃশ বিলুপ্তদশাগ্রস্ত হইয়াছে যে উহার পূর্ব্বসীমা কোন ক্রমেই অসন্দিগ্ধরূপে নিরূপিত করা যায় না, যেহেতু তাহার সীমায় অধুনা বহুতর রাজবৃন্দের রাজপাট স্থাপিত হইয়া তত্রত্য স্থানসকল ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধিকার বলিয়া পরিচিত হইতেছে। ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতেরা লিখিয়াছেন যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তি জনপদ-সকল কর্ণাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাহা প্রাচীন কর্ণাটের কথঞ্চিৎ অংশমাত্র। বর্ত্তমান কর্ণাট রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত, পূর্ব্ব ও পশ্চিম; তন্মধ্যে পূর্ব্ব কর্ণাটের বিষয়ই এস্থলে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইবে। পশ্চিম দেশস্থ কর্ণাট অর্থাৎ তুলব রাজ্য মলবার রাজ্যের অধীন, অতএব তৎপ্রস্তাব মলবারের ইতিহাসেই পরিসমাপ্ত করা হইবেক।

পূর্ব্বকর্ণাট পূর্ব্বে আরকটের নবাবের অধীনে ছিল; এবং তাহা গণ্টুর-জনপদহইতে কুমারিকা অন্তরীপ-পর্য্যন্ত দীর্ঘে ৫৩০ জ্যোতিষি ক্রোশ নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইংরাজদিগের কর্ণাট-রাজ্য অধিকার করিবার পূর্ব্বে উহার দক্ষিণ ভাগ অনেক গুলি পল্লীগার নৃপতিবৃন্দের অধীনে থাকাতে উক্ত রাজ্য তল্লিবেলী, মাদুরা, মারওয়া, পল্লিগার, ত্রিচিন্নপল্লী, তাঞ্জোর প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অপর মধ্যস্থানে ভলকণ্ডা, পালামকোট্ট, ঝিঞ্জী, বান্দেলা, কঞ্জী, বেনূর, সিংলিপট, চন্দ্রগিরি, সর্দ্দমিলী, নেল্লূর, ও তাহার প্রধান নগর মান্দ্রাজ, পণ্ডিচরী, আরকট, ওয়ানাদাবাদ, বেনূর, কদানুর, কদালোর, ঝিঞ্জী, পলিকট, চন্দ্রগিরি, এবং নেলুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। উত্তর কর্ণাটে বিখ্যাত অন্ধ্রুরাজাদিগের সঙ্গম নামক রাজপাট ছিল। এতদ্রাজ্যে কাবেরী, পেন্নার,* বগারু, ও পনার এই চারিটী নদী বিশেষ প্রসিদ্ধ; এবং তাহা ঘাট-পর্ব্বত-হইতে উদ্ভূত হইয়া নদী ও সাগরে মিলিত হইয়াছে। প্রোক্ত ঘাট পর্ব্বত পূর্ব্ব ও পশ্চিম কর্ণাট-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী থাকাতে ঐ উভয় কর্ণাটের স্বতন্ত্ররূপে ঋতু পরিবর্ত্তিত হয়।

অন্যান্য উষ্ণমণ্ডলস্থ দেশের ন্যায় কর্ণাট রাজ্য অত্যন্ত উষ্ণ স্থান; কিন্তু সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তিতা হেতু শীতল বায়ুদ্বারা তাহার উষ্ণতার উপশম হয়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে তথায় অনবরত বারিবর্ষণ হয় ঐ সময়ে এতদ্দেশের ন্যায় প্রবল বাত্যা প্রবহণ হইতে থাকে; আর গগনমণ্ডল মেঘমালায় নিবিড়ান্ধকারাবৃত হয়।

কর্ণাটের অধিকাংশ ভূমি বালুকাময়। তৎপ্রযুক্ত সচরাচর তদ্দেশবাসিগণের অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়া থাকে, এবং কৃষাণগণ যথেষ্ট বৃষ্টিপাত ব্যতীত উত্তম ফল ও শস্যের অধিকারী হয় না।

নগরমধ্যে বা গ্রামপ্রান্তে রাজপথের সন্নিহিত 'চৌলত্রী' নামে পান্থশালা সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। পথিক বা যাত্রিদিগের সেবার নিমিত্ত রাজাদিগের নিয়োজিত ব্রাহ্মণেরা সেই স্থানে সর্ব্বক্ষণ শ্রান্ত পথিকগণকে খাদ্য ও পানীয় আহরণ করিয়া রাখিয়া থাকে। মান্দ্রাজের বিংশ বা পঞ্চবিংশ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত উক্তপ্রকার পান্থশালা সকল গ্রাম ও পল্লীতে দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষের অপর স্থান অপেক্ষায় কর্ণাট দেশে অতি প্রকাণ্ড২ বহুল দেবালয় দৃষ্ট হয়; তাহা ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতা বিষয়ে ভারতবর্ষের লোকদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি সপ্রমাণ করিতেছে। ঐ সকল দেবমন্দির এক নিয়মে নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহার ভিন্নতা প্রায় দৃষ্ট হয় না। অতি প্রকাণ্ড এক চতুরস্র ভূমির উপর চারি দিক্ উচ্চ প্রাচারদ্বারা বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে মন্দির নির্ম্মিত হয়, এবং ঐ দেবালয় বহির্ভাগস্থ সাধারণের কোন মতে নয়নগোচর হয় না। ঐ প্রাচারের চারি দিগে এক এক প্রকাণ্ড দ্বার আছে। ঐ সকল দ্বারের উপরে দুর্গের চূড়ার ন্যায় এক এক প্রকাণ্ড গৃহ আছে; তদ্দ্বারা শত্রুদিগের আগমন-পথ অনায়াসেই প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। কর্ণাট দেশে পূর্ব্বে অসঙ্খ্য দুর্গ ছিল। অনেক বৎসর কর্ণাট-রাজ্য-মধ্যে যুদ্ধ বিপ্লব উপস্থিত না থাকা প্রযুক্ত ঐ সকল দুর্গ অযত্নে ক্রমে ভগ্নাবস্থ হইতেছে। কিন্তু ঐ সকল দুর্গ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত হইবাতে ভগ্নাবস্থাতেও নিরাশঙ্ক, এবং যুদ্ধের অযোগ্য হয় নাই। তথায় অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও হিন্দু লোকের বসতি আছে, অপর জাতীয় লোক অতি অল্প দৃষ্ট হয়। কর্ণাট দেশে উচ্চবংশোদ্ভব মান্যব্যক্তিগণ পঞ্চবন্দম নামক শূদ্রজাতিদ্বারা ক্ষেত্রা-

* ইহার সংস্কৃত নাম উত্তর পিনাকিনী।

দির কার্য্য করাইয়া থাকেন। ঐ কৃষকেরা অসাধারণ পরিশ্রমী এবং ঐ দাসত্বব্যবসায়ই ইহাদের অবলম্বনীয়। মহিসূরের পাদশাহ হাইদর আলী কর্ণাটহইতে ঐ সকল লোকদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

কর্ণাট রাজ্যে গর্দ্দভই অতি সাধারণ পশু বলিয়া গণ্য। বঙ্গদেশের গর্দ্দভসদৃশ উহা অতি খর্ব্বাবয়ব হয়, কিন্তু বর্ণে নানা প্রকার বিভিন্ন হইয়া থাকে। কোন জাতীয় গর্দ্দভ সম্পূর্ণ কৃষ্ণ বা খদির বর্ণ। চেনসুকারী জাতীয় লোকেরা গৃহে গর্দ্দভ প্রতিপালন করে। এতদ্দেশের সদৃশ তাহা ভদ্র গৃহে কদাপি প্রতিপালিত হয় না। ঐ চেনসুকারী জাতি বল্মীক কীট আদি কদর্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করে। উহারা কদাপি এক স্থানে দীর্ঘ কাল বাস করে না।

কর্ণাটের দক্ষিণ ভাগে স্মার্ত্তল জাতীয় ব্রাহ্মণগণের অধিক বসতি। উহাঁরা শিবোপাসক, তজ্জন্য শৈবনামে খ্যাত, এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। মান্দ্রাজ ব্যতীত কর্ণাট রাজ্যে সমস্ত নগর ও পল্লীমধ্যে ব্রাহ্মণদিগের বসতির নিমিত্ত এক এক স্বতন্ত্র ভাগ নিযুক্ত হয়। ঐ স্থানে শূদ্রেরা কদাপি বাস করিতে পারে না।

হুঁকায় তামাকু সেবন কর্ণাট রাজ্যে অত্যন্ত নিন্দনীয়। পরন্তু নস্যের ব্যবহার বাহুল্যরূপে প্রচলিত আছে। অনেকে হুঁকার বিষয় উত্তমরূপ পরিজ্ঞাতও নহে। নীচশ্রেণীস্থ লোকেরা চুরট সেবন করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে তৎসেবনে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। তদ্ধেতুক মান্য পদবীস্থ শূদ্রেরা ঐ আচারের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী হইয়া থাকেন।

কর্ণাট রাজ্যের স্থানে স্থানে খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান, ইহুদী, প্রভৃতি জাতীয়-মনুষ্যের বসতি আছে। প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের সম্যক্ আদর আছে, এবং তাহারা প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতির সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

এই রূপ প্রবাদ আছে, যৎকালে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তৎকালে দক্ষিণ দেশে কর্ণাট রাজ্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল, এবং শালিবাহন নামা ভূপতি কর্ণাটের অধীশ্বর ছিলেন। পরন্তু এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস মধ্যে যথার্থ সময় নিরূপিত না থাকাতে উল্লিখিত শালিবাহন রাজার ইতিহাস সত্য বলা যায় না। যুধিষ্ঠিরের ৩০৪৩ অব্দ গত হইলে বিক্রমাদিত্যের আধিপত্যকাল নিরূপিত হয়। ঐ বিক্রমাদিত্যের ১৩৪ বৎসর পরে শালিবাহনের শকের প্রারম্ভ হয়, সুতরাং তাহার সহিত যুধিষ্ঠিরের সমকালিতা সম্ভবে না। বিক্রমাদিত্যের পঞ্চাশৎ সংবৎগতে দক্ষিণদেশস্থ সুবিখ্যাত অন্ধ্রুরাজাদিগের কর্ণাট ও তৈলঙ্গে আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই অন্ধ্রুরাজারা প্রমারবংশীয় রাজপুত্র এবং বিক্রমাদিত্যের স্বগোত্রীয় ছিলেন। তৎকালে কৃষ্ণানদীহইতে দক্ষিণে ঘাট-পর্ব্বত পর্য্যন্ত কর্ণাটরাজ্য বিস্তৃত ছিল। কোন কোন ইউরোপীয় এবং প্রাচীন রোমের ইতিহাস মধ্যে অন্ধ্রুরাজাদিগের পুরাবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে. কিন্তু তাহা সম্যক্ বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহা হউক পরস্পর-গৃহ-বিচ্ছেদ-বশতঃ অন্ধ্রুরাজবংশ শেষদশায় একেবারে নিস্তেজ হইবাতে ১১২৩ সংবৎসরে সুপ্রসিদ্ধ বল্লালবংশীয় তেজোবন্ত নৃপতিগণের আধিপত্যকালে কর্ণাট-সাম্রাজ্য পুনর্ব্বার মহাপ্রতাপান্বিত হইয়াছিল। মহিশূরে তাঁহাদিগের বেলগাম নামে এক রাজপাট ছিল।

অতঃপর উল্লিখিত বল্লালবংশ লুপ্ত হইলে চোলবংশীয় ভূপালগণের প্রভাব সমস্ত কর্ণাট দেশে বর্ত্তিয়াছিল। তাঞ্জোরহইতে প্রায় বিংশতি জ্যোতিষি ক্রোশ দূরে কুম্ভকোণম্ নামক স্থানে তাঁহাদিগের প্রধান রাজপাট স্থাপিত হয়। তৎকালে কর্ণাটের সীমা পূর্ব্বঘাটহইতে পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং সমস্ত পূর্ব্ব চোরমণ্ডল

উপকূলবর্ত্তি জনপদ চোরমণ্ডল নামে খ্যাত ছিল। ঐ চোল-বংশীয় রাজাদিগের নামাপভ্রংশে অধুনা করোমাণ্ডল শব্দ ইংরাজী গ্রন্থে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। দক্ষিণদেশীয় ঐ চোলনৃপতিদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপ অদ্যাপি কর্ণাটদেশের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। কিন্তু বহুকালপ্রযুক্ত তত্তাবৎ শ্রীভ্রষ্ট ও শোভাহীন হইয়াছে।

১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন যৎকালে দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করেন, সেই সময়ে গফুর নামা কোন যবন কৃষ্ণানদী পার হইয়া সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল-দেবকে পরাভূত করত তাঁহার রাজপাট ধূর-সমুদ্র অধিকৃত করিয়াছিল। তদবধি যবনদিগের দক্ষিণ দেশে প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু এই যবনা-ক্রমণ উপস্থিত হইবার পরেই বিখ্যাত শ্রীরঙ্গ-রায়িল নৃপবংশের কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা কর্ণাট রাজ্যে প্রতাপান্বিত বিজয়নগরের রাজপাট স্থাপিত করেন, এবং কর্ণাট ও অন্য দেশের ভিন্ন ভিন্ন পৃথিবীপালগণ তাঁহাদের আজ্ঞার বশতাপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বহমণী যবন সাম্রাজ্য বিজয়নগরের হিন্দুসম্রাটগণের পরম প্রতিযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। আশু তাহা লোপ হইবাতে বিজয়নগরস্থ ভূপালগণ মহা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ভাগ্যে একতা না থাকাতেই একতাবদ্ধ যবন ভূপালগণ তল্লিকোটা নামক স্থানে হিন্দুদিগকে পরাভূত করিয়া বিজয়নগর ধ্বংস ও শ্রীভ্রষ্ট করে। বিজয়-নগরের আধিপত্য লোপ হইবাতেই দক্ষিণ দেশের হিন্দুদিগের প্রভাব কিয়ৎকালের নিমিত্তে একেবারে বিলুপ্ত হয়, এবং যবনেরা তৎকাল-হইতে কর্ণাটে কিয়ৎকাল স্বাধীনরূপে রাজত্ব করিয়াছিল।

অনন্তর যবনদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইবাতে কোন কোন হিন্দুভূপতি স্বাধীনতা উপলব্ধ করত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ইকরিবংশীয় রাজারা প্রধান ছিলেন। বণিক্ ইংরাজেরা আরমেগণ নামক স্থানে সর্ব্বাদৌ উপনিবাস স্থাপন করিয়াছিল। তৎপর দমর্লা বেঙ্কটাদ্রি নামক হিন্দুভূপালের আদেশক্রমে কথিত বণিকেরা মান্দ্রাজে গিয়া দুর্গ ও নগর স্থাপন করে। তৎকালে উল্লিখিত নগর চেন্নাপট্টন নামে বিখ্যাত ছিল। তৎপরে ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের দ্বারা তাহা ক্রমে মান্দ্রাজ নামে বিখ্যাত হয়। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ নগর একটী ক্ষুদ্র জনপদের রাজপাটরূপে পরিগণিত হইত, অধুনা ইংরাজদিগের অধীনে ফোর্ট সেণ্টজর্জ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

হাইদরাবাদের নবাবেরা কর্ণাট রাজ্যকে আপন অধিকারের অংশ বলিয়া গণ্য করিতেন। যৎকালে নিজাম্ উল্‌মুল্‌ক দক্ষিণ দেশের সুবেদার হয়েন সেই সময়ে সাদৎ উল্লা কর্ণাটের নবাবের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দোস্ত আলী উক্তপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইহারই দুহিতাকে নিজামের মন্ত্রি চন্দা সাহেব বিবাহ করেন। ঐ সময়ে ত্রিচিন্নপল্লীর রাজা কর্ণাটের নবাবের অধীন ছিলেন, কিন্তু রাজস্ব প্রদানে অসম্মত হইবাতে চন্দা সাহেব শ্বশুরের সাহায্যার্থ পূর্ব্বোক্ত হিন্দুভূপালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে হিন্দুবীর্য্য ভারতবর্ষে এতাদৃশ হীনদশাপন্ন হয় নাই যে যবনেরা অনায়াসেই কোন হিন্দু নৃপতিকে রাজ্যচ্যুত করিবেন। দুর্দ্ধিজয় মহারাষ্ট্রীয় ভূপালগণের দর্পে তৎকালে যবনেরা সশঙ্কিত হইত। ত্রিচিন্নপল্লীর মহারাজা যবনাক্রমণ-দর্শনে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তন্নিবারণ হেতু আহ্বান করিলেন, এবং তাঁহাদের বিশালপ্রতাপ মহাসৌর্য্যবান্ হিন্দু নৃপতির শরণাগত হইলেন। তৎপ্রযুক্ত যবন

সুবেদারের মন্ত্রী মহারাষ্ট্রীয় ভূপালের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার ইষ্ট সিদ্ধ হয় নাই; প্রত্যুত তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয় শাণিত অস্ত্রাঘাতে দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; এবং চন্দা সাহেব বন্দীরূপে শত্রুরদেশে নীত হইয়াছিলেন। হাইদরাবাদের অধিপতি এই দুর্ব্বিপত্তি উপস্থিত দর্শনে এক জন অমাত্য অনবরুদ্দীনকে কর্ণাটের শূন্য সিংহাসনের শাসনকর্ত্তৃরূপে প্রণোদিত করেন। ইত্যবসরে চন্দা সাহেব কারামুক্ত হইয়া কর্ণাটে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, অনবরুদ্দীন তৎপদ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব নবাবী পদ গ্রহণার্থ চন্দা ফরাসিদিগকে উত্তরসাধক হইবার নিমিত্ত যথোচিত উপাসনা করিলেন। অতঃপর উভয়পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইবাতে অনবরুদ্দীন সপুত্রক সংগ্রামে নিহত হইলেন। কিন্তু তৎসুযোগেও চন্দা সাহেব কর্ণাটের আধিপত্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন না। যেহেতু ফরাসিদিগের রাজ্যকণ্টক ইংরাজেরা মৃত অনবরুদ্দীনের দ্বিতীয় পুত্রকে পৈতৃক আসনে অভিষিক্ত করণার্থে বিশেষ আগ্রহী হইয়া সমস্ত প্রতিবন্ধক খণ্ডন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। তৎকালে কর্ণাটের রাজপাট আরকট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সুবিশ্রুত ক্লাইব সাহেব ঐ সময়ে আরকট রক্ষার্থ অসাধারণ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। চন্দা সাহেব এজন্য কিছুতেই কর্ণাটের রাজপাট অধিকৃত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে পুনঃপুনঃ সংগ্রামে হতাশ ও পরাভূত হইয়া তিনি তাঞ্জোরের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরন্তু তাঁহার পূর্ব্বের ব্যবহার সকলের অন্তঃকরণে জাজ্জ্বল্যমান ছিল, তৎপ্রযুক্ত তাঞ্জোরের মহীপাল তাঁহার মস্তকচ্ছেদ করিলেন; তাহাতে ফরাসিরা সচকিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এই সন্ধি সমাধা হইলে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ আলী কর্ণাটের নবাব হইলেন।

পরন্তু ফরাসিদিগের মনে মনে দ্বেষানল প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছিল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে পুনর্ব্বার পূর্ব্বকথিত উভয় প্রতিযোগীর পক্ষে সংগ্রামের অনুষ্ঠান হইবাতে ফরাসিরা পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করত অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে লাগিল। দক্ষিণ দেশের সুবেদার ফরাসীদিগকে কর্ণাট রাজ্যস্থিত সরকার প্রদেশ প্রদান করাতে ফরাসীদিগের ভারতবর্ষে বিপুল প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহারা অতঃপর ইংরাজদিগের সেণ্ট ডেবিড্ নামক দুর্গ অধিকার করত মান্দ্রাজের অভিমুখে সৈন্য চালনা করিতে লাগিল। এই অবকাশে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতহইতে কএক দল সেনা প্রেরিত হইলে ফরাসীদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। পরন্তু ঐ বারের যুদ্ধও পূর্ব্ববৎ ইংরাজদিগের মঙ্গলজনক হইয়া উঠিল। ফরাসীরা উপনিবাসহইতে তাড়িত হইল, এবং ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে রাজ্য প্রত্যর্পণ করত সন্ধির প্রস্তাবনা করিল। পরন্তু পূর্ব্বে যে সকল রাজ্য ইংরাজেরা জয়দ্বারা অধিকৃত করিয়াছিলেন তৎতাবৎ বিলাতের সন্ধিদ্বারা প্রত্যর্পিত হইল; এবং ফরাসীরা প্রোক্ত সন্ধির একাদশ প্রকরণানুসারে মুহম্মদ আলীকে কর্ণাটের নবাব এবং সলাবত জঙ্গকে দক্ষিণ দেশের সুবেদার বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এই রূপে কর্ণাটদেশে ফরাসীদিগের প্রভুত্ব নষ্ট হইলে মুহম্মদ আলী তদ্রাজ্যে নিষ্প্রতিযোগীরূপে ঐকাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, পরন্তু তিনি যুদ্ধের ব্যয়সম্বন্ধে ইংরাজদিগের নিকট অনেক টাকা ঋণ লইয়াছিলেন, তাঁহাকে তাহার দায়ী হইতে হইল। সেই প্রযুক্ত অপর ইংরাজেরা তাঁহাকে রাজ্যে পুনর্ব্বার স্থাপন করণার্থে যে আনুকূল্য করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যুপকারপ্রাপ্তি বিষয়ে ইংরাজদিগের আর এক দাওয়া হইয়াছিল। এই উভয় বিষয়ে অর্থ প্রদানে অপা-

রণ হইয়া অষ্টাদশ লক্ষ টাকার এক জমিদারী ব্রিটিশদিগকে অর্পণ করিলেন। ইংরাজেরা ঐ রাজ্যের 'সনন্দ লইয়া দিল্লীর প্রধান সম্রাটের অনুমতি লইয়া তদ্রাজ্যের আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় ইংরাজেরা হাইদর আলীর সহিত সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইবায় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ক্রমশঃ ঋণে আবদ্ধ হইলেন; এবং তাহা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত নবাবকে এই বলিয়া অর্থের প্রার্থনা জানাইলেন যে "তোমার দেশরক্ষার্থ আমাদিগের সৈন্যের যে সকল ব্যয় হইয়াছিল তত্তাবৎ আমাদিগের ঘাড়ে পড়িতেছে। কিন্তু আমরা ঐ অর্থের দায়ী নহি; অতএব এই ঋণ তোমাকেই পরিশোধিত করিতে হইবে।" কর্ণাটের অধীশ্বর এই বিষয় শ্রবণ করত কিছু খিদ্যমান হইয়া ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সহিত এই অঙ্গীকারে সন্ধি স্থাপিত করেন যে তিনি দেশ-রক্ষার্থ ইংরাজদিগকে দশ পণ্টন সৈন্যের ব্যয় রাজকোষহইতে প্রদান করিবেন, এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কর্ণাট রাজ্যের অধিকারী থাকিবেন। পরন্তু ঐ সন্ধি শেষ হইতে না হইতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট পুনশ্চ তাঁহাকে আর এক সন্ধিতে আবদ্ধ করেন, তাহাতে পাঁচ বৎসর কর্ণাট রাজ্য ইংরাজদিগের অধীনে থাকিবেক, এবং ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবাব কিয়ৎ পরিমাণে রাজ্যের আয় প্রাপ্ত হইবেন, ইহাই নির্দ্ধারিত হয়।

এই সন্ধি সমাধা হইবায় নবাব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অতঃপর ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সহিত মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ বিরোধ উপস্থিত হইবাতে তৎসুযোগে কর্ণাটের নবাব সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বাধিকার প্রাপ্তি-বিষয়ে এক আবেদন করেন, এবং উল্লিখিত গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করিবায় নবাব কর্ণাট রাজ্য আপনার অধীনে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে অনেক বাদানুবাদের পর বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের মেম্বরগণ কোর্টে অফ্ ডিরেক্টরদিগের মত অগ্রাহ্য করিয়া নবাবের রাজ্য প্রত্যপণে সম্মতি প্রদান করিলেন; এবং নবাবের ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত বার্ষিক বার লক্ষ টাকা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে প্রদান করিবার আদেশ করেন।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে যৎকালে মহিসূরের সহিত ত্রিবঙ্কুরের রাজার যুদ্ধ উপস্থিত হয় ঐ সময়ে কর্ণাটের অধিকার কোন মতে টীপুর হস্তগত না হয় এই অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কিয়দ্দিবসের জন্য তাহার কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে টীপুর সহিত ত্রিবঙ্কুরের রাজার যুদ্ধ সমাধা হইলে নবাবের সহিত আর এক সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে যট্‌ত্রিংশৎ লক্ষ মুদ্রা নবাবের কোষহইতে ইংরাজদিগকে প্রদান করিতে হইল। তৎসঙ্গে নবাবকে আর কয়েকটী কঠিন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল; অর্থাৎ সন্ধিপত্রে তিনি এই প্রতিজ্ঞায় স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছিলেন যে রাজ্যে কেবল ব্রিটিশসৈন্যসকল রক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিবে; এবং সঙ্গ্রাম উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ-কর্ম্মচারিরাই রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও নির্ব্বাহ করিবেন। অপর ঋণপরিশোধে নবাবের ত্রুটি হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী জনপদ বিনা আপত্তিতে অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন; এবং অতিরিক্ত সৈন্যের আবশ্যক হইলে নবাব অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিবেন। অধিকন্তু অন্য কোন রাজার সহিত তাঁহার বিষয় কার্য্যের কোন সংস্রব থাকিবে না।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ আলী অক্টোবর মাসের ১৫ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে তৎপুত্র উমদৎ উল্ ওমরা তৎপরদিবস পিতার আসন প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতা যে সন্ধি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা এই যুবরাজের পক্ষে

ক্রমশঃ ক্লেশকর ও কঠিনতর হইয়া উঠিল, যে হেতু ইংরাজদিগকে যে বহু অর্থ প্রদান করিতে সন্ধি-পত্রে প্রতিজ্ঞা ছিল, সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন নিমিত্ত প্রতিবর্ষে ঋণের আধিক্য হইতে লাগিল। সুতরাং ঐ কঠিন নিয়ম পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি চেষ্টান্বিত হইলেন। সেই চেষ্টার ফলস্বরূপে আর এক সন্ধিও স্থাপিত হয়; কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। শ্রীরঙ্গপট্টন ধ্বংসীকৃত হইলে যে সন্ধি সমাধা হয় তাহার কিছু দিন পরেই মুহম্মদ আলী বিদ্রোহ-বিষয়ক এক পত্র টীপুকে লেখেন ঐ পত্র হঠাৎ প্রকাশ হয়। ঐ পত্রের স্থূল মর্ম্ম এই যে কোন মতে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের প্রাধান্য না বৃদ্ধি পাইতে পারে। উমদৎ উল্ ওমরা পিতার অবর্ত্তমানে টীপুর সহিত ঐ রূপ পত্রাদি লিখিতেন, কিন্তু বাহ্যে সৌহার্দ্য প্রতিজ্ঞার সকল লক্ষণ রক্ষা করিতেন। অধুনা এই ব্যাপার ইংরাজদিগের গোচর হইবাতে নবাব প্রকৃত দোষী কি না? তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান হইয়া তাঁহার দোষ সপ্রমাণিত হইল। সুতরাং সন্ধিপত্রে কর্ণাট-দেশ-গ্রহণের অগ্রে যে প্রসঙ্গ ছিল, নবাবের দোষ সপ্রমাণিত হইলে ইংরাজেরা তাহার প্রতি নির্ভর করিলেন। কিন্তু ইতি মধ্যে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উমদৎ উল্ ওমরার মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র আলিহোসেন রাজ্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে কোন অভিযোগ উপস্থিত করিলেন না; এবং ইংরাজেরা তাঁহার পিতার বন্ধুত্ব-বিগর্হিত-কার্য্য হেতু তাঁহাকে কেবল বৃত্তিপ্রদানে সম্মত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলে আলি হোসেন তাহাতে সম্মত হইলেন না। অতঃপর মৃত উম্‌দতের ভ্রাতুষ্পুত্র আজিম উদ্দৌলা বৃত্তিগ্রহণে সম্মত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিলেন। এই সন্ধিদ্বারা উপরোক্ত যবন-রাজকুমার কর্ণাটের নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু কর্ণাট-রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। অপর ঐ সন্ধিপত্রে তাঁহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত পদ প্রদত্ত হইল, এবং ঐ পদ তাঁহার বংশাবলী প্রাপ্ত হইবেন না, ইহা লিখিত হইয়াছিল। যাহা হউক ১৮১৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইবাতে তাঁহার পুত্র আজিম জাঃকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই কথা বলিলেন যে, ঐ পদ-প্রাপ্তি-বিষয়ে এক্ষণে আর কাহার অধিকার নাই, ইংরাজেরা যাঁহাকে মনোনীত করিয়া কর্ণাটের নবাব করিবেন তিনিই উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। ফলে অতঃপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই কর্ণাটের নবাব-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বিশেষ কিছুই সন্ধি স্থাপিত হয় নাই।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে আজিম জাঃ পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুত্র মুহম্মদ গৌস নবাবী পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অপুত্রক মৃত্যু-মুখে পতিত হন। ঐ সময়ে কর্ণাটের রাজ্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে আজিম জাঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করাতে গবর্ণমেণ্ট এই প্রত্যুত্তর প্রদান করেন যে ভূতপূর্ব্ব নবাবেরা সৌহার্দ্য সন্ধি ভঙ্গ করিয়া কর্ণাটের অধিকারহইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এক্ষণে কর্ণাটের নবাবী পদ ব্রিটিশ গর্ণমেণ্ট আর কাহাকেও প্রদান করিতে সম্মত নহেন। ইহাতেই কর্ণাটের স্বাতন্ত্র্য এককালে রহিত হয়।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"ভূষণসার ব্যাকরণ। বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত রীতির অনুসারে শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত।" এই পুস্তকের আয়তন কোন মতে বৃহৎ নহে; ইহাতে দ্বাদশপৃষ্ঠা-ভাঁজের ৫৮ পৃষ্ঠা পরিমাণমাত্র পদার্থ আছে, তাহাতে বোধ হয়, এই রহস্যের এক খণ্ডও পূর্ণ হয় না।

পরন্তু ইহার প্রণেতা সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং বঙ্গীয়-সংবাদ-পত্রের সম্পাদক মধ্যে এক জন প্রধান বলিয়া গণ্য। তাঁহার ব্যবসায়ের অনুরোধে তাঁহাকে সর্ব্বদাই বাঙ্গালী রচনায় সময় ক্ষেপ করিতে হয়, এবং নানা প্রকার বাঙ্গালী পত্রের আলোচনাও করিতে হয়। তিনি যে বাঙ্গালী ভাষার বিহিত মর্ম্মজ্ঞ হইবেন ইহা অবশ্য সম্ভাবনীয়। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশও করিয়াছেন; তথা'প্রচলিত বাঙ্গালী ব্যাকরণ-সকলের দোষাবলী বিলক্ষণরূপে আলোচনা করিয়া তেঁহ অল্পমতিদিগের উপকারার্থে প্রস্তাবিত নূতন গ্রন্থের জন্মদানে প্রবৃত্ত হন। তাহার ভূমিষ্ঠ-হওন-সময়েও দুন্দুভি-ধ্বনির কোন মতে ত্রুটি হয় নাই। লিখিত হইয়াছে "গ্রন্থকার-"দিগের অনেকে বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতি রীতির "অনুসরণ না করিয়া সংস্কৃতের অনুসরণ করি-"য়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের প্রয়াস সম্যক "ফলোপধায়ী হয় নাই। যাঁহাদিগের বাঙ্গলা "রীতির প্রতি সমধিক দৃষ্টি ছিল, তাঁহা-"দিগেরও গ্রন্থে কএকটী মারাত্মক দোষ ঘটিয়া-"ছে। কেহ অনাবশ্যক ও বালকদিগের দুর্ব্বোধ "বিষয়দ্বারা গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন; কাহার বা "রচনা এমনি দুরূহ হইয়াছে যে বালকের দূরে "থাকুক বৃদ্ধেরও দন্তস্ফুট করা ভার। এতদ্ভিন্ন "ব্যাকরণজ্ঞেয় অনেক বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই, "আর কতক গুলি বিষয়ের অযথাযথ মীমাংসা করা "হইয়াছে।" অপর গ্রন্থখানি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উৎকৃষ্ট চেষ্টার ফলস্বরূপ, তন্নিবন্ধনই বোধ হয়, ইহার নাম " ভূষণসার " হইয়াছে। এই সকল বিবেচনায় আমরা এই পুস্তকের এক খানি চারি আনা মূল্যে ক্রয় করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমাদিগের অর্থব্যয় উপকারজনক হইয়াছে ইহা কোন মতে অনুভূত হইতেছে না; প্রত্যুত আমাদিগের প্রবিষ্টতা ক্ষমতার অভাব বশতঃই হউক বা পণ্ডিত মহাশয়ের বর্ণনার দুরূহতা বশতঃই হউক, অনেক বিষয়ে আমাদিগকে ক্ষুণ্ণ হইতে হইয়াছে। প্রথম পংক্তিতে গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য শাস্ত্রের লক্ষণই আমাদিগের পক্ষে "বিসমোল্লায় গলত" বোধ হইতেছে। পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন "যাহার দ্বারা বিশুদ্ধ রীতিক্রমে বাঙ্গলা ভাষার লিখন পঠন জ্ঞান জন্মে; তাহাকে বাঙ্গলা ব্যাকরণ কহে।" কিন্তু বাল্যকালাবধি আমরা জ্ঞাত ছিলাম যে ব্যাকরণ শাস্ত্রে শুদ্ধরূপে লিখিবার ও কহিবার জ্ঞান জন্মে, পঠনের কোন লাভ হয় এমত উপদিষ্ট ছিলাম না। অপর মুগ্ধবোধ সংক্ষিপ্ত সারাদি ব্যাকরণে পঠনের বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে এমত কিছুই দৃষ্ট হয় না। বৈদিক পণ্ডিতেরা পঠনের নিমিত্ত "প্রাতিশাখ্য" শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা ব্যাকরণহইতে অনেক অংশে পৃথক্। পাণিনিতে স্বরের বিষয়ে কএকটি সূত্র আছে, কিন্তু তাহা যে ব্যাকরণের অঙ্গ তাহা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নাই। মনে করিলাম, হইতে পারে, যে বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণে পঠনের বিশুদ্ধ রীতি লেখার বিশেষ নিয়ম করা হইয়াছে, এবং সেই ভ্রমে গ্রন্থের আদ্যন্ত সকল পাঠ করিলাম, কিন্তু তথাপি সন্দেহ-ভঞ্জন হইল না। ভূষণসারে বর্ণ, শব্দ, সমাস, সন্ধি, ক্রিয়া, ও বাক্যরচনা, এই কএকটী মাত্র প্রকরণ আছে, তাহার কোন প্রকরণে পঠনের বিশুদ্ধ কি অশুদ্ধ কোন রীতিই নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই; অতএব ব্যাকরণের লক্ষণে "পঠন" শব্দ ভ্রম বই আর কিছুই বোধ হয় না।

ব্যাকরণের লক্ষণ নির্দ্দেশের পরেই পণ্ডিত মহাশয় গ্রন্থের বিভাগ-নিরূপণে লিখিয়াছেন "এই ব্যাকরণে (১) বর্ণ, (২) শব্দ, (৩) সমাস, (৪) সন্ধি, (৫) ক্রিয়া ও (৬) বাক্য রচনা এই সাতটী প্রকরণ আছে;" কিন্তু বর্ণাদি প্রকরণের গণনা করিলে.

ছয়টীমাত্র প্রকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সপ্তমটীর কুত্রাপি নির্দ্দেশ হয় না; অধিকন্তু ঐ সপ্তমটীর অভাব মুদ্রাকরের কি অঙ্গুলি-পঞ্জিকার অপরাধ তাহা নির্দ্দিষ্ট করা দুষ্কর।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্যাকরণের প্রকরণ-ভেদে আমাদিগের আর একটী আপত্তি আছে। তিনি যে কারণে সমাসের পর সন্ধি নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহা কোন মতে সঙ্গত বোধ হয় না। বালকদিগের পক্ষে সমাস ও সন্ধির মধ্যে কোন্ বিষয়টী অধিক কঠিন তাহা আমরা বিচার করিতে এস্থলে স্পৃহা রাখি না, পরন্তু সন্ধি না শিখাইয়া বালকদিগকে কি প্রকারে কৃষ্ণার্জুন, হরীশান, উপেন্দ্র ইত্যাদি শব্দের সমাস বোঝান যাইতে পারে তাহা আমাদিগের অনুভব হয় না। অধিকন্তু যাহারা বহুব্রীহির ব্যাপার আয়ত্ত করিতে পারে তাহারা যে অকারে অকারে আকার হয়, ইহা দুর্জ্ঞেয় বোধ করিবে, ইহাও অনায়াসে সম্ভাবনীয় নহে। পরন্তু আপনার ছাগ আপন অভিপ্রায়ানুসারে বলিদানে অন্যের নিষেধের অধিকার নাই, এবং আমরা এ বিষয়ে সেই কটাক্ষের অনুসরণ করিলাম।

ব্যাকরণের প্রকরণভেদের অব্যবহিত পরেই বর্ণের নির্ণয় করা হইয়াছে। তত্রাদৌ বর্ণের লক্ষণ। তদ্বিষয়ে লিখিত হইয়াছে যে "মনুষ্যের বাগিন্দ্রিয়দ্বারা যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহার এক একটি অবয়বকে বর্ণ বলা যায়।" এই লক্ষণ পূর্ব্বাচার্য্যদিগের সম্মত নহে, এবং ইহাতে অতিব্যাপ্তি দোষও দৃষ্ট হয়, যেহেতু ধ্বন্যাত্মক শব্দের অবয়বও ইহাতে বর্ণের মধ্যে পরিগণিত হয়, এবং তাহা স্বীকার করিলে গ্রন্থকারের এক পঞ্চাশৎটী অক্ষরে সকলের আয়ত্ত হইবে না।

অপর ঐ একপঞ্চাশদ্ বর্ণ-বিষয়েও আমাদিগের বিশেষ আপত্তি আছে। ভূমণ্ডলে যে সকল বর্ণমালা অদ্যাপি কল্পিত হইয়াছে তন্মধ্যে সংস্কৃত বর্ণমালা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কি বর্ণের লক্ষণ, কি বর্ণের সমষ্টি, কি শ্রেণীবিভাগ, কি নামকরণ, কোন বিষয়েই ভূমণ্ডলের অপর কোন বর্ণমালা উহার তুল্য হইতে পারিবে না। বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত তাদৃশ উৎকৃষ্ট পদার্থ ও প্রাচীন হিন্দুদিগের প্রধান গৌরবের আস্পদকে কলঙ্কাবৃত করিয়া সংস্করণের অভিমানে শাস্ত্র ও বুদ্ধির বিরুদ্ধ কল্পনা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বীয় নূতন কল্পিত বর্ণমালা বঙ্গীয় বর্ণমালা বলিয়া প্রচলিত-করণ-চেষ্টায় সেই আক্ষেপের কারণ হইয়াছেন। তিনি (ঁ) চন্দ্রবিন্দুকে কি বিবেচনায় অক্ষর বলিলেন তাহা আমরা কোন মতে অনুভূত করিতে পারি না। লিখিত ভাষামাত্রে কতক গুলি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার যোগে কোন্ বর্ণ কি প্রকারে উচ্চারিত হইবে তাহার বোধ হয়। প্রাচীন সংস্কৃতে কোন্ বর্ণ উদাত্ত স্বরে ও কোন্ বর্ণই বা অনুদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইবে তাহার বিশেষ চিহ্ন ছিল। গ্রীক,লাটিন ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় তদ্রূপ বহুল চিহ্ন আছে, তাহাকে "আকসেণ্ট" শব্দে কহে। পারসী ভাষায় সেই রূপ চিহ্নের ব্যবহার প্রকৃষ্ট দেখা যায়। চন্দ্রবিন্দুও সেই রূপ চিহ্ন, এবং তাহা যে বর্ণের উপর থাকে তাহা নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত হইবে এই তাহার অভিপ্রায়; তাহা কদাপি স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না, সুতরাং তাহার বর্ণাভিমান কিছুমাত্র নাই। তাহাকে বর্ণ কহিলে উদাত্ত অনুদাত্তের চিহ্নকে বর্ণ না বলা পক্ষপাতিতার কর্ম্ম হয়। ইংরাজীতে কোন বর্ণের লোপ হইলে তাহার স্থানে এই রূপ (') একটী চিহ্ন দেওয়া হয়। বাঙ্গালী ও সংস্কৃতে তদ্রূপ ম এবং ন বর্ণের আংশিক লোপ হইলে তাহার স্থানে একটী অনুস্বার দেওয়া যায়, সুতরাং বাঙ্গালী অনুস্বারটীকে বর্ণ

বলিলে ইংরাজী চিহ্নটীর বর্ণত্ব কেনই বা না ঘটিবে? অপর ম এবং ন বর্ণের রূপান্তর বলিয়া যদ্যপি অনুস্বারের পৃথক্ বর্ণত্ব ঘটে তাহা হইলে রেফের (´) রহইতে স্বতন্ত্র বর্ণ হইবার বাধা কি? বিসর্গের বিষয়েও আমাদিগের এইরূপ আপত্তি আছে। বোধ হয় পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত-ব্যাকরণ-রচনার সময়ে বিসর্গের সহিত বজ্র ও গজকুম্ভ চিহ্নকেও বর্ণ কহিবেন।

অপর এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সাহচর্য্যতায় তাহার কিঞ্চিৎ উচ্চারণ বৈলক্ষণ্য হয় ইহা সকল ভাষায় প্রসিদ্ধ আছে; পণ্ডিত মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে "দ্বার" শব্দে দকারের নীচে বকারের যে উচ্চারণ-বৈলক্ষণ্য হয় তাহা সংযোগবশতঃ ঘটে। তথাপি যকার পদাদ্যে থাকিলে যকারের ন্যায় ও পদমধ্যে থাকিলে ইংরাজী Y অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয় ইহা অনুভব না করিতে পারিয়া "য" ও "য়" দুইটী পৃথক্ বর্ণ স্বীকার করিয়াছেন; ইহাতে বর্ণমালায় অবিকল এক জ শব্দের নিমিত্ত দুইটী বর্ণ স্বীকার করা হইয়াছে। এরূপ কার্য্য যে, ব্যাকরণে অত্যন্ত দূষণীয় তাহা তিনি অজ্ঞাত নহেন। তিনি অবশ্য শ্রুত আছেন যে ব্যাকরণ-গ্রন্থকর্ত্তারা একটি মাত্রার লাঘব করিতে পারিলে পুত্রোৎসবের তুল্য আনন্দজনক ব্যাপার জ্ঞান করেন, (বৈয়াকরণাঃ মাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে।) সেই হেতুই তিনি স্বয়ং অন্তস্থ বকারের উচ্ছেদ করিয়াছেন; তত্রাপি এক জ শব্দের নিমিত্ত তিনি দুইটী বর্ণ কেন কল্পিত করিলেন ইহা আশ্চর্য্য মানিতে হয়। ড এবং ঢ বর্ণ অবস্থা-বিশেষে ড় ও ঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, অতএব তৎসমুদায়কে পৃথগ্ বর্ণ করাও অসঙ্গত বোধ হয়।

অপর বর্গীয় ও অন্তস্থ বকারের স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া একটী বর্ণের পরিত্যাগ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। ইংরাজী B এবং V অক্ষরে যে প্রভেদ, উক্ত দুই বর্ণেও তদ্রূপ। শিক্ষকদিগের অপরাধে তাহার অন্যথা ঘটিতেছে; ঐ দোষের নিবারণের নিমিত্ত শিক্ষকদিগের প্রতি তিরস্কার করা কর্ত্তব্য; শিক্ষকের অপরাধে অক্ষরের উচ্ছেদ, বজ্রাঘাতের অপরাধে কুম্ভকারের ফাঁসির তুল্য হয়। ফলে অধুনা ইংরাজী অনেক শব্দ বঙ্গাক্ষরে লিখিতে অন্তস্থ বকারের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়; অতএব ঐ অক্ষরের উচ্ছেদ না করিয়া প্রচলন করাই বিশেষ আবশ্যক। অধুনা ঐ অক্ষরের অভাবে দেশের মহারাণীর নাম বঙ্গাক্ষরে লেখা ভার হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে যাঁহারা V অক্ষরের স্থানে বাঙ্গালী ভ অক্ষর ব্যবহার করেন তাঁহাদের প্রকৃত বর্ণজ্ঞান উপলব্ধ হয় নাই। অপর সামান্য লোকে দুই বকারকে এক রূপে উচ্চারণ করে বলিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটী বকারের উচ্ছেদ করিলে শ ষ স তিনটী, ণ ন দুইটী, ই ঈ দুইটী, উ ঊ দুইটী, ও ঋ ৠ দুইটীর রক্ষা কি প্রকারে করিলেন? সামান্য উচ্চারণে যে তাহাদের কোন ভেদ দেখা যায় না, তাহা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই স্বীকার করিবেন। ফলে যাহারা বঙ্গীয় বর্ণমালার এরূপ সংশোধনে চেষ্টা করেন তাঁহারা বঙ্গভাষার কিছু মাত্র উপকার না করিয়া প্রচলিত বর্ণমালায় দোষারোপ করিতেছেন। ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে পণ্ডিত মহাশয় ২ পৃষ্ঠায় একটি বকার স্বীকার করিয়া ৩ পৃষ্ঠায় ওষ্ঠ্য ও দন্তোষ্ঠ্য এই দুই অক্ষরের উচ্চারণস্থান নিরূপণ করিয়াছেন। অধিকন্তু ২ পৃষ্ঠায় বর্গীয় বকারেরই দন্তোষ্ঠ্যত্ব-স্বীকারেও অন্যমত নহেন; অথচ এ বিষয়ে মতামত হওয়াই আশ্চর্য্যজনক, যে হেতুক পরীক্ষা করিলে অনায়াসেই ব্যক্ত হয় যে বর্গীয় ব ওষ্ঠাধর সংস্পৃষ্ট করিয়া মুখদ্বার বন্ধ না করিলে উচ্চারিত হয় না, এবং তাহাতে দন্তের.

কোন সাহায্য লাগে না; কিন্তু দন্তোষ্ঠ্য বকারের উচ্চারণে দন্ত ও ওষ্ঠ উভয়ের সাহায্য আবশ্যক হয়, কেবল ওষ্ঠাধরে মুখদ্বার বন্ধ করিলে তাহা কদাপি উচ্চারিত হয় না। পণ্ডিত মহাশয় বোধ হয় এ বিষয়ের কোন অনুধাবন করেন নাই।

অ আ ই এবং ক খ গ ঘ ঙ বর্ণের উচ্চারণ স্থান বিষয়েও এই রূপ ভ্রম হইয়াছে। পাণিনিতে "ᳵ ক ᳵ প ইতি কপাভ্যাং" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ᳵ ক ᳵ প অক্ষরের জিহ্বা-মূলীয়ত্ব ও উপধ্মানীয়ত্ব স্বীকার করিয়া অ আ হ এবং ক-বর্গীয় বর্ণের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ নির্ণীত করিয়াছেন; অকারণে তদন্যথায় অ আ হ-কে কণ্ঠ্য, ও ক-বর্গকে জিহ্বা-মূলীয় বলা সঙ্গত বোধ হয় না।

পরন্তু এই সকল বিষয়াপেক্ষা কারক-বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয় যে অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের বিবেচনায় কোন মতেই শাস্ত্র ও ন্যায়-সিদ্ধ নহে। তিনি লেখেন "অপাদান-কারক হইতে শব্দদ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে; কিন্তু হইতে প্রভৃতি শব্দকে কখন বিভক্তি বলিয়া গণনা করিতে রুচি হয় না" (১০ পৃষ্ঠা)। অন্যত্র লেখেন "অনুধাবন করিয়া দেখিলে 'হইতে' ইহাকে বিভক্তি বলিয়া গণনা করিতে রুচি জন্মে না। সম্বন্ধকারক দ্বারা ইহার চরিতার্থতা হইতে পারে" (বিজ্ঞাপন ৵০ পৃষ্ঠা)। যদিচ মনুষ্যমাত্র আপন আপন রুচির পরবশ, এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদ্দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আপন গ্রন্থে আপন ইচ্ছানুরূপ রচনা করিতে পারেন, পরন্তু ব্যাকরণ শাস্ত্র কোন এক ব্যক্তির "রুচির" পরবশ নহে, এবং "রুচি" কোন ব্যাকরণ-নিয়মের প্রমাণ হইতে পারে না। বঙ্গভাষায় "হইতে" শব্দ অপাদান বিভক্তির কার্য্য করে কি না, ইহাই প্রমেয়, এবং তাহা প্রমাণ হইলে সহস্র রুচিতেও তাহার অন্যথা করিতে পারিবেক না। এ বিষয়ের নির্ণয়ার্থে আদৌ "অপাদান" কি তাহাই জিজ্ঞাস্য হয় এবং তদুত্তর পাণিনি-গ্রন্থে অনুসন্ধেয়, যেহেতু অপাদান শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণহইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের শিরোভূষণ পাণিনী যাহা লিখিয়াছেন তাহাই তাহার প্রমাণ। পাণিনি "ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্।" ১।৮।২৪। অর্থাৎ "যে স্থানহইতে কোন বস্তু বিশ্লিষ্ট বা নির্গত হয় তাহার নাম অপাদান," এবং ইহার দৃষ্টান্তে লিখিত আছে "গ্রামাৎ আয়াতি;" অর্থাৎ 'গ্রামহইতে আসিতেছে,' "ধাবতোশ্বাৎ পততি" অর্থাৎ 'দৌড়ন্ত ঘোড়াহইতে পড়িতেছে।' মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদাস বোপদেবকৃত অপাদান-বিষয়ক সূত্রের অর্থে লিখিয়াছেন "যস্মাৎ বস্তুনো বস্তুন্তরস্য চ চলনং ভবতি তদপাদানমিত্যর্থঃ" অর্থাৎ 'যে বস্তুহইতে অন্য বস্তুর চলন হয় তাহা অপাদান। এই প্রমাণে অপাদান কি ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল। বাঙ্গালীতে ঐ কারক প্রকাশ করিতে হইলে "হইতে" "হতে" বা "থেকে" শব্দের প্রয়োজন হয়, তদ্ভিন্ন ঐ ভাব ব্যক্ত করা যায় না। ঐ শব্দ গুলি স্বয়ং কোন অর্থ পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, অন্য শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার কারকান্তত্ব সিদ্ধ করে, সুতরাং তাহাদিগকে কারক চিহ্ন বই আর কিছুই বলা যায় না, এবং তাহাদিগকে কারক চিহ্ন মানিলে বাঙ্গালীতে অপাদান কারক আছে ইহা সুতরাং মানিতে হয়। ফলে ভাষা মাত্রেই অপাদান আছে, কেবল কোন ভাষায় ঐ অপাদান অব্যয় শব্দের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়, ও কোন ভাষায় বিভক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। পরন্তু আদৌ ঐ বিভক্তি গুলির কোন কোনটী প্রকৃত অব্যয় শব্দ, কোনটী বা সব্যয়-শব্দ বা অসমাপিকা ক্রিয়া ছিল, ব্যবহার-ক্রমে কিঞ্চিৎ খণ্ডিত বা বিকলাঙ্গ হইয়াছে; এই মাত্র প্রভেদ। অনেক ভাষায়

দেখা যায় যে কোন কোন সব্যয়শব্দ বা অসমাপিকা ক্রিয়া খণ্ডিত না হইয়াই কারক চিহ্নের কার্য্য করে, এবং কারক-চিহ্নের ন্যায় প্রাতিপদিকের সহিত মিলিয়া এক শব্দ হয়; সে স্থলে তাহাকে কারক চিহ্ন বই আর কিছুই বলা যায় না। "হতে" "থেকে" "দিয়া" "দ্বারা" প্রভৃতি শব্দ এই রূপ কারক চিহ্ন, এবং তাহারা যে প্রাতিপদিকের সহিত সংযুক্ত হয় তাহা বিশেষ২ কারকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা অবশ্য মানিতে হইবে; যে কোন ব্যক্তির রুচির ব্যাঘাত হইলে তাহার অন্য গতি নাই। পণ্ডিত মহাশয় লেখেন "বৃক্ষের ফল পড়িতেছে ও বৃক্ষহইতে ফল পড়িতেছে ফলাংশে উভয়ের তুল্যতা দৃষ্ট হইতেছে। বৃক্ষহইতে ফল পড়িতেছে, এস্থলে বৃক্ষে ও ফলে যে সম্বন্ধ আছে হইতে তাহার জ্ঞাপকমাত্র" (বিজ্ঞাপন ৶০ পৃষ্ঠা)। পরন্তু এ কথা কেবল বিতণ্ডামাত্র বোধ হয়; ইহা প্রামাণ্য হইলে "দেবদত্ত অন্ন পাক করিতেছেন" ও "দেবদত্ত-কর্ত্তৃক অন্ন পক্ক হইতেছে" এতদুভয় বাক্যের কর্ত্তৃ ও কর্ম্ম-বাচ্যের একত্ব সিদ্ধ হইতে পারে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় লেখেন "যাহার দ্বারা কার্য্যসাধন করা যায় তাহাকে করণ কারক কহে;" এবং তাহার উদাহরণে লেখেন "ঘোড়ায় যাইতেছে, ছুরিতে হাত কাটিতেছে, তলবারে মাথা উড়াইয়া দিল" (১১ পৃষ্ঠা)। পরন্তু ইহার পরক্ষণেই কহেন "দ্বারা হইতে প্রভৃতি কয়েক শব্দের যোগেও সম্বন্ধ কারক হয়। লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে, বৃক্ষহইতে ফল পড়িতেছে।" "দিয়া করিয়া প্রভৃতি শব্দদ্বারাও কোন কোন স্থলে সম্বন্ধ বোধ হয়। হাত দিয়া ভাঙ্গিতেছে, পায় করিয়া টানিতেছে" (১২ পৃ)। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, "ছুরিতে হাত কাটিতেছে" ও "পায় করিয়া টানিতেছে" ইহাতে কর্ত্তন বিষয়ে ছুরির যে করণত্ব দেখা যায় টানন বিষয়ে পদেরও সেই রূপ করণত্ব উপলব্ধি হয়, কোন মতে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য হয় না, তবে তাহাদের মধ্যে ভেদ কি? এবং তাহার একটাই বা করণ কারক ও অপরটাই বা সম্বন্ধ-কারক কি প্রকারে হয়? আর সংস্কৃত দ্বারশব্দের তৃতীয়া দ্বারা-শব্দ যদি তাঁহার মতে সম্বন্ধকারকের চিহ্ন হইতে পারিল তাহা হইলে অসমাপিকা ক্রিয়া "হইতে" ই বা কেন অপদান সিদ্ধ করিতে পারে না? পণ্ডিত মহাশয় লেখেন "অগ্নিদ্বারা দগ্ধ• এস্থলে দাহ্য দাহক ভাব সম্বন্ধ। ক্ষুরে কাটিতেছে অর্থাৎ ক্ষুরের দ্বারা, এস্থলে ছেদ্য ছেদকভাব সম্বন্ধ।" পরন্তু তাহাই যদ্যপি সত্য হয় তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়ের "ছুরিতে হাত কাটিতেছে, এস্থলে ছুরিদ্বারা হাত কাটায় ছেদ্য ছেদকতাভাব সম্বন্ধ না হইয়া করণ কারক হয় কেন? ফলে "আশ্রয়াশ্রয়িভাব সম্বন্ধ, ছেদ্য ছেদকতা সম্বন্ধ" ইত্যাদি লক্ষণ সম্বন্ধ-কারকের লক্ষণ হইলে কোন কারকেরই আর প্রয়োজন থাকে না; সকলই সম্বন্ধ; কারক বলিলে হয়। দেবদত্ত ভাত খাইতেছেন, এস্থলে ভাতকে কর্ম্ম কারক না বলিয়া দেবদত্তের সহিত খাদ্য-খাদকতা সম্বন্ধ; করণ কারককে কর্ত্তৃ-করণত্ব সম্বন্ধ, সম্প্রদানকে দাতৃ-গৃহিতৃত্ব সম্বন্ধ ও অধিকরণকে আধার আধেয় ভাব সম্বন্ধ বলিলে বাধা থাকে না; সকলই সম্বন্ধ কারক হইয়া উঠে। ফলতঃ ক্রিয়ার সহিত শব্দের সম্বন্ধের নামই কারক, (ক্রিয়ান্বয়িত্বং কারকত্বং) এবং তাহার ভেদজ্ঞাপনার্থে কারকের কর্ত্তৃ কর্ম্মাদি নাম হইয়াছে; পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায়ে সেই কারক শব্দ ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ শব্দ গ্রহণ করত কর্ত্তা করণাদির পরিবর্ত্তে ছেদ্য-ছেদকতাদি শব্দের ব্যবহার প্রযুক্ত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তেঁহ বিষয়টী সম্যগ্রূপে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।

ক্রিয়া, কাল প্রভৃতি অন্যান্য প্রকরণেও গ্রন্থকার এই রূপ গোলযোগ অনেক করিয়াছেন, তদ্রূপ অন্য কোন বঙ্গীয় নিকৃষ্ট ব্যাকরণেও দেখা যায় না। স্থানাভাব-প্রযুক্ত আমরা তাহার বিচার এস্থলে করিতে পারিলাম না। ঐ গোলযোগ গুলি বালকের পক্ষে দূরে থাকুক বৃদ্ধের পক্ষেও দুরূহ বোধ হয়। সুতরাং প্রস্তাবিত গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ে প্রচলিত হওয়া কোন মতে উচিত নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তাঁহার নিকটহইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থই প্রার্থনা করা যায়; কিন্তু তিনি সে প্রার্থনা রক্ষা করেন নাই। তিনি যে গ্রন্থখানি সাধারণসমীপে উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার যশোমণ্ডলের তেজঃ প্রকাশক না হইয়া কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার ভূষণসারের প্রতি আমাদিগের বর্ত্তমান উক্তি আমাদিগেরই মর্ম্ম বেদনাদায়ক হইতেছে; পরন্তু সত্যের অনুরোধে তথা দেশীয় বালকবৃন্দের অমঙ্গল নিবারণার্থে ইহা স্বীকার করিতে হইল।

২। "হরিবাসর তত্ত্বসার। অর্থাৎ হরিভক্তি-বিলাস-সম্মতা সটীক-একাদশী-ব্যবস্থা। শ্রীগোবিন্দ মোহন রায় কর্তৃক বাঙ্গলা সাধুভাষায় প্রণীত। দ্বিতীয় খণ্ড। রঙ্গপুর কাকিনীয় শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত।" হরিবাসর একাদশীর ব্রতসম্বন্ধে যে সকল নিয়ম ও কৃত্যাকৃত্য আছে তাহার বিধিগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থকার তাহার চলিত সরল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এই সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায়স্থ ভক্তগণের পক্ষে অবশ্য উপকারজনক হইবে।

৩। "গয়া মাহাত্ম্যম্।" গয়ালী পুরোহিত ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত রামহরি চেঁড়ী মহাশয়ের প্রার্থনা-বশংবদ শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান চন্দ্র বসু মহোদয়ের অনুমত্যনুসারে সংস্কৃত পাঠশালার ব্যাকরণ-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বায়ুপুরাণান্তর্গত "গয়ামাহাত্ম্য" বঙ্গানুবাদ সহিত এই পুস্তকে মুদ্রিত করিয়াছেন; এবং ইহার পরিশিষ্ট-স্বরূপে পণ্ডিত মহাশয় "ত্রিস্থলীসেতু" ও "শ্রাদ্ধকল্প" প্রভৃতি কএকটি পদ্ধতিহইতে "গয়াশ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি" নামে এক খানি পদ্ধতি-গ্রন্থ সংস্কৃতে প্রস্তুত করিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাও পূর্ব্ববৎ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ, অতএব তৎসম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই। পরন্তু শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র বাবু এ বিষয়ে যে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু অধুনা সংস্কৃতে যে প্রকার হতাদরতা জন্মিতেছে তাহাতে সমস্ত গ্রন্থের লোপাপত্তি হইবারই সম্ভাবনা; এমত সময়ে যে কেহ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীন গ্রন্থের রক্ষণ করেন তেঁহ দেশের পরমোপকার সিদ্ধ করেন, সন্দেহ নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩৩ খণ্ড

শিঙ্গাপুর।

রাজদিগের এতদ্দেশে অধিকার ও প্রভুত্ব বিস্তার হওয়াতে পূর্ব্বরাজ্যে বাণিজ্যের প্রকৃষ্টরূপ উন্নতি হইতেছে, এবং তদ্ধেতুক পূর্ব্বমহাখণ্ডস্থ সমস্ত জনপদ ও সাম্রাজ্য দিন দিন শশিকলার ন্যায় প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছে; এবং বহুল অরণ্যাবৃত অসভ্য স্থান অধুনা ঋদ্ধিমৎ সুসভ্য দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপসমূহ প্রায় ভদ্রসমাজে পরিজ্ঞাত ছিল না। বাণিজ্য-প্রভাবে ঐ সকল দ্বীপ এক্ষণে সভ্য জনপদ হইয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে শিঙ্গাপুর একটী প্রধান দ্বীপ। উক্ত দ্বীপ যাবা, মালাকা, ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যভাগে স্থিত। উহার আয়তন অতি সামান্য, কিন্তু উহা জলপথে চীনদেশে যাইবার পথমধ্যে থাকিবায় বিশেষ সমৃদ্ধি প্রাপ্তহইয়াছে

উল্লিখিত দ্বীপবর্ত্তী লোকেরা পূর্ব্বে ধীবর ও দস্যু-ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কখন২ সমুদ্র-পথে ভ্রমণ করিয়া নাবিকদিগের জাহাজ ও নৌকা আক্রমণ করত তৎসমুদায় লুট করিত। তাহাদিগের বাসস্থানের কোন শৃঙ্খলা ছিল না, অপিচ সামান্য পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা তন্মধ্যে বাস করিত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা উক্ত দ্বীপ অধিকৃত করত তাহাদিগকে বশীভূত করেন। বিজিত দস্যুগণ ব্রিটিশ-শাসনে বশীভূত হইয়া দস্যুবৃত্তি এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। আদৌ ইংরাজ ব্যতীত আর কোন জাতীয় মনুষ্য তথায় গতায়াত করিত না, এবং উক্ত দ্বীপের আদিম-নিবাসিরা এক শত পঞ্চাশ সঙ্খ্যকমাত্র ছিল, তৎপ্রযুক্ত কিছু কাল তথায় বাণিজ্যের বিশেষ আদর ছিল না। কিন্তু ইংরাজদিগের অধিকারের কিয়ৎকাল পরে ভারত-সমুদ্র-তীরবর্ত্তী তৈলঙ্গ-জাতীয় এবং অন্যান্য বিদেশীয় বণিকেরা শিঙ্গাপুরের উপকূলে জাহাজ নঙ্গর করিয়া থাকিত। তদর্থে বণিগ্‌দিগকে শুল্ক প্রদান করিতে হইত না। অধিকন্তু সর ষ্টামফোর্ড্ রাফল্‌স্ সাহেব ঐ সকল বণিক্‌দিগকে সদ্ভাবদ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। তৎপ্রযুক্ত শিঙ্গাপুর দ্বীপ প্রকৃষ্ট বাণিজ্যের স্থল হইয়া উঠি-

শিঙ্গাপুর।
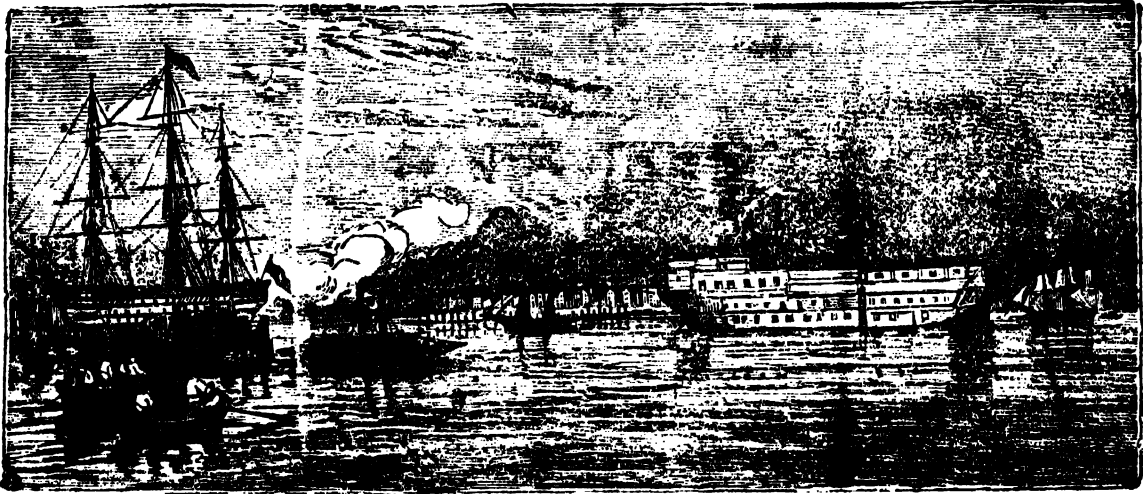
য়াছে। ইদানীং তথায় সকল দেশীয় বণিকেরা বাণিজ্যার্থে নানাদেশহইতে বিনিময়ের দ্রব্যাদি লইয়া যায়; এবং পূর্ব্বদেশের নানাবিধ পদার্থ এতদ্দেশে ও অন্যান্য দেশে প্রেরণ করে। তন্নিমিত্ত কোন ব্যক্তি শিঙ্গাপুরকে এতদ্দেশের লণ্ডন নগর বলিয়া উল্লেখ করেন। ইংরাজ, য়িহুদী, চীন, মালাই, মার্কীন, পোর্ত্তুগিস, আরব, দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান, চোলী, তৈলঙ্গী, হিন্দুস্থানী, যাবাদ্বীপবাসী, বাঙ্গালী, কাফরী, ফরাসী, পার্শী এই সকল জাতীয় মনুষ্য শিঙ্গাপুরে বহুতর দৃষ্ট হয়। এক সময়ে এতদ্দেশহইতে যাহারা নির্ব্বাসনের দণ্ডার্হ হইত, তাহারা উক্ত দ্বীপে প্রেরিত হইত। ঐ সকল দণ্ডিত নির্ব্বাসিত লোকের সঙ্খ্যা প্রায় দুই সহস্র; তাহারা ভিন্ন২ বৃত্ত্যবলম্বনদ্বারা কাল যাপন করিতেছে। তথাকার চীন এবং ইউরোপীয় কর্ম্মচারিবর্গ প্রায় ধনাঢ্য; এবং তাহাদিগের অধিকাংশই বণিক্। তত্রত্য মালাই ও তৈলঙ্গীয় লোকেরা সমুদ্র-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী; নৌকা ও জাহাজাদি গঠনেও তাহারা কোনমতে অনভিজ্ঞ নহে। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্যজাতীয় যে সকল লোক তথায় আছে তাহারা প্রায়ই বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। কাফিরী লোকেরা আরব-জাতীয়দ্বারা আবসিনিয়া-দেশহইতে ধৃত হইয়া উক্ত দ্বীপে প্রেরিত হইত।

চীন-দেশে দরিদ্র দুঃখী লোকদিগকে পূর্ব্বে অনেক রাজপীড়ন সহ্য করিতে হইত। তদ্বশতঃ ঐ সকল নিরাশ্রয় লোক চীন-দেশীয় কাপ্তেনের আনুকূল্যে পোতারোহণে শিঙ্গাপুরে আগমনপূর্ব্বক এক আনুকূল্য-সভাহইতে পাথেয় ব্যয়ের অর্থ ঋণস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া কাপ্তেনকে প্রদান করিত। তৎপরে শ্রমদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া উক্ত ঋণ পরিশোধ করিত। উল্লিখিত চীনলোকদিগের জন্মস্থান মেকেও ও ফোকিন-নগর। ফোকিন ও মেকেও নগরস্থ আকরবিদ্ যাহারা বাণিজ্যার্থে শিঙ্গাপুরে সমাগত হয়, তাহারা ঐ সকল দুঃখী প্রাণিকে নিজ নিজ কার্য্যে নিযোজিত করিয়া তাহাদিগের দুঃখাপনোদন করে। প্রত্যেক চীন শিল্পীদিগের মাসিক বেতন ২০—২৫ টাকা। এই অর্থদ্বারা তাহারা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট যাহা বাঁচাইতে পারে তদ্দ্বারা স্বয়ং আপন আপন ব্যবসায় স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টান্বিত হয়; এবং ঐ সকল উৎসাহশীল বুদ্ধিজীবী চীনেরা

তদুপায়ে অপরিসীম ধনেশ্বর হইয়া দীনতাকে দূরীকৃত করে। চীনদিগের এই অপার-ধৈর্য্যতার উদাহরণ-দৃষ্টে সকল লোকেরই উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে।

শিঙ্গাপুরের পরিধি দুই শত পঞ্চসপ্ততি চতুরস্র জ্যোতিষি ক্রোশ। ইহার প্রাকৃতিক আকৃতি উর্ম্মিবৎ। শিঙ্গাপুর-দ্বীপে বকিৎত্তীমা নামক পর্ব্বত সর্ব্বোচ্চ; এবং তাহা নগরের অনতিদূরে স্থিত আছে। পূর্ব্বে ইহা অরণ্যে পরিবৃত ছিল, কিন্তু অধুনা সর্ব্বতোভাবে না হউক অধিকাংশ-স্থান অরণ্যবিহীন হইয়া বহুল বাসস্থানের আধার হইয়াছে।

শিঙ্গাপুরে কএকটী ক্ষুদ্র নদী আছে; কিন্তু ঐ নদীর জল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, বিস্বাদ, এবং দুর্গন্ধপূর্ণ; কেবল কূপহইতে যে জল উদ্গত হয় তাহাই সুমিষ্ট। রবির তেজঃ তথায় কিঞ্চিৎ তীব্র অনুভূত হয়, এবং অন্তরীক্ষ প্রায়ঃ সর্ব্বদা সুনির্ম্মল থাকে। বারিধির জলরাশি বায়ুসহকারে প্রবল তরঙ্গযুক্ত হইয়া কদাপি দ্বীপে উৎপ্লাবিত হয় না। ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী দ্বীপে ও ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলস্থিত স্থানাদিতে যে এক প্রকার জ্বরের সর্ব্বদা আবির্ভাব হইয়া থাকে, শিঙ্গাপুরে ঐ জ্বর অপরিজ্ঞাত আছে। অপর তথায় কোন পীড়ারও প্রভাব নাই। প্রত্যুত ঐ স্থান স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া গণ্য; এই হেতু অনেক ইংরাজ পীড়িত ব্যক্তি তথায় রোগোপশমনের নিমিত্ত গিয়া থাকে। কিন্তু লেপ্‌টনেণ্ট নিউবোল্‌ট, মালাকা-দ্বীপের জল ও বায়ু তদপেক্ষা মনোহর বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

তত্রত্য নদীসকল অত্যন্ত বেগবতী। এবং বায়ু উষ্ণস্বভাব হইলেও সমুদ্রহইতে শীতলতা ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। তথায় প্রাবৃটের কোন নিয়ম নাই; সকল সময়েই বারিবর্ষণ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে অধিক বৃষ্টি হয়। বারিবর্ষণের এতদ্রূপ সার্ব্বকালিকতা প্রযুক্ত ধরণী শীতল হইবাতে উল্লিখিত দ্বীপ সকল সময়ে নবীন তরু-পল্লবদ্বারা রাজিত হইয়া থাকে।

শিঙ্গাপুর-দ্বীপে বাহুল্যরূপে শস্য উৎপন্ন হয় না, এবং আদৌ তথায় কৃষিদ্বারা কৃষকদিগের বিশেষ লভ্য হইত না। পরন্তু আপাততঃ শ্রমসহিষ্ণু চীনজাতীয় কৃষকদিগের প্রযত্নে নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানাদিতে তণ্ডুল, কাওয়া, ইক্ষু, তূলা, মরিচ, সুপারি প্রভৃতি দ্রব্য উত্তমরূপ জন্মিতেছে, এবং পর্ব্বতশিখরবর্ত্তী স্থান-ব্যতীত অপর সর্ব্বত্র বিবিধ প্রকার ফল শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিকন্তু সুমাত্রা, মালাকা, ও যাবা-দ্বীপহইতে উক্ত দ্বীপে বিবিধ দ্রব্য বণিকেরা আনয়ন করিয়া বিক্রয় করে। তন্নিমিত্ত শিঙ্গাপুরদ্বীপস্থ লোকদিগের কোন বিষয়েরই অপ্রাপ্তি ঘটে না।

ইউরোপহইতে অনেক গো ঐ দ্বীপে নীত হইয়া ছিল। তাহা এতদ্দেশের গো সদৃশ নিতান্ত কৃশকায় ও দুর্ব্বল নহে। পরন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত শিঙ্গাপুরে গবাদির চারণ-স্থান প্রায় দৃষ্ট হয় না। তন্নিমিত্ত তদ্দ্বীপবাসিরা প্রায় পশু প্রতিপালনে অযত্ন প্রকাশ করে। চীন-জাতীয়েরা শূকরাদি পশু গৃহে প্রতিপালন করে। হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র এতৎ স্থানে প্রায় অপরিজ্ঞাত; কেবল শজারু, বাদুড়, কাঠবিড়াল এবং বিবিধ প্রকার বাঁদরের অভাব নাই। শিঙ্গাপুরদ্বীপে একজাতীয় মৃগ অতি সাধারণ দৃষ্ট হয়। উহা এতাদৃশ খর্ব্বাবয়ব, যে একটী খরগোসের সহিত উহার তুলনা হইতে পারে, এবং উহারা প্রায় অরণ্য মধ্যেই বাস করে। উহার মাংস অনুপাদেয় নহে। ইহার নাম কাঞ্চিল; তাহার শঠতা-বিষয়ে এতৎ পত্রের প্রথম পর্ব্বে এক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

শিঙ্গাপুর-নগর সমুদ্রের কূলহইতে দূরবর্ত্তী নহে। পূর্ব্বে উহা একটী সামান্য বন্দর মাত্র ছিল। কিন্তু অধুনা বাণিজ্যের বাহুল্যহেতু প্রায় দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত পরিসর প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত স্থানের শাসনকর্ত্তা ইংরাজী গবর্ণরের আবাস একটী পর্ব্বতের উপর স্থাপিত। উহার পূর্ব্বদিগে মালাই জাতীয় এক শুলতানের আবাস আছে। ঐ সকল প্রধান অট্টালিকাদি এতদ্দেশের সাধারণ অট্টালিকার সদৃশ। পরন্তু প্রায় অপর সকল নিবাস কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। শিঙ্গাপুরদ্বীপে তিনটী বিদ্যালয় আছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে ইংরাজি, মালাই ও তামুল ভাষার চর্চ্চা হইয়া থাকে।

ফর্দ্দুসী।

পারশ্য ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্ব প্রাচীন বীররসাশ্রিত কাব্যের নাম "শাহ নামা।" অর্থাৎ রাজাবলী উহা ফর্দ্দুসী নামক সুবিখ্যাত কবিদ্বারা প্রণীত। উহার অলৌকিক-রসমাধুর্য্য-বিষয়ে সর্ উইলিয়ম জোন্স লিখিয়াছেন যে ইলিয়ডের রচনা যাদৃশ সুকোমল ও সুমিষ্ট, ফর্দ্দুসীর কাব্যও কোমলতা ও মাধুর্য্য বিষয়ে তদ্রূপ প্রশংসনীয়। ফর্দ্দুসী হোমরের তুল্য কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন কি না তদ্বিচার এ স্থানে আন্দোলন করিবার প্রয়োজনাভাব, পরন্তু ইহাকে মনুষ্যের কবিত্ব শক্তির এক শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পারশ্য দেশীয় ভুবনবিখ্যাত সম্রাটদিগের কীর্ত্তিকলাপবর্ণনই ঐ গ্রন্থের স্থূল তাৎপর্য্য। ইহার আদি বৃত্তান্ত এই যে খলীফা হরুণ অল্ রশীদের পুত্র সুবিখ্যাত মামুন একদা কতিপয় পণ্ডিতগণের সমক্ষে গুণগ্রাহী নৃপতিদিগের কীর্ত্তিকথা-প্রশঙ্গে শ্রুত হইয়াছিলেন যে পারশ্য-দেশীয় প্রাচীন প্রাজ্ঞ অধিপতি নৌসেরওয়াঁ সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ ভারতবর্ষহইতে বহুকষ্টে সঙ্গ্রহ করাইয়া তদ্দেশের প্রাচীন পহলবী ভাষায় অনুবাদিত করিয়া ভূমণ্ডলে চিরস্মরণীয় অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। তদর্থে মামুন ঐ যশোলিপ্সার পরতন্ত্র হইয়া পঞ্চতন্ত্রের পহলবীতে অনুবাদিত গ্রন্থ আনয়নপূর্ব্বক তাহা আরব্য ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণক্রমে খোরাসানের অধিপতি আমির সইদ অহম্মদ কিয়ৎকাল পরে আরব্য অনুবাদ আদর্শ করিয়া প্রচলিত পারস্য ভাষায় তাহার অনুবাদ করান। পঞ্চতন্ত্রের এবম্প্রকারে বারংবার অনুবাদ কালে ভারতবর্ষের পশ্চিম দেশস্থ যবনগণ বিদ্যার প্রতি অত্যন্ত সমুৎসাহী হইয়াছিল। ঐ সময়ে অন্যান্য ভূপালগণ পারশ্য দেশের পুরাবৃত্ত-সঙ্কলনে উৎসাহী হইয়া কোন কোন রাজ্যের ইতিহাস সঙ্গ্রহ করেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ না হইবাতে, গজনের অধিপতি শুলতান মহমূদ তৎপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শুলতান মহমূদ তৎকালে ভারতবর্ষের অতুল সম্পদ গজননে লইয়া গিয়া ঐ রাজপাট শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন; এবং অনেক বিদেশীয় পণ্ডিতগণদ্বারা তাঁহার রাজসভা উজ্জ্বল হইয়াছিল। মহমূদ ঐ সমস্ত পণ্ডিতগণ সমক্ষে এক দিবস আক্ষেপ প্রকাশ-পূর্ব্বক কহিলেন যে পারশ্য-জাতীয়েরা কবিতায় অতিশয় দক্ষ। কিন্তু "সয়র-উলমুলূক" ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত পদ্যে প্রচারিত হয় নাই। অতএব তাহা পদ্যে প্রচার করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। তৎকালে প্রসিদ্ধ অনসরী কবি তাঁহার সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদ্বারা অবগত হইলেন যে এক বার ঐ

গ্রন্থের কিয়দংশ কোন ব্যক্তি কবিতায় রচনা করেন, কিন্তু তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিহেতু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। মহমুদ ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিলে লোক-সমাজে বিশেষ যশস্বী হইতে পারিবেন ভাবিয়া তদ্বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়াসান্বিত হইলেন; এবং অনসরীর প্রতি সেই ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু প্রাচীন আদর্শ-গ্রন্থাভাব ও প্রামাণ্য গ্রন্থের অসদ্ভাব প্রযুক্ত তাহার উপক্রম করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে কুরফর্জ নামা এক সাগ্নিক পারশী রাজবংশীয়-গৃহ-বিবাদ-সূত্রে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া গজননে উপস্থিত হইল। কিন্তু শুলতানকে নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করা দূরে থাকুক তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক এক দিন তাহাকে অত্যন্ত বিষণ্নবদন এবং বাষ্পপূর্ণনেত্র দেখিয়া এক ইমাম (পুরোহিত) অত্যন্ত করুণার্দ্র হইয়া তাহাকে রাজসমীপে লইয়া গেলেন। ঐ ব্যক্তি স্বদেশের একখান প্রাচীন ইতিহাস যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল। মহমুদের তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইবাতে ঐ গ্রন্থ সে আনয়ন করিয়া দেয়, এবং তাহাই শাহনামার আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। শুলতান তাহাহইতে সাতটী কাব্য ৭ জন কবিকে লিখিতে দেন; তন্মধ্যে অনসরীর কবিতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া গ্রন্থপ্রণয়নের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হয়। কিন্তু দৈববশতঃ আর এক পরীক্ষার্থী তৎকালে গজননে উপস্থিত হন। ইহাঁরই নাম আবুল কাশিম মনসুর ফর্দ্দুসী। তাঁহার পিতার নাম ইশাক ইব্নশাহ অথবা ফকিরুদ্দীন মহমুদ। তিনি তূস-নগরীয় এক ধনাঢ্যের উদ্যান-পাল ছিলেন।

হিজরী ৩২৮=ইংরাজী ৯৩৭ অব্দে ফর্দ্দুসীর জন্ম-গ্রহণ-সময়ে তাঁহার পিতা নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন যে তাঁহার সুকুমার তনয় কোন অট্টালিকার ছাদে আরোহণপূর্ব্বক মক্কার অভিমুখে প্লুতস্বরে কয়েকটা কথা উচ্চারণ করিলে চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তি জনপদ তাহার উত্তর প্রদান করিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার বিলোকনে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং রাত্রি প্রভাত হইলে কোন স্বপ্নবেত্তাকে তন্মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে ঐ স্বপ্ন শুভব্যঞ্জক। তাঁহার পুত্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবেন এবং তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিগে ব্যাপ্ত হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাক্যে ইশাক অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়া পুত্রকে যত্নে শিক্ষা প্রদান ও লালন পালন করিয়াছিলেন। "মজালিস্ উল মোম্‌নীন্" নামক গ্রন্থের কর্ত্তা লিখিয়াছেন যে ফর্দ্দুসী যৎকালে তূস-নগরে স্বীয় ভবনে অবস্থিতি করিতেন, তখন তিনি উদ্যানপ্রান্তবর্ত্তী একটা নদীর কূলে উপবেশন করত কাব্যরচনা করিতেন; কিন্তু ঐ সময়ে মধ্যে মধ্যে শ্রোতঃ আগমনপূর্ব্বক নদীতট উৎপ্লাবিত করাতে তিনি হতোদ্যম হইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইতেন। তন্নিমিত্ত মনোমধ্যে এই রূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে "যদি কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারি তবে এই নদীতটে পাড় বান্ধাইয়া নদীর শ্রোতঃ বন্ধ করিয়া দিব।" সে প্রতিজ্ঞা তিনি কদাপি বিস্মৃত হন নাই।

ফর্দ্দুসী মহমুদের নিকটহইতে এক পত্র প্রাপ্ত হন; তাহাতে তাঁহাকে জগনে যাইবার অনুরোধ ছিল। ফর্দ্দুসী জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অসম্মত হইলেও পূর্ব্বকথিত নদী বাঁধা অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে বিদেশে যাত্রা করিলেন। ইতি পূর্ব্বে অনসরী মহমুদের সভামধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ফর্দ্দুসীর আহ্বান সংবাদ শ্রবণ করিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া চাতুরী

করিয়া এক দূতকে তূস-নগরে প্রেরণ করেন। প্রতারক দূত নানা কারণ দর্শাইয়া ফর্দ্দুসীকে জগনন-নগরে যাইতে নিবৃত্ত করত গৃহে প্রত্যাগমন করিলে অনসরী মহোল্লাসে দুই জন প্রিয়-মিত্রগণের সহিত এক উদ্যান-মধ্যে ঐ রাত্রিতে এক ভোজের আয়োজন করেন। ফর্দ্দুসী সেই রাত্রিতে গজননে উপনীত হন, ও উদ্যান-মধ্যে তিন জন ভদ্রলোককে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, উঁহারা শুলতানের আত্মীয় অথবা প্রধান পারিষদ হইবে; ইহা ভাবিয়া তাহাদের নিকট আগমন করিলেন। অনসরী তাঁহাকে সামান্য লোক বিবেচনা করিয়া দূরীকরণাভিলাষে কহিলেন "ভ্রাতঃ, আমরা তিন জনেই সুকবি। বহুজনতাপূর্ণ নগরে অতিশয় বিরক্তি জন্মে এতৎ কারণে এই নির্জ্জন উদ্যানে রজনী-সম্ভোগার্থ আগমন করিয়াছি। আমাদের পণ যে কবি ভিন্ন এস্থানে কাহাকেও আসিতে দিব না।" ফর্দ্দুসী কহিলেন "দাসও আপনাদিগের চরণ-প্রসাদাৎ এক জন কবি বটে।" অনসরী তাঁহার এই বাক্য-শ্রবণে ঈষৎ কুপিত হইয়া কহিলেন, "ভাল, আমরা তিন জনে যে শ্লোকের তিন পাদ রচনা করিব তুমি তাহার চতুর্থ পাদ পূরণ করিতে পার তবে আমাদিগের সহিত আহার আমোদ করিতে পাইবে, নচেৎ স্থানান্তরে যাইতে হইবে।" ফর্দ্দুসী ঐ পণে স্বীকৃত হইলে কবিত্রয় এমত মিত্রাক্ষরে তিন চরণ কবিতা রচনা করিলেন, যাহার অনুপ্রাস পারশ্য ভাষায় তিনটি মাত্র ছিল। ইহাতে তাঁহাদের বোধ ছিল যে ফর্দ্দুসী অনুপ্রাসাভাবে চতুর্থ পদ রচনা করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রাচীন পারশ্য এক যোদ্ধার নামে ঐ অনুপ্রাস সিদ্ধহইতে পারে, ফর্দ্দুসী তাহা স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সিদ্ধকাম হইলেন। পরে দীর্ঘকাল শাস্ত্রালাপ করিয়া অনসরী দেখিলেন যে ফর্দ্দুসী এক প্রধান কবি, অতএব হিংসার পরবশ হইয়া তাদৃশ অসাধারণ কাব্যকার মহমূদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকেন তদুপায় চিন্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফর্দ্দুসী দুই চারি দিবস পরে শুলতানের এক অমাত্যের ঈদৃশ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, যে তিনি প্রত্যহ সায়ঙ্কালে একাকী তাঁহার বাসস্থানে গমন করত নিত্য নূতন চমৎকার কবিতাসকল পাঠ ও শ্রবণ করিতেন। তেঁহ ঐ সকল কবিতা এক দিবস রাজসভায় পাঠ করিয়া শুলতানকে শ্রবণ করাইলেন। তচ্ছ্রবণে সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হইয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। "এই ব্যক্তি কে? কোথাহইতে আসিল?" এই প্রশ্নে সকলের হৃদয় অতীব কৌতূহলাক্রান্ত হইল। অতঃপর শুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সমস্ত কবিতা কাহার রচিত?" তাহাতে সচিব উত্তর করিলেন, "আপনার এক জন দরিদ্র প্রজা, তূসের শাসন-কর্ত্তাদ্বারা অন্যায়-পূর্ব্বক অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া বিচার-প্রার্থনায় এস্থানে আসিয়াছেন; এই সকল কবিতা তাঁহাদ্বারা রচিত।" শুলতান তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে সভামধ্যে আনয়নের আদেশ করিলেন। ফর্দ্দুসী সভায় প্রবেশ করত অপর কয়েকটী কবিতা পাঠ করেন। তাহাতে মহমূদ পরম পরিতুষ্ট হইয়া সমাদরে তাঁহার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

অনসরী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি প্রতিযোগীর কবিতাপাঠ শ্রবণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া সহসা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন "ফর্দ্দুসী দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন! ইঁনি কবিবৃন্দের চূড়ামণি; আমরা ইহাঁর শিষ্য।" অনসরীর কথাবসানে শুলতান তাঁহাকে প্রস্তাবিত গ্রন্থ-প্রণয়নে নিয়োগ করিলেন, ও প্রতিপদে এক এক স্বর্ণ মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

বিদ্যাবৈদগ্ধ্যে কি করে, অনেক প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে না পারিলে ভূপতির কেহই প্রিয় হইতে পারে না। ফর্দ্দুসী মহমূদের সভায় তাদৃশ প্রশংসা লাভ করিয়া রাজসভায় ত্রিংশৎ বৎসর যাবৎ বাস করেন; অবশেষে গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে মহমূদ ফর্দ্দুসীকে পুরস্কারের স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিতে অমাত্যকে আদেশ করিলেন; কিন্তু অমাত্য ষষ্টিসহস্র স্বর্ণ-মুদ্রার পরিবর্ত্তে রজত-মুদ্রা প্রেরণ করাতে ফর্দ্দুসী কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্ত অর্থ ঐ অর্থ-বাহক ও অপর দুই ব্যক্তিকে দান করিলেন। অমাত্য কুপিত হইয়া এই কথা শুলতানের সমক্ষে প্রকাশ করত তাঁহার নামে দোষারোপ করাতে শুলতান তাঁহাকে সংহার করিতে আদেশ করেন। পরিশেষে তিনি শুলতানের পদাবনত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে গজননহইতে প্রস্থান করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন।

দুঃখিত ও শোকাকুল হৃদয়ে অশ্রুপাত করিতে করিতে ফর্দ্দুসী শুলতানের সভাহইতে পলায়নপর হইয়া এক প্রিয় রাজ-ভৃত্যের আলয়ে গমন করিলেন। ঐ ভৃত্য ফর্দ্দুসীর অত্যন্ত বশতাপন্ন ছিল। তজ্জন্য তাহার নিকট তিনি আত্ম-বেদনাসকল বিদিত করিলেন। অতঃপর কতকগুলি ধিক্কারপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া এই বলিয়া ঐ ভৃত্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন যে “আমি নগরহইতে প্রস্থান করিলে এই লেখাগুলি শুলতানের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিবে যে হতভাগ্য ফর্দ্দুসী গমনকালীন এই নীতিপ্রদর্শক কবিতা-হার আপনাকে উপহার প্রদান করিয়া গিয়াছেন; এবং বলিয়া গিয়াছেন, যখন রাজানুগ্রহগর্ব্বিত লঘুপ্রকৃতি লোকেরা আপনাদিগের মত আপনাকে ক্ষুদ্রাশয় করিতে সচেষ্টাপন্ন হইবে ঐ কবিতাগুলি তৎকালে পাঠ করিলে আর সেই রূপ হইবে না।”

ফর্দ্দুসী গজননহইতে পলায়ন করিলে আপামর সাধারণ সকলেই দুঃখিত হইলেন, এবং নিরপেক্ষ লোকেরা শুলতানকে অহঙ্কারী, গর্ব্বিত, মাৎসর্য্যশালী বলিয়া অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক ফর্দ্দুসী গজনন পরিত্যাগ করিয়া কোহিস্থানে গমন করেন, এবং তত্রস্থ নৃপতির আনুকূল্যে কিয়দ্দিবস শ্রান্তি দূর করত মাজন্দরাণ নগরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মহমূদের প্রতাপে চতুর্দ্দিগবর্ত্তী-জন-পদস্থ রাজা-সকল এতাদৃশ সশঙ্কিত ছিলেন যে কেহই তাঁহাকে স্পষ্টরূপে সমাদর করিতে পারিলেন না। সুতরাং তৎপরে তথাহইতে বোগদাদনগরে তিনি যাত্রা করেন। প্রথমতঃ ফর্দ্দুসী উক্ত নগরে প্রচ্ছন্নবেশে অবস্থিতি করেন; পরে কোন বণিকের সহিত তথায় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়: পূর্ব্বে ফর্দ্দুসীর সহিত তাহার অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। সে বুগদাদে উপস্থিত হইয়া অভেদ্যহৃদয় মৈত্রের তাবৎ পরিতাপের বিষয় অবগত হইয়া অপরিসীম দুঃখিত হইল। পরে তাহার সহিত বোগদাদের অমাত্যের সদ্ভাব থাকাতে তাহার সহিত ফর্দ্দুসীর সাক্ষাৎ করিয়া দিবার নিমিত্ত এক দিবস উভয়কেই স্বালয়ে নিমন্ত্রণ করিল। তাঁহারা বণিকের ভবনে উপস্থিত হইলে বণিক্ অমাত্যকে নির্জনে ডাকিয়া শুলতানের অসৎ কীর্ত্তির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করেন। অমাত্য ঐ সময়ে এক বার ফর্দ্দুসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষদ্ হাস্যে কহিলেন, “শুলতান লোষ্ট্রাঘাতে এই মহাকীর্ত্তিপর্ব্বতের চূড়া অবনত করিবেন, মানস করিয়াছেন? সূক্ষ্মদৃষ্টি সৌর্য্যশালি রাজাদিগের ইহাভিন্ন পৌরুষ ও বীরত্ব কিসে প্রকাশিত হইবে!” বণিক্ তাঁহার এই পরিহাসে পরম হর্ষিত হইয়া কবিকেশরী ফর্দ্দুসীকে খলীফার সভায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহার সমক্ষে প্রস্তাব করিলেন। সচিব তাহাতে স্বীকৃত হইয়া আশু তাঁ-

হাকে খলীফার সহিত আলাপ করিয়া দিলেন। খলীফা ফর্দ্দুসীকে মহাযত্নে ভবনে রাখিয়া নিত্য তাঁহার কবিতা-কুসুমের মধুর পীযূষপানে পরম পরিতোষ লাভ করিতে লাগিলেন। লোক-পরম্পরায় এই ব্যাপার মহমূদের গোচর হইবা-মাত্র তিনি কোপে প্রজ্বলিত হইলেন, এবং খলীফাকে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে "তুমি অবিলম্বেই ফর্দ্দুসীকে আমার সমীপে প্রেরণ করিবে। আর যদি আমার আদেশের অন্যথা-চরণ কর তাহা হইলে সহস্র সহস্র হস্তী সমবেত হইয়া তোমার রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বুগদাদ নগর অধোশায়ী করিব।" বিচক্ষণ খলীফা এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইলেন না। তিনি পত্রের সম্যক্ প্রকারে প্রত্যু-ত্তর না লিখিয়া তাহার এক পার্শ্বে এ, ল, ম, এই তিনটী বর্ণ লিখিয়া পত্রখানি দূতদ্বারা গজ-ননে ফিরিয়া দিলেন।

দূত গজননে প্রত্যাগমন করিলে মহমূদ তৎ-সমভিব্যাহারে ফর্দ্দুসীকে আসিতে না দেখিয়া কোপে কম্পিত-কলেবর হইয়া পত্রে কালিফের কোন ক্ষমা প্রার্থনা আছে কি না জানিবার জন্য সসব্যস্তে পত্র খুলিয়া দেখিলেন যে তাহার পার্শ্ব-দেশে তিনটী মাত্র বর্ণ লিখিত আছে। এতদ্দেশীয় রাজপ্রথায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই নিকৃষ্ট লোকদিগকে প্রত্যুত্তর পত্রের পার্শ্বে লিখিয়া থাকেন। তদব-লোকনেই মহমূদের প্রজ্বলিত কোপানল চতুর্গুণ প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু পত্রের ভাবার্থ অব-ধারণে সভাস্থ সকলেই অসমর্থ হইলেন। চাটু-কার অনেকে ব্যঙ্গচ্ছলে অনেক কথা বলিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না; অব-শেষে এক জন সুচতুর যুবা বিশেষ-বিভা-ব[illegible]রণান্তর কহিলেন, যে কোরাণের এক অধ্যায়ের শিরোভাগে ঐ অক্ষর গুলিদ্বারা মুহম্মদ নীতি-জ্ঞানাত্মক একটী ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন। তদ্বিশেষ এই যে মুহম্মদের জন্মাব্দে য়েমনের অধিপতি সুবিখ্যাত সারা মক্কার পৌত্তলি-কতা-উচ্ছেদ-করণাভিপ্রায়ে সেনা নগরে এক গির্জা স্থাপন করেন। কোরিশ নামা অন্য এক ভূপাল ঐ মন্দির বিনষ্ট করণার্থে বহুস-ঙ্খ্যক সৈন্য মক্কায় প্রেরণ করেন। তাহার সহিত বহুশত হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর ঐ সকল সৈন্য বিনষ্ট করিবার নি-মিত্ত শত শত শ্রেণীবদ্ধ চটকের দল প্রেরণ করেন ঐ ক্ষুদ্র সৈন্যদলের চঞ্চুতে ক্ষুদ্রাকার লোষ্ট্র ছিল, সেই লোষ্ট্রসকল পক্ষিরা সমরস্থলে নিক্ষেপ করিবা মাত্র সংগ্রামোন্মত্ত মাতঙ্গযূথ ও অশ্ব-নিবহ অবিলম্বে রণস্থলমধ্যে নিহত হইল। খলীফা ঐ এব্রাহা ভূপালের ঈশ্বরদত্ত দুর্গতির পরিচয় প্রদানার্থ আপনাকে এ, ল, ম, চিহ্ন-দ্বারা সাবধান হইবার সঙ্কেত করিয়াছেন। মহ-মূদ ইহাতে ঈষৎ লজ্জিত হইলেন, ও যুদ্ধে নিরস্ত হইলেন।

ফর্দ্দুসী গজননহইতে প্রস্থান করিলে বিশ্বাসী ভৃত্য ফর্দ্দুসী-প্রদত্ত শ্লেষময় কবিতাগুলি মহ-মূদকে প্রদান করিলেন। কিন্তু শুলতান তদ্বিষয়ে আর কোন আন্দোলন না করিয়া নিরস্ত হইলেন। কিয়ৎ কাল পরে এক দিন উপাসনাহেতু মসজিদে গমন করিয়া তেঁহ দেখিলেন মন্দিরের প্রাচীরে এই কয়েকটী কথা লিখিত রহিয়াছে, "সুল-তান মহমূদ, জবুলিস্তানের রাজার যে বিস্তীর্ণ রাজ্য জয় করিয়াছেন তাহা সমুদ্রতুল্য দু-স্তর, কোন ক্রমেই তাহার দিক্ নিরূপণ হয় না। আমি ঐ অগাধ সাগরের মধ্যে মগ্ন হইয়া কিছুই মণি আহরণ করিতে পারিলাম না। সুতরাং সমুদ্রের দোষ কি দিব! আমার কপালেরই দোষ।"

উল্লিখিত কবিতা পাঠ করত শুলতান দয়ার্দ্র হৃদয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছেন, এমত সময়ে তাঁহার এক বন্ধু বুগদাদহইতে পত্র লেখেন যে "হতভাগ্য ফর্দ্দুসীকে বুগদাদে সাক্ষাৎ করিয়া অপরিসীম অসন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে ঐ বৃদ্ধ অথচ কবিকুল-চূড়ামণি এক্ষণে অতিদুরবস্থাপন্ন হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, ও আপনার অন্যায়াচরণ-বশতঃ অত্যন্ত পরিতাপিত হইয়া কবিতাদ্বারা অনেক শ্লেষোক্তি করিয়াছেন। মহাশয়, ঐ সদাশয় কবিগুণাকরের গুণ যুগান্তরে বিস্মৃত হইবার নহে। আপনি ক্ষণকাল মধ্যে তাহা বিস্মৃত হইয়া তাহার প্রাণ-সংহারের আদেশ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।" ঐ পত্র-পাঠে মহমূদ অত্যন্ত পরিতাপিত ও কুপিত হইয়া মন্ত্রিকে এরূপ অর্থদণ্ড করিলেন যে তাহাতে তিনি নিস্ব হইলেন; এবং ফর্দ্দুসীকে পুনঃ গজনবে আনয়ন-প্রত্যাশায় ষষ্টি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও প্রচুর অন্যান্য উপহারের সহিত লোক পাঠাইলেন। এদিকে বৃদ্ধ কবি বুগদাদহইতে প্রত্যাগমন করত আপন জন্ম-নগর তূসে আসিয়া জীবনের শেষ কাল তথায় যাপন করিবেন এই মানসে তথায় অবস্থান করেন। পরে এক দিন প্রাতঃসমীরণ-সেবনানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন এমত সময়ে এক জন পথিক তাঁহার শাহনামার এক কবিতা গান করিয়া কহিল—

"রাজা যদি হইতেন রাজার কুমার,
মণিময় তাজ শিরে দিতেন আমার।" *

এই বাক্যে তাঁহার পূর্ব্ব কথাসকল স্মরণ হইয়া তিনি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পতিত হইলেন, এবং সেই অবস্থায় তাঁহার আত্মা দিব্য লোকে গমন করিল।

* মহমুদের পিতা রাজা ছিলেন না, তাহাতেই এই তিরস্কার তাঁহার প্রতি বিশেষ উপযুক্ত হইয়াছিল।

ইহারই এক দিবস পরে মহমূদের দূত উপহার লইয়া তূসে উপস্থিত হইয়া দেখিল তাহার উপহার লইবার পাত্র লোকান্তরে বিগত হইয়াছে। অতএব মহমূদ ফর্দ্দুসীকে যে সমস্ত বিভব পুরস্কার প্রদানার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বাহকেরা তাহা তাঁহার দুহিতার সম্মুখে উপস্থিত করিল। ঐ রমণী পিতার ন্যায় তেজঃশালিনী ও অত্যন্ত সাহসিকা ছিলেন। তিনি যে পুরস্কারের অর্থ নিমিত্ত তাঁহার পিতার কাল হয় তাহা গ্রহণে কোন মতেই সম্মতা হইলেন না। অতি ঘৃণাপূর্ব্বক তৎসমস্ত স্থানান্তরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পরন্ত মহমূদ ঐ অর্থ পুনর্গ্রহণ করিতে না পারায় তদ্দারা ফর্দ্দুসীর চিরঅভিপ্রেত তূস নগরের পুরোবর্ত্তী নদীর উপর সেতু ও বাঁধ বানাইয়াছিলেন।

এই কবিকুল চূড়ামণি ৪১১ হিজরীতে অর্থাৎ ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে তূস নগরে পরলোক গত হন। তাঁহার ফর্দ্দুসী উপাধি বিষয়ে অনেক প্রকার প্রবাদ আছে। প্রসিদ্ধ আছে যে তূস নগরের শাসনকর্ত্তার "ফর্দ্দস" (স্বর্গ) নামে এক উদ্যান ছিল, ফর্দ্দুসী তন্মধ্যে কাব্য রচনা করিতেন এই হেতু তিনি ফর্দ্দসী নামে বিখ্যাত হন। অন্যে অনুমান করেন যে শুলতান মহমূদ তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কহিয়াছিলেন যে "তুমি আমার সভায় অবস্থিতি করিয়া উহাকে ফর্দ্দুসী (স্বর্গ) তুল্য গরিষ্ঠ করিয়াছ, তাহাতেই তাঁহার নাম ফর্দ্দুসী হয়। ফলতঃ ফর্দ্দুসীর নামের বিষয়ে এই রূপ বহু বিবাদ নানা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বহারিস্তান নামক গ্রন্থকর্ত্তা মহমূদের কীর্ত্তি বিষয়ে লিখিয়াছেন যে "তাঁহার অতুল বিভবশালি রাজপাট অধঃশায়ী হইয়াছে। তাঁহার যশঃ খ্যাতি সকলই নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তিনি ফর্দ্দুসীর প্রতি যে অন্যায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই চিরজীবিত রহিয়াছে।"

কলিকাতার জনসঙ্খ্যা।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা অতি যৎ সামান্য স্থান ছিল; এবং ইহার সন্নিকটবর্ত্তি স্থানসকল ভয়ঙ্কর অরণ্যময় ছিল। তৎপ্রযুক্ত যৎকালে জব চার্ণক সাহেব এতদ্দেশে আগমন করিয়া ছিলেন তৎ সময়ে এই কলিকাতা মধ্যে অরণ্য তরুতে গাত্র আলম্বন করত বিশ্রাম-সুখানুভোগে প্রমোদিত হইয়া ছিলেন। সেই অরণ্য প্রদেশ এই ক্ষণে অমরাবতীতুল্য মনোহর রম্য নিকেতন হইয়াছে।

পূর্ব্বে চাঁদপাল ঘাটের দক্ষিণাংশে একটী অরণ্য ছিল। তন্মধ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসকল বাস করিত, এবং দস্যুরা ঐ অরণ্যস্থানে সতত পান্থগণের সর্ব্বস্বাপহরণ করত তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিত। ঐ অরণ্য এবং খিদিরপুরের ক্রোড় পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে দুইটী সামান্য গ্রাম ছিল, তন্মধ্যে যে স্থানে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছে সেই স্থানে গোবিন্দপুর নামে একটী গ্রাম খ্যাত ছিল।

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দেও কলিকাতা প্রকৃত বন্যস্থান ছিল। তৎকালে পথিকেরা দিবসেও চৌরঙ্গীর নিকট দিয়া গমন করিতে শঙ্কিত হইত। পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা এদেশে আসিয়া মহা উৎপাত করিত, তন্নিমিত্ত ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে একটী পরিখা কাটা হয়। ঐ পরিখা টালীর নালার নিকটে আরব্ধ হইয়া কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ ব্যাপন করিয়া বাগবাজারের নিকট গিয়া গঙ্গায় সম্মিলিত হয়। উহার ধ্বংসাবশেষ বাহির-রাস্তার নিকট অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। প্রাচীনেরা বলেন যে ঐ পরিখা ভিন্ন কলিকাতার রক্ষার নিমিত্ত অপর এক উপায় ছিল; তাহা একটী দেবখাত। তাহা চাঁদ পালের ঘাট অবধি বেলিয়াঘাটা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। মার্কুইস ওয়েলেস্‌লী-কর্ত্তৃক "গবর্ণমেণ্ট হাউস" নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে ঐ পরিখা বোজান হয়। উহার অবশিষ্ট কিয়দংশ অদ্যাপি হাড়িটোলার নিকট দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে ইংরাজেরা কলিকাতা অধিকৃত করিয়া ছিলেন, তৎকালে চৌরঙ্গীর চতুষ্পার্শ্ব অনুপ্ত ভূমি ও ধান্য ক্ষেত্রে পরি ব্যাপ্ত ছিল। কেবল ৭০ টী মাত্র ইংরাজদিগের আবাস বাটী ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইব ফোর্ট উলিয়ম দুর্গ-নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, তৎকালে উহা নগরহইতে এক পাদ ক্রোশ দূরে স্থিত ছিল, এবং তাহা সমুদ্রহইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশ দূরবর্ত্তী উল্লিখিত আছে। নূতন চীনাবাজারের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে পুরাতন দুর্গ স্থিত ছিল।

ইংরাজদিগের বাণিজ্য ও ব্যবসায়দ্বারা কলিকাতা ক্রমশঃ ঋদ্ধিশালিনী নগরী হইয়া উঠিলে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পুলিসের মাজিষ্ট্রেট কলিকাতার জন-সঙ্খ্যা-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদ্‌গণনায় ৬ লক্ষ লোকের সমষ্টি হইয়া ছিল; কিন্তু সে সমষ্টি-করণ-কার্য্য সর্ব্বমত প্রকারে অবিশ্বাসযোগ্য হইবাতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মান্যবর হেন্‌রী রসল্ সাহেব পুনর্ব্বার কলিকাতার লোকনিরূপণার্থে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। ফলতঃ তিনিও এতদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎপর ১৮৪২ অব্দে পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ষ্টীল সাহেব এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তেঁহ তিন লক্ষ লোকের সঙ্খ্যা করেন; কিন্তু তাঁহার কার্য্যও নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হয় নাই। তৎপরে এই মহানগরী-মধ্যে যে সকল লোকের বসতি আছে তাহার সঙ্খ্যা নিরূপণের নিমিত্ত এই বৎসরের প্রথমে এক আয়োজন

করা হইয়াছিল, এবং গত জানুয়ারী মাসের অষ্টম দিবসের রাত্রিকালে কোন্ বাটীতে কত ব্যক্তি বাস করিয়াছিল তাহার সঙ্খ্যা করা হয়; ঐ সঙ্খ্যার স্থূল নির্ঘণ্ট তালিকা পাঠকবৃন্দের গোচরার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

কলিকাতা নগরের আয়তন ১৫,১১৫ বিঘা, ৮ কাঠা, ১০ ছটাক, ১৮ হস্ত ভূমি। তাহা জ্যোতিষী ক্রোশ-পরিমাণে সপ্ত চতুরস্র ক্রোশ তিন পাদ হইবেক। ঐ ১৫,১১৫ বিঘা ভূমির মধ্যে ৭৮৯ বিঘা, ১৭ কাঠা, ১২ ছটাক, ২২ হস্ত ভূমি পুষ্করিণী ও সাধারণের উদ্যানের নিমিত্ত নিযোজিত আছে। এতদ্ভিন্ন কেল্লা, গড়ের মাঠ, কুলিবাজার এবং টালীর খালের পূর্ব্ব স্থিত যে ভূমি আছে পূর্ব্বের সমষ্টির সহিত তাহার ব্যবকলন করিলে ৪১৩২ বিঘা ভূমি হইবেক। এতদবশিষ্টই কলিকাতার স্থূল পরিসর; তাহা ১০৯৫৩ বিঘা, ৯ কাঠা, ৮ ছটাক, ২৮ হস্ত নিরূপিত হয়। তন্মধ্যে ১৪৬৩ বিঘা রাজপথ ও ক্ষুদ্র বর্ত্মের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে।

ঐ ভূমির মধ্যে যাহা আবাস-যোগ্য নহে তাহার স্থূল বিবরণ নিম্নলিখিত তালিকায় স্বতন্ত্ররূপে লিখিত হইল।

	বিঘা	কাঠা	ছটাক	হস্ত,
পুষ্করিণী......	৫৪৯	১	৮	২০
বর্ত্ম	১৪৬৩	১৩	৮	২৩
উপাসনাস্থান ..	৯৩	৫	১	১০
সমাধিভূমি	৩২	১২	৫	১৩
সমষ্টি	২১৩৮	১২	৫	১৯

এই ২১৩৮ বিঘা ভূমি ব্যতীত অবশিষ্ট ৮৮১৪ বিঘা, ১৭ কাঠা, ৩ ছটাক ১৩ হস্ত ভূমি গৃহাদিদ্বারা ব্যাপ্ত আছে। ঐ সকল গৃহের সঙ্খ্যা ৫৮,৯২০; তদ্বিশেষ যথা—

১ টী	বাটী	......	৫ তলা।
২৩	ঐ	......	৪ ঐ
৯৯৯	ঐ	......	৩ ঐ
৭৩৭৭	ঐ	......	২ ঐ
৭২৭২	ঐ	......	১ ঐ
৪২,৯১৭	ঐ	......	খোলার ঘর।।
৫৮৮৯২			

উক্ত গৃহসকলের মধ্যে ১৬,০৬৪ গৃহ কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগে ও অবশিষ্টগুলী উত্তর বিভাগে স্থিত; তদ্বিশেষ যথা—

	দক্ষিণ বিভাগে	উত্তর বিভাগে
৫ তলা	০	১
৪ ঐ	ঐ ৪	ঐ ২২
৩ ঐ	ঐ ২৩৫	ঐ ৭৬৪
২ ঐ	ঐ ১৯০০	ঐ ৫৭৭৭
১ ঐ	ঐ ২১২৮	ঐ ৫১৪৪
খোলার	ঐ ১১৭৯৭	ঐ ৩১১২
	১৬০৬৪	৪২৮২৮

লোকের সঙ্খ্যা নিরূপণ জন্য কলিকাতাবাসিগণকে যে রাত্রিতে জনসঙ্খ্যা নির্দ্দেশ করণার্থ বিজ্ঞাপিত করা হইয়া ছিল উক্ত রাত্রিতে কলিকাতায় ৩,৫৪,৮৭৪ লোক ছিল। তদ্বিশেষ যথা—

২,৩১,২০৬	হিন্দু।
১০২৮৪৪	মুসলমান।
৬,৯৯০	ইউরোপীয়।
১০,৮৫৫	শঙ্কর খ্রীষ্টিয়ান।
৩০	গ্রীক।
৭০৫	আর্ম্মাণী।
১৩৬০	আসিয়া খণ্ডের অপর নানা বর্ণ।
৬৮১	ইহুদী।
৯৮	পার্শী।

৩৮	কাফরী।
৩৩৯	চীন।
৩,৫৪,৮৭৪	

এই জনসঙ্খ্যার মধ্যে কত ব্যক্তি পুরুষ কত ব্যক্তি স্ত্রী কত জন বালক ও কত জনই বা বালিকা তাহার অনুসন্ধানে নিম্ন লিখিত তালিকা নির্দ্দিষ্ট হয়। উক্ত তালিকা যথা,--

	পুরুষ	স্ত্রী	বালক	বালিকা
হিন্দু ..	১১২৫৬০	৭৮৩০৫	২০৭৬৩	১৯৫৭৮
মুসলমান,	৫৬৪৯৯,	২৮১৫৬	৯৪৭৮,	৮৭১১
ইউরোপীয় ..	২৯০০	২২৪৮	৭০০	৮১২
শঙ্করখ্রীষ্টিয়ান	৩৯৭৫	৪১৭৫	১৩১১	১৩৯৪
গ্রীক	১৭	৭	২	৪
আর্ম্মাণী ..	২৯১	২৩৮	৮৮	৮৬
আসিয়া খণ্ডের অপর বিবিধবর্ণ	৭১২	৪০৫	১২০	১২৩
ইহুদী	২৪০	২২৮	১১১	১০২
পার্শী	৭৩	১৫	৬	৪
কাফরী	২৪	৯	২	৩
চীন	৩০৮	০	৩১	০
	১৭৭,৩২৯	১১,৩৭৮৬,	৩২,৬৪২,	৩০,৮১৭

উক্ত প্রজা মণ্ডলী মধ্যে কোন্ জাতীয় মধ্যে কীদৃশ বৃদ্ধ দৃষ্ট হইয়াছিল তদ্বিবরণ যথা—

সর্ব্বাপেক্ষা ইউরোপীয় বৃদ্ধ .. ৮৭ বৎসর বয়ঃক্রম
ঐ শঙ্করইউরোপীয় .. .. .. ১০৪ ঐ
ঐ আর্ম্মাণী .. .. ৮৪ ঐ
ঐ ইহুদী .. .. ৮৮ ঐ
ঐ মুসলমান .. .. ১০৮ ঐ
ঐ হিন্দু .. .. ১১৬ ঐ

প্রাগুক্ত প্রজাভিন্ন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রজা আছে। উক্ত দুর্গের পরিধি ৫২১ বিঘা, ৭ কাঠা, ৩ ছটাক, ২০ হাত। প্রজা—সঙ্কলন করণের রাত্রিতে দুর্গের মধ্যে নিম্ন লিখিত সঙ্খ্যক লোক ছিল।

	পুরুষ	স্ত্রী	বালক	বালিকা
ইউরোপীয় ..	১৬৮৭	১৩৭	৯৭	৮১
শঙ্করইউরোপীয়	৮	৯	১	০
মুসলমান	৩২১	৪৩	৫	৫
হিন্দু	১২১১	১৩০	৫৬	৪১
আসিয়ার অপর বিবিধ জাতি		১২	৪০	০
	৩২৩৯	৩৫৩	১৭৯	১২৭

পূর্ব্বোক্ত জনসমূহের মধ্যে পুরুষ অধিক ও স্ত্রী অল্প প্রতীত হইতেছে; পরন্তু স্ত্রী পুরুষে কি পরিমাণে অল্প কি অধিক তাহার নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র তালিকা হয়, তাহাতে দৃষ্টি হইতেছে যে কলিকাতায় ইউরোপীয় প্রতি ১০০ স্ত্রীতে ১১৮ পুরুষ আছে

শঙ্কর খ্রীষ্টিয়ান ..	ঐ	.. ৯৪	ঐ
গ্রীক	ঐ	.. ১৭২	ঐ
আর্ম্মাণী	ঐ	.. ১১৬	ঐ
আশিয়া খণ্ডের অপর বিবিধ বর্ণের	ঐ	.. ১৫৭	ঐ
ইহুদী, ...	ঐ	.. ১০৬	ঐ
মুসলমান, ...	ঐ	.. ১৭৮	ঐ
পার্শী	ঐ	.. ৪১৫	ঐ
হিন্দু	ঐ	.. ১৩৬	ঐ
কাফরী	ঐ	.. ২১৬	ঐ

অপর, সমস্ত প্রজামধ্যে দশ বর্ষের অনধিক বালক বালিকা কত তাহার অনুসন্ধানে দৃষ্ট হয় যে ইউরোপীয়, ১০০ ব্যক্তির মধ্যে ২৯ জন বালক বালিকা।

শঙ্কর খ্রীষ্টিয়ান, ... ৩৩, ঐ
গ্রীক, ... ২৫ ঐ
আর্ম্মাণী, ... ৩২ ঐ
আশিয়ার অপর বর্ণ .. .. ২১ ঐ

ইহুদী, ...	৪৫	ঐ
মুসলমান, ...	২১	ঐ
পার্শী, ...	১১	ঐ
হিন্দু, ...	২১	ঐ
আফরিক, ...	১৫	ঐ

১০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সমস্ত শিশুদিগের বয়ঃক্রম উর্দ্ধস্থ তালিকা মধ্যে ধৃত হইয়াছে। তদতিরিক্ত যুবাদিগের বয়োবৃদ্ধি অনুসারে ভিন্ন শ্রেণী মধ্যে নিবিষ্ট করা হইয়াছে। যথা—

বালক	১০ বৎসর		পর্য্যন্ত		.. ..	৩২৬৪২
যুবা	১০	অবধি	১৫	পর্য্যন্ত	.. ..	১০৭৪৯
ঐ	১৬	,,	২০	,,	.. ..	২০৯৬৪
ঐ	২১	,,	২৫	,,	.. ..	২৯৩৭২
ঐ	২৬	,,	৩০	,,	.. ..	৩২৬২৬
ঐ	৩১	,,	৩৫	,,	.. ..	২১৬১০
ঐ	৩৬	,,	৪০	,,	.. ..	২৫৭১৭
ঐ	৪১	,,	৪৫	,,	.. ..	১১৭৬১
ঐ	৪৬	,,	৫০	,,	.. ..	১১১৯১
ঐ	৫১	,,	৫৫	,,	.. ..	৪৩৫২
ঐ	৫৬	,,	৬০	,,	.. ..	৪৯৬৮
ঐ	৬১	,,	৬৫	,,	.. ..	১৭০৫
ঐ	৬৬	,,	৭০	,,	.. ..	২৫৮৪

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে নগরের মধ্যে ৪৩৮ টী পথ আছে। তন্মধ্যে ১৮৫ টী দক্ষিণ বিভাগের অন্তর্গত; এবং ২৫৩ টী উত্তর বিভাগের অন্তর্গত। পূর্ব্বোক্ত পথের সাকল্যে দীর্ঘতা, ২২৮,৬৯৫ ফুট, এবং শেষোক্ত বর্ত্মের দীর্ঘতার সমষ্টি ৩,৫০০,৮৩ ফিট নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চাশ ক্রোশ দীর্ঘ পথ হইতে পারে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"বিয়েপাগলা বুড়ো। প্রহসন। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।" এই পুস্তক খানির নিমিত্ত আমরা মিত্র বাবুর নিকট দুই প্রকারে অপরাধী হইয়াছি। কএক মাস হইল তিনি আমাদিগকে ইহার একখানি উপহার স্বরূপে প্রেরণ করেন, এতাবৎ কাল তাহার সমালোচন না করা ঐ অপরাধের এক মুখ্য কারণ; দ্বিতীয়, আত্মীয়মণ্ডলীর অনেককেই ইহা পাঠার্থে ঋণ দিয়াছি, তাহাতে ঐ পুস্তকের কিয়দংশ বিক্রয়ের ব্যাঘাত হইয়াছে। পরন্তু ভরসা করি মিত্র বাবু তাঁহার মিত্রতাগুণে ঐ উভয় অপরাধেরই ক্ষমা করিবেন। বিশেষতঃ তাঁহার উপাদেয় প্রহসন খানি আমাদিগের সমালোচনরূপ দ্যোতকতার অপেক্ষা রাখে না, যেহেতু তাহা নিজ গুণেই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে; অতএব আমাদিগের ত্রুটি অনায়াসেই অপনীত হইতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে মিত্র বাবু "নবীনতপস্বিনী" ও অপর এক খানি নাটক রচনা করিয়া বাঙ্গালী পাঠক মণ্ডলীর নিকট বিশিষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন; অধুনা এই নূতন প্রহসনে সে সমাদরের সম্যক্ উন্নতি হইবারই সোপান হইয়াছে।

আশু মনে হইতে পারে যে কেবল রহস্য-ব্যঞ্জক রচনা তাদৃশ উৎকট আয়াসের সাপেক্ষ নহে, কএকটা হাস্যজনক কথা একত্র করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ সে জ্ঞান প্রকৃত সিদ্ধ নহে। ঐশী শক্তি না থাকিলে যে প্রকার প্রকৃত কবি হওয়া অসাধ্য, বিশেষ ও অসাধারণ কল্পনা শক্তি, ও রসবোধ, ও প্রত্যুৎপন্নমতিতা না থাকিলে সেই রূপ উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করাও দুষ্কর। ফলে যে প্রকারে দেবদূত চিত্র করিতে যে ক্ষমতার

আবশ্যক, গর্দ্দভ চিত্র করিতেও সেই ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, গর্দ্দভ সামান্য বস্তু বলিয়া চিত্রকরের ক্ষমতার স্বল্পতায় অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ যে ক্ষমতায় উৎকৃষ্ট মহাকাব্য প্রস্তুত হয় তাহাই খণ্ডকাব্যে প্রয়োজনীয় হয়। মহাকাব্যকার কালীদাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য "মেঘদূত" প্রস্তুত করেন; অন্যে কেহই তাহার তুল্য খণ্ডকাব্য রচনা করিতে পারেন নাই; ও খণ্ডকাব্য লঘু বলিয়া অল্প ক্ষমতায় কাহার অভিপ্রেত সিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু মনুষ্যেন্দ্রিয়ে এক বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তদনুরোধে সামান্য বস্তুতে বৃহৎ দোষাপেক্ষা মহদ্ বস্তুতে কিঞ্চিৎ দোষই গুরু বোধ হয়। পূর্ণিমার শশীতে কলঙ্ক যে প্রকার অপ্রীতিকর হয়, অমাবস্যায় বা দীপালোকে ভাজনা খোলার অধোদেশও তাদৃশ মনোবেদনাদায়ক বোধ হয় না; এবং সেই হেতুকই ঈষৎ আঁকা পায়স অপেক্ষা হাকুচ নিমঝোল অনায়াসে ভক্ষণ করা যায়। সঙ্গীত বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ সামান্য ব্যক্তির মুখে মালিনীর গীত, মধ্যম গুণসম্পন্ন কালোয়াতের ধ্রুপদ অপেক্ষা, সেই ধর্ম্মহেতুকই অনেকের মনঃপ্রীতিকর হয়। কেহ কেহ কহিতে পারেন যে ধ্রুপদ বোধ না থাকাতেই ঐ ঘটনা ঘটে; পরন্তু তাহা প্রকৃত কারণ নহে; যে হেতু তাহা হইলে যাহার টপ্পায় কিছুমাত্র বোধ নাই তাহার মন টপ্পায় আকৃষ্ট হইবার উপায় থাকিত না। প্রস্তাবিত ধর্ম্ম অপরাপর ইন্দ্রিয়ে যে প্রকার প্রবল, মনেও সেই রূপ বলবান, এবং তাহারই অনুরোধে অনেক সামান্য পদার্থ প্রচলিত হইয়া থাকে। প্রহসন পক্ষে মনের এই ধর্ম্মটী স্পষ্ট প্রতীত হয়। যাঁহারা মধ্যম মহাকাব্য এক বার মাত্র স্পর্শ করিতে সম্মত নহেন, তাঁহারা অতিযৎসামান্য প্রহসনও অনায়াসে পাঠ করেন। পরন্তু প্রহসনের প্রচলন হইবার এই রূপ সুবীথি থাকিলেও বঙ্গভাষায় অতি অল্প প্রহসন সভ্যমণ্ডলী মধ্যে গ্রাহ্য হইয়াছে, ও অনেকে তাহার রচনায় বিনিযুক্ত হইলেও সুগ্রাহ্য প্রহসন প্রায় দৃষ্ট হয় না। যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎ সমুদায়ই অসৎ ও অকথ্য বলিয়া ভদ্রের স্পর্শ করিতে রুচি জন্মে না। বিশেষতঃ অনেকের একটা ভ্রম আছে যে অশ্লীলতা হাস্যের প্রণোদক, এবং সেই ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া প্রায় প্রহসন মাত্রেই অশ্লীলতা প্রচুর রূপে নিবিষ্ট করেন। তন্নিমিত্তই প্রহসন নাম শ্রবণমাত্রে অনেকে বিরক্ত হইয়া থাকেন। ইহা পরম আহ্লাদের বিষয় যে মিত্র বাবু এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান। তেঁহ অশ্লীল কাব্যে হাস্য জন্মাইবার চেষ্টা এক বার মাত্রও করেন নাই; অথচ তাঁহার রচনা বিশিষ্ট হাস্যদ্যোতক হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

প্রস্তাবিত প্রহসনের স্থূল মর্ম্ম এই;—রাজীব মুখোপাধ্যায় নামা এক জন ব্রাহ্মণ দলাদলী ব্যাপারে, তথা পরনিন্দা পরগ্লানিতে সর্ব্বত্র হেয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ বৃদ্ধ একটি নূতন বিবাহ করিতে বিশেষ আনুরক্ত্য প্রকাশ করিয়াছিল, এই প্রযুক্ত লোকে তাহাকে সর্ব্বদা বিরক্ত করিত, ও পাড়ার বালকেরা "বিয়েপাগ্‌লা বোকা বর, পেঁচোর মাকে বিয়ে কর" ইত্যাদি বাক্যে তাহাকে খেপাইতেও ত্রুটি করিত না। এই ব্যাপারে রতা নামে এক নাপিতপুত্র প্রধান ছিল; সে জাতীয় চতুরতার সহিত সর্ব্বদা নানা অনিষ্ট কল্পনায় নিযুক্ত থাকিত, এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাকে তন্নিমিত্ত বিষনয়নে দৃষ্টি করিত। একদা ঐ ধূর্ত্ত বালক নসীরাম ভুবনমোহন প্রভৃতি সহচর সমভিব্যাহারে দুষ্ট কল্পনায় প্রণোদিত হইয়া অপরাহ্নে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপন গৃহে বৈকালিক নিদ্রায় ঈষৎ সুপ্ত আছে এমত সময়ে জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার পায়ে একটা কাঁটা ফুটাইয়া দেয়, এবং ব্রাহ্মণ যেই চীৎকার করিয়া

উঠিয়াছে সেই তাহার গায়ে একটা সোলার সর্প ফেলিয়া শীঘ্র টানিয়া লয়। ব্রাহ্মণ বোধ করিল যে সে প্রকৃত সর্পাহত হইয়াছে, এবং তৎপ্রযুক্ত অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল। প্রতিবাসিরা এই অবকাশে অনেকে নিকটে আসিয়া ক্ষত স্থানের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে একটা রজ্জু বান্ধিয়া পরামর্শ দিলেক যে রতা নাপিতের পিতা সর্পমন্ত্র জানিত; মৃত্যুর প্রাক্কালে সে তাহার একমাত্র পুত্র রতাকে সেই মন্ত্র শিখাইয়াছিল, অতএব তাহাকে ডাকান কর্ত্তব্য। রতা এ বিষয়ে অগ্রেই প্রস্তুত ছিল; সংবাদ পাইবামাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দৃষ্টে রাজীব মৃত দেহে জীবন প্রাপ্তির ন্যায় হৃষ্ট হইয়া কহিলেন—

"বাবা রতন, তুমি শাপভ্রষ্টে নাপিতের ঘরে জন্ম লয়েচ, তোমার গুণ শুনে সকলেই সুখ্যাতি করে, তোমার কল্যাণে আমার বৃদ্ধ শরীর অপমৃত্যুহইতে রক্ষা কর।

রতা। (দংশন অবলোকন করিয়া) জাত সাপের দাঁত—.

রেতে কাটে জাত সাপ
রাখ্‌তে নারে ওজার বাপ।

তবে বন্ধনটা সময় মত হয়েচে ইতে কিছু ভরসা হচ্চে—এক গাছ মুড়ো খ্যাঙরা আনুন।

রামমণীর প্রস্থান।

. আপনার গা কি ঝিম্ ঝিম্ করে আসচে?

রাজী। খুব ঝিম্ ঝিম্ কচ্চে, আমি যেন মদ খেইচি।

রতা। যম বুঝি ছাড়েন না।

মুড়ো ঝাঁটা হস্তে রামমণীর পুনঃ প্রবেশ।

ও এখন রাখ, দেখি চপেটাঘাতে কি কত্তে পারি। (আপনার হস্তে ফুঁ দিয়া রাজীবের পৃষ্টে তিন চপেটাঘাত) কেমন মহাশয় লাগে?

রাজী। রতন লাগে বুঝি—বড় লাগে না।

রতা। তবে সঙ্খ্যা বৃদ্ধি কত্তে হলো (সাত চপেটাঘাত)।

রাজী। লাগে যেন।

রতা। ঠিক্ করে বলো—যেন বিষ থাক্‌তে লাগে বলে সর্ব্বনাশ কর না।

রাজী। আমার ঠিক্ মনে হয় না, আবার মারো।

রতা। আমার হাত যে জ্বলে গেল—(প্রতিবাসীর প্রতি) মহাশয় মাত্তে পারেন? আমি আপনার হস্ত মন্ত্রপূত করে দিচ্চি।

প্রথম। না বাপু আমি পারবো না—এই ভুবনকে বলো।

রতা। ভুবন, তোমার হাত দাও তো। (ভুবনের হস্তে ফুঁ দেওন) মার।

ভুবন। (স্বগত) আমাদের ভাত পচিয়েচ, আমাদের এক ঘরে করেচ—(প্রকাশে) ক চড় মাত্তে হবে?

রতা। তিন চড়।

ভুবন। (গণনা করে চপেটাঘাত) এক—দুই—তিন—চার—পাঁ—

প্রথম। আর কেন।

রতা। হোক্, তবে সাত হোক্।

ভুবন। এই পাঁচ—এই ছয়—এই সাত।

রতা। কেমন মহাশয় লাগ্‌চে?

রাজী। চপেটাঘাতে পিট ফুলে উঠেচে ও তার উপরে মাচ্চে, আমি কিছুই বোধ কত্তে পাচ্চিনে।

রতা। মূল মন্ত্র ভিন্ন বিষ যায় না—(পেঁচোর মার নামের মন্ত্র পাঠ)

(তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার) গা কি ঢুলুচে?

রাজী। বাবা রতন, তুমি ও বেটির নামটা বল না।

রাম। মন্ত্রে আছে তা কি করবে—তুমি আবার মন্ত্র পড়ো।

রাজী। এবার ও নামটা মনে মনে বলো।

রাম। রোগিতে মন্ত্র না শুন্‌লে কি মন্ত্র ফলে?

রতা। চুপ কর গো—(রাজীবের মুখের কাছে

ঝাঁটা নাড়িয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র পাঠানন্তর তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার করিয়া) কি রূপ বোধ হয়?

রাজী। আমার বাপু গা ঘুর্‌চে, কি ঝাঁটায় ঘুর্‌চে তা আমি বলতে পারিনে—শেষের ঝাঁটা গুনো বড় লেগেচে।

রতা। আর ভয় নাই।—(একটি ঝাঁটার কাটি ভাঙ্গিয়া আঙ্গুলের ঘা মুখে ফুটাইয়া দেওন)

রাজী। বাবারে মরিচি, জ্বালাটা একটু থেমেছিল, আবার জ্বালিয়ে দিলে, বড় জ্বালা কচ্চে, মলেম?

রতা। "বাচলেম—এখন দশ কলসী কুয়ার জল দিয়ে নাইয়ে আন।"

এই রূপে অপর এক দিবস প্রতিবাসী কনক বাবু এক জন অন্য গ্রামস্থ ব্যক্তির সাহায্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া এক রাত্রিতে রতাকে কন্যার বেশে তাহার সহিত বিবাহ দেন, কিন্তু পর দিন স্বামীগৃহে কন্যাকে পাঠাইবার সময় পালকিতে পেঁচোর মা নাম্নী এক বৃদ্ধ ডুমনীকে পাঠাইয়া দেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে লইয়া গৃহে আগমন করত আপন বিধবা কন্যাদ্বয়কে কন্যা গৃহে লইতে কহিতেছে, এমত সময়ে পাড়ার বালকেরা "বুড়ো বাম্‌না বোকা বর পেঁচোর মাকে বিয়ে কর" ইত্যাদি বাক্য কহিতে২ আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ তাহাদের বাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন —

"দূর ব্যাটারা পাপিষ্ঠ, গর্ভস্রাব, কেমন পেঁচোর মা এই দ্যাখ্" (কনের অবগুণ্ঠন মোচন।)

গৌর। ও মা এ যে সত্যি সত্যি পেঁচোর মা, ও মা কি ঘৃণা, কোথায় যাব—মাগির গায় গহনা দেখ, সোণার বেনেদের বউ—

রাজী। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হ্যাঁ, আমার স্বর্ণলতা বাড়ী এসে পেঁচোর মা হলো—আমি স্বপন দেখ্‌লেম, আমারে ছলনা কল্যে—আহা! আহা! কেন এমন স্বপ্ন মিথ্যা হলো—ও লক্ষ্মীছাড়া বিঠি পেঁচোর মা, তুই কেন কনে হলি—সে যে আমার ডোইরে কলাগাছে জলভরা মেয়ে—মরে যাই, মরে যাই, মরে যাই, (ভূমিতে পতন) কনক রায় নির্ব্বংশ হক, কনক রায়ের সর্ব্বনাশ হক—

পেঁচোর মা। কান্‌তি নেগ্‌লে ক্যান, তোমার ছ্যালে কোলে কর, (কাপড়ের ভিতর হইতে অলঙ্কারে ভূষিত শূকরের ছানা রাজীবের গাত্রে ফেলন)

রাজী। আঁটকুড়ীর মেয়ে, পেতনি, শূয়োর খাগি, শূয়োরের বাচ্ছা আমার গায় দিলি ক্যান? শূয়োরের বাচ্ছা ঐ রামী রাঁড়ীর গায় দে।

শূকরের ছানা রামমণীর গাত্রে ফেলিয়া রাজীবের প্রস্থান।

রাম। কি পোড়া কপাল, কি ঘৃণা, শূয়োরের ছানা গায় দিলে—অমন বাপের মুখে আগুণ, চুলিতে গিয়ে শোও—খুব হয়েচে, আমি তো তাই বলি, কনক বাবু বুদ্ধিমান, তিনি কি বুড়ো বরের বিয়ে দেন।

পেঁচোর মা (শূয়োরের বাচ্ছা কোলে লয়ে) "বাবার কোলে গিইলে বাবা, বাবার কোলে গিইলে বাবা—কোলে নেলে না, আগ্ করে ফেলে দিয়েচে, দিদির গায় উটেলে।"

এতদ্দৃষ্টান্তে পাঠকবৃন্দের অবশ্যই প্রতীত হইবে যে মিত্র বাবু প্রহসন রচনে সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি যে ইহা যে রূপ পাঠকদিগের হাস্যকর হইয়াছে? কোন রঙ্গস্থলে অভিনীত হইয়া দর্শক মণ্ডলীর সেই রূপ প্রীতিজনক হউক। ইহা যে রঙ্গস্থলের সম্যক্ উপযুক্ত তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কেবল বাসরগৃহের ব্যাপার টা কিঞ্চিৎ সঙ্ক্ষিপ্ত করা আমাদিগের অভিমত।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩৪ খণ্ড

কানারা।
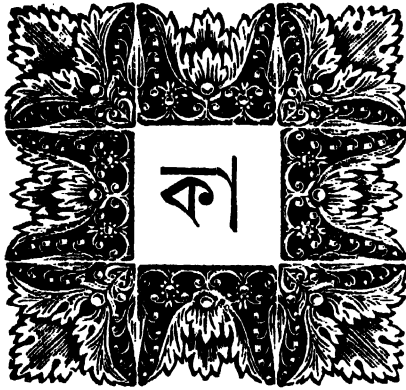
নারা শব্দ সংস্কৃত কর্ণাট শব্দের অপভ্রংশ। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-দেশস্থ অতুল পরাক্রান্ত একতাবদ্ধ যবন নৃপতিরা সুবিখ্যাত শ্রীরঙ্গরাইল সম্রাড়্গণের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে মহারাজাধিরাজ রামরাজা তেল্লিকোট্টা নামক স্থানে অতুল সাহসের সহিত তাহাদিগকে প্রতিরোধ করেন। কিন্তু তাহাতে দক্ষিণ দেশের চারিটী প্রধান ভূপাল ঐক্য হইয়া তাঁহার বিপক্ষে অবিশ্রান্ত অস্ত্র বর্ষণ করাতে ক্ষত্রিয়কুল-তিলক রামরাজা সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তদবধি কর্ণাটের বিশাল সাম্রাজ্য যুদ্ধ-বিজয়ী যবন-ভূপালগণের মধ্যে অংশীকৃত হইয়া চারিটী যবন রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। তৎপরে যখন মোগলেরা দক্ষিণদেশ আক্রমণ করে তখন তাহার অবশিষ্ট সকল শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর ইকরীবংশীয় হিন্দু-নৃপতিবৃন্দ মোগলদিগের আধিপত্য লোপ করত কর্ণাট রাজ্যে কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন। ক্রমে ক্রমে ইকরীবংশের রাজারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে মহারাষ্ট্রীয়েরা কর্ণাটের কিয়দংশে আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। অনন্তর গতশতাব্দীর মধ্যসময়ে হৈদর আলী ও টিপু শুল্তান কর্ণাটের বিখ্যাত রাজ্য ও নগর সকল পুনঃ পুনঃ ধ্বংস ও লুট করত উহা শ্রীভ্রষ্ট ও হতৈশ্বর্য্য করেন। বারংবার এবম্প্রকার যুদ্ধ-বিপ্লবে ঐ বিশাল সাম্রাজ্য বিলুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কেবল পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র কূলবর্ত্তি প্রদেশ-সকল কর্ণাট নামে প্রসিদ্ধ থাকে। সর্ব্বাদৌ পাশ্চাত্য যবনবণিগ্‌গণ আরবদেশহইতে এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থে মলবর ও কঙ্কান প্রদেশের উপকূলে আগমন করিত। কিন্তু পরিশেষে মহারাষ্ট্রীয়েরা উল্লিখিত বণিগ্‌দিগের প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে উহারা পশ্চিম কর্ণাটের উপকূলে যাইয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে; এবং কর্ণাটের অপভ্রংশে কানারা শব্দ ব্যবহৃত করাতে তদবধি উক্ত স্থান কানারা নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা ঐ উপকূলের প্রায় অধিকাংশকে তুলুব রাজ্য বলিতেন। উহা কঙ্কান-

জনপদ অবধি মলবার-প্রদেশ-পর্য্যন্ত দুই শত জ্যোতিষি ক্রোশ দীর্ঘ; এবং প্রস্থে মহিসুর-রাজ্য-হইতে পশ্চিম-সমুদ্রকূল-পর্য্যন্ত ১৭ ক্রোশমাত্র তাহার পরিসর। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা এতদ্দেশ অধিকৃত করেন। তদবধি তাহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত হইয়াছে।

যৎকালে হৈদর আলী উক্ত দেশ অধিকৃত করেন, তৎকালে কানারা রাজ্য এক হিন্দু ভূপালের অধীনে ছিল। উক্ত ভূপাল তদ্দেশের পুনশ্চ বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তদর্থে কানারা রাজ্যের পূর্ব্বসম্পদের পুনর্মুখাবলোকনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হৈদর আলী তাহা অধিকৃত করত তাহার প্রোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপ্রদীপ একেবারেই নির্বিঘ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপ্রযুক্ত কানারা রাজ্যের অনেক গুলি জনপদ অরণ্যাবৃত হইয়াছে।

কানারা রাজ্য অধিকাংশ পর্ব্বতময়। তন্নিমিত্ত তথায় গো মহিষাদি পশু অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। চাসের নিমিত্ত কৃষকগণকে বাহু ও শারীরিক শ্রমের প্রতিই অধিকাংশ নির্ভর করিতে হয়। অপর তথায় বিশিষ্টরূপ তুলার চাস হয় না; এবং সংবৎসরের মধ্যে প্রায়ঃ সর্ব্বদা বারিবর্ষণ হওয়াতে তন্তুবায়েরা বস্ত্র-বপন পক্ষে যদিচ কোন মতেই সিদ্ধকাম হইতে পারে নাই; তথাপি তদ্দ্বারা মৃত্তিকা প্রচুরশস্যশালিনী হয়। উক্ত রাজ্যে মঙ্গলুরু, অঙ্কলা, অনর, কুণ্ডপুর, বারকুর এবং বিকল এই কয়েকটী প্রধান বাণিজ্যস্থান আছে। তন্মধ্যে মঙ্গলুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তথাহইতে এলাইচ, মরিচ, তণ্ডুল, অগুরু, তৈল, সুপারি, ঘৃত, লৌহ, এবং অন্যান্য বিবিধ বাণিজ্যের দ্রব্য আরব দেশে প্রেরিত হয়।

কানারা রাজ্য "উত্তর" ও "দক্ষিণ" এই দুই প্রধান অংশে বিভক্ত। উত্তর কানারা রাজ্যে তিনটী ক্ষুদ্র নগর আছে; কুণ্ডপুর, অনর, এবং অঙ্কলা। উহা কঙ্কানের উপবর্ত্তি দেবকর নামক জনপদহইতে ঘাট-পর্ব্বতপর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার কিয়দংশ পূর্ব্বে কঙ্কান রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, এবং তাহা গোকর্ণহইতে অনর জনপদপর্য্যন্ত হেগা রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জনশ্রুতি আছে যে হেগা রাজ্যে লঙ্কার অধিপতি প্রতাপশালী দশাননের আধিপত্য ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কানারায় ৫,২০,০০০ মুদ্রা

বার্ষিক রাজস্ব উৎপন্ন হইত। তথায় যথেষ্ট সেগুন কাষ্ঠ জন্মে। এবং অরণ্যানীমধ্যে অধুনা পুষ্পোদ্যান এবং অট্টালিকাদি সময়েহ আবিষ্কৃত হয়। ঐ সমস্ত উদ্যান ও অট্টালিকা কর্ণাটের ভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্যের চিহ্ন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। উত্তর কর্ণাট রাজ্যে গবাদির শকট ব্যবহৃত হয় না।

সমুদ্রের তটে ব্রাহ্মণেরা বাস করেন। তাঁহাদিগের আবাসপল্লী অতিশয় পরিচ্ছন্ন এবং রম্য। অধিকন্তু ব্রাহ্মণেরা নিয়ত সংস্কৃতের আলোচনা ও বেদাধ্যয়নে তৎপর থাকাতে তাহা আরও রমণীয় বোধ হয়। অপর ঐ সমস্ত সুখাবহ পল্লীর মধ্যে ইতস্ততঃ মনোহর দেবালয় ও রমণীয় উপবন সন্নিবেশিত থাকাতে গ্রামভূমির চমৎকার শোভা প্রতীয়মান হয়। ভিন্ন দেশস্থ পর্ব্বত-সাধারণ জনপদবর্ত্তি লোকেরা স্বদেশীয় শৈলমালার অলঙ্কারদ্বারা বাহুল্যরূপে মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী ও অপর কএক জাতি গিরি-শিখর-সম্ভোগে বঞ্চিত। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে কত অপূর্ব্ব ভূধরশিখর, লতা-পুষ্প-বিরাজিত বিচিত্রিত গিরিতট, নির্জ্জন কন্দর, এবং মনোহর শৈলাটবী আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রস্তাবিত কানারা রাজ্য কথিত রমণীয় প্রদেশের উপমাস্থান।

কানারা রাজ্যের মধ্যস্থলে বন্তর-জাতীয় মনুষ্যেরা বাস করে। অঙ্কলা নামক জনপদ মধ্যে যাহারা বাস করে তাহারা প্রকৃত কর্ণাটী। তাহারা পল্লীগ্রাম ব্যতীত নগরের মধ্যে কদাপি বাস করে না, এবং ঐ রীতির কোন কালেই তাহারা অন্যথা আচরণ করে না। হেগা নামক স্থানে একজাতীয় ব্রাহ্মণেরা বাস করেন, তাঁহারা "পাচগণ্ডা" নামে বিখ্যাত। ইহাঁরা মৎস্যাশী; তন্নিমিত্ত দ্রবিড়দেশীয় ব্রাহ্মণেরা ইহাঁদিগকে অতিশয় ঘৃণিত বিবেচনা করিয়া থাকেন। হেগা-জনপদের অন্তর্গত বাটীকলা নামে একটী ক্ষুদ্র জনপদ আছে, তত্রত্য ব্রাহ্মণেরাও হেগা নামে প্রসিদ্ধ। ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা ভূমি-কর্ষণদ্বারা উপজীবিকা উপার্জ্জন করেন। তথায় হালিপিকা নামে এক অপকৃষ্ট জাতি আছে। তাহারা কৃষিকার্য্যে বিলক্ষণ সুনিপুণ।

উক্ত-জনপদ-মধ্যে কুমারপেক নামে এক জাতীয় সৎশূদ্র আছে, তাহারা এতদ্দেশীয় কুলীন কায়স্থদিগের ন্যায় মান্য। পরন্তু এতদ্দেশীয় কুলীন কায়স্থদিগের লেখনীভিন্ন অন্য উপজীবিকা নাই। তথাকার ঐ কায়স্থেরা বিদ্যা চর্চ্চা করে, অথচ কখনহ তরবারি ধারণ পূর্ব্বক সৈনিককর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কখন বা হলের মূলাগ্রে মুষ্টি বিন্যাসপূর্ব্বক ভূমিকর্ষণে নিযুক্ত হইয়া থাকে; তাহাতে অগমতা কিংবা মানের লাঘবতা বোধ করে না।

উত্তর কানারার মধ্যে পাঁচটী প্রধান নগর আছে; যথা—বাটীকলা, অঙ্কলা, কারবার, মজো, এবং অনর। বাটীকলা অতি বৃহৎ নগর। উহা শঙ্খদহলে নাম নদের উপকূলবর্ত্তি এক রম্য উপত্যকার উপর চতুর্দ্দিকে শৈলদ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। ঐ নগর-মধ্যে উত্তম সরোবর বা অন্য কোন জলাশয় সুদুর্লভ হইলেও তথাকার লোকদিগের পানীয় শীতল বারি পর্ব্বতের গাত্র দিয়া চারিদিগে নির্ঝরহইতে নিঃসৃত হয়; ঐ উপাদেয় বারি পান করাতে তত্রত্য লোকেরা প্রায় অরোগী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঐ স্থানে ৬৮ টা জৈন দেবালয় ছিল, তাহার মধ্যে এক্ষণে দুইটী বর্ত্তমান আছে, অবশিষ্ট দেবালয়গুলি কোন ইকরীবংশীয় হিন্দু রাজা উৎপাটিত করত অর্হৎ লোকদিগকে তথাহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বুকনান্ সাহেব লিখিয়াছেন যে অর্হতেরা হিন্দুদিগের নিকট অবমানিত হইয়া যুদ্ধার্থে সমুদ্যত হইলে

ইকরীবংশীয় মহীপালগণ তাহাদিগকে এক কালে স্বদেশহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বিজয়পুরের আদিল শাহী রাজত্ব লোপ হইলে উত্তর কানারা সুন্দার (শুদ্ধা) রাজাদিগের অধিকার গত হইয়াছিল। উক্ত রাজবংশে সুবিখ্যাত সদাশিব রাওয়ের জন্ম হয়। তিনি স্বনামে এক অভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করত আদেশ করিয়াছিলেন আপৎকালে ঐ দুর্গের দ্বার মুক্ত থাকিবে। রাজা সদাশিব প্রায় তথায় বাস করিতেন। তথায় কঙ্কানের ভাষা ও বর্ণ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঐ প্রদেশ দীর্ঘকাল বিজয়পুরের অধীনে থাকা প্রযুক্ত ঐ ভাষার সহিত মহারাষ্ট্রীয় ভাষা বিমিশ্রিত হইয়াছে।

অনর পূর্ব্বে বাণিজ্যের অতিপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল। তথায় হৈদর আলী-কর্তৃক এক পোতনির্ম্মাণ-স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল। টীপু শুলতান অনর আক্রমণকালে ঐ বাণিজ্যস্থান বিনষ্ট করেন। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টুগিস লোকেরা সর্ব্বাদৌ ঐ স্থানে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মিত করে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টীপুর সহিত ইংরাজদিগের শেষ যুদ্ধ হয়, এবং তিনি ঐ যুদ্ধেই রণশয্যায় দেহ পাত করিয়াছিলেন। যে দিবস ইংরাজেরা টীপুর রাজপাট শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকৃত করেন, সে দিন শনিবার। উত্তর কানারার কোন ব্রাহ্মণ ঐ ঘটনা বর্ণনকালে শনিবাসর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সোমবাসরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্ধেতুক বুকানান্ সাহেব অনুমান করেন, যে হিন্দু ইতিহাসবেত্তাগণ অনভিজ্ঞতাবশতঃ কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার দিনের বিপর্য্যয় করিতেন না। পরন্তু অশুভ দিবসে তাঁহারা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা লিখিতেন না। শনিবাসরে ইংরাজেরা শ্রীরঙ্গপত্তন জয় করেন, কিন্তু উহা অশুভ দিন বলিয়া পূর্ব্ব কথিত ব্রাহ্মণদিগের ইতিহাসমধ্যে সোমবাসরের উল্লেখ হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে জেনরল হারিস ইংরাজ পক্ষের সেনাপতি ছিলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ কানারার জনসংখ্যা ২,০৩,৩৩৩ পুরুষ, এবং ১,৯০,০৩৯ স্ত্রী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কানারা, বড়মহল ও অন্যান্য কয়েকটী প্রদেশে পুরুষেরই সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। এতৎ প্রদেশে প্রায়ঃ এক লক্ষ গৃহ আছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণদিগেরই আলয় অধিক। বন্য বরাহের মাংস তদ্দেশে ইতর শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে বিশেষ নিষিদ্ধ নহে। পরন্তু গৃহপালিত শূকর হিন্দুমাত্রেই অত্যন্ত ঘৃণিত বোধ করিয়া থাকেন। ছাগ, মেষ, অশ্ব, রাসভ প্রভৃতি সাধারণ পশু তুলুব রাজ্যে অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। তদ্ধেতুক উত্তর-কানারা-রাজ্য-স্থিত হেগা জনপদের ন্যায় দক্ষিণ তুলুব দেশে শকট ব্যবহৃত হয় না।

ঐশ্বর্য্য-বিষয়ে মলবার দেশস্থ লোকেরা তুলুব জনপদবর্ত্তি লোকদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। কিন্তু উল্লিখিত মলবার প্রদেশস্থ লোকের সহিত তুলুব রাজ্যের লোকদিগের বহু ভিন্নতা নাই। ঐ উভয় দেশীয় লোকদিগের মধ্যে কন্যার অপত্যেই ধনাধিকারী হইয়া থাকে, পুত্রের পুত্র প্রাপ্ত হয় না।

জনশ্রুতি আছে যে পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগের চিরাধিপত্য হেতু ঐ দেশ সমর্পিত করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ তদ্দেশের অধীশ্বর বলিয়া গরিমা করিয়া থাকেন। তুলুব ও মলবার রাজ্যে পিতৃকুল অপেক্ষা মাতৃকুলেরই বিশেষ গৌরব হয়; এবং সন্তান সন্ততির প্রতি পুরুষদিগের কোন প্রভুত্ব থাকে না। তথায় "বকদারু" ও "বটদারু" নামে দুইটী নীচ জাতি আছে, ইহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি পদ্ধতি একই প্রকার। ব্যবসায়ও একপ্রকার অসদৃশ নহে; কিন্তু তথাপি তাহারা পরস্পর মর্য্যাদার

এরূপ অভিমান করে যে তচ্ছ্রবণে কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না।

দক্ষিণ কানারায় মোপ্লা নামে একজাতীয় মনুষ্য সমুদ্রের উপকূলে বাস করে। তাহারা মুহম্মদের মতাবলম্বী। মলবার প্রদেশেই ঐ জাতির অধিক বসতি। উহাদের প্রস্তাব মলবারের ইতিহাস মধ্যে প্রকাশিত হইবে। তুলুব রাজ্যে কাভেহইতে হউরিগারা পর্য্যন্ত মাপ্লা জাতীয় মনুষ্য অধিক দৃষ্ট হয়। তুলুব রাজ্যের শুদ্ধ শূদ্রগণ "নায়ের" নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা সমুদ্রের কূলে বাস করে। তুলুব রাজ্যে ব্রাহ্মণ ও নায়েরদিগেরই অধিক বসতি আছে। তথাপি প্রসিদ্ধ আছে যে টীপুশুলতান তুলুব রাজ্য আক্রমণকালে শত সহস্র হতভাগ্য হিন্দুদিগকে বলদ্বারা যবনমতে মুসলমান করত ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন।

তুলুব রাজ্যে এই কয়েকটী প্রধান নগর আছে; যথা, বার্সিলোর, মাঙ্গালোর, এবং কল্যাণপুর। এস্থানে বৃহৎ নদী কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পর্ব্বতহইতে অনেক গুলি ক্ষুদ্র উৎস নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে। দক্ষিণ কানারা অথবা তুলুব রাজ্যের বর্ণ ও ভাষা স্বতন্ত্র, তাহার নাম কানারী। উহার সহিত তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্রীয়, কর্ণাটক, এবং দ্রাবিড়ী ভাষার শব্দ মিশ্রিত আছে। তুলুব রাজ্যে শালিবাহন রাজার শক প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। এতদ্দেশে অদ্যাপি যবন "সন" বৈষয়িক লোকেরা বাহুল্যরূপে ব্যবহৃত করিয়া থাকে। পরন্ত ঐ অব্দ ভারতবর্ষীয় কোন হিন্দু ভূপালদ্বারা প্রচলিত হয় নাই। তাহা দিল্লীর সম্রাটেরাই বলপূর্ব্বক এতদ্দেশে প্রচালন করিয়াছিলেন। সেই হেতু ভারতবর্ষীয় সংবৎ বা শকাব্দা ভারতবর্ষে সমস্তাৎ প্রচলিত করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ণাট রাজ্যের কোন২ জনপদমধ্যে চান্দ্রমান অনুসারে সংবৎসর নির্ণীত হয়; কিন্তু তুলুব রাজ্যে সৌরমান গণনাই প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজ্য মধ্যে যবন সম্রাট্‌গণের প্রভুত্ব সম্যক্ প্রকারে বর্ত্তিয়াছিল। কেবল তুলুব রাজ্যে কোন যবন ভূপতি আধিপত্য বিস্তৃত করণে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; যেহেতু তথাকার নৃপতিগণ বারংবার শত্রুদ্বারা পরাভূত হইলেও পরাধীনতাপাশ দূরে নিক্ষেপ করত পুনশ্চ স্বাধীন হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশে ইকরীবংশীয় রাজাদিগেরই আধিপত্য ছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে শ্রীরূপনায়ক এতদ্বংশের আদি ভূপাল ছিলেন। চন্দ্রগিরি নদের নিকট সর্ব্বাদৌ তেঁহ রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কর্ণাটের জনপদ মধ্যে উক্ত ইকরীবংশীয় নৃপতিবৃন্দের কীর্ত্তিকলাপের কোন কোন চিহ্ন দেদীপ্যমান আছে।

ইদানীং ভারতবর্ষের মধ্যে তুলুব প্রদেশে জৈনসম্প্রদায়স্থ লোকদিগের সঙ্খ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। ভূতপূর্ব্ব জৈন ভূপালদিগের দেবালয় তথায় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ আছে, মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য বহুতর জৈন দেবালয় বিনষ্ট করত তন্মতাবলম্বী লোকসকলকে রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সকল জৈনেরা তৎকালে সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপে প্রস্থান করিয়াছিল। পরন্ত প্রসিদ্ধ আছে যে বিক্রমাদিত্য কোন ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষী ছিলেন না। যাহা হউক তুলুব রাজ্যে দীর্ঘ কালহইতে ঐ মত ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে সংশয় নাই; কেননা অষ্ট শত খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ বল্লালবংশীয় রাজারা যৎকালে কর্ণাট দেশে আধিপত্য করিতেন, তৎকালে ঐ মতই তদ্দেশে বিশেষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; এবং অত্যন্ত প্রাচীন

কালের লিখিত ঘটনাদির কাল ঐক্য করত সপ্রমাণিত হইয়াছে যে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দাবধি কর্ণাট রাজ্যের অধিপতিগণ জৈন মতাবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐ জৈনদিগের শেষ রাজা বস্তর-জাতীয় ছিলেন। তুলুব রাজ্যে কমল নামক নদের উত্তর ভাগে তাঁহার রাজপাট ছিল। টীপুসুলতান উল্লিখিত জৈনমতাবলম্বী রাজাকে পরাভূত করিয়া ফাঁসীদ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। জৈনদিগের মতে পার্শ্বনাথ ত্রয়োবিংশতিতম সিদ্ধ বা অবতার ছিলেন। কাশীধামের নিকটবর্ত্তি একটী ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়, এবং বঙ্গদেশ ও বেহারের মধ্যস্থিত সমথ নামক পর্ব্বতোপরি কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদ্বারাই জৈনমত স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে রাজগৃহ, চম্পাপুরী, চন্দ্রাবতী, হস্তিনাপুর, শত্রুঞ্জয় এবং কর্ণাট রাজ্যের কয়েকটী স্থান জৈনোপাসকদিগের প্রধান বাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত।

কেহ কেহ বলেন বুদ্ধোপাসকেরা জৈন বলিয়া সঙ্গত নামে খ্যাত। ঐ সঙ্গতগণের সহিত জৈনদিগের মতের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। জৈনদিগের প্রকৃত নাম অর্হৎ। তাহারা স্বীকার করে, শঙ্করাচার্য্য যে একবিংশতি জাতিকে ধর্ম্মহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা তদন্তর্ভূত। তাহারা বেদপুরাণাদি কিছুই মান্য করে না। তাহাদিগের প্রধান ধর্ম্মপুস্তক যোগ নামক গ্রন্থ। উহা কর্ণাটক অক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। চতুর্ব্বিংশতি পুরাণে তাহা বক্ষখ্যা কৃত হইয়াছে। বৃষলশয়ন নামা কোন সিদ্ধ ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহারা মনুষ্যের অবিনশ্বর আত্মাকেই দেবতা বলিয়া মান্য করে। স্বর্গে তাহাদিগের মাহেশ নামে এক পবিত্র পুর আছে, দেহান্তে সেই অপূর্ব্ব পুরীতে তাহারা প্রয়াণ করে। তাহাদিগের প্রধান দেবতার নাম গোমুত রায়। শ্রাবক ও যোতিগণ সদৃশ জৈনেরা কতকগুলি আর্যব্রত প্রতিপালন করে। দেশভেদে জৈনদিগের জাতি ও মতের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা আছে।

তুলুব রাজ্যে মদুয়াল ও শ্রীবৈষ্ণব নামে বিষ্ণুপাসক-দলের দুইটী প্রধান সম্প্রদায় আছে। দ্বেষ ঈর্ষ্যা ঐ উভয় দলের মধ্যে অতি সাধারণ। কিন্তু তত্রত্য স্মার্ত্তল নামক শিবোপাসকদিগের সহিত মদুয়াল ও মলবার ব্রাহ্মণদিগের মতবিষয়ে পরস্পর কোন বিবাদ নাই। এবং তুলুব রাজ্যমধ্যে রথযাত্রা-কালে শিব ও বিষ্ণু এক রথে সমারূঢ় হইয়া থাকেন, তাহাতে বৈষ্ণব বা শিবোপাসকগণের মতে কোন বিরোধ উৎপন্ন হয় না। তথায় এক মন্দিরমধ্যে উপরোক্ত উভয় দেবের অর্চ্চনা হইয়া থাকে। ঘাট পর্ব্বতের পূর্ব্ব-জনপদ-স্থিত মদুয়াল ব্রাহ্মণগণ দেবলবৃত্তিকে বিজাতীয় ঘৃণা করেন; এবং আপনারা পরম পবিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া অত্যন্ত অভিমান করিয়া থাকেন। অপর শ্রীবৈষ্ণব এবং স্মার্ত্তল সম্প্রদায়ের সহিত মদুয়াল ব্রাহ্মণদিগের আর এক স্বতন্ত্রতা আছে যে পুণ্যাত্মা লোকের মৃত্যুর পর জীবাত্মা ঈশ্বরে লীন হয়। মদুয়াল ব্রাহ্মণেরা তাহা স্বীকার করেন না। মদুয়ালদিগের প্রধান মতপ্রবর্ত্তক মাধ্বাচার্য্য। প্রায় ষট শতাব্দী অতীত হইল. তিনি পাদুকাচৈত্র নামক স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

সাদী।

পারশ্য ভাষায় সদ্ভাবসম্পূর্ণ অনেকগুলি নীতিগর্ভ গ্রন্থ আছে। ঐ সকলের মধ্যে "গোলেস্তাঁ" নামক গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। উহা সুবিখ্যাত সাদী নামক পণ্ডিতকর্তৃক বিরচিত। ঐ মহাত্মার চমৎ-

কার কবিতাসকল ইউরোপ ও আশিয়ার সকল প্রদেশে বিশিষ্টরূপে প্রসিদ্ধ আছে। সাদীর পরলোক প্রাপ্তির কিছুকাল পরে আলীইবন্ অহমদ্ আবুবেকর নামা কোন কাব্যানুরাগী পূর্ব্বোক্ত পদ্যাবলী সঙ্গ্রহ করিয়া এক পুস্তকে নিবদ্ধ করেন।

হিজরী ৩৮৯=ইং ১১৯০ অব্দে পারশ্য দেশের অন্তর্গত শিরাজ নামক নগরে সাদীর জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম মস্‌লঃউদ্দীন। ফার্স প্রদেশের তাৎকালিক রাজা আতাবেগ সাদ বিন্ জঙ্গী তাঁহার বিশেষ অনুমোদন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সাদী আভোগ ধারণ করেন। অপর তেঁহ শেখ বর্ণাক্রান্ত ছিলেন ইহাতেই শেখ মস্‌লঃউদ্দীন সাদী নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তৎপ্রযুক্ত প্রথমাবস্থায় পাঠের প্রতি তাঁহার সাতিশয় যত্ন হয়।

সাদী সর্ব্বাদৌ বুগদাদনগরস্থ এক সামান্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। শেখ আবুল্-ফরা বিন্ জোজী নামা কোন অধ্যাপক ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সাদীর ব্যুৎপত্তি ও বুদ্ধিবৈদগ্ধ্যের যথোচিত প্রশংসা করিতেন। পরন্তু সাদী অল্পদিন পরেই উল্লিখিত অধ্যাপকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আবুল্ কাদের গীলানী নামা এক পরম প্রাজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিতের সন্নিধানে পাঠ স্বীকার করেন। ঐ অধ্যাপক নির্ম্মলবুদ্ধি নিরহঙ্কৃত ও অত্যন্ত সদাশয় লোক ছিলেন। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি সাদীর প্রগাঢ় ও আন্তরিক শ্রদ্ধা বিলোকনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব ও শুফী নামক ভক্তিমার্গের ধর্ম্মোপদেশ-প্রদানদ্বারা তাঁহার চিত্তকুমুদ বিকসিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে সাদী অধ্যাপকের নিকট পাঠ সমাপন করতভবনে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়ৎকাল আত্মীয়বর্গের মধ্যে পরমসুখে কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন, ও পরে চতুর্দ্দশ বার বিভিন্ন দেশভ্রমণে প্রয়াণ করিয়াছিলেন, ও আরব, তুরুষ্ক, কাবুল, তাতার, মিসর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দূরস্থ জনপদে গিয়া তত্রত্য আচার ব্যবহার ও অবস্থা দর্শনে আপন মনকে সম্যগ্রূপে পরিমার্জ্জিত করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার সকল ভ্রমণ তুল্য উপকার-জনক হয় নাই। একদা তেঁহ যিরুশালম নগরে উপস্থিত ছিলেন, এমত সময়ে ফরাসী জাতীয়েরা ক্রুশ উদ্ধার বিষয়ক বিখ্যাত ধর্ম্ম যুদ্ধে এক বার জয়ী হইয়া সবলে শিবির আক্রমণ করিলেক। ও একদা অকস্মাৎ ব্যূহমধ্যে আসিয়া অতিভয়ঙ্কররূপে সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিল, এবং কে কোথায় পলায়ন করিল, কিছুই নিশ্চয় হইল না। সাদী তন্মধ্যে ছিলেন, ও পলাইতে না পারিয়া অবশেষে উহাদিগদ্বারা ধৃত হইলেন। উহারা তাঁহাকে বন্দীভূত করিয়া ত্রিপোলী নগরে প্রেরণ করিল, এবং ঐ স্থানে যিহুদীয় লোকদিগের সহিত তাঁহাকে মাটী কাটিতে নিযুক্ত করিল। তিনি লেখেন "সেই নির্ব্বন্ধে বন্দিগণের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ ও যন্ত্রণায় অবস্থান করিয়া অশ্রুপাতপূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিরবচ্ছিন্ন করুণা প্রার্থনা করিতাম। অনুকূলভাগ্যবশতঃই হইবে, কিংবা ঈশ্বরপ্রসাদাৎ বলিতে হইবে, আমার যন্ত্রণাপনোদনার্থে এক সদুপায় উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে অলিপো নগরস্থ কোন ভদ্র লোকের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। বহু দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইবাতে আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনিতে পারিতাম না। পরন্তু তিনি এক দিবস আমাকে নিগড়শৃঙ্খলবদ্ধ ও অতিবিমর্ষ দেখিয়া আমার সন্নিকটে আগমনপূর্ব্বক কারাবাসের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে

বিজ্ঞপ্ত করিলাম। তাহাতে তিনি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার উদ্ধারের কোন সদুপায় হইয়াছে কি না?" আমি কহিলাম "ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত আমি আর কোন উপায় দেখি না।" অনন্তর তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দশ স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক ফ্রাঙ্ক জাতীয়দিগের নিকটহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন, এবং সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন। তাঁহার এক কন্যা ছিল। তিনি পুনঃপুনঃ আমাকে ঐ রমণীর পাণিগ্রহণার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার নিকট উপকার পাশে বদ্ধ ছিলাম, তৎপ্রযুক্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া উহার পাণিগ্রহণ করিলাম, ও তাহার সহিত জৌতুক স্বরূপে এক শত স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইলাম। কিঞ্চিৎকাল পরে আমার স্ত্রী তাঁহার চরিত্রের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিলেন, তাহাতে ব্যক্ত হইল যে তেঁহ কর্কশা, কলহপ্রিয়া, কটুভাষিণী, নিষ্ঠুরা, ভামিনী ছিলেন। তাঁহার সহবাসে আমার জীবনের সমস্ত সুখ একেবারে বিলুপ্ত হইল। ফলে কথিত আছে—

ধার্ম্মিকের ঘটে যদি কর্কশা রমণী।
রৌরব যাতনা তার দিবস রজনী॥
সাবধানে ত্যজ সেই অনল প্রখর।
তাহার দাহনহতে প্রভু রক্ষা কর॥

এক দিবস সে আমাকে তিরস্কার করিয়া কহিল "তুই না সেই অভাগা যাহাকে আমার পিতা দশ মুদ্রা দিয়া করাসীদিগের বন্ধনহইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন?" আমি কহিলাম "হাঁ, তেঁহ দশ মুদ্রায় করাসীদিগের হাতহইতে উদ্ধার করিয়া এক শত মুদ্রায় তোমার কাছে বান্ধিয়া দিয়াছেন।"

সাদীর কবিতা শক্তি ও ধার্ম্মিকতা অতি অল্পকালেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ও তদর্থ তেঁহ দেশ বিদেশীয় বহুল ভূপতিদ্বারা রাজসভায় আহূত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভজনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। মুলতানের অধিপতি সুলতান মুহম্মদ কয়ান তাঁহাকে এই প্রকারে তিন চারি বার আহ্বান করেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যের অনুরোধে তিনি তাহা অস্বীকার করেন, ও স্বহস্তে লিখিত এক খানি নিজ কৃত গুলেস্তাঁ পুস্তক প্রেরণ করত তাঁহার উপহারের প্রতিপ্রদান করেন। পরন্তু তৎপরে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে তেঁহ সুলতান খোষরো সভায় আসিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে পাঠান সুলতান আলতমশের নিকটও আগমন করেন; ফলে তিনি ভাতরবর্ষে চারি বার আসিয়াছিলেন; এবং এতদ্দেশীয় হিন্দীভাষা শিখিয়া তাহাতে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

একমাত্রঈশ্বরনিষ্ঠ কবির জীবনচরিতে নানাবিধ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। সাদী ত্রিংশৎ বৎসর যাবৎ বিদ্যা শিক্ষা করেন। তৎপর ত্রিংশৎ বৎসর দেশভ্রমণে অতিবাহিত করেন, ও তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট বৎসর একান্তে এক পর্ব্বত গুহায় বাস করিয়া ঈশ্বরারাধনায় বিনিযুক্ত করেন, অতএব তন্মধ্যে আশ্চর্য্য ঘটনার কোন সম্ভাবনা হয় নাই।

কিংবদন্তী আছে যে শিরাজের কোন পুণ্যবান্ লোক অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া সাদীকে ভাক্ত বলিয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়াছিলেন। শিরাজ নগরস্থ কোন কোন ধীসম্পন্ন ব্যক্তি ঐ নিন্দাবাদে বিশ্বাস করিতে অসম্মত ছিলেন না। যাহা হউক, বক্তব্য এই যে পূর্ব্ব কথিত ধার্ম্মিক ব্যক্তি রাত্রিযোগে একদা স্বপ্নাবেশে দর্শন করিলেন যে তিনি অকস্মাৎ দিব্যলোকে নীত হইয়া এক অপূর্ব্ব মনোহর পুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ স্থানে পবিত্র লোকেরা দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের স্তুতিবাদ এবং তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন; চতুষ্পার্শ্বে অপ্সরঃকন্যাগণ তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন। তথায় অনুসন্ধান

করায় জানিতে পারিলেন, যে যে সঙ্গীত তাহারা গান করিতেছিল তাহা সাদীকর্ত্তৃক রচিত। অপর ঐ স্তুতিবাদকেরা কহিল যে ঈশ্বরসন্নিধানে স্বর্লোকে দেবগণ বিশ্বপিতার মহিমা বর্ণনে যে স্তব পাঠ করেন সাদীর স্তোত্র তদপেক্ষা প্রীতিসাধক। ইহা শ্রবণমাত্র তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অনন্তর ঐ পুণ্যবান্ ব্যক্তি সাদীর ভবনদ্বারে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন যে দিব্যলোকে তিনি যে স্তব শ্রুত হইয়াছিলেন, সাদী অতি প্রত্যূষে উঠিয়া অবিকল ঐ স্তব পাঠ করিতেছেন; তদ্যথা, "এই কাননবর্ত্তি নবীন-পল্লববিশিষ্ট সকল তরু শাখার যে সমস্ত প্রসূনরাজি বিকশিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রোজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে, তদ্দর্শনে হে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতে! কোন্ স্বভাবজ্ঞ লোকের অন্তঃকরণে ত্বদীয় মনোজ্ঞ জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত না হয়! প্রতিপল্লবের প্রতি পুষ্পে ত্বদীয় মহিমারাশি ব্যক্ত হইতেছে।"

সাদীর সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন আর কতিপয় অলৌকিক ব্যাপার বর্ণিত আছে। পরন্তু তত্তাবৎ পাঠে পাঠকবর্গের উপকারের সম্ভাবনা নাই, তন্নিমিত্ত উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে সাদী আশিয়া মাইনর, বারবেরী, আবেসিনিয়া, মিসর, সিরীয়া, পালেষ্টাইন, আরমিণিয়া, আবেসিনিয়া, ইরাণ, তুরাণ, বসোরা, বুগদাদ, কাশগর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করত বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি বহু ভাষাভিজ্ঞ শাব্দিক নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রচিত একটী পদ্যাবলী অষ্টাদশ ভাষায় মিশ্রিত; বিবিধ ভাষায় গাঢ় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে সে রূপ রচনা করা সকলের পক্ষে দুস্সাধ্য হইয়া উঠে। যাহা হউক তিনি লিখিয়াছেন যে "আমি যে যে দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই সকল দেশের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ কণ্ঠস্থ বা স্মৃতিগত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম না।" প্রাচীন কবিবৃন্দের ন্যায় সাদী প্রথমাবস্থায় বিখ্যাত ছিলেন না, কিন্তু তিনি শৈশবাবস্থা অবধি পদ্যাবলী রচনা করিতেন। আতাবেগ নামা কোন কাব্যামোদী ভূপতি তাঁহার কবিতা-কুসুমের মনোহর আঘ্রাণ প্রাপ্ত্যনন্তর প্রহর্ষিতচিত্তে তাঁহাকে রাজসভায় আহ্বান করেন, এবং কএকটী প্রবন্ধ লিখিতে দেন। সাদী তত্তাবৎ অতি চমৎকার প্রাঞ্জল ভাষায় পদ্য প্রবন্ধে বিন্যস্ত করিয়া সভাসদ্বর্গকে বিমোহিত করেন। তদবধি তাঁহার প্রশংসা ও খ্যাতি চারি দিগে বিস্তারিত হইয়াছিল।

পরন্তু সাদী অনন্য ধার্ম্মিকতা, ঐহিক সুখে ঔদাস্য, ও প্রগাঢ় ভক্তির নিমিত্ত যাদৃশ বরণীয় ও মান্য হইয়াছিলেন, কবিতাজন্য তিনি তাদৃশ সমাদৃত হয়েন নাই। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে তেঁহ জীবনের শেষ চত্বারিংশ বৎসর ঈশ্বরারাধনায় এক পর্ব্বতগুহায় যাপন করেন। ঐ কাল সমস্ত তেঁহ আহার সমাহরণেরও চেষ্টা করিতেন না; প্রত্যুত তাঁহার ভক্তেরা যে খাদ্য তাঁহাকে আনিয়া দিত তাহার কিঞ্চিৎ আপনি গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট এক গবাক্ষদ্বারহইতে রাজপথের উপর এই অভিপ্রায়ে ঝুলাইয়া রাখিতেন যে ভিক্ষার্থীরা তাহা ভক্ষণ করিবে। এই প্রকার বৈরাগ্য সত্ত্বেও তাঁহার এক ঐহিক বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ছিল; তিনি সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, যে কোন পদার্থে সৌন্দর্য্য আছে তদ্দর্শনে আগ্রহী হইতেন, বিশেষতঃ রূপ যৌবনসম্পন্ন কুমারদিগের সৌন্দর্য্য-দর্শনার্থে নিতান্ত লোলুপ হইতেন। কথিত আছে যে তিনি বৃদ্ধ বয়সে পর্ব্বতগুহা ত্যাগ করত এক রাজকুমারের সৌন্দর্য্য সম্ভোগার্থে মাজেন্দ্রান প্রদেশে গমন

করিয়াছিলেন। তিনি কহিতেন যে বিশ্বপাতার অনুকম্পা তাঁহার সৃষ্ট সুন্দর পদার্থে বিশেষ প্রতিবিম্বিত হয়; অতএব সৌন্দর্য্যের দর্শনে ঈশ্বরের অনুকম্পার সন্দর্শন হয়।

কথিত আছে যে ৬৯১ আরবীয় শতাব্দীতে অর্থাৎ ১২৯১ খ্রীষ্টীয় অব্দে শিরাজ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শব নগরপ্রান্তে এক অতিরম্য পর্ব্বতের উপত্যকায় প্রোথিত করা হইয়াছিল। ঐ স্থানে মৃত কবির স্মরণার্থ এক বিচিত্র শবমন্দির বা প্রেতস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হয়। ঐ মন্দিরের গাত্রে সাদী-প্রণীত কতিপয় পদ্যাবলী খোদিত হইয়াছিল। উল্লিখিত স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য কতিপয় পণ্ডিতগণের কবর দৃষ্ট হয়। দীর্ঘকাল অসংস্কার হেতু তৎসমুদায় ক্রমশঃ ভগ্নদশাপন্ন হইয়া যাইতেছে।

ইংলণ্ডের ভূপাল তৃতীয় জর্জ্জের আধিপত্যসময়ে এক রাজদূত পারশ্যদেশে সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে ঐ সময়ে ফতেঃ আলী শাহ নামা কোন পণ্ডিতানুরাগী পারশ্যের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজসভা পণ্ডিতমণ্ডলীদ্বারা সর্ব্বক্ষণ উজ্জ্বল থাকিত। কিন্তু তিনিও সাদীর ভগ্ন কবরেরএক খণ্ড প্রস্তর যোজনাদ্বারা সংস্কারসাধন করেন নাই। তাঁহার পুত্র ঐ মন্দির সংস্কার করণে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু অনুরাগ অভাবে তাহা সুসিদ্ধ হয় নাই।

প্রায়ঃ ছয় শত বৎসর অতীত হইল, সাদী পরলোক গত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি কুসুমাবলী উৎফুল্ল পদ্মের ন্যায় অদ্যাপি গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়া আছে। সম্বক্তৃতায় তিনি কি আপামর সাধারণ কি পণ্ডিত সকলকে মোহিত করিতে পারিতেন, এবং রম্য উপন্যাস-কথনে তাঁহার সদৃশ পণ্ডিত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। উপস্থিত-বক্তৃতায়ও তিনি বিশেষ পারগ ছিলেন, এবং তাঁহার উক্তবাক্যসকল যাহা অধুনা দৃষ্ট হয় তাহা সুললিত ও বিশেষ প্রাঞ্জল বোধ হয়। পরিহাস করণেও তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল; এবং তাঁহার সমকালিক কেহই তাহার প্রকৃত প্রত্যুত্তর দিতে পারিত না; অধিকন্তু রাজারাও তাঁহার অবক্ষেপের তীক্ষ্ণতায় ত্রস্ত হইতেন। পরন্তু তাঁহার অবক্ষেপ-বাক্যে অনেক অশ্লীল কথা থাকিত; তাঁহার সদৃশ ধার্ম্মিকের সম্বন্ধে ইহা আশ্চর্য্য মানিতে হয়। তাঁহার রচনা মধ্যে ২৪ খানি গ্রন্থ অধুনা বর্ত্তমান আছে তন্মধ্যে "গুলেস্তাঁ" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ বিষ্ণুশর্ম্মার সুবিখ্যাত "হিতোপদেশের" ন্যায় গদ্যপদ্যে মিশ্রিত, এবং বিবিধ নীতিগর্ভ উপকথায় পরিপূর্ণ। তাহার আদ্যোপান্ত যৎপরোনাস্তি কোমল ভাষায় রচিত; তাহাতে প্রায় একটী উৎকট কথার প্রয়োগ নাই, তথাপি তাহার মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণের অদ্যাপি প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হয় নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঐ অপূর্ব্ব উপন্যাসের অদ্যাপি কোন বাঙ্গালী অনুবাদ প্রকটিত দেখা যায় না। তাঁহার রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম "বোস্তান্" অর্থাৎ সৌরভোদ্যান। তাহার সমস্তই পদ্যে রচিত এবং নীতি শিক্ষায় বিন্যস্ত; কিন্তু তাহাতে কোন উপন্যাস নাই। তাঁহার অপরাপর গ্রন্থের বিবরণ এ স্থলে বিন্যস্ত করা অনাবশ্যক, যেহেতু পারসী ভাষায় সমালোচনা না থাকিলে তাহার প্রকৃত রসগ্রহ হইতে পারে না।
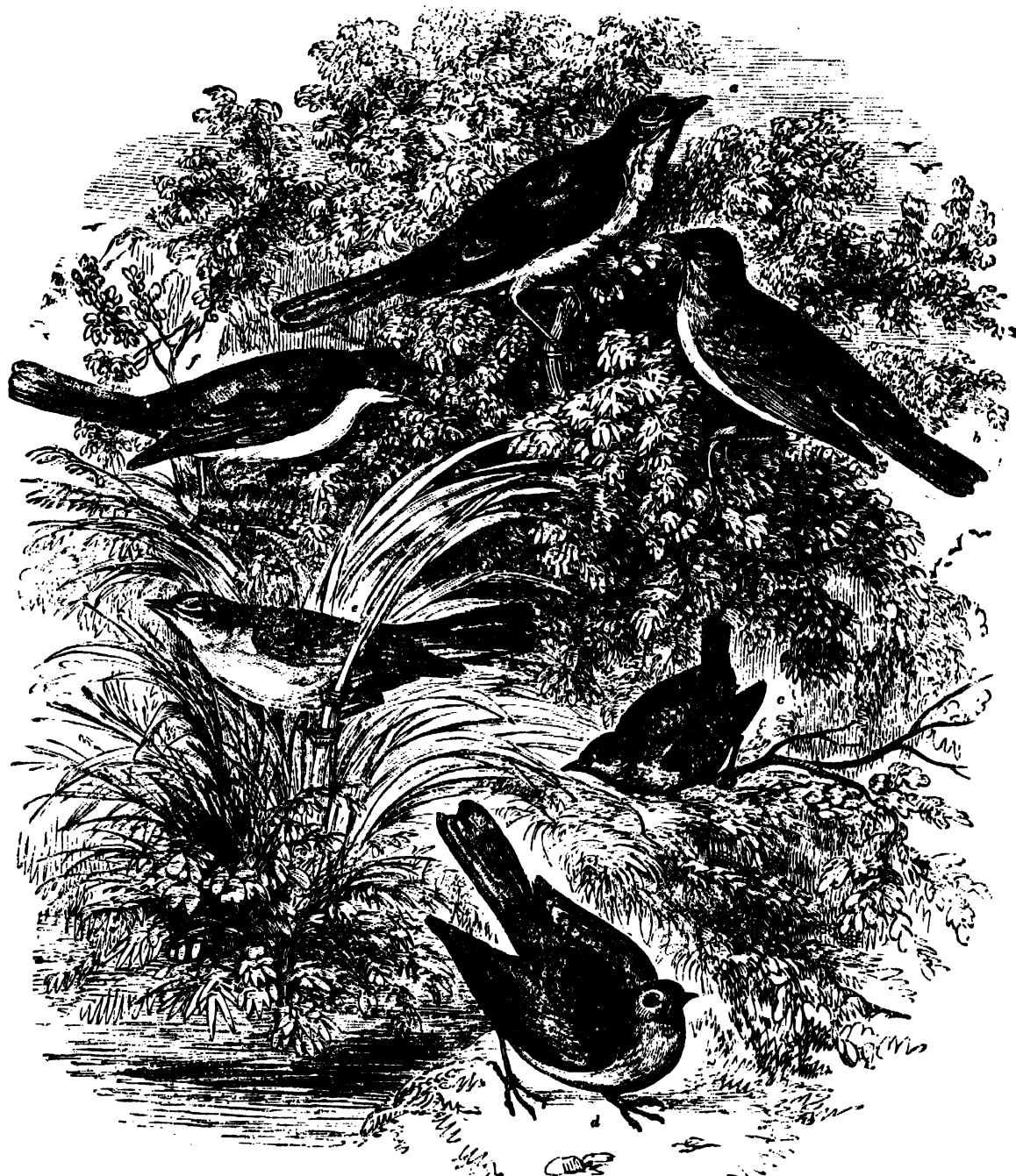
টুন্টুনি পক্ষীর সভা।

তির্য্যক্ সভা।

ম্নস্থ গল্পের সারাংশ সকলই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ ঘটনা। লণ্ডন-নগরীয় কোন বিখ্যাত পত্রে ইহা প্রকটিত হয়। পদ্যানুরোধে পক্ষীগণের উক্তি প্রভৃতি কল্পনা করিয়া ইহাতে গ্রথিত করা গেল।

কিবা কলরব, দেখ পাখী সব,
বসিয়াছে দলে দলে।
মাঝে টুন্টুনি, যার দুঃখ শুনি,
কত কথা সবে বলে॥

টুণ্টুনি গৃহিণী, গৃহশ্রীরূপিণী,
প্রিয় ধন তার ছিল।
নৃশংস বিড়াল, ঘটালো জঞ্জাল,
সেই ধনে হরে নিল॥
টুণ্টুনি আঁধার, দেখয়ে সংসার,
ভাবয়ে আকুল মনে।
"কেমনে এখন, জুড়াব জীবন,
বাঁচাব শাবকগণে॥"
বিহগ সবাই, জ্ঞাতি বন্ধু ভাই,
ব্যথিত তাহার তরে।
বিটপ উপর, সাক্ষী দিনকর,
অপরূপ সভা করে॥
কিবা গণ্ডগোল, সবে বলে বোল,
অদ্ভুত সভার গতি।
কাহার কথায়, কেবা দেয় সায়,
কেবা হয় সভাপতি॥
হেন মনে লয়, আগে পাখীচয়,
ধরিয়া পঞ্চম তানে।
সামর্ষতা ভরে, বচন নিকরে,
বিড়ালের পানে হানে॥
অবশেষে কয়, "প্রবলের জয়,
রীতি এই চরাচরে।
মারিলে প্রবল, দুর্ব্বল কেবল,
মনেতে গুমরে মরে॥
কাতরিয়া ডাকে, বিশ্ব-বিধাতাকে,
যেই তার অশ্রু মুচে।
যে করে ইঙ্গিত, অমনি চকিত,
প্রবলের দর্প ঘুচে॥
টুনটুনি ভায়া, মিছে আর মায়া,
করো না তাহার তরে।
বর নব প্রিয়া, তুষিবেক হিয়া,
পরিণীয়ে আন ঘরে॥

বসন্তে যেমন, শুষ্ক শাখীগণ,
রসিত নূতন রসে।
সেই রূপ তব, হবে অনুভব,
নবীন প্রণয় বশে॥
শাবক রতনে, নবোঢ়া যতনে,
করিবে মায়ের মত।
ধর উপদেশ, দূরে যাবে ক্লেশ,
যাতনা সহিবে কত॥"
এতেক কহিল, সকলে চাহিল,
টুণ্টুনি মুখের পানে।
সুখ-আশা-শশী, যাহে আছে বসি,
বিষাদের অন্তর্ধানে॥
"সবার যে মত, তাহাতে অমত,
কেমনে করিতে পারি।"
যেমন বলিল, সমাজ ভাঙ্গিল,
কোলাহল দিকে চারি॥
বর নিজে যায়, ঘটক বা ধায়,
আগে আগে কেবা জানে।
ভ্রমি স্থান নানা, স্ত্রী এক নবীনা,
দেখিলেক কোন খানে॥
পুংদ্বিজ দায়, জানাইল তায়,
ঘরণী বরিল তারে।
লয়ে তার মন, টুণ্টুনি তখন,
ধন্য মানে আপনারে॥
দেখ অতঃপর, দৃশ্য মনোহর,
টুণ্টুনি গেহিনী ধীরা।
যত্নে প্রাণপণে, পালে ছানাগণে,
না গণে অন্যের তারা॥
বিমাতা যতনে, দ্বিজশিশুগণে,
না ভাবে জননী হারা।
টুণ্টুনি বজায়, হয় পুনরায়,
হলো কথা চমৎকারা॥

কথিত আখ্যান, স্বরূপ প্রমাণ,
জানহ পাঠক গণে।
ইংলণ্ডে ঘটিল, ভদ্রে প্রত্যক্ষিল,
প্রামাণিক জনে ভণে॥

তাৎপর্য্য।

তোমারে মানব, বন পাখী সব,
অপরূপ কি দেখালে।
ভাব এক বার, মহিমা তাঁহার,
তাহাদের যে শেখালে॥
নিজ নিজ স্বরে, তারা পরস্পরে,
ভাষয়ে অদ্ভুত ভাষা।
সান্ত্বনা প্রবোধ, সুখ দুঃখ ক্রোধ,
ভাল বাসা পরকাশা॥
মোহন কাকলী, যারে তুমি বলি,
শুন তাহা প্রাণ ভরে।
তাহার ভিতর, কার্য্য বহুতর,
বিধাতা গোপনে করে॥
কে তাঁর কৌশল, অপার মঙ্গল,
গণনা করিতে পারে।
যা দেন জানিতে, কৃতজ্ঞতা চিতে,
ধরি হৃদি জান তাঁরে॥

বিদ্যুৎ।

মরা কএক মাস হইল কোন পূজ্য আত্মীয়ের নিকটহইতে কএকটি বিদ্যুদ্বিষয়ক প্রশ্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু নানাবিধ অকাট্য ব্যাঘাতে যথাকালে তাহার প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হই নাই। তন্নিমিত্ত অত্যন্ত অপরাধী আছি। অধুনা প্রত্যুত্তর সহ ঐ প্রশ্নগুলি এতৎপত্রে প্রকটিত করা গেল। বোধ হয় তৎপাঠে অনেকের উপকার হইতে পারিবে।

১ প্রশ্ন। বিদ্যুৎ কোন্ পদার্থজাত?

উত্তর। অগ্নি বা আলোকের ন্যায় বিদ্যুৎ এক স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ। তাপ যে প্রকার ভূমণ্ডলের সকল পদার্থে বর্ত্তমান আছে, বিদ্যুৎও সেই রূপ সৃষ্টির সকল পদার্থে বর্ত্তমান আছে। বোধ হয় ইহ সংসারে এমত কোন পদার্থ নাই যাহাতে বিদ্যুৎ বর্ত্তমান নাই।

২ প্র। কি কারণে তাহার উৎপত্তি হয়?

উ। তাপ যে প্রকার পদার্থের পরমাণুতে অন্তর্হিত থাকে বিদ্যুৎও সেই প্রকার পদার্থ মাত্রের পরমাণুতে অন্তর্হিত বা অপ্রকট থাকে। তথা যে প্রকারে পদার্থ ঘৃষ্ট বা আহত হইলে তাপ নিঃসৃত হয়, সেই প্রকারে পদার্থ ঘৃষ্ট বা আহত বা উৎতপ্ত বা অন্য কোন কারণে অবস্থান্তরিত হইলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। পরন্তু কতক গুলি পদার্থ আছে যাহা বিদ্যুতের পরিচালক, অর্থাৎ বিদ্যুৎ তাহার কোন অংশ স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সর্ব্বত্র ব্যাপন করে; অপর কতকগুলি পদার্থ অপরিচালক, অর্থাৎ বিদ্যুৎ তাহার উপর দিয়া চলিতে পারে না। ধাতুমাত্র, জল, সিক্ত উদ্ভিদ্ বস্তু প্রভৃতি দ্রব্যসকল পরিচালক, ও রেশম, কেশ, লোম, কাচ, লাক্ষা, রবর, শুষ্ক বায়ু প্রভৃতি দ্রব্য অপরিচালক। কোন দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে যে বিদ্যুৎ অন্তর্হিত অবস্থা ত্যাগ করিয়া পুষ্ট বা ব্যক্ত হয় তাহা নিকটে পরিচালক পদার্থ পাইলে অমনি চলিয়া যায়, প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু নিকটে পরিচালক পদার্থ না থাকিলে যে দ্রব্যে উৎপন্ন হয় তাহাতেই থাকে। পরন্তু এক বস্তুতে ঐ প্রকার পুষ্ট বিদ্যুৎ ও নিকটস্থ অন্য এক বস্তুতে অন্তর্হিতাবস্থ অপ্রকট বিদ্যুৎ

থাকিলে উভয় পদার্থের বিদ্যুৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ও পদার্থ নিকটস্থ হইলে পুষ্ট বিদ্যুৎ আপন পদার্থহইতে নিঃসৃত হইয়া আলোকরূপে অপ্রকট-বিদ্যুৎ-বিশিষ্ট পদার্থে পতিত হয়। বিদ্যুতের এক পদার্থহইতে অন্য পদার্থে গমন-সময়ে আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং মেঘপিণ্ডের পরস্পর ঘর্ষণে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহার এক মেঘপিণ্ডহইতে অন্য মেঘপিণ্ডে গমন-সময়ে যে আলোক হয় তাহাকেই লোকে বিদ্যুৎ কহে। ঐ বিদ্যুতের অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে একটি নাম "তাড়িত," এবং তাহার প্রকট বা অপ্রকট অবস্থাভেদে পদার্থ বিদ্যায় তাহাকে "পুষ্ট তাড়িত" ও "ক্ষীণ তাড়িত" নামে বর্ণন করে।

৩ প্র। সর্ব্বদেশেই বিদ্যুতের তুল্য প্রভাবের কারণ কি?

উ। বিদ্যুৎ বা তাড়িত জগতের সর্ব্বপদার্থে আছে, সুতরাং উহার সর্ব্বত্র প্রভাব দেখা যায়। পরন্তু ঝড় বৃষ্টির সময় উহার প্রাদুর্ভাব সর্ব্বত্র তুল্য হয় না। উষ্ণদেশে উহার যে প্রকার প্রভাব শীত-প্রধান-দেশে উহার তাদৃশ বৃদ্ধি দেখা যায় না। পরন্তু তথায় বিদ্যুৎ অল্প আছে এমত নহে; তথায়ও তুল্য আছে, কেবল বিবিধ নৈসর্গিক কারণে তাহা বিভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত হয়। লাপলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে এক প্রকার জ্যোতিঃ নভোমণ্ডলে ব্যক্ত হয়, তাহা প্রকৃত বিদ্যুৎ, কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল না হইয়া স্থিরসৌদামিনীবৎ আকাশের কিয়দ্দেশ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। বিলাতে ইহাকে "অরোরা বোরিএলিস্" কহে; আমরা তাহার নাম "স্থিরসৌদামিনী" রাখিলাম।

৪ প্র। বৃষ্টির প্রাক্ সময়েই তাহার প্রভাব কেন?

উ। বিদ্যুৎ মেঘে অন্তর্হিত থাকায় বারিবিন্দু-সকল মেঘরূপে থাকে। মেঘপিণ্ডসকলের পরস্পর ঘর্ষণ ও আহননে ঐ তাড়িত পুষ্ট হইয়া নির্গত হইলে বারিবিন্দু আর মেঘরূপে থাকিতে পারে না, সুতরাং বৃষ্টিরূপে নিপতিত হয়। ফলে বিদ্যুৎ নির্গমনই বৃষ্টির এক প্রধান কারণ। পরন্তু সকল সময়ে ঐ নির্গমন প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু মেঘপিণ্ডের নিকট শুষ্ক বায়ু থাকিলে বিদ্যুৎ আলোকরূপে নির্গত হয়; কিন্তু সিক্ত বায়ু থাকিলে গোপনে পরিচালিত হয়, প্রত্যক্ষ হয় না। এই ঘটনার অন্যান্য অনেক কারণ আছে; এ স্থলে তাহার বর্ণন করিলে এ প্রস্তাব সুবোধ্য হইবে না বলিয়া তাহা লেখা গেল না।

৫ প্র। তদনুবর্ত্তি শব্দটির কারণ কি?

উ। বিদ্যুৎ জ্যোতীরূপে এক পদার্থহইতে অন্য পদার্থে গমন-সময়ে তাহার বেগ প্রযুক্ত তথা বায়ুর প্রতি তাহার আহননে শব্দ হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাই তাহার কারণ।

৬ ও ৭ প্র। বজ্র কি স্বতন্ত্র পদার্থ? ও বজ্র পতনের নৈসর্গিক নিয়ম কি?

উ। বজ্র বিদ্যুৎহইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পূর্ব্বোত্তরে যে শব্দের কথা লেখা হইল, তাহাই বজ্র। কেবল এক মেঘহইতে অন্য মেঘে বিদ্যুৎ না গিয়া মেঘহইতে ভূমিতে আক্রমণ করিলে লোকে সেই বিদ্যুতের পতন ও তচ্ছব্দকে "বজ্র" কহে। নিকটস্থ সকল মেঘপিণ্ডে তুল্য পরিমাণে পুষ্ট তাড়িত থাকিলে তাহা পৃথিবীর ক্ষীণ তাড়িতে আকৃষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়; বজ্রাঘাতের এই এক মাত্র কারণ, তাহার সহিত লৌহ-কলকাদির পতন বিষয়ক যে গল্প আছে, তৎসমুদায়ই অলীক ইহা বলা বাহুল্য।

৮ প্র। তাহার কোন্ স্থানেই অধিক পাত হয় এবং তাহারই বা কারণ কি?

উ। পূর্ব্বে যে সকল উত্তর দেওয়া হইয়াছে

তাহাতেই অনুভূত হইবে যে যে পদার্থ পুষ্ট বিদ্যুদ্বিশিষ্ট মেঘের নিকটে থাকে তাহাতে অধিক বজ্র পতন হইবার সম্ভাবনা। ফলে তাহাই বটে। নিম্ন অপেক্ষা উচ্চ পদার্থেই অধিক বজ্র পড়ে। এই প্রযুক্ত তাল, নারিকেলাদি বৃক্ষে যত বিদ্যুৎ পড়ে তত আর কোন পদার্থে পড়ে না। এক তালা গৃহ অপেক্ষা দুই তালা গৃহে অধিক, বজ্র পড়ে, এবং দুই তালা অপেক্ষা তিন তালায় অধিক। অপর অপরিচালক পদার্থাপেক্ষা পরিচালক পদার্থে তাড়িতের আকর্ষণ অধিক সুতরাং ইষ্টক গৃহাপেক্ষা লৌহাদি গৃহে অধিক বজ্র পড়িবার সম্ভাবনা।

৯ প্র। গৃহাদিতে বজ্র না পড়ে ইহার কোন প্রক্রিয়া আছে কি না? এবং সেই প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিক কি নিয়ম করিয়া রাখিতে হয়? আর লৌহের বাজবন্ধ দেওয়ার যে প্রথা আছে তাহা সফল বটে কি না? যদি বটে তবে তাহা গৃহের কোন্ স্থানে কি নিয়মে দেওয়া উচিত? এবং সেই লৌহশলাকা কোন্ জাতীয় লৌহে কি পরিমাণে নির্ম্মিত হওয়া বৈধ?

উ। বজ্রভয়-নিবারণের নিমিত্ত বাজবন্ধ লৌহশলাকাই প্রশস্ত, এবং তাহা সম্যক্ সফল, যেহেতুক লৌহ পরিচালক, তাহার সূক্ষ্মাগ্রে মেঘস্থ পুষ্ট তাড়িত গোপনে ভূমিতে লইয়া যায়, বজ্রধ্বনি কি বাটীর কোন অনিষ্ট করে না। কথিত শলাকা যে কোন ধাতুর হইলে হয়, তথাপি তাম্র সর্ব্বপ্রশস্ত। পরন্তু লৌহ কঠিন ও অল্পমূল্য বলিয়া তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লৌহ যে কোন জাতীয় হইলে হয়, তাহাতে কোন ইতর বিশেষ নাই, এবং তাহার স্থূল সূক্ষ্মতায়ও কোন ইষ্টাপত্তি নাই। পরন্তু সূক্ষ্ম শলাকা বায়ুবেগে ও অন্যান্য কারণে অনায়াসে ভগ্ন ও বিনষ্ট হইতে পারে, অতএব কিঞ্চিৎ স্থূল শলাকা দেওয়াই কর্ত্তব্য। এক বুরুল স্থূল শলাকা গত ১৮৩৪ অব্দের আশ্বিনের ঝড়ে অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, অতএব ।।।০ বুরুল স্থূল লৌহশলাকা দেওয়া বিহিত বোধ হয়। তাহা বাটীর সর্ব্বোচ্চ স্থানে সংলগ্ন করা এবং ঐ উচ্চস্থানহইতে অভাবতঃ ৫ হাত উচ্চ করা কর্ত্তব্য। লৌহ-শলাকার যে অগ্র আকাশদেশে থাকিবেক তাহা সূক্ষ্ম করা বিধেয়; তাহা স্থূল গোলাকার হইলে বজ্রাঘাতের আপৎ অধিক ঘটিবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ শলাকার অগ্র ত্রিশূলী করিয়া দেন, কেহ বা ততোধিক চারি পাঁচ কিংবা ছয় শূক্ষ্ম অগ্র করিয়া দেন, তাহাতে উপকার আছে। ঐ শলাকার যে প্রান্ত ভূমিতে প্রোথিত হইবে তাহা সূক্ষ্ম করিবার প্রয়োজন নাই, পরন্তু তাহা ভূমির দুই হস্ত নিম্ন অবধি পোতা কর্ত্তব্য। অপর ঐ শলাকা বাটীর প্রাচীরহইতে অন্তরে রাখা কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে তাহা প্রাচীর সর্ব্বত্র স্পর্শ করিয়া থাকে এমত করা কর্ত্তব্য, ও মধ্যে মধ্যে লৌহ বন্ধনদ্বারা তাহা প্রাচীরে আবদ্ধ করা উচিত। কলিকাতায় প্রায় কাষ্ঠ দণ্ডদ্বারা বাজবন্ধ আবদ্ধ করা হয়; ও তাহা প্রাচীরহইতে অন্তরে রাখা হয়; কিন্তু তাহা আমাদিগের বিবেচনায় অবৈধ ও অনিষ্টজনক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে লৌহশলাকা বাটীর সর্ব্বোচ্চ স্থানে সংলগ্ন করা বিহিত; পরন্তু বাটী অত্যন্ত বৃহৎ হইলে এক পার্শ্বে একটী বাজবন্ধে তাহার সম্যক্ রক্ষা হয় না; তদবস্থায় দুই তিন বা ততোধিক শলাকা দেওয়া কর্ত্তব্য। বাটী অতি নিম্ন ও সন্নিকটে উচ্চ বৃক্ষাদি থাকিলে বাজবন্ধ দিবার প্রয়োজন থাকে না। পরন্তু বাস-গৃহের অত্যন্ত সন্নিকটে উচ্চ বৃক্ষ প্রশস্ত নহে; কারণ সিক্ত বৃক্ষাপেক্ষা তৈজস পাত্র উত্তম পরিচালক, তন্নিমিত্তে বজ্র বৃক্ষে পড়িয়া বৃক্ষ-

হইতে গৃহমধ্যে পুষ্টরূপে আসিতে পারে, তাহাতে গৃহস্থের প্রাণ হানির সম্ভাবনা।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।" যে সকল ব্যক্তি "ওলো লো মালিনীর" ঝুণুঝুনু শব্দঝঙ্কারে মুগ্ধ হন ও অনুপ্রাসই কবিতার সার বলিয়া কৃতনিশ্চয় আছেন তাঁহাদের নিকট এই নূতন গ্রন্থ খানি কোন মতে সমাদৃত হইবে না। পরন্তু যাঁহারা উৎকৃষ্ট প্রসঙ্গ, অলৌকিক কল্পনা শক্তি, চমৎকার লক্ষণা, প্রাঞ্জল রচনা ও প্রকৃষ্ট ওজোগুণ বিশিষ্ট বাক্যে মনের আনন্দ সাধন করিতে পারেন, যাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে কবিতার মূলই সদ্ভাব, এবং তদভাবে সহস্র অনুপ্রাসও চিত্তের প্রকৃত অনুমোদন করিতে পারে না, যাঁহারা রচনার অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলিয়া জানেন, তাহাই প্রধান পদার্থ মনে করেন না, তাঁহাদিগের নিকট দত্তজার এই নূতন গ্রন্থ অবশ্যই উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে।/এই গ্রন্থরূপ উপহার প্রাপ্তিতে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি, যেহেতু ইহার দৃষ্টে আমাদিগের এই হৃদয়ঙ্গম হইল যে নব্য যুবকগণ অনেকেই ইংরাজির নবানুরাগে মত্ত হইয়া বাঙ্গালার অবহেলা করিলেও আমাদিগের প্রকৃত সদ্বিদ্বানেরা মাতৃভাষার কদাপি অবহেলা করিবেন না, এবং তাঁহাদের প্রযত্নে তাহা চিরকাল সালঙ্কৃতা ও সমাদৃতা থাকিবেক। শ্রীযুক্ত দত্তজ ইউরোপীয় নানা ভাষায় প্রবীণ। ইংরাজী লাটিন ও গ্রীক্ ভাষায় তেঁহ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদ্ভিন্ন ফরাসী ইতালীয় ও জর্ম্মণ ভাষা প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ। তেঁহ দেশীয় পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিরক্ত হইয়া তাহার বিসর্জনপূর্বক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রহণ করেন, ও ইউরোপীয় রমণীর পাণিপীড়ন করেন; অধিকন্তু প্রাপ্তযৌবনে তিনি বিষয়ানুরোধে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশে বহুকাল যাপন করেন, পরে ইউরোপীয় ব্যবহার শাস্ত্রের প্রকৃষ্টরূপে অধ্যয়নার্থে কএক বৎসরাবধি স্বদেশ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিভিন্ন বর্ষে দিনপাত করিতেছেন, তত্রাপি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তিনি মাতৃভাষা বিস্মৃত হয়েন নাই; প্রত্যুত ফ্রান্স দেশের বার্সেল্স্ নগরে মাতৃভাষাতেই আপন গূঢ় ভাবসকল সঙ্কীর্ত্তিত করিতেছেন, এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহারই কএকটী গীত সমাহৃত হইয়াছে। মাতৃভাষার বলবত্তা-বিষয়ে এতদপেক্ষায় প্রবল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া ভার। পরন্তু ইহাও স্মর্ত্তব্য যে দত্তজ বাল্যকালে বাঙ্গালীভাষা শিক্ষায় তাদৃশ বিশেষ অনুধাবন করেন নাই, ও কার্য্যরোধে যৌবনের মুখ্যাংশ ইংরাজীর অনুশীলনে বিনিয়োগ করেন, তথা প্রবাসে বাস, তথাকার প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালী নহে, ও গৃহ মধ্যে ইংরাজী সহধর্ম্মিণী থাকায় পুত্র কলত্রের সহিতও বাঙ্গালী ভাষায় কথোপকথন করিতে হয় না, তথাপি বাঙ্গালী কবিতা-রচনে তাঁহার যে প্রকার ক্ষমতা তাদৃশ আর কাহার দৃষ্ট হয় নাই; এ ঘটনা প্রকৃত আধিদৈবিক শক্তি না থাকিলে কদাপি সম্ভবে না। ফলে অধুনা বাঙ্গালী কবির মধ্যে দত্তজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ কথা বলিলে, বোধ হয়, কেহই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন না। যাঁহারা দত্তজার মেঘনাথ বধ, তিলোত্তমাসম্ভব, সর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন ও তদ্গ্রন্থের রসানুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক রাখে না অন্যের নিমিত্ত আমরা প্রস্তাবিত কবিতাবলির উল্লেখ করিলাম তৎ পাঠে অনেকে আমাদিগের সহিত এক মত হইবেন সন্দেহ নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩১ খণ্ড

ফ্রোয়াসার্ট।
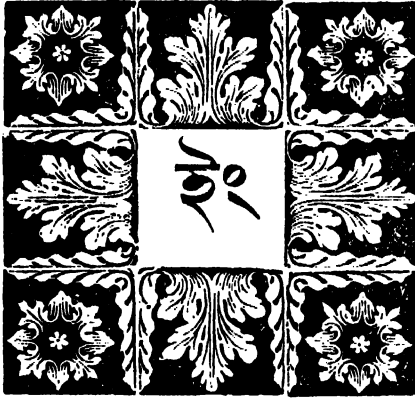
রাজী চতুর্দ্দশ শতাব্দে দীর্ঘকাল-স্থায়ি অজ্ঞানান্ধকারের লোপ হইয়া ইউরোপ খণ্ডে সভ্যতা এবং শিল্প-বিদ্যার পুনরুন্নতির প্রথম সূত্রপাত হয়। ঐ সময়ে নাবিকদিগের কম্পাস যন্ত্রের সৃষ্টি হয়; এবং নূতন পৃথিবীমণ্ডল ঘোরতর অন্ধকার হইতে আবিষ্কৃত হইবার সূচনা হয়। তদ্ভিন্ন দান্তে, চসর, ফ্রোয়াসার্ট, পেট্রার্ক, বোকাশিও, গাওয়ার, ও ফ্রান্‌স দেশের ভূপাল পঞ্চম চার্লস্ প্রভৃতি সুবিখ্যাত মনুজবৃন্দ উক্ত সময়ে জন্ম গ্রহণ করত কীর্ত্তিকুসুমে ধরণীকে অলঙ্কৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা রমণীয় কাব্যোদ্যানে অপূর্ব্ব তরুসকল রোপণপূর্ব্বক নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, কেহ বা ঐতিহাসিক-আখ্যান-অবলম্বন-ক্রমে চতুর্দ্দশ শতাব্দের লৌকিক আচার-চরিত্র পুস্তকমধ্যে অবিকল নিবদ্ধ করিয়া অতুল্য যশোলাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জীন্ ফ্রোয়াসার্ট নামক সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক উপাখ্যান রচকের জীবনবৃত্তান্ত পাঠকবর্গের গোচরার্থ এস্থলে প্রকটিত হইল।

১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্‌স-দেশের বালেন্‌সিএঁ নামক নগরে ফ্রোয়াসার্টের জন্ম হয়। তাঁহার জনক চিত্রব্যবসায়ী ছিলেন। কথিত আছে যে ফ্রোয়াসার্ট তরুণ অবস্থায় কখন কখন পিতার কার্য্যালয়ে গমনপূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের প্রতিকৃতি বিলোকনে ও তাঁহাদিগের কীর্ত্তিপ্রসঙ্গ শ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইতেন। কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে ঐ সমস্ত কীর্ত্তিমন্ত লোকদিগের কীর্ত্তিকলাপের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে তাঁহার অনুরাগ জন্মে।

তিনি লিখিয়াছেন, যে "দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নাট্য এবং সঙ্গীত দর্শন ও শ্রবণে আমার অতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল; সেই হেতু প্রায় সর্ব্বদা রঙ্গস্থলে অভিনয় দর্শন করিয়া আমি তথাকার লোকদিগের আচার-চরিত্রের এক প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম; পরন্তু অতিশয় পানাসক্ত ও উত্তম পরিচ্ছদপ্রিয় ছিলাম।

ফ্রোয়াসার্ট।

সুখেরও সম্পূর্ণ অভিলাস ছিল, এই নিমিত্ত উত্তম সৌগন্ধিক দ্রব্য সেবনে ও পরিষ্কৃত শয্যায় শয়নে নিতান্ত অনুরক্ত ছিলাম। গৃহের মধ্যে সমুজ্জ্বল বর্ত্তিকা প্রায় প্রজ্জ্বলিত থাকিত।” এই সকল অভ্যাস উদগ্রমতি শ্রমশীল তাদৃশ তরুণবয়স্ক যুবাদিগের উন্নতির বিশেষ প্রতিবন্ধক হইলেও ফ্রোয়াবার্ট পরিশ্রমে বিমুখ ছিলেন না; এবং অতিশয় ইন্দ্রিয়-সুখচর্চ্চায় তাঁহার চিত্তের মালিন্য কদাপি সঙ্ঘটিত হয় নাই।

প্রসিদ্ধ আছে, যে ফ্রোয়াসার্ট বিংশতি-বৎসর-বয়ঃক্রমকালে সর্ব্বাদৌ সর রবর্ট নামুর নামা কোন উচ্চপদস্থ লোকের আদেশক্রমে কয়েক খান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; পরন্তু কিছুকাল বিলম্বে দৈব বিড়ম্বনাহেতু স্বদেশ পরিত্যাগে প্রণোদিত

হইয়া জর্ম্মনী, ওএলস, স্কট্‌লণ্ড, ও সমস্ত ইংলণ্ড রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। স্বদেশ পরিত্যাগের মুখ্য কারণ এই যে, কোন রূপবতী কন্যার পাণিগ্রহণার্থে তিনি অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন। ঐ রমণী কোন ধনাঢ্য লোকের দুহিতা ছিলেন। ফ্রোয়াসার্ট স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার তাদৃশ বিষয়-সম্পত্তি অধিক ছিল না বলিয়া পূর্ব্বকথিত কামিনী তাঁহার সহিত পরিণয়ে অসম্মতা হইয়া অন্যের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফ্রোয়াসার্ট এই ঘটনায় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ইংলণ্ডে প্রয়াণ করেন। ঐ স্থানে সুবিখ্যাত ভূপাল তৃতীয় এড্‌বার্ডের পত্নী মহারাজ্ঞী ফিলিপার অনুগ্রহ ও প্রসন্নতা লাভ করত তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষ্যের পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। উক্ত রাজমহিষী অতিশয় গুণবতী ও বিদ্যাবতী ছিলেন। তাঁহারই প্রযত্ন ও উৎসাহে অক্‌সফোর্ড নামক স্থানের সুপ্রসিদ্ধ "কুইন্‌স-কালেজ" নাম পাঠশালা সংস্থাপিত হয়। ফ্রোয়াসার্ট যাবৎ তাঁহার রাজধানী মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাবৎ নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা করত রাজমহিষীর চিত্ত রঞ্জন করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত উক্ত নৃপপত্নী তাঁহার ইউরোপভ্রমণ-কালে সমস্ত ব্যয়ের সাহায্য করেন। ফলতঃ ফ্রোয়াসার্ট কেবল উক্ত রাজমহিষীর বদান্যতা ও বিদ্যানুরাগিতা গুণে প্রণোদিত হইয়া উৎকৃষ্ট শ্রমের ফলস্বরূপ কতক গুলি উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করত অতুল্য যশোরাশির আস্পদ হইয়াছিলেন।

মহারাজ্ঞী ফিলিপার রাজসদন পরিত্যাগ করিবার পর ফ্রোয়াসার্ট স্কটলণ্ডে গমন করত কিয়ৎকাল সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন, এবং তথায় ধনি ও পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হইয়া তৃতীয় এড্‌বার্ডের পুত্র এডবার্ড যাঁহার উপাধি "কৃষ্ণ রাজকুমার" ছিল তাঁহার সহিত স্পেন রাজ্যে যাত্রা করেন। ঐ অবকাশে তিনি আর কয়েক খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তথাহইতে বাটীতে প্রত্যাগমনের পর কিছু কাল বিলম্বে তিনি মিলান নগরে গমনোপলক্ষে পুনর্ব্বার নানা রাজধানী ও জনপদ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাজ্ঞী ফিলিপার মৃত্যুশোক অতিশয় দুঃসহ হইয়াছিল। ঐ রাজ্ঞীর পরলোক প্রাপ্তির পর ফ্রোয়াসার্ট শোকসূচক এক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে হৃদয়স্থ আক্ষেপপ্রকাশক ভাবসকল চমৎকাররূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তদনন্তর ফ্রোয়াসার্ট ফ্রান্‌সদেশে গমন করেন। ঐ স্থানে কিয়ৎ দিবস অবস্থিতি করিবার পর ব্রাবাং প্রদেশের ডিউক উপাধি বিশিষ্ট অধিপতির প্রধান কর্ম্মচারির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ ডিউকের উপদেশে তিনি আর এক খানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও অতি সুললিত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উল্লিখিত ডিউকের পরলোক প্রাপ্তি হইলে গয় নামা অপর এক মান্য ব্যক্তি তাঁহার সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন।

ফ্রোয়াসার্টের মৃত্যুকাল বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পরন্তু ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে তাঁহাকর্ত্তৃক রচিত কোন ইতিহাস সন্দর্শন না হইবাতে অনেকে অনুমান করেন যে দ্বিতীয় রিচার্ডের মৃত্যুকালের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফ্রোয়াসার্ট জীবনের সর্ব্বসময়েই উৎকৃষ্টপদস্থ ভদ্র সমাজে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেন; প্রায় সকল প্রকাশ্য ঘটনাস্থলে গমন করিতেন, সুতরাং তাঁহার সমকালের সকল বিষয় তাঁহার পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তিনি ঐ সকল বিষয়ের যাথার্থ্য ও সারাংশ সংগ্রহণেও বিশেষ পারগ ছিলেন, ইহাতে তেঁহ ইতিহাস-পুস্তক-প্রণয়নের বিশিষ্ট উপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষবার ইংলণ্ডহইতে প্রত্যা-

গমনের পর তিনি তাঁহার প্রধান ইতিহাসগ্রন্থ সমাপন করেন। তাহা বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হাফেজ।
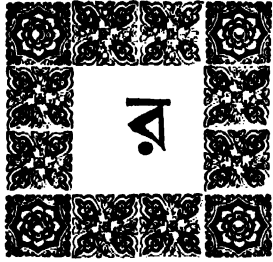
হস্য-সন্দর্ভের পূর্ব্ব দুইখণ্ডে পারশ্য দেশীয় অদ্বিতীয় কবিদ্বয় ফর্দ্দসী ও সাদীর জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে; এতৎ খণ্ডে তত্রত্য অপর এক কবির বিবরণ লিখিত হইল। ভূমণ্ডলে কালিদাস প্রভৃতি যে সকল বাগ্দেবীর বরপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ পদবীতে গণ্য, অতএব বিদেশীয় হইলেও তাঁহাদের জীবনচরিত সুধীমণ্ডলে অবশ্য আদরণীয় হইবে। প্রস্তাবিত কবির নাম শমসুদ্দীন মুহম্মদ। কবিত্ব উপাধিতে তিনি 'হাফেজ' বলিয়া বিখ্যাত, এবং তদীয় সমকালে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। তিনি শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎসময়ে মোজাফর রাজকুল ফার্সপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। বাল্যকালহইতে হাফেজ অধ্যয়নের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তৎকালে কাব্যরচনাবিষয়েও তিনি তাচ্ছীল্য করিতেন না। অপর সেই সময়ে যে সকল কাব্য প্রণয়ন করেন তাহাতে রস ও মাধুর্য্যের কোন মতে অভাব ছিল না। তাঁহার রচনা অতি সুন্দর, কোমল, ও শব্দালঙ্কারে এবং গাম্ভীর্য্যরসে শোভিত। পরন্তু তৎসমুদয় তাঁহার সামান্য গুণ বলিতে হইবে; ইহা ব্যতীত তাঁহার আর এক মহৎ ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি অনায়াসে অতি সুললিত শব্দসকল এমৎ চমৎকার রূপে প্রয়োগ করিতেন যাহা অন্য কোন কবির লেখনীহইতে সহজে নিসৃত হইত না।

হাফেজ অজ্ঞাত ও অপরিচিত অবস্থাতেই কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কারণ সম্পদশালী বা ধনাঢ্য লোকদিগের তোষামোদের পরম প্রতিদ্বেষী ছিলেন সুতরাং রাজসভায় বিচরণ করিবায় তাঁহার সদুপায় ছিল না। অপর প্রায় স্বদেশ পরিত্যাগ করত ভিন্ন দেশে প্রয়াণ করিতে অভিলাষ করিতেন না। কিন্তু কদাপি কার্য্যানুরোধে বা কোন দূরবর্ত্তী মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অল্প দিবসের জন্য বিদেশে প্রস্থান করিতে হইলে অতিশয় আক্ষেপব্যঞ্জক সঙ্গীতসকল রচনাপূর্ব্বক বন্ধুগণের নিকট পত্র লিখিতেন।

বুগদাদের অধিপতি শুলতান ইল্কানী হাফেজকে বহু ঐশ্বর্য্য দানের প্রলোভন দেখাইয়া আপনার রাজধানী মধ্যে তাঁহাকে আনয়নে সচেষ্টিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হাফেজ অল্পসুখাসক্ত ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত সমাজেই কাল হরণে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন; সেই নিমিত্ত বিলাসসঙ্কুল রাজসদন তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসন্তোষদায়ক ও বিরাগজনক ছিল, অতএব তিনি বুগদাদে গমনে অসম্মত হইয়া উক্ত শুলতানের অনুগ্রহ স্বকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার জন্য তাঁহার যশোবর্ণনবিশিষ্ট অতি সুন্দর কতক গুলি পদ্যাবলী তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা মুহম্মদ কাশিম ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে দক্ষিণ দেশের বিখ্যাত বহমণী রাজত্বের সংস্থাপক আলাউদ্দীন্ হোসেন্ শাহের উত্তরাধিকারী সুবিখ্যাত শুলতান মহমূদ বহুগুণালঙ্কৃত ও অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার সভায় পারশ্য, চীন, তাতার, তুরুষ্ক দেশস্থ বিখ্যাত পণ্ডিতগণ অর্থ লোভে সমাগত হইতেন। হাফেজের যশোল্লেখ শ্রবণাবধি তেঁহ তাঁহাকে ভারতবর্ষে আনিবার নিমিত্ত

অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রচুর অর্থ ব্যতীত তৎকালে এতদ্দেশে আগমন সহজে ঘটিত না। সেই জন্য হাফেজ তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ বিষয় শুলতানের প্রধান অমাত্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ং তদ্ব্যয়োপযোগী অর্থ সিরাজে পাঠাইয়া দেন। তদানুকূল্যে হাফেজ স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভারতবর্ষে যাত্রা করেন।

পরন্তু যৎকালে হাফেজ কাবুলদেশ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদের পারাবরোহণপূর্ব্বক লাহোরের নিকট উপস্থিত হন, ঐ সময়ে অতিমলিনবেশ পথক্লান্ত এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ ভদ্র ব্যক্তি স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে দস্যুদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার প্রাণ মাত্র বিয়োগ হয় নাই; দস্যুরা তাঁহার সঙ্গে যে কিছু অর্থ-সম্পত্তি ছিল, তৎসমুদায় অপহরণপূর্ব্বক তাঁহাকে অতিশয় দুঃখের অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। দয়ার্দ্রচিত্তে প্রণোদিত হইয়া হাফেজের সঙ্গে যে কিছু অর্থ ছিল, তৎ তাবৎ ঐ বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে প্রদানপূর্ব্বক তিনি স্বয়ং সেই দুর্বিপাকের ভাগী হইলেন, এবং তৎপর পথি মধ্যে কোন পরিচিত বণিকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে ভারতবর্ষে আগমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক ভবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। পরে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আগমনের উদ্যোগ করেন; কিন্তু পোতারোহণের পরক্ষণেই এক ঝটিকায় পোত কম্পিত হওয়াতে তিনি পোত-হইতে পলায়ন করিয়া বিদেশ-গমন-সঙ্কল্প একেবারে পরিত্যাগ করেন। পরন্তু ঐ সময়ে হাফেজ বহমণী সম্রাটের অমাত্যকে কবিতা-প্রবন্ধে এক পত্র লেখন; তৎপদ্যাবলীর কিয়দংশের আভাস যথা—

"আদৌ মুক্তালোভে তোয়ধি অতিতুচ্ছজ্ঞান হইয়াছিল; কিন্তু আমার কি ভ্রান্তি! ইহার একটি তরঙ্গের যাতনা শত মণ কাঞ্চনেও মোচন করিতে পারে না।"

হাফেজ স্বভাবতঃ এই রূপ ভীত ও নম্রশীল ও ধৈর্য্যশালী হইলেও তাঁহার সাহসিকতা ও উপস্থিত-বক্তৃতা তথা শ্লেষ-পূর্ণ বচন ব্যবহারের ক্ষমতা কোন মতে খর্ব্ব ছিল না। তিনি একদা এক সঙ্গীতে লিখিয়াছিলেন,—

"যদি সে কঠিনপ্রাণা শিরাজী যুবতী।
আমার মানস হস্তে করে শুভাগতি॥
যে আছে কপোলে তার তিল তারি লাগি।
দিতে পারি সমরকন্দ বোখারা তিয়াগি।"

অতুল খ্যাতিবিশিষ্ট দুর্দান্ত তৈমুরলঙ্গ পারশ্যদেশ জয় করিয়া হাফেজকে রাজসভায় আনয়নের আদেশ করেন। দূতেরা অবিলম্বে তাঁহাকে সভামধ্যে উপস্থিত করিলে তৈমুর তাঁহার পূর্ব্বোক্ত গীতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "আমি সমস্ত ভূমণ্ডল রুধিরে প্লাবিত করিয়া শত শত সাম্রাজ্য জয় ও বিনষ্ট করণানন্তর সমরকন্দ এবং বুখারা রাজধানীকে শ্রীসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছি; আর তুমি একটা স্ত্রীর আঁচিলের জন্য ঐ সমস্ত সমরকন্দ ও বোখারা নগর বিতরণ কর?" হাফেজ অক্ষুব্ধ ও অবিচলিত চিত্তে অবিলম্বে তৎপ্রত্যুত্তরে কহিলেন "রাজন্, ঐ রূপ দাতব্যেই আমি বর্ত্তমান দৈন্য প্রাপ্ত হইয়াছি।" ইহা শ্রবণে তৈমুর ঈষদ্ হাস্য করিয়া হাফেজকে তাঁহার পরিতোষের চিহ্নস্বরূপ উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন।

হাফেজ, সেখ আবু ইশাক্ নামা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতেন। ঐ ব্যক্তি মুহম্মদ মুজফ্ফর নামা কোন ভূপালকর্ত্তৃক নিহত হন। উক্ত নৃশংস নৃপতির পুত্র শাহ সুজা কাব্যরচনায় সুনিপুণ ছিলেন। কিন্তু হাফেজ

তাঁহার পিতৃ-বৈরির যশঃকীর্ত্তন করিতেন বলিয়া শাহসুজা হাফেজের পরম বিদ্বেষী ছিলেন। একদা ঐ রাজকুমার হাফেজের সাক্ষাতে তদীয় কাব্যের বহু নিন্দা করাতে হাফেজ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন "হাঁ, আমার কবিতা যৎ সামান্য বটে, এবং সামান্য বলিয়াই তাহা দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। আপনার কাব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তদর্থেই তাহা সিরাজ নগরের বহির্ভূত হয় না।" এইরূপ শ্লেষে শাহসুজার রোষানল অতিশয় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, পরন্তু সাক্ষাতে কোন কথা না বলিয়া তৎকালে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। কিয়দ্দিবসান্তে হাফেজের কবিতায় কয়েকটী নাস্তিকতা দোষ ধৃত করিয়া তাঁহাকে এরূপ বিপাকে নিক্ষিপ্ত করিবার অসদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যে তাহাতেই মহাত্মা হাফেজের জীবন-বিনিপাতেরই সম্ভাবনা হইয়াছিল। পরন্তু তাঁহার কোন সহৃদয় বান্ধব ঐ ব্যাপার পূর্ব্বক্ষণে তাঁহাকে বিদিত করিবায় তিনি ভাবি দুর্ব্বিপাকের খণ্ডনার্থ বিহিত উপায় অবলম্বনের অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যৌবনকালে হাফেজ মদ্য ও ললনায় অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, ইহার প্রমাণ অনেক আছে; এবং তাঁহার পদ্যাবলী আদ্যন্ত সর্ব্বত্রই মদ্য ও ললনার প্রশংসায় পরিপূর্ণ; পরন্তু তাঁহার সপক্ষেরা কহেন যে তিনি সূফীমতাবলম্বী ছিলেন, এবং সেই মতের নিয়মানুসারে "মদ্য" শব্দে "ভক্তি" ও "ললনা" শব্দে "ঈশ্বর" অর্থ করিলে তাঁহার সমস্ত কবিতা ভক্তিমার্গের প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া উপলব্ধ হয়।

শেখ এবং সুফী মতাবলম্বী প্রসিদ্ধ মানবরন্দের জীবন বৃত্তান্ত লেখক জামী নামা এক বিখ্যাত কবি তাঁহার "সদ্ভাব-সৌরভ" নামক কাব্য-গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে হাফেজ সুফীদিগের অবস্থা চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। প্রসিদ্ধ কবিবর গোলাম আলী আজাদ স্বকৃত "রাজকোষ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে হাফেজকৃত কাব্যের প্রতি সাধারণের এরূপ বিশ্বাস ছিল, যে তাহা সিদ্ধবাণী বলিয়া অনেকে মান্য করিতেন। প্রসিদ্ধ আছে যে নাদির শাহ পারশ্য ও ইরাক্ দেশহইতে আফগন জাতিকে দূরীকৃত করিয়া যখন হাফেজের শব-মন্দির-সন্দর্শনে যাত্রা করেন, ঐ সময়ে শাহ তামাসপ, আবদুরবৈজান্হইতে তুর্ক জাতিকে দূরীভূত করণার্থে তাঁহাকে অনুরোধ করেন, এবং খোরাসানস্থ প্রধানকল্প লোকেরা তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত অন্য পক্ষে আহ্বান করেন। এই উভয় অনুরোধে কোন্ পক্ষের বাক্য গ্রাহ্য করিবেন ইহা স্থির করিতে অক্ষম হইয়া নাদির হাফেজের গ্রন্থ খুলিয়া দুই চরণ শ্লোক পাঠ করেন। ঐ শ্লোকের অর্থ এই "যে সুধাময় সঙ্গীতদ্বারা তুমি ইরাক ও পারশ্য দেশ পরাভূত করিয়াছ। এক্ষণে আসিয়া বুগদাদ এবং তব্রীজ পরাজয় কর।"

এতৎপাঠে নাদিরশাহ তুর্ক লোকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করত পূর্ব্বকথিত রাজ্যহইতে তাহাদিগকে দূরীকৃত করেন। এই প্রবাদে নির্ভর করিয়া মুসলমানেরা অদ্যাপি কৃত্যাকৃত্য নিরূপণের নিমিত্ত হাফেজের পদ্যাবলী খুলিয়া যে পদ্য প্রথম দৃষ্ট হয় তাহার অর্থানুসার আচরণ করে।

হাফেজের কবিত্ব শক্তির প্রাপ্তি-বিষয়ে এক অলৌকিক আখ্যান আছে। কথিত আছে যে সিরাজ নগরে "পীরসব্জ" নামে কোন স্থানের এইরূপ খ্যাতি ছিল যে ঐ স্থানে জিতনিদ্র যুবারা চত্বারিংশৎ নিশা অবাধে জাগৃত থাকিলে সুললিত কাব্যরচনে অনায়াসেই সিদ্ধকাম হইতে পারে। হাফেজ ঐ প্রবাদে বিশ্বাস করিয়া উনচত্বারিংশৎ

দিবস ঐ স্থানে গিয়া রাত্রি জাগরণ করেন; ও প্রাতে গৃহে গমন সময়ে তাঁহার প্রণয়িনী শাখে নবাৎ নাম্নী কোন রমণীর ভবন সম্মুখবর্ত্তি পথ দিয়া গমন করিতেন। কিন্তু সে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিত না। চত্বারিংশৎ দিবসের প্রাতঃকালে ঐ ভামিনী গবাক্ষহইতে তাঁহাকে বাটীমধ্যে প্রবেশের ইঙ্গিত করিল। হাফেজ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে ঐ দিব্যাঙ্গনা ঈষদ্‌হাস্য করিয়া তাঁহাকে সংবরণ করিতে স্বীকৃত হইল, এবং সে দিবারাত্র আপন গৃহে তাঁহাকে রাখিতে আগ্রহিণী হইল; কিন্তু হাফেজ এতাদৃশ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছিলেন সে প্রত্যনুষ্ঠান ভঙ্গ করা অনুচিত বিধায়ে সে দিবস তাহার বাটী না থাকিয়া ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং যথাকালে পীরসজ্জ স্থানে জাগরণে কালযাপন করিলেন। প্রবাদ আছে যে চত্বারিংশৎ-রাত্রি-প্রভাতে হরিদ্-বস্ত্র ধারী এক জন অলৌকিক বৃদ্ধ তাঁহার নিকট আসিয়া একপাত্র অমৃত পান করাইল, তাহাতেই তেঁহ কবিত্ব সম্পন্ন হন।

হাফেজ এক পতিপ্রাণা সুরূপা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রমণী অত্যন্ত সুশীলা এবং শাতিশয় প্রশংসিত ছিলেন। হাফেজের জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তদীয়-মৃত্যু-শোকে হাফেজ স্বীয় গ্রন্থে শোকসূচক কতিপয় পদ্যাবলী লিখিয়াছেন।

হাফেজের গ্রন্থে মদ্য ও ললনার প্রশংসা বিস্তার থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শত্রুরা তিনি মোসলমান ছিলেন না বলিয়া তাঁহার যথাশাস্ত্র সমাধি দিতে নিষেধ করে; তাহাতে তাঁহার বন্ধুরা এই কহেন যে হাফেজের পুস্তক খুলিয়া এক জন অল্পবয়স্ক বালকের যে পদ্যে প্রথম দৃষ্টি পড়িবে তাহাতে নাস্তিকতা থাকিলে তাঁহারা শাস্ত্রমত সমাধির অনুরোধ করিবেন না। পরে ঐ রূপ করা হইলে একটি পদ্য ব্যক্ত হইল, তাহাতে লিখিত ছিল যে "হে ভ্রাতঃ, হাফেজের শবনিকটে আসিতে ভীত হইও না, যেহেতু যদিও সে পাপপঙ্কে নিমগ্ন আছে, তথাপি সে ঈশ্বর সন্নিধানে গমন করিবে।" এই বাক্যে তাঁহার আস্তিকতা সিদ্ধ হয়, ও সমাধি প্রাপ্তির বাধা বিনষ্ট হয়।

হাফেজের মৃত্যু-বিষয়ে দৌলত শাহ লিখিয়াছেন যে ৭৯৩ হিজরী শকে তাঁহার মৃত্যু হয়। অন্য স্থলে ৭৯১ যবন শক লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মুহম্মদ গোলান্দাম নামা তাঁহার কোন সুহৃদ্ ৭৯২ হিজরীর অব্দই ঐ ঘটনার কাল উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন অপর কতিপয় গ্রন্থকার আরও অনৈক্য সময়ের উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক হাফেজের কবর স্থিত প্রস্তর ফলকে ৭৯১ অব্দই লিখিত আছে। তাহাতে ইংরাজী ১৩৮৮ অব্দ নির্দ্ধারিত হয়।

হাফেজের মৃত্যুর পর সুলতান আবুল কাশিম বাবর দিগ্বিজয়ার্থ সিরাজ নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার প্রধান অমাত্য হাফেজের কীর্ত্তিস্তম্ভ অতি সুন্দর রূপে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন; এবং তৎপর অবধি ভূপাল ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের প্রযত্নে সময়ে সময়ে উল্লিখিত মন্দির সংস্কৃত হইয়া থাকে। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জের দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পারশ্য দেশে সমাগত হন। তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে উহা তৎকালেও অতি সুন্দর অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছিল। ঐ মন্দির সিরাজ-নগর-প্রান্তবর্ত্তি এক মনোরম্য উদ্যানমধ্যে স্থাপিত আছে।

বুঁদেলখণ্ড।

বিন্ধ্যাচলের মধ্যস্থলে কেন * নামে এক বৃহৎনদী আছে। ঐ কেন ও বেতরা নদীর মধ্যস্থিত প্রদেশ বুঁদেলখণ্ড নামে বিখ্যাত; এবং তাহা প্রয়াগ প্রদেশের অন্তর্গত।

উল্লিখিত জনপদ অতিশয় উচ্চ ও পর্ব্বতাকীর্ণ। তৎপ্রযুক্ত তত্রত্য ভূমি সম্যক্ শস্যোৎপাদিকা নহে। কিন্তু ভূধরচূড়াবর্ত্তি স্থানসকল সর্ব্ব ঋতুতেই মনোহর ও সুন্দর বৃক্ষলতাদ্বারা পরিবৃত থাকে। অজয়গড়ের অভিমুখে সমস্ত ঘাট পর্ব্বত অতিশয় ভগ্ন, তজ্জন্য তত্রত্য এক একটী পর্ব্বত অভেদ্য-দুর্গ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইহার প্রাকৃতিক সৌষ্ঠব নিবিড় অরণ্য। মুতা নদী ব্যতীত বেগবতী এবং তরঙ্গযুক্তা নদী ইহার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অত্যন্ত পুরাকালিক সুপ্রসিদ্ধ “পান্না” নামক হীরকের খনি এতৎ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। আকবরের সময়ে উক্ত খনির বার্ষিক উৎপত্তি অষ্ট লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু অধুনা তথায় অধিক হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পান্নার প্রকৃত নাম পূর্ণা। ইহা ঘাট পর্ব্বতের উপবর্ত্তী, এবং কলঞ্জরহইতে দশ ক্রোশ দূরে স্থিত। গ্রীকদেশীয় টলমী নামক গ্রন্থকার পূর্ণার অপভ্রংশে “পান্নাসা” শব্দউল্লেখ করিয়াছেন। বুঁদেলখণ্ডের প্রধান নগর দুতপুর, তেয়ারী, অজয়গড়, জয়িতপুর, কলঞ্জর, ঝান্সী, দূলতিন, এবং বিজৌর। তিন শত বৎসর পূর্ব্বেই ইহার রাজস্ব এক কোটি টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল; এবং কলঞ্জর তাহার প্রধান রাজপাট ছিল। কলঞ্জরের তুল্য সুদৃঢ় দুর্গ ভারতবর্ষে অল্প দেখা যায়। উহা প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং শৈলাগ্রে স্থিত ছিল। তথায় কালভৈরবের অষ্টাদশ হস্ত দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

পুরাবৃত্ত এই যে শ্রীরামচন্দ্রের বংশধরেরা মহা যশস্বী কীর্ত্তিমান্ পৈতৃক সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করত যুদ্ধবিগ্রহে নিয়ত তৎপর হইয়া শৌরাষ্ট্র, প্রয়াগ, হস্তিনাপুর, কনৌজ, রাজস্থান, কাশ্মীর, বারানসী, প্রভৃতি দেশ জয় করত আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কুশের বংশধরেরা “কচ্ছপ” নামে বিখ্যাত, এবং উহার অপরভ্রংশে “কচবহ” শব্দের প্রচার হয়। ঐ কচবহ বংশের একটী শাখার নাম বুঁদেলা। এতদ্বংশের আদিপুরুষ বীরসিংহ। উক্তবীর সিংহের পূর্ব্বপুরুষেরা কাশিতে কাশীশ্বর নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মহারাজা ভূধর সিংহ দুই দারপরিগ্রহ করেন; এবং কনিষ্ঠা মহিষীর একমাত্র পুত্রকে সিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক তিনি পরলোকগত হন। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির পর পূর্ব্বোক্ত তরুণ ভূপাল বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত কথিত রাজ্যসম্বন্ধে সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সৌভাগ্য ভ্রাতৃপক্ষেই অনুকুল হইল। তিনি পরাভূত হইলেন। অনন্তর প্রাচীন হিন্দুভূপালগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া বিন্ধ্যাচলের এক অরণ্যমধ্যে যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হন। তদনন্তর পুনর্ব্বার রাজ্যাসক্ত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট এক রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার ঔরসে বীরসিংহের জন্ম হয়। এই বীরসিংহ ভূপালের বংশ বিন্দুওয়ালা নামে প্রসিদ্ধ ছিল; সেই বিন্দুওয়ালা ভূপালদিগের আখ্যানহইতেই ঐ দেশ বুঁদেলখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হয়; এবং

* মেজর রেনেল অনুমান করেন যে এই নদীকেই আর্য্য বংশীয়েরা কৈলাস বলিতেন এবং পলীনি তাহার অপভ্রংশে কেন শব্দ ব্যবহৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার সংস্কৃত নাম কণা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

উক্ত দেশের রাজত্ব "হিন্দুপতি" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহা সর্ব্বদা একরাজ্য ছিল না; সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যাইত; তন্নিমিত্ত ঐ দেশের আনুপূর্ব্বিক রাজাদিগের বর্ণনা করিতে হইলে লিপি-বাহুল্য হইয়া উঠে; এই হেতু কোন কোন সময়ের ইতিহাস সম্যক্ প্রকারে বর্ণন করা হইল না। কেবল যে যে সময়ে সমস্ত বুঁদেলখণ্ড প্রদেশমধ্যে যে রাজাদিগের বিশেষ আধিপত্য হইয়াছিল তাহারই স্থূল বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

যবন-সম্রাট্-শ্রেষ্ঠ মোগলবংশাবতংশ জলালুদ্দীন্ মুহম্মদ অক্‌বরের আধিপত্যকালে এতজ্জনপদ কলঞ্জরের কিয়দংশের সহিত অহম্মদাবাদ গোহরা নামে স্বতন্ত্র উপপ্রদেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব প্রচার হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে চম্পৎ রায় নামা বুঁদেলা-বংশীয় ক্ষত্রিয়-কুলতিলক ভূপাল দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব দূরে নিঃক্ষেপ করত বুঁদেলখণ্ডের পূর্ব্বভাগে নিজ আধিপত্য সংস্থাপন করেন। তৎকাল অবধি ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপতের যুদ্ধ পর্য্যন্ত বুঁদেলখণ্ড সর্ব্বাংশে হিন্দু অধিপতিদ্বারা শাসিত হইয়াছিল।

উল্লিখিত চম্পৎ রায় কুলনন্দন নামা ভূপালের পুত্র ছিলেন। তাঁহার জন্মসময়ে দিল্লীর আসনে শাহজহাঁ বাদশাহ সাম্রাজ্য করিতেন। মহারাজা চম্পৎ রায় অত্যন্ত পরাক্রান্ত এবং প্রতাপান্বিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বকথিত সম্রাট্‌কে রাজস্ব-প্রদানে অসম্মত হইবাতে সম্রাটের অসঙ্খ্য সৈন্য বুঁদেলখণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়া প্রজাবর্গের গৃহাদি দাহন ও দুই একটা ঋদ্ধিমৎ নগর ধ্বংস করিল। তাহাতে বিক্রমকেশরী চম্পৎ রায় ভীতচিত্ত না হইয়া দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। এই যুদ্ধে উক্ত হিন্দু ভূপাল দিল্লীর সম্রাট্‌কে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব পৈত্রিক বৈরিতার পরিশোধ করণার্থে তাঁহার সহিত বিবাদারম্ভ করেন। ঐ সময়ে চম্পৎ রায়ের কোন নীচপ্রকৃতি জ্ঞাতি কথিত কীর্ত্তিমান্ নৃপতির তাদৃশ অতুল যশ ও প্রভুত্ব সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ঔরঙ্গজেবের পক্ষ হইলেন। চম্পৎ রায়ের জননী বৃদ্ধমহিষী ঐ জ্ঞাতি-বিবাদ-নিবারণ জন্য বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার দর্শে নাই। তৎপর মহারাজা চম্পৎ রায় এক গিরিসঙ্কটের নিকট যবনহস্তে নিহত হন। এবং তাঁহার পত্নী স্বামিবিয়োগে বক্ষে অস্ত্রাঘাত করত প্রাণত্যাগ করেন।

মহারাজা চম্পৎ রায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুত্র ছত্রশাল বুঁদেলখণ্ডের আধিপত্যভার গ্রহণ করেন। ছত্রশালের আধিপত্যকালে মুহম্মদ খাঁ বঙ্গস্ বুঁদেলখণ্ড আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে তিনি ফরকাবাদের এক পাঠান অধিপতি ছিলেন। তাহাতে ছত্রশাল দক্ষিণ দেশস্থ বাজিরাও পেশবার সাহায্য প্রার্থনা করেন। উক্ত বাজিরাওর আনুকূল্যেই ছত্রশাল জয়লাভ করিয়াছিলেন। পরন্তু তেঁহ লোক-লীলা সংবরণ করিবার পর ভ্রাতৃবিরোধ ও গৃহবিচ্ছেদে তাঁহার বংশধরগণ এতাদৃশ হীনপরাক্রম হইয়াছিলেন যে অন্য রাজ্যের বলবান্ ভূপতিরা আসিয়া বুঁদেলখণ্ডের রাজ্য অধিকৃত করিতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে মাধাজী সিন্ধিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ হিম্মত বাহাদুর দোআব-প্রদেশে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারহেতু গোপনে সচেষ্টিত হইয়া প্রভুকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী ছিলেন। ঐ অপরাধ প্রকাশ হইলে প্রভুর কোপহইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পেশবার "স্বর্ণপতাকার" আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎকালে পেশবার যবন-সম্পর্কীয় পৌত্র আলী বাহাদুর পতাকা-রক্ষা-কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন।

তিনি হিম্মত বাহাদুরের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রকাশ করত বুঁদেলখণ্ডের রাজাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ক্রমাগত চতুর্দ্দশ বৎসর-যাবৎ বুঁদেলখণ্ডে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া মহারাজা চম্পৎ রায়ের রাজ্যসকল ক্রমে অধিকৃত করিলেন, এবং ঐ জয়ে উন্মত্ত হইয়া পেশবার পূর্ব্ব অনুগ্রহ এককালে বিস্মৃত হইয়া আপনাকেই বড় করিয়া গণ্য করিতে সচেষ্টিত হইলেন। তাহাতে পেশবা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত তাঁহার সহিত পেশবার সন্ধি হইবার প্রস্তাব হইবাতে হিম্মত ভীত হইলেন; যেহেতু মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিবাদশান্তি তাঁহার প্রভুত্ব-নাশের কারণ হইবে ইহা তিনি নিশ্চয় জানিতেন; এই হেতু যাহাতে গৃহ-বিবাদ প্রবল হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বুঁদেলখণ্ডের প্রধান রাজপাট কলঞ্জর অধিকার-কালে আলীবাহাদুরের মৃত্যু হয়। তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শমশের বাহাদুর পুনায় ছিলেন। তজ্জন্য হিম্মত বাহাদুর তাঁহার প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শনার্থ সর্ব্বাদৌ এক বিশ্বস্ত যবনকে বুঁদেলখণ্ডের রাজপ্রতিনিধিত্বপদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিলেন। অনন্তর শমশের স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করত রাজছত্রদণ্ড গ্রহণ করেন।

পুনশ্চ, ঐ সময়ে মহারাজা যশোমন্ত রাও হুলকর পেশবার সিংহাসন অধিকৃত করাতে তথাকার রাজ্যচ্যুত মহারাষ্ট্রীয় ভূপাল বুঁদেলখণ্ডের অন্তর্গত ৩৬, ১৬,০০০ টাকার এক প্রদেশ ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিয়া বাসিন নামক স্থানে এক সন্ধি সমাধা করত হুলকরের প্রভাব লোপ-করণার্থ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দৌলতরাও সিন্ধিয়া ইহা ইংরাজদিগের ভাবি প্রভুত্ব ও আধিপত্যের মঙ্গলাচরণ আশঙ্কা করিয়া কতিপয় ভূপতিবর্গের সহযোগিতায় ইংরাজদিগের অধিকৃত দেশ দোআব আক্রমণে সমুদ্যত হইলেন; এবং বুঁদেলখণ্ডের অধিপতি শমশের বাহাদুরকে তদ্বিষয়ে আহ্বান করেন। তিনিও সেই একতা নিবন্ধনে ব্যাপৃত হন।

তদনন্তর দোআবের সংগ্রামাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে শমশের বাহাদুর শ্রবণ করিলেন যে তাঁহার ছায়ামাত্র যিনি তাঁহার সম্পৎকালে তাঁহার রাজ্যরক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া বুঁদেলখণ্ডে এক যবনকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই হিম্মত বাহাদুরই এক্ষণে ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করত বৃটিষ গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত বুঁদেলখণ্ড রক্ষার ভারগ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তিনি তাহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণে ব্যাপৃত হন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল দর্শিল; যেহেতু ইংরাজেরা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বার্ষিক চারি লক্ষ মুদ্রা বৃত্তি প্রদান করত বান্দায় অবস্থান করিতে আদেশ করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার ভ্রাতা রাজত্ব প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে দ্বিতীয় আলী বাহাদুর রাজা হইয়াছিলেন। পরন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ-কালে উক্ত দণ্ডধর বৃটিষ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার বৃত্তি রহিত করিয়া তাঁহাকে ইন্দোরে রাখা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার জীবিকার নিমিত্ত ৩৬,০০০ সহস্র মুদ্রা বৃটিষ গবর্ণমেণ্টহইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অন্যান্য ক্ষুদ্র জনপদের উত্তরাধিকারির অভাব হেতু বৃটিষ গবর্ণমেণ্টভুক্ত হইয়াছে, তত্তাবতের নাম যথা-জালোন, ঝান্সী, জয়িতপুর, এবং বুঁদী। এতদ্ভিন্ন আর কতক গুলি রাজ্য অপরাধ-জন্য অধিকৃত করা হইয়াছে। অধুনা বুঁদেলখণ্ডের মধ্যে রিবা, উর্চা, এবং সমুহর, এই কয়েকটী রাজ্যের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি নিবদ্ধ আছে।

গর্ভাগ্নিক দীপশলাকা।

আমাদিগের এই প্রস্তাবটীর নাম দৃষ্টিমাত্রে অনেকে হাস্য করিতে পারেন। শত্রুপক্ষেরা ইহাও কহিতে পারেন যে "রহস্য-সন্দর্ভের দুর্দ্দশার চরমাবস্থা উপস্থিত, এই ক্ষণে দিয়াশলাই বলিয়া দিনপাত করিতে হইয়াছে।" পরন্তু আমরা তাহাতে কোন মতে হতোদ্যম হইলাম না; কারণ এ কথার আমাদিগের একটী বিশেষ প্রত্যুত্তর আছে। মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে একটী বিশেষ সংস্কার আছে, তাহার নাম "বিবিদিৎসা;" তাহাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমরা দৃষ্টবস্তুমাত্রেরই যাথার্থ্য জানিতে সচেষ্টিত হই। ইহা অত্যন্ত শৈশবকালেই মনুষ্যমনে উৎপন্ন হয়। দুই বর্ষ বয়স্ক বালক, যাহার অন্তঃকরণে বুদ্ধির অঙ্কুরমাত্রও হয় নাই, তাহাতেও এই বিবিদিৎসা-ধর্ম্ম প্রবল দেখা যায়। তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পথিমধ্যে গমন করিলে সে ঐ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, "বাবা ওটা কি? বাবা ওটা কি?" এবং যে পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ উত্তর না পায়, সে পর্য্যন্ত নিরস্ত হয় না। যদ্যপিও বার্দ্ধক্যে ঐ ধর্ম্ম "বাবা ওটা কি?" রূপে প্রতীয়মান হয় না, তথাপি ইহা কদাপি মননীয় নহে যে উহা বার্দ্ধক্যে বর্ত্তমান থাকে না। প্রত্যুত আমাদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ ধর্ম্ম ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে। বালকের "বাবা ওটা কি?" প্রশ্নের উত্তরে লক্ষিত পদার্থের নাম বলিলেই যথেষ্ট হয়; বয়ঃস্থ ব্যক্তি নূতনদৃষ্ট পদার্থের সম্বন্ধে নাম শ্রুত হইলেই কদাপি নিরস্ত হয়েন না, তাহার উৎপত্তি ও বিবরণ

বিষয়ে অবশ্যাই অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন। ফলতঃ ঐ বিবিদিৎসা শক্তিই আমাদের জ্ঞানের এক মুখ্য কারণ; তাহা না থাকিলে কোন বিদ্যারই সৃষ্টি হইত না, এবং আমাদিগের ধর্ম্মজ্ঞানও উৎপন্ন হইত না। পশুদিগের ঐ ধর্ম্ম না থাকায় তাহারা দৃষ্টবস্তুর কোন বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করে না, সুতরাং তাহাদের পদার্থবিদ্যা নাই। মনুষ্য কোন একটী নূতন পদার্থ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, এবং যাহা জ্ঞাত হন তাহাই পরম্পরাগত হইয়া জ্ঞানের বৃদ্ধি করে। এই বিবিদিৎসা অসাধারণ আশ্চর্য্য বা চমৎকার জনক পদার্থসম্বন্ধে বিশেষ উদ্দীপ্ত হয়; এই নিমিত্ত আমরা সামান্য পদার্থাপেক্ষা অসাধারণ বা চমৎকারজনক দ্রব্যে অধিক অনুরক্ত হই; এবং ঐ অনুরাগের প্রতি নির্ভর করিয়া আমরা এই প্রস্তাব নিবন্ধনে প্রণোদিত হইয়াছি।

অত্যন্ত ইতর মনুষ্যেরাও জ্ঞাত আছে যে ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়। অরণ্যবাসী অসভ্যেরাও শুষ্ককাষ্ঠ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া থাকে, এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিমন্থন করিতেন ইহা বেদে প্রতীয়মান হইতেছে। পরন্তু সে কার্য্য প্রকৃষ্ট আয়াসসাধ্য, এক বার ঘর্ষণে তাহা উৎপন্ন হয় না; এবং যেহেতু কোন দীর্ঘায়াসে সাধ্য কার্য্য আশু চমৎকারজনক হয় না, সুতরাং কেহ তদ্বিষয়ে অনুরাগও প্রকাশ করেন না। চকমকীর প্রস্তরে ইস্পাতের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের নির্গমন আশু সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু ঐ স্ফুলিঙ্গগুলি বিশেষ প্রোজ্জ্বল হয় না বলিয়া, তথা পুরুষানুক্রমে বহুকালাবধি পুনঃ পুনঃ দেখিতে পায় বলিয়া, তাহাতেও লোকের অনুরাগ জন্মে না। পরন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত বিলাতী দিয়াশলাই-পক্ষে এ সকল আপত্তি কিছুই নাই। ইহার সৃষ্টি কএক বৎসর মাত্র হইয়াছে; ইহার এক বার মাত্র ঘর্ষণে শলাকা চমৎকার প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে; ইহার ঘর্ষণের দ্রব্য বিশেষ নিরূপিত নাই, যে কোন কঠিন পদার্থ হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; অধিকন্তু দিয়াশলাইমধ্যে ইহা যেরূপ উত্তম ও ব্যবহার-সুলভ এমত আর কিছুই নাই; সুতরাং তাহার বিবরণ উপহাসের ভয়ে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। উক্ত দিয়াশলাই ইউরোপ খণ্ডে যে পরিমাণে প্রস্তুত করা হয় তাহাতে বর্ষে দুই কোটি টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাদৃশ অর্থ এতদ্দেশের নীলের বাণিজ্যেও উৎপন্ন হয় না, এবং বিলাতে যে পরিমাণে রেশম ও চীনী এতদ্দেশহইতে প্রেরণ করা যায় তাহার সমুদয় মূল্যেও ঐ টাকা পাওয়া ভার; অতএব অর্থ-সম্বন্ধেও প্রস্তাবিত বিষয় অবহেলনীয় নহে।

বিলাতী দিয়াশলাইয়ের আধার পাইন নামক লঘুকাষ্ঠ। যন্ত্রদ্বারা তাহাকে কাটিয়া সূক্ষ্ম শলাকা প্রস্তুত করা হয়। উক্ত পাইন কাষ্ঠ এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে আনীত হইয়া থাকে, এবং দেবদারু কাষ্ঠ নামে বিক্রীত হয়। অতএব কেহ বিলাতী দিয়াশলাই বানাইতে ইচ্ছা করিলে তদভাবে নিরুদ্যম হইতে হইবে না। অপর তাদৃশ লঘু সূক্ষ্ম আশু জ্বলনশীল অনেক কাষ্ঠ এতদ্দেশে আছে, তাহাও ব্যবহৃত হইতে পারে। পরন্তু সূত্রের গাত্রে মোম লেপিত করিয়া সূক্ষ্ম বর্ত্তিকা বানাইলে তাহাতে কাষ্ঠাপেক্ষা উত্তম আধার হয়; অতএব তাহাও ব্যবহৃত হইতে পারে। বিলাতহইতে তাদৃশ বর্ত্তিকার দিয়াশলাই এতদ্দেশে অনেক আসিয়া থাকে।

ঐ রূপ বর্ত্তিকা বা কাষ্ঠশলাকা প্রস্তুত হইলে পর তাহাকে অভিপ্রেত ক্ষুদ্র পরিমাণে কাটিতে হয়। পরে কিঞ্চিৎ গন্ধক গলাইয়া তন্মধ্যে ঐ শলাকার অগ্র ডুবাইতে হয়। ইহাতে সামান্য পাঁকাটির দিয়াশলাইর ন্যায় দিয়াশলাই

প্রস্তুত হয়। অন্তঃপর একটা তাম্রপাত্রে ।১০ ছটাক জলে ৵০ ছটাক সিরিশ ঈষৎ অঙ্গারের তাপে গলাইতে হইবে, এবং তাহা দ্রব হইলে ৵১০ ছটাক "ফস্ফরস্" নামক পদার্থ, ৵০ ছটাক অতি সূক্ষ্ম বালুকাচূর্ণ, ১০ অর্দ্ধ ছটাক গৈরিক মৃত্তিকা (গেরীমাটী), অর্দ্ধ কাঁচ্চা সিন্দুর সংগ্রহ করিয়া, প্রথমতঃ ফস্ফরস্ পদার্থ ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প পরিমাণে গলিত সিরিশ মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া বিলোড়ন করিতে হয়। তাহাতে ফস্ফরস্ গলিয়া সিরিশের সহিত দ্রব হয়; পরে বিলোড়ন করিতে করিতে অপর দ্রব্যসকল সূক্ষ্ম চূর্ণাবস্থায় তন্মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিতে হয়। তাহা হইলেই মিশ্র পদার্থ প্রস্তুত হইল। পরন্তু এস্থলে বক্তব্য যে ফস্ফরস্ অতি জ্বলনশীল পদার্থ; তাহা অতি সাবধানে স্পর্শ করা কর্ত্তব্য; তাহা জলের ভিতরহইতে বাহির করিলেই জ্বলিয়া উঠে; অতএব তাহা চিমটাদ্বারা তুলিতে হইবে। তাহা চূর্ণ করিবার আবশ্যক নাই; তচ্চেষ্টা করিলে সমস্ত দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বোক্ত মিশ্র পদার্থ প্রস্তুত হইলে কুসুম২ তপ্ত এক প্রস্তরফলকে তাহা ঢালিয়া, তাহাতে প্রথমোক্ত দিয়াশলাইর অগ্র ডুবাইয়া এক উষ্ণ নিভৃত স্থানে তাহা এক বা দুই দিবস রাখিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এই প্রক্রিয়া কোন মতে কঠিন নহে, এবং এতদর্থে কোন দুর্ম্মূল্য দ্রব্যও প্রয়োজন হয় না; অতএব এরূপ দিয়াশলাই এতদ্দেশে প্রস্তুত করিবার বাধা নাই। কেবল ফস্ফরস্ দ্রব্য অধুনা ইংরাজী দোকান ভিন্ন অন্যত্র প্রাপ্য নহে; কিন্তু চেষ্টা করিলে তাহা অনায়াসে প্রস্তুত করা যায়। তাহার প্রক্রিয়া আমরা সময়ান্তরে লিখিবার অভিপ্রায় করিলাম।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"নবপ্রবন্ধ মাসিক পত্রিকা। ১ ম ভাগ, ১ ম সংখ্যা।" আমাদিগের বিবেচনায় সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ ও রহস্য-সন্দর্ভ নাম পত্রদ্বয় যে অভিপ্রায়ে প্রকটিত হইয়া থাকে প্রস্তাবিত পত্রিকা সেই অভিসন্ধিতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরন্তু উক্ত দুই পত্রের নাম পুংবোধক শব্দে নিস্পন্ন হয়; সম্পাদক তাহার উল্লেখ না করিয়া লিখিয়াছেন "যদিও দুই তিন খানি শিক্ষোপযোগী ও জ্ঞানপ্রদ পত্রিকা দৃষ্ট হয়, তাহা আবার হয় ত এমন কদর্য্য ভাষায় রচিত এবং বৃথা জল্পনায় পরিপূর্ণ যে তাহাহইতে সম্যক্ রূপে সকল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মনে জ্ঞানালোকের উদয় ও মাতৃভাষার উন্নতি হয় তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য।" কথিত দুই তিন খানি "পত্রিকা" গুলি কি তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; পরন্তু "নবপ্রবন্ধ মাসিক পত্রিকা" এই শব্দগুলি সমাস সিদ্ধ কি বিশেষ্য বিশেষণভাবে আছে, গ্রন্থকারের মনে তাহার অস্থিরতা দৃষ্টে আমরা বোধ করি স্ত্রী পুংশব্দের ভেদ জ্ঞানাভাবে "পত্রিকা" শব্দদ্বারা সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বোক্ত পত্রদ্বয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকিবেন।

অপর সম্পাদক প্রাচীন হিন্দুদিগের শাস্ত্রানুসারে কি নব্য ইউরোপীয় শাস্ত্রের মতানুসারে, কি যখন যে রূপ ইচ্ছা হইবে তদনুরূপ, বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশ দিবেন, তাহারও স্থির হইতেছে না; যেহেতু তেঁহ "মরুত" নামক প্রস্তাবে অক্সিজিন নাইট্রোজিন প্রভৃতি ইংরাজী শব্দের অনুবাদে "অম্লজন" "যবক্ষারজন," প্রভৃতি শব্দদ্বারা ইংরাজী মতে বায়ুর বিবরণ লিখিয়া, "গর্ভ" নামক প্রস্তাবে প্রাচীন সংস্কৃত মতে "স্বেদহইতে যাহাদের জন্ম হয় তাহারা স্বেদজ কৃমি কীট ইত্যাদি"

অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছেন; অথচ ইহা বলা বাহুল্য যে কৃমি কীট-মাত্রেই অণ্ড-হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎসমুদায় কোন মতে স্বেদহইতে উদ্ভূত হয় না, এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞদিগকে তাদৃশ উপদেশ দেয় সে মিথ্যোপদেশক। পরন্তু সম্পাদক রচনাকার্য্যে ও পত্রসম্পাদনে নূতনব্রতি; অভ্যাসদ্বারা ও সদুপদেশ সাহায্যে তাঁহার পটুতা লাভের সম্ভাবনা আছে এই বিবেচনায়, তথা বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্যোতক গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র যত অধিক হয় ততই মঙ্গলের চিহ্ন বিবেচনায়, অভিনব পত্রের দোষ গুণের বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া আমরা তাহার অনুমোদন করিলাম।

২। "সধবার একাদশী। প্রহসন।" শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্রের "বিয়েপাগলা বুড়োর" সমালোচনে আমরা তাঁহার হাস্যরসোদ্দীপন ক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রহসনে মিত্রজ সেই ক্ষমতার অপর এক অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালী উভয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন বর্ত্তমান সম্প্রদায়ের যুবকগণ, যাঁহারা কলিকাতায় বর্ত্তমান অবস্থা ও কোন কোন ধনাঢ্য পরিবারের ইতিহাস জ্ঞাত আছেন তাঁহারা, ইহার পাঠে যৎপরোনাস্তি প্রহসিত হইবেন, সন্দেহ নাই। অপর ইহাতে নিমচাঁদ নামক এক ব্যক্তির বর্ণনায় গ্রন্থকার যে সম্যক্ চাতুর্য্যের প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবশ্য সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় হইবে। আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রন্থকার তাঁহার নব্য রচনায় অশ্লীলতা-বিষয়ে সাধবান হয়েন নাই; তন্নিমিত্ত তাঁহার গ্রন্থ পাত্রবিবেচনা করিয়া সমর্পণ করিতে হয়। উপলক্ষ গল্পেরও আরম্ভ কি শেষের বিশেষ নির্দ্দেশ নাই। পরন্তু তাহার যে স্থান পাঠ করা যায় তাহাই সম্পূর্ণ আহ্লাদজনক বোধ হয়। গ্রন্থের নিদর্শনস্বরূপে নিমচাঁদের অনুতাপবাক্য এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

হা! জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করিছি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরাহস্তে নিপাতিত কল্যে? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ করেছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু মুদিত করেন; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুম্বন করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা কর্ত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখ্‌লে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন; যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখ্‌লে মুখ ফিরিয়ে বসেন; শাশুড়ী আমায় দেখ্‌লে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন; শালী শালাজ আমায় দেখ্‌লে হাঁসেন—দাঁতে মিসি মধুর হাঁসি। তুমি কে, চাও কি, কাঁদো কেন?—আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই; কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে এক দিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুন্‌তে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা! আমার নেসা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বেস্ দেখ্‌তে পাচ্চি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি করেছে, কুরঙ্গনয়নী কার্য্যান্তরব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্ত ভাগে বিজন স্থানে করকপোল হয়ে ভাবনা প্রবাহে ভাসমানা আছেন, আলুলায়িত কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার গায় মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে, কেহ আসচে কি না এক এক বার মুখ ফিরুয়ে দেখ্‌ছেন।—মদ কি ছাড়বো! আমি ছাড়ুতে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সেকালে ভুতে পেতো এখন মদে পায়—ডাক্ ওঝা, ডাক্ ওঝা, ঝাড়ুয়ে আমার মদ ছাড়ুয়ে দেক্—আমি সুরধনী সভায় নাম লেখাব, কারো কথা শুনবো না;

সভাপতি খুড়ো মদের গঙ্গাময়রা, গঙ্গাময়রা ভূত ছাড়াতে পারে, সভাপতি খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে—বাবা, ভুতের ওজা আপনি সব খেয়ে বলে ভুতে খেয়ে গিয়েছে, দেখ বাবা তুমি আপনি খেয়ে যেন আমাদের দোষ দিও না। এত কালের পর সভায় নাম লেখাব? গোকুল বাবু হবো? ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, অসভ্য, নির্দ্দয়, সে দিন দরওয়ান দিয়ে আমাকে বাড়ী হতে বার করে দিয়েছে।

৩। "বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত।" তর্করত্ন মহাশয় পাঠকদিগের অপরিচিত পাত্র নহেন। তাঁহার "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" ও "রত্নাবলী" তাঁহাকে এক জন প্রাজ্ঞ নাট্যলেখক বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াছে; অতএব তাঁহার নূতন রচনা বিষয়ে আমাদিগের অধিক বর্ণন আবশ্যক রাখে না। পরন্তু গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তব্য যে বহুবিবাহের দোষোদ্ঘোষণ নাটকের উপযুক্ত বিষয় নহে; তাহার বর্ণনে যে সকল কথার উল্লেখ করিতে হয় তাহা নাটকে সহৃদয়তার ব্যাঘাত করে; আর তাহা ত্যাগ করিলে প্রকৃত দোষের পরিহারপূর্ব্বক সামান্যের অবলম্বন করা হয়, সুতরাং উভয় পক্ষেই ব্যাঘাত; এবং তর্করত্ন মহাশয় অনেক চতুরতা প্রকাশ করিয়াও তাহার সম্যক্ অপনয়ন করিতে পারেন নাই। তাঁহার নাটকের প্রথম ভাগে গবেশ বাবুর দ্বিতীয়-বিবাহোপলক্ষক প্রস্তাবটী ব্যর্থ হইয়াছে; তাহার সহিত দ্বিতীয় প্রস্তাবের কোন সংশ্রব নাই; সুতরাং তাহা গ্রন্থহইতে বহিষ্কৃত করিয়া ফেলিলেও দ্বিতীয় প্রস্তাবের কোন হানি ঘটে না। অপর তৃতীয় অঙ্কের মধ্যভাগে প্রস্তাবের বিচ্ছেদ কি প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহাও আমাদিগের উপলব্ধি হয় না। পরন্তু প্রথম প্রস্তাবটী পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট প্রস্তাবে উদ্দেশ্য বিষয়ের অত্যুপযুক্ত বর্ণন হইয়াছে। ঐ বিষয়ের স্থূল বিবরণ এই যে গবেশ নামা কোন অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তি এক নূতন বিবাহ করিয়া প্রথম স্ত্রী ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে অত্যন্ত অবহেলা করিত। সেই প্রযুক্ত সুবোধ নামা তাহার ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক পুত্র গৃহত্যাগ করিয়া লখণৌ নগরে প্রস্থান করে; ও প্রথম স্ত্রী বাটীর পার্শ্বে এক পর্ণ-কুটীরে অত্যন্ত ক্লেশে দিনযাপন করিত। ইতোমধ্যে এক দিবস ছোট স্ত্রী জ্যেষ্ঠা সপত্নীকে কহে যে তাহার পুত্রের মরিবার সংবাদ লখণৌহইতে আসিয়াছে; তাহাতে সে একেবারে হতাশ ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং পরে ঐ শোকেই তাহার মৃত্যু হয়। ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ছোট স্ত্রী স্বামাকে স্ববশ করিবার অভিপ্রায়ে কোন ঔষধ সেবন করায়; তাহাতে তাহার উদরে কোন বিশেষ রোগ হইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর মৃত্যুর দিবস তাহারও কাল হয়। অপর ঐ দিবসে ঐ জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর পুত্র লখণৌহইতে প্রত্যাগমন করত পিতা ও মাতার বিয়োগের সংবাদ পাইবা মাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে তাহারও মৃত্যু হয়। এই ব্যাপার অতি পরিপাটীর সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে, এবং ইহার বর্ণনে তর্করত্ন মহাশয় আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। এতাদৃশ সকরুণব্যক্তি অল্প আছেন যাঁহারা ঐ বর্ণন পাঠে সজল-নয়ন না হয়েন। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা একটী বর্ণন এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতেই আমাদিগের অভিপ্রেত ব্যক্ত হইবে।

"সুবোধ। (সবিষাদে) অ্যাঁ, তবে কি আমার মা নাই? (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

"সুধীর। (ত্রস্তভাবে) এ কি? এ কি? সুবোধ, ও সুবোধ, অমন করে্য পড়্লে কেন? আঁ! ওঠ, ওঠ। এ কি? মূর্চ্ছা হলো না কি?—তাই তো, মূর্চ্ছাই যে হয়েছে দেখ্ছি। কি করি এখন? (চতুর্দ্দিক অবলোকন ও বস্ত্রদ্বারা ব্যজন) মূর্চ্ছা হবে আশ্চর্য্য কি? আমি এই জন্যেই এতো যত্ন কচ্ছি-

লেম, বলি আপাততঃ ক্ষণকাল যদি না শুনিয়ে রাখ্‌তে পারি। কিন্তু সেটা হযে উঠ্‌লো না। আহা মাতৃবৎসল, একে মাকে স্বপ্নে দেখেই ব্যাকুল হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে আস্‌চে, তাতে একটু বিশ্রাম করাতেও পার্‌লেম না। হুঁঃ, এ সকল কথা কি শোনাতে হয়? মনই জান্‌তে পারে। মাতৃ-বাৎসল্য কি সাধারণ সামগ্রী? যেখানেই যাওনা কেন, গিরিদরী, নদ নদী, বিপুল মরুভূমি, ব্যবধানই থাক, যেখানেই থাক, মাতৃস্নেহ অলক্ষিত রূপে সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সে স্নেহ-শৃঙ্খল ভঙ্গ কেউ কি কখনো কর্‌তে পারে? সুবোধ বাবু, ও সুবোধ বাবু—উহুঁঃ (শিরশ্চালন) এখনো চৈতন্য হয় নাই, কি করি? আহা! লখণৌতে গিয়ে রয়েছিলেন, এখানে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে, কেউ সংবাদ দেয় নাই, তবু অন্ততঃ স্বপ্নেও সেই অমঙ্গলের কথা জান্‌তে পেরেছে, শোণিত সম্বন্ধের এমনি মহীয়সী শক্তিই বটে। সুবোধ—সুবোধ—বাবু-ওঠ-ওঠ।

"সুবোধ। (চৈতন্য পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস, কিঞ্চিৎ পরে সরোদনে) মা—মা—আমি কি আর তোমাকে দেখ্‌তে পাবো না! মা বল্যে ডাক্‌তেও পাবো না! মা বলা কি আমার জন্মের মত ঘুচ্‌লো! মা—আমি যে তোমাকে স্বপ্নে দেখে এত ব্যাকুল হয়ে আস্‌চি, তা আর কি আমাকে তুমি দেখা দেবে না! এই জন্যেই কি স্বপ্নে জন্মশোধ দেখা দিতে গিয়েছিলে! মা—তেমন মিষ্ট কর্যে সুবোধ বল্যে আর আমাকে কে ডাক্‌বে! এত স্নেহ আমাকে কে কর্‌বে! মা—আমার প্রতি তোমার কতই আকিঞ্চন ছিল; আমি যখন হই নাই, ঈশ্বরের নিকটে সন্তানের নিমিত্তে কতই প্রার্থনা করেছিলে; আমাকে গর্ব্ভে ধারণ কর্যে কতই ক্লেশ পেয়েছিলে; কিন্তু আমি ভূমিষ্ঠ হলে আমাকে দেখেই সে সকল দুঃখ বিস্মৃত হয়ে গিছিলে! পুত্র প্রসব কর্‌লেম বল্যে তোমার কতই সন্তোষ জন্মেছিল, অনন্যমনা হয়ে আমার লালন পালনে প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিদণ্ডে, এবং প্রতিক্ষণে, তুমি কতই বা ব্যাকুল হয়েছিলে; আমার শরীরের সঙ্গেই তোমার আনন্দ বৃদ্ধি পেয়েছিল! আমার অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সংস্কারের দিনগুলি তোমার কি আনন্দময় হয়েছিল! আমি পীড়িত হলে তোমাকে পীড়িতের ন্যায় ব্যবহার কর্‌তে হতো; আমি ক্ষণকাল নয়নের অগোচর হল্যে তুমি বৎসহারা গাভীর ন্যায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়্‌তে: আমি ভোজন কর্‌লেও ভোজন করাতে যত্ন কর্‌তে; সুস্বাদু সুমিষ্ট সামগ্রী আমি না খেলে তুমি তৃপ্ত হতে না; সংসারে সাপত্ন্যদুঃখে দিবানিশিই দগ্ধ হতে, কিন্তু আমাকে দেখ্‌লেই তোমার সে সকল ক্লেশ দূর হতো! মা—তোমার এত স্নেহ আমার প্রতি ছিল, আমি তোমার কি কর্‌লেম? কিছুই কর্‌তে পার্‌লেম না! মা—তুমি আমাকে কেন গর্ব্ভে ধারণ করেছিলে? কেনই বা এত কষ্ট পেয়ে আমাকে প্রতিপালন করেছিলে? আমি অতি অকৃতজ্ঞ, আমি অতি নরাধম, আমা-হতে তোমার কিছুই হলো না, মৃত্যুকালে চখে এক বার দেখতেও পেলেম না! হা! আমার কি হলো! মা আমার কোথায় গেল! এত দিনে আমি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হলেম! (দীর্ঘ নিশ্বাস ও ক্ষণ বিলম্বে) পণ্ডিত মোশাই, মায়ের আমার কি পীড়া হয়েছিল? পীড়া হলে কি কোন চেষ্টা হয় নাই? পিতা কি চিকিৎসক দেখান্ নাই? কোন ঔষধ সেবন করান্ নাই? সুশীলও কি নিকটে ছিল না? সুশীলকেও কি মায়ের নিকটে এসে দেওয়া হয় নাই? কেউ কি আমার মায়ের শুশ্রূষা করে নাই? মা কি আমার দীনদুঃখিনীর ন্যায় প্রাণত্যাগ করেছেন? মৃত্যুকালে মা কি আমাকে সুবোধ বল্যে ডেকেছিলেন? কিছু বলেছিলেন?"

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩৩ খণ্ড

গুজরাটের ইতিহাস।

বিক্রমাদিত্যের বহুকাল পূর্ব্বে যে সময়ে সূর্য্যবংশীয় কুল-প্রদীপেরা কুরুক্ষেত্রের মহা-সঙ্গ্রামানল প্রজ্বলিত করত আত্মীয়বর্গের রুধিরে ধরণীকে আপ্লাবিত করিয়াছিলেন, তাৎকালিক গুজরাটের নৃপতিবংশের ইতিহাস মহাভারতে প্রচারিত আছে। কুরুপাণ্ডবের সমরানল নির্ব্বাণ হইবার কিয়ৎকাল পরে তদ্দেশে অপর ভূপালবর্গেরা আধিপত্য বিস্তৃত করেন; এবং তাঁহারা গুজরাটের দক্ষিণ বিভাগে সৌরাষ্ট্র-দেশে রাজপাট স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার সবিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সমস্ত নৃপতিরা যদুবংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তৎকালে মিশরদেশীয় বণিকেরা ঐ গুজরাটদেশে বাণিজ্য করিত, তাহা ঐ যদুবংশের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে এক প্রমাণ বলিয়া গণনা করা হয়; কেননা মিসরীয় বণিকেরা ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রাচীন সময়ে গুজরাটদেশস্থ ঐ যদুবংশীয় নৃপতি-বৃন্দের সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিল। জনশ্রুতি আছে, উক্ত যদুবংশের লোপ হইবার পর ঐ দেশে বাক্ত্রীয় রাজাদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে বিক্রমাদিত্যের জন্মিবার প্রায় ডের শত বৎসর পূর্ব্বে ডিমিট্রিয়স্ ও মিনান্দর নামক দুই জন বাক্ত্রীয় ভূপাল গুজরাট রাজ্যে আধিপত্য করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ভূপালের নামাঙ্কিত মুদ্রা ঐ দেশে খ্রীষ্টাব্দের ২৫০ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরন্তু পশ্চিমদেশীয় বাণিজ্য এ দেশে প্রচলিত থাকাতেই কথিত মুদ্রা প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। ফলতঃ তৎপর অন্য হিন্দু রাজার আধিপত্য হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্বংশীয় ভূপতিরা সিংহ বা শাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন; এবং তাঁহারা সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। তাঁহাদিগের প্রধান রাজপাট সীহোর (সিংহনগর?) নামে বিখ্যাত ছিল। উক্ত সিংহবংশীয় নৃপতিরা বাহুবলদ্বারা প্রায় নব্য বোম্বাই প্রদেশের সমস্ত স্থান গুজরাটের অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ইতিহাসবেত্তারা বিভাবনাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে লঙ্কাদ্বীপে ঐ সিংহবংশোদ্ভূত রাজাদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইবাতে উহা ঐ সিংহবংশ-

হইতে সিংহল-দ্বীপনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিংবদন্তী আছে যে মহাসমুদ্রবর্ত্তি অপর দ্বীপেও উক্ত সিংহবংশীয় রাজারা বাহুবল বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পরে প্রসিদ্ধ মালব দেশের গুপ্তবংশীয় পৃথিবীপালগণ শাহদিগের রাজত্ব লোপ করিয়া উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষে মহা আধিপত্য স্থাপন করেন।

গুজরাটে উক্ত গুপ্তবংশীয় ভূপালগণের রাজত্ব অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল, কারণ উক্ত বংশের দ্বাদশটী ভূপালের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত থাকিলেও ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে আর একটী রাজত্বের উদ্ভব হয়, ইহা মানিত হইতেছে। তাহা বল্লভী-রাজত্ব বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল; এবং উক্ত নামে তাহার অতিপরাক্রান্ত রাজপাট সোমাদ্রি পর্ব্বতের অধিত্যকায় সংস্থাপিত ছিল।

৩১৯ ইংরাজী বৎসর অবধি সপ্ত শত অব্দ পর্য্যন্ত বল্লভী-রাজত্ব স্থায়ী হইয়াছিল। তৎপর সূর্য্যবংশীয় শিশুদিয়া ভূপালগণ গুজরাট দেশ অধিকৃত করেন। উল্লিখিত শিশুদিয়া বংশীয় ভূপালদিগের আধিপত্য সমস্ত গুজরাট এবং কচ্ছদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হুয়ান্ থসাং নামক চীন-দেশীয় ভ্রমণকারী উল্লিখিত ভূপালবৃন্দের আধিপত্যকালে গুজরাটে আগমন করিয়াছিলেন। তেঁহ তদ্দেশের সম্পদ্ ও আধিপত্যের বিষয়ে অতিশয় প্রশংসাবাদদ্বারা এতদ্বংশের যশঃকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি গুজরাট-রাজ্যে ঐ শিশুদিয়া-ভূপালবর্গের কীর্ত্তিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। যদিও তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা শৈব ছিলেন, তথাপি উক্ত বংশের শীলাদিত্য রাজার আধিপত্যকালে অর্থাৎ ইংরাজী পাচ শত অব্দে উল্লিখিত রাজবংশের ধর্ম্মান্তর হইবার কথা শ্রুত হওয়া যায়। জনশ্রুতি আছে যে পূর্ব্বোক্ত শীলাদিত্য মহীপাল আপন কৌলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়েরা বহুকাল পর্য্যন্ত জৈন ছিলেন।

জৈনদিগের মতে ঈশ্বরের চতুর্ব্বিংশতি অবতার তীর্থঙ্করনামে খ্যাত হয়। তাঁহারা ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করণানন্তর সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানদ্বারা জৈনদিগের মত ও বিশ্বাসের মূল মন্ত্র প্রচার করেন। ঐ চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করগণের মধ্যে মহাবীর শেষ অবতাররূপে ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করেন; এবং যিসস খ্রীষ্টের জন্মের ষট্ শতাব্দীর পূর্ব্বে তেঁহ মর্ত্ত্যলীলা সংবরণপূর্ব্বক পরলোক গত হন। তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রারম্ভকাল নিরূপিত করা হয়। কালক্রমে বৌদ্ধেরা হতবল হইয়া উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষহইতে তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে এবং সিংহলদ্বীপে গিয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করে। ইংরাজী দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত মত ভারতবর্ষে প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছিল। পরন্তু জৈনেরা গুজরাট, মহিসূর, আবু, প্রভৃতি স্থানে মহা সমৃদ্ধির সহিত বাস করিয়াছিল। উপরোক্ত শীলাদিত্য ভূপাল জৈনমত-গ্রহণানন্তর গির্ণার ও শত্রুঞ্জয়ের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন দেবালয় সকল পুনর্নির্ম্মাণদ্বারা উল্লিখিত দুইটী নগর সুশোভিত করিয়াছিলেন। "রাসমালা" নামক গ্রন্থে শত্রুঞ্জয় অতিপ্রাচীন মহাতীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গ্রীকদিগের আয়োনা এবং হিন্দুদিগের বারাণসী যাদৃশ পবিত্র স্থান বলিয়া বিখ্যাত, জৈনেরা কথিত নগরের প্রতি তদ্রূপ পাবনতা আরোপ করিয়া থাকে। জনশ্রুতি আছে যে জৈনেরা উক্ত স্থানের অবিনাশিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করে না, এবং কহে যে সৃষ্টি রসাতল গত হইলেও ঐ তীর্থ বিনষ্ট হইবে না। জৈনেরা দেবালয়-নির্ম্মাণে

অত্যন্ত প্রযত্নশীল। তাহাদিগকৃত দেবালয়সকল অত্যুৎকৃষ্ট সুচিত্রিত মর্ম্মর প্রস্তরদ্বারা রচিত হয়; এবং ঐ সকল দেবালয় প্রায় পর্ব্বত-শিখরাগ্রে সংস্থাপিত হইয়া থাকে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে সুদীর্ঘ দেয়াল বিনির্ম্মিত হয়। জৈন দেবের নিকট দিবা রাত্রি রৌপ্যপ্রদীপ দীপ্যমান থাকে, জৈনোপাসকেরা কদাচ তাহা নির্ব্বাণহইতে দেয় না।

সপ্ত শতাব্দীতে বল্লভী-বংশের লোপ হইলে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গুজরাট দেশে কোন ভূপালই কুশলে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। ঐ সময়ে প্রকৃত অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল; এবং গৃহবিবাদেরও অপ্রতুল ছিল না। অবশেষে জয়শেখরদেব ও তদীয় ভার্য্যা রূপসুন্দরী, এবং রাজপত্নীর সহোদর সুরপাল, এই কয়েক জনহইতে তাঁহাদিগের রাজ্যের শেষ ও তাহার অপত্যহইতে পুনশ্চ অপর এক দৃঢ় রাজ্যের সূত্রপাত হয়। জয়শেখরদেব প্রাচীন চৌর-বংশীয় ছিলেন। উক্ত চৌর-বংশীয় নৃপতিগণ প্রসিদ্ধ সোমনাথ দেবের মন্দিরের নিকটবর্ত্তি দেববন্দর নামক স্থানে বহুকাল আধিপত্য করিয়াছিলেন।

একদা কোন দিগ্‌বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ সৌরাষ্ট্র দেশ অকারণে সহসা আক্রমণ করিবায় উক্ত ভূপাল জয়শেখর আপন রাজপাট পরিত্যাগপূর্ব্বক রম্ননামক হ্রদের নিকট পলায়ন করিয়া তথায় প্রাচীন বল্লভী-সেনাদল সঙ্গ্রহ করত দুর্জ্জয় যবনসৈন্যের আক্রমণহইতে আপনাদিগকে রক্ষা করেন। তৎকালে দক্ষিণ দেশে অতিবিখ্যাত শোলাঙ্কীবংশীয় ভূপালেরা অত্যন্ত যশস্বী এবং তেজোবন্ত ও পরাক্রান্ত ছিলেন। ভ্রমণশীল কবিদিগের নিকট তাঁহারা জয়শেখরের দুরবস্থার বিবরণ শ্রবণ করত তাঁহার পঞ্চাসুর রাজপাট আক্রমণ করেন। ভূপাল ঐ আসন্নবিপদ্দৃষ্টে সুরপালের প্রতি রাজ্ঞীকে স্থানান্তর করণের আদেশ প্রদান করত ঐ যুদ্ধে শত্রুদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। রাজ্ঞী তৎকালে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; আপন ভ্রাতা সুরপালের সমভিব্যাহারে সেই অবস্থাতেই অতিব্যস্তে বিচিত্র রাজপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক বনাভিমুখে প্রস্থানপরায়ণা হইলেন। এ দিগে শোলাঙ্কী রাজা পঞ্চাসুর অধিকৃত করত গুজরাট দেশে আধিপত্য স্থাপন করিলেন।

অনন্তর রাজমহিষী বনমধ্যে এক রাজকুমার প্রসব করত শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া ভ্রমণ করিতে২ এক জৈন সিদ্ধের আশ্রমে উপস্থিতা হইয়া তাঁহাকে পিতাসম্বোধনপূর্ব্বক আশ্রয় যাচ্ঞা করেন, এবং যাবৎ সহোদরের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ না হয় তাবৎ ঐ সিদ্ধের আশ্রমে অবস্থিতি করিতে প্রণোদিতা হইলেন। সিদ্ধ রাজপুত্রকে অসাধারণ লক্ষণাক্রান্ত দর্শনে তাঁহার বনরাজ নাম রাখিয়াছিলেন, এবং অতিযত্নের সহিত তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

অতঃপর গির্ণার পর্ব্বতের অরণ্যমধ্যে সুরপালের সহিত বনরাজের সাক্ষাৎ হয়। বনরাজ তরুণ অবস্থায় মাতুলের সহিত মিলিত হইয়া বৈরি নির্যাতন-জন্য যুদ্ধে যাত্রা করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তৎকালে তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম বলিয়া সুরপাল তৎপ্রস্তাবে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু বনরাজের অল্প-বয়ঃক্রমকালেই পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ হৃদয়ে জাগ্রৎ হইবাতে তিনি হস্তে তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক মাতুলের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন; "এই অস্ত্রে শত্রুদিগের শোণিতপাতদ্বারা যদ্যপি পিতৃলোকের তর্পণ করিতে পারি তাহা হইলেই আমার রাজপুত্র-কুলে জন্ম সার্থক হইবে। আর ইহাতে যদি অকৃত কার্য্য হই, তাহা হইলে সঙ্গ্রাম-

ক্ষেত্রে দেহপাতনদ্বারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করিব। ইহাহইতে পরম সৌভাগ্য আর কি আছে যে পিতার শোণিতের পরিশোধ-গ্রহণার্থ আমার কলেবর সঙ্গ্রামে নিপাত হইবে।” সুরপাল বালকের এতাদৃশ দুঃসাহসিকতার কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এরূপ সাহস এবং বীর্য্যশীল না হইলে ক্ষত্রিয়কুলের পৌরুষই বা কি? অতঃপর সস্নেহে বনরাজের মস্তক স্পর্শ করত ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বনরাজ পিতৃবৈরনির্য্যাতন-বিষয়ে সর্ব্বাদৌ সুসিদ্ধ হইবার কোন উপায় করিতে পারেন নাই। কিন্তু তৎকালেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, শত্রুপক্ষের প্রভাব হত করিয়া যে সময়ে রাজা হইবেন, সেই সময়ে তাঁহার কোন হিতার্থিনী শ্রীদেবীকে তাঁহার মস্তকে অভিষেকের তৈল মুক্ষণ করিতে দিবেন; তাঁহার এক সহচর চম্পাকে অমাত্য করিবেন; এবং অনহিল নামক সহচরের সম্মানার্থ নিজ রাজপাট তন্নামে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু যাবৎ পঞ্চাশত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি নিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হইয়া সময়ে সময়ে আপনাকে অসীম বিপৎসাগরে অভিভূত করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর ৭৪৩ ইংরাজী অব্দে শোলাঙ্কীর বিশাল আধিপত্য বিনষ্ট করত গুজরাটের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার জননী রূপসুন্দরীর শোকাবসান করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে গুজরাটের প্রাচীন রাজপাট অনহিলবারা, পূর্ব্বোক্ত বনরাজ ভূপাল ৭৪৩ ইংরাজী অব্দে মিত্রের স্মরণার্থে স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অনন্যভক্ত মিত্র গুজরাটের প্রধান অমাত্যক হইয়াছিলেন, এবং বনরাজের অভিষেকের সময়ে ক্ষত্রিয়-কৌলিক-প্রথানুসারে শ্রীদেবী রাজার মস্তকে তৈল-বিমক্ষণ দ্বারা অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিল। অনন্তর বনরাজ কিয়ৎকাল সাম্রাজ্য-সুখানুভব করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার আধিপত্যকালে ইজেপ্ট, আফরিকা ও আরব দেশের সহিত গুজরাটের বাণিজ্যের বিশিষ্টরূপে উন্নতি হইয়াছিল। তৎসমকালিক যে সকল প্রাচীন দেবালয় বর্ত্তমান আছে তাহার গাত্রে অদ্যাপি বনরাজের নাম অঙ্কিত আছে।

বনরাজের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মহারাজা যোগরাজ পিতার আসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। উক্ত মহীপাল বিদ্যা এবং বীরত্ব এতদুভয় গুণেই অলঙ্কৃত ছিলেন। তৎকালে পশ্চিম দেশবর্ত্তী যবনেরা তাঁহার রাজ্যাপহরণের নিমিত্ত সিন্ধুনদের তীরে আসিয়া বারংবার তদীয় সাম্রাজ্য আক্রমণে উদ্যোগী হইয়াছিল। পরন্তু যবনেরা যত বার গুজরাট আক্রমণ করিয়াছিল, যোগরাজের সেনাদল তত বার তাহাদিগকে পূর্ব্ব কথিত নদীর ধারহইতে দূরীকৃত করিয়া দিয়াছিল।

মহারাজা যোগরাজের পরলোক প্রাপ্তির পর ক্ষেমরাজ, শ্রীভক্ত, শ্রীবীর, এবং রত্নাদিত্য এই ভূপাল চতুষ্টয় খ্রীষ্টীয় ৮৪৯ বৎসরহইতে ৯১৫ বৎসর পর্য্যন্ত গুজরাটের সিংহাসনে অবিরোধে সাম্রাজ্য করেন। তৎকালে গুজরাট-সাম্রাজ্য এতাদৃশ ঋদ্ধিমন্ত হইয়াছিল, যে আরব-দেশস্থ ভ্রমণকারীরা মহারাজা বনরাজের বংশধরদিগের কীর্ত্তি-ঘোষণা তাঁহাদিগের গ্রন্থে বাহুল্যরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রত্নাদিত্যের পর সামন্ত সিংহ গুজরাটের রাজা হইয়াছিলেন। উক্ত ভূপাল দক্ষিণ দেশের প্রাচীন শোলাঙ্কী-বংশীয় ৩ টী রাজকুমারকে স্বদেশমধ্যে আশ্রয় প্রদানদ্বারা জীবন রক্ষা করেন। শত্রুর প্রতি এতাদৃশ অনুকম্পামাত্র প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না; উল্লিখিত ভ্রাতৃগণের মধ্যে

সর্ব্বজ্যেষ্ঠের সহিত আপন ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং একদা মদ্যপানে মত্ত হইয়া তদ্গর্ভজাত ভাগিনেয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, কহিয়াছিলেন। ঐ ভাগিনেয়ের নাম মূলরাজ। তেঁহ রাজ্যলোভে উন্মত্ত হইয়া মাতুল ও তাঁহার বংশীয় সকলকে নিহত করণানন্তর মাতৃকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে ৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট-দেশের চৌরবংশীয় ভূপালবৃন্দের আধিপত্য শোলাঙ্কী ভূপালদিগের হস্তে পরিগত হইয়াছিল।

কিন্তু মূলরাজ মাতুলের প্রাণ সংহার করিয়া কুশলে রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই; যেহেতু ঐ দুষ্কৃতির অব্যবহিত পরেই অজমীর ও তৈলঙ্গের ভূপালগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। তাহাতে গুজরাট দেশ কোন্ পক্ষের হস্তে নিপতিত হইবে তাহা নিশ্চিত ছিল না। পরিশেষে বহু-যুদ্ধ-বিপ্লবের পর মূলরাজই জয়লাভ করিয়াছিলেন।

এই রূপে তিনি শত্রুদিগের আক্রমণহইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া গুজরাট দেশে বৃহৎ বৃহৎ কতকগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তন্মধ্যে রুদ্রমালা নামে অতি প্রকাণ্ড একটা মন্দির অদ্যাপি সরস্বতী-নদী-তীরে বিদ্যমান আছে। ঐ স্থান সিদ্ধাপুর নামে খ্যাত; এবং "তথাহইতে স্বর্লোক এক হস্ত দূরবর্ত্তী" এই রূপ সকলের বিশ্বাস আছে। অনন্তর মূলরাজ জুনগড় ও কচ্ছ দেশের রাজাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করত দক্ষিণ দেশের রাজার সহিত পুনর্ব্বার এক সংগ্রাম উপস্থিত করেন। রাসমালা-নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে কচ্ছ দেশহইতে নর্ম্মদা ও ইন্দ্রাদ্রি পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাদৃশ অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াও জীবনের শেষ দশায় সুখস্বচ্ছন্দে আয়ুঃক্ষয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার শেষাবস্থায় তাঁহার মাতুলের প্রাণঘাতনরূপ পাপ তাঁহার মনে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হইয়াছিল। অতএব তিনি ধর্ম্মচর্চ্চায় চিত্তাভিনিবেশ করত বৈরাগ্যভাবে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে মনের তৃপ্তি না হইবাতে আপন অধিকারে প্রত্যাগমন করেন; এবং বিবিধ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান ও আপন পুত্রকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক পুনঃ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন।

৯৯৭ ইংরাজী অব্দে তদীয় পুত্র চামুণ্ডদেব সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। পরন্তু ধর্ম্মানুরাগবশতঃ রাজ্যের প্রতি অল্পমাত্র সময় বিনিযোগ করত অবশিষ্ট কাল পারত্রিক চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রসিদ্ধ আছে যে মহারাজা চামুণ্ডদেব ও তাঁহার পুত্র দুর্লভরাজ অল্পকাল রাজ্য ভোগ করিয়া আশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপথে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু ১০২২ খ্রীষ্টাব্দে যৎকালে পাশ্চাত্য যবনেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তৎকালে দুর্লভদেব কি তদীয় পুত্র মহারাজ ভীমদেব বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হয় না।

যৎকালে গুজরাট দেশ উল্লিখিত ভূপালবৃন্দদ্বারা শাসিত হয়, সেই সময়ে যবনেরা ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমায় স্বদেশ-সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক সমুদ্র-তরঙ্গবৎ হিন্দু-রাজ্য প্লাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। তৎকালে পঞ্জাবে জয়পাল নামা এক পরাক্রান্ত অধিরাজ উল্লিখিত যবন আক্রমণকারিদিগকে প্রতিরোধ করেন। পরন্তু তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর গজনমের অধিপতি মহমূদ ইংরাজী ১০০১ শতাব্দী অবধি ১০২২ অব্দ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করেন।

ফলতঃ কিছুতেইও পরিতৃপ্ত না হইয়া পরিশেষে মুলতানের অরণ্যহইতে বহির্গত হইয়া গুজরাটের সোমেশ্বর দেবের মন্দির অধিকৃত করেন। উক্ত দেবের ঐশ্বর্য্যের বিষয়ে যে সকল ইতিহাস বর্ণিত আছে তাহা শ্রবণ করিলে চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। মহমূদ তৎসকলই অপহরণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে অনহিলবারা গুজরাটের রাজপাট ছিল। মহমূদ উক্ত রাজপাট আক্রমণে সমুদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু অপোগণ্ড রাজা ভীমদেবের সৈন্যগণ তাঁহাকে এরূপ পরাক্রমের সহিত প্রতিরোধ করিয়াছিল যে তিনি রণস্থলহইতে পলায়ন না করিলে কদাচ তাঁহার জীবন রক্ষা হইত না। তাঁহার সৈন্যের অনেকেই রণস্থলে শায়িত হইয়াছিল; এবং তিনি বহুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া বহুকষ্টে পুনঃ মুলতানের অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি এক শত ষষ্টি বৎসর যাবৎ ঐ যবনেরা গুজরাট পুনরায় আক্রমণ করে নাই।

মহমূদের মৃত্যুর পরে আর্য্যাবর্ত্তের ভূপালগণ একতাবদ্ধ হইয়া যবনদিগের আক্রমণ নিবারণের প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু মহারাজা ভীমদেব নিজ-পরাক্রমের অভিমানবশতঃ তৎপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। একতাবদ্ধ হিন্দু-ভূপালগণের মধ্যে চৌহানবংশের কুলপ্রদীপ মহারাজ বিশলদেব তৎকারণে গুজরাট আক্রমণ করেন। এই গৃহ-বিবাদই মুসলমানদিগের এতদ্দেশে আধিপত্য স্থাপনের একটী বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। যাহা হউক অতি দীর্ঘকালের পর উক্ত উভয় পক্ষেই সমরে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অসংখ্য সৈন্যদিগের শোণিত-স্রোতঃ সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবাহিত হইল। মহারাজা ভীমদেব তাহা নিতান্ত অসহ্য বিবেচনা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ঐ বিবাদ-নিষ্পত্তি-সময়ে বিশল দেবের নামে এক নগর গুজরাটে স্থাপিত হইয়াছিল।

ইংরাজী ১০৩২ অব্দে ভীম দেবসোমনাথ ও অন্যান্য দেবের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত মন্দির সকল আবু ও অরাসুর পর্ব্বতে অতি আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মিত হয়; তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তদ্ভিন্ন মহারাজ ভীমদেবের মহিষী উদয়মতী রাজপুরী মধ্যে যে এক প্রকাণ্ড কূপ খনন করাইয়াছিলেন তৎকীর্ত্তি অনহিলবারা নামক স্থানে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। মহারাজ ভীমদেব পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য ভোগ করণানন্তর ক্ষেমরাজ নামা জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি রাজ্যের ভার প্রদান করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষেমরাজ পিতৃসন্নিধান পরিত্যাগে বিরত হইয়া অনুজের প্রতি তদাদেশ করণপূর্ব্বক ১০৭২ ইংরাজী অব্দে বৃদ্ধ মহারাজের অনুবর্ত্তী হইলেন। উক্ত নবীন ভূপাল করণদেব নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইতিহাসগ্রন্থমধ্যে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ ও খ্যাতির অবিশেষ প্রশংসাবাদ শ্রুত হওয়া যায়। ইনিও পৈতৃক-কুলের ধর্ম্ম প্রতিপালনদ্বারা পূর্ব্বপুরুষদিগের মুখ উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন। তিনি করণাবতী নামে এক বিশাল নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ নগর তিন শত বৎসর পরে যবনভূপালকর্ত্তৃক অহমদাবাদ নামে খ্যাত হইয়া অদ্যাপি ঐ নামে বিখ্যাত আছে।

১০৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা করণদেবের মৃত্যু হয়। তৎকালে তদীয় পুত্র সিদ্ধরাজ অতি শিশু ছিলেন। তন্নিমিত্ত রাজপত্নী মৈনুলদেবী রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার যশ ও খ্যাতি অপরাপর বীরাগ্রগণ্যা সুবিখ্যাতা রাজপুত্ররমণীদিগের সদৃশ ভুবনবিখ্যাত ছিল। তাঁহার পতিকুলের মহীপালগণ যাদৃশ পরাক্রান্ত ও অতুল-

যশস্বী ছিলেন, রাজ্ঞী মৈনুলদেবী বিবিধ প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং সুকীর্ত্তি সাধনদ্বারা তদ্রূপ প্রশংসনীয়া হইয়াছিলেন। সিদ্ধরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কীর্ত্তিসকল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গুজরাটের প্রাচীন রাজপাট অনহিলবারা নামক স্থানে সিদ্ধদেব দুইটী প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিগে সহস্রাধিক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করত ঐ নগরকে পবিত্র করেন; এবং মালব দেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করত গঙ্গার সন্নিহিত দেশাদিতেও বাহুবল বিস্তারিত করিয়াছিলেন। অতঃপর তেঁহ শ্রুত হন যে জুনগড় নামক প্রদেশে রাণীদেবী নাম্নী কোন পরমা সুন্দরী রমণী আছে; তাহার পাণিগ্রহণে তিনি উদ্যত হইয়াছিলেন। পরন্তু ঐ কন্যার সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী হইয়া রা খাঙ্গার নামা কোন যদুবংশীয় প্রধান ব্যক্তি তাহার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধরাজের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত করেন। তাহাতে যদুরাজের সৈন্যেরা পরাভূত হওয়াতে এবং রা খাঙ্গার স্বয়ং ধরাশায়ী হওয়াতে সিদ্ধরাজ উল্লিখিত কন্যাকে ধৃত করিয়া আপন বাটীতে লইয়া যাইতে সচেষ্টিত হয়েন। কিন্তু ঐ রমণী মৃত স্বামির চিতারোহণপূর্ব্বক সহমৃতা হওয়াতে সিদ্ধরাজ তদীয় স্মরণার্থ সেই স্থানে এক অপূর্ব্ব দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

রাসমালা নামক-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধরাজের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তিনি অপুত্রক থাকাতে প্রধান কল্প লোকেরা স্বর্গীয় ক্ষেমরাজের উত্তরাধিকরিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া রাজ্যভার প্রদানের অভিবন্ধি করিয়া জ্যেষ্ঠকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার রমণীরঞ্জক বেশভূষা অবলোকন করত সকলেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং দ্বিতীয় সহোদরকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলে সমাগত প্রধানবর্গ লোকেরা বিনয়বাক্যে তাঁ-

হাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ভূতপূর্ব্ব মহারাজ জয়সিংহ যে অষ্টাদশ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তাহা তেঁহ কি প্রকারে শাসন করিবেন। তাহাতে উক্ত ভূপাল প্রত্যুত্তর করিলেন, "তোমাদিগের অভিমত ব্যতীত কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিব না।" কিন্তু এই চাটু বাক্য প্রধানবর্গের কর্ণে অপ্রিয় বোধ হইবাতে তিনিও অগ্রজের ন্যায় অপদস্থ হইলেন। অতঃপর সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমারপাল সিংহাসনে আরূঢ় হইলে তাঁহাকেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করা হইল; তাহাতে তেঁহ বীরদর্পে মত্ত হইয়া গাম্ভীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক খড়্গ নিষ্কোষ করত কহিলেন, "ইহারই আশ্রয়ে আমি সকল শাসিত করিব।" বীররসোন্মত্ত প্রধানবর্গেরা তদ্দর্শনে সকলেই হর্ষাকুল হইয়া শঙ্খধ্বনি ও উৎসব করিতে লাগিলেন।

হিমালয়-পর্ব্বতস্থ নীতি নামক পার্ব্বত্য পথ।

রতবর্ষ ও চীন-দেশের মধ্যস্থলে হিমাচল দুর্লঙ্ঘনীয়-ব্যবধানরূপে স্থিত আছে। ঐ অপরিসীম উচ্চ মহাভূধর-শ্রেণীর উভয়-পার্শ্বস্থ মনুষ্যগণ ঐ গিরিবরকে অতিক্রম করত কথিত উভয়-দেশমধ্যে অনায়াসে গতায়াত করিতে সমর্থ হয় না। ভূমণ্ডলে এতাদৃশ বৃহৎ পর্ব্বত আর কুত্রাপি নাই। প্রসিদ্ধ আল্প ও কর্ডিলেরাস্ ইহার উপমার যোগ্য নহে। পয়োধির অতলস্পর্শ গর্ভ এবং হিমগিরির অতুল্য উচ্চতা উভয়ই সদৃশ। পরন্তু ঐ পর্ব্বতের উত্তরে মনুষ্যের আবাস নাই বলিয়া যে সামান্য প্রবাদ আছে তাহা অমূলক। তাহার উভয় পার্শ্বই তুল্যরূপে মনুষ্যাকীর্ণ। বাণিজ্যের অনুরোধবশতঃ ঐ পর্ব্বতের নিকটস্থ উভয় পার্শ্বের মনুষ্যের সহিত বাধ্যবাধকতা বর্ত্তিয়াছে, এবং নৈকট্যহেতু তাহারা পরস্পরের দেশে গমনাগমন করে। ইংরাজেরা হিমালয়পর্ব্বতহইতে চীনদেশে যাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বে অত্যন্ত সচেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে হিমালয় পর্ব্বতস্থ মানসসরোবর এবং বিন্দুসরোবর নামক হ্রদের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। উক্ত মানসসরোবর ও বিন্দুসরোবরহইতে কয়েকটী প্রসিদ্ধ নদী নির্গত হইয়াছে। প্রাণপুরি নামা কোন যোগী বর্ণন করেন যে মানস সরোবর হ্রদ এক উন্নত শিখরদেশে স্থিত আছে, এবং উক্ত হ্রদের উত্তর ভাগে এক গিরিকূটে মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তিব্বতদেশীয় ধর্ম্মোপদেশকগণের গ্রন্থে লিখিত আছে, যে উক্ত হ্রদহইতে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ও সীতা নদী উদ্ভূত হইয়াছে। পরন্তু প্রসিদ্ধ আছে যে গঙ্গার উৎপত্তি স্থান গঙ্গোত্রী পর্ব্বত। কোন কোন হিন্দু-ইতিহাস-রচকের মতে সরযূ ও অলকা নদী মানস সরোবরহইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হউক পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে হিমালয়ের অপর পার্শ্বে মনুষ্যের বসতি আছে। ঐ সকল মনুষ্যকে তিব্বতীয় লোক বলা যায়। তাহাদিগের সহিত চীনদেশস্থ লোকদিগের রীতি ও চরিত্রের অনেকাংশে তুল্যতা দৃষ্ট হয়; এবং তাহারা ব্রিটিষ রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্যাদি চীনদেশে প্রেরণ-পূর্ব্বক এতদুভয় রাজ্যের বাণিজ্যের সংস্রব রাখিয়াছে। কএক বৎসর হইল কাপ্তেন ব্যাটন্ সাহেব প্রায় দুই বৎসর কাল পূর্ব্বোক্ত-পর্ব্বত-প্রদেশের মধ্য দিয়া এক পথপ্রস্তুত-করণে নিয়োজিত হইয়া তৎসময়ে ঐ

স্থানের স্থূল বৃত্তান্ত সঙ্কলন করেন। তিনি যে স্থানহইতে বর্ণনারম্ভ করেন, সেই স্থান "বিষ্ণু-প্রয়াগ" নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপ্রয়াগে ধাউলী এবং অলকনন্দার মুক্তবেণী সম্পন্ন হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে পঞ্চ মহাপ্রয়াগের কথা উল্লিখিত আছে ইহা তাহারই মধ্যে একটী। কিন্তু উহা তত্রত্য "দেব-প্রয়াগ" সদৃশ মান্য নহে। অলকনন্দার অপরাভিধান বিষ্ণুগঙ্গা; তাহার কারণ এই যে উল্লিখিত নদী বৈদ্যনাথের নিকটস্থ বিষ্ণুর পাদপদ্মের নিকট-হইতে বিষ্ণুগঙ্গা নামে অবতীর্ণ হইতেছে। আশ্রমত্যাগী, অবধূত, সন্ন্যাসী, যোগী ও ব্রহ্মচারিগণ সচরাচর ঐ আশ্রম সন্দর্শনে গমন করিয়া থাকে।

বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকটস্থ স্থানাদিতে বিবিধ বৃক্ষ লতাদি জন্মে। উহার চতুর্ব্বর্ত্তি স্থানে মধ্যে২ সামান্য পল্লী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উহার আরও অধিক উত্তরের স্থান শূন্য ও ভয়াবহ বোধ হয়, কিন্তু তথায় মনুষ্যের বসবাস আছে। ব্যাটন্ সাহেব ধাউলী নদী তটে যে বর্ত্ম প্রস্তুত করেন তাহা কথিত নদীর সহবর্ত্তী হইয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। ঐ বর্ত্ম দিয়া আরও অধিক দূরবর্ত্তি উত্তরাভিমুখে আরোহণ করিলে তৎস্থলের স্বাভাবিক দৃশ্য তিমিরাবৃতবৎ নিবিড় বোধ হয়। বন্য গোলাব, দেবদারু, প্রভৃতি বৃক্ষ আর দৃষ্ট হয় না, তৎপরিবর্ত্তে ঝাউ ও দেবদারুর শাখা প্রশাখা সকল দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। ঐ বৃক্ষ ঊর্দ্ধে প্রায় নীহারের নিকট পর্য্যন্ত অবলোকিত হইয়া থাকে তদ্বিশেষ বিস্তারিত রূপে বর্ণনে উপকারের সম্ভাবনা নাই। তবে বক্তব্য যে প্রায় ৮৮৪২ হস্ত ঊর্দ্ধে একটী বৃহৎ পল্লী আছে, ঐ স্থানে লোকের অল্প বসতি নহে। তত্রত্য লোকেরা উহাকে নীতি বলিয়া থাকে। ঐ নীতির উত্তরে আর বসতি নাই; এবং ভূমি ক্রমশঃ সমুন্নত হইয়া হস্তি-শুণ্ডবৎ এককালে উন্নত চূড়া হইয়াছে; তদর্থে পর্য্যটকগণের তথায় ভ্রমণ অতিশয় দুষ্কর হয়। পর্ব্বতে আরোহণের নিমিত্ত যে এক সঙ্কীর্ণ পথ আছে তাহার, কোন কোন স্থান কাষ্ঠের পুলদ্বারা নির্ম্মিত; তাহা অত্যন্ত দুর্গম। ঐ সকল প্রদেশে যান বা দ্রব্য বহনের নিমিত্ত কেবল ছাগ ও মেষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বনিগ্গণ ঐ মেষের পৃষ্ঠে বাণিজ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া স্থানা-

স্তরে গমন করে। তাহারা ভার বহনে নিজে অক্ষম হইলে মেষের সাহায্যকে বিশেষ সৌভাগ্য বিবেচনা করিয়া থাকে; এবং মেষসকল গুরুতর দ্রব্যাদি অনায়াসে বহন করিয়া থাকে। কোন২ স্থানে পার্ব্বত্য মনুষ্যেরা বাহক পশুর কার্য্য সাধন করিয়া থাকে।

পর্ব্বতের প্রায় ১০,০০০ হস্ত ঊর্দ্ধে বায়ুর অত্যন্ত সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত শ্বাসক্রিয়ার অত্যন্ত ক্লেশ অনুভূত হয়। মুরক্রফ্‌ট সাহেব এতদ্বিষয়ের অতি ভয়ঙ্কর বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে যাইতে যাইতে এতাদৃশ সূক্ষ্ম বায়ু প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন যে, অতি কষ্টে তথায় শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিতেন। উহা বায়ুর স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা এতাদৃশ সূক্ষ্ম যে তাহার শ্বাস গ্রহণ করিলে শ্বাস বোধ হয় না, আর এক এক বার একেবারেই নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া থাকিত। দুই চারি পাদ অন্তর এই রূপ কষ্ট ক্রমাগত অনুভব করিতে লাগিলেন। নিদ্রিত অবস্থায়ও এক এক বার নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগের লক্ষণ হইত। অপর কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অধিরোহণ করিবার পর তত্রত্য ভ্রমণকালীন কঠোর শীতলতা বিশেষ অনুভূত হয় নাই। কেবল হস্ত, গ্রীবা ও বদন রক্তবর্ণ ও ক্ষত হইত এবং ওষ্ঠ ও কর্ণহইতে মধ্যে২ কিঞ্চিৎ২ শোণিত পাত হইত। অপর অন্য কোন ভ্রমণকারী কাপ্তেন বলেন যে তাঁহার মূর্দ্ধায় সাঙ্ঘাতিক বেদনায় ও নিশ্বাসবদ্ধ হেতু দশ বার হাতের পর বিশ্রাম জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কাপ্তেন ব্যাটন এতদপেক্ষা আরও অধিক ক্লেশে অভিভূত হইয়াছিলেন। যৎকালে তিনি দাপা নামক তিব্বতীয় নগরে উপস্থিত হন সেই সময়ে তাঁহার এত শীঘ্র নিশ্বাস গ্রহণ হইতে লাগিল যে অবিলম্বে তাঁহার বিয়োগ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। নীতিস্থ ভোট মনুষ্যগণ বাল্যকালহইতে উহা সহ্য করাতে তাহাদের অভ্যাস হইয়া যায়, সুতরাং উহাদিগের তাহা বিশেষ অসহ্য বোধ হয় না। দাপা নামক স্থানে প্রতি দিন প্রাতঃ এবং সায়ঙ্কালে বিদেশীয় সকলেই অতিশয় ঘননিশ্বাসে ব্যতিব্যস্ত ও মস্তকের বেদনায় অত্যন্ত কাতর হয়।

কাপ্তেন ব্যাটন্ নীতির পার্শ্বস্থ এক চূড়ায় অধিরূঢ় হইয়া দেখিয়াছিলেন যে ঐ স্থান অবিকল স্কটলণ্ডের সদৃশ লক্ষণ ধারণ করে। এবং সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য লাঙ্কাষায়রের সদৃশ অতিশয় সুন্দর। তথায় গগণ-মণ্ডলে কুত্রাপি মেঘ দৃষ্ট হয় না। এবং ঐ স্থানহইতে তিব্বত দেশ অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

কুমায়ুন-পর্ব্বত-বাসিরা বলে যে ক্রমশঃ বৎসর২ তত্রত্য গিরি পথসকল দুর্গম হইতেছে। অপিচ তাহারা পূর্ব্বে যে স্থান তরুভিদাদিদ্বারা শোভিত দেখিয়াছিল এক্ষণে সে স্থান স্তূপাকার নীহারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অক্‌টোবরহইতে মার্চ মাস পর্য্যন্ত উক্ত স্থান নিরবচ্ছিন্ন নীহারে আবৃত থাকে। বৎসরের মধ্যে প্রায় ৮ মাস ক্রমাগত পথসকল নীহারদ্বারা অত্যন্ত দুর্গম হইয়া থাকে। এবং কথিত বর্ত্ম ব্যতীত ঐ পর্ব্বতারোহণের অন্য পথ নাই। কিন্তু আগষ্ট মাসের ১৫ দিবস পর্য্যন্ত মালারীহইতে মেলাম নগর পর্য্যন্ত ও অন্যান্য স্থানাদিতে পথসকল মুক্ত হয়। ভোটবাসিদিগের সংস্কার আছে যে বায়ুর অল্প আঘাতে প্রচুর নীহাররাশি পর্ব্বত চূড়াহইতে নিপতিত হইতে পারে। অতএব তাহারা কোন বন্দুক বা বাদ্য যন্ত্রের সর্ব্বদা শব্দ করে না।

ঐ পর্ব্বতবাসিরা সরল ও নির্ব্বিবাদী। তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের প্রতিই তাহারা কৃষি কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া থাকে। বৎসর মধ্যে চারি মাস

মধ্যে তাহারা উত্তম শস্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়; এবং ঐ সময়েই পর্ব্বতবাসিরা নিম্ন স্থানে আসিয়া বাস করে। কিন্তু গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে তাহারা পুনঃ পূর্ব্ব আবাসে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কুটীর, বাগান ও পথ সংস্কৃত করিয়া লয়। ভোটজাতীয়েরা স্বভাবতঃ উগ্র; এবং তাহাদিগের পরিচ্ছদ লোমশ চর্ম্মে নিষ্পন্ন হয়। এই জাতীয়-দের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তি বন্ধু বান্ধবগণের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, এবং আমোদ প্রমোদ কালেও তাহাদিগের আমন্ত্রণ করে না। কোন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী কুমায়ুন পর্ব্বতকে আগ্নেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু মেং ব্যাটন সাহেব তাহা বিশ্বাস করেন নাই। ফলতঃ তথায় অনেক গুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে; এবং তত্রত্য লোকের মুখে ব্যক্ত হয় যে নন্দাদেবী নামক শৃঙ্গহইতে অনবরত ধূম নির্গত হয়। কিন্তু ঐ পর্ব্বত এতাদৃশ উচ্চ যে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

১। "জীবন-মৃগতৃষ্ণা। শ্রীতারাকুমার চক্রবর্ত্তি প্রণীত!"—এই পুস্তকখানি "মিরাজ আফ লাইফ" নামক একটী ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ; এবং নীতি-জ্ঞানের উপদেশ ইহার অভিধেয়। ভাষার অনুরোধে রচনার প্রাঞ্জলতা লাভের আশয়ে প্রণেতা ইংরাজীর অবিকল অনুবাদ না করিয়া অনেক স্থানে কেবল ভাবের অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অভীষ্ট অনেক অংশে সিদ্ধ হইয়াছে মানিতে হইবে। আমরা শ্রুত হইয়াছি যে তেঁহ নব্য লেখক, অদ্যাপি সংস্কৃত কালেজের ছাত্রীয় বৃত্তিতে বিনিবিষ্ট আছেন; তাঁহার পক্ষে বর্ত্তমান গ্রন্থানুবাদ অবশ্য প্রশংসনীয় মানিতে হইবে। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ দৃষ্টে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ যে আমাদিগের মতে একতা স্বীকার করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

"মরুভূমিতে ভ্রমণকালে উত্তপ্ত বালুকারাশি-দ্বারা পদদ্বয় দগ্ধপ্রায় হইলে, তীব্রতর সূর্য্যকিরণ-দ্বারা কলেবর দহ্যমান হইলে, এবং বলবতী পিপাসায় কণ্ঠতালুকা পরিশুষ্ক হইলে, যখন কক্ষস্থিতবারিপাত্রে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, অবশিষ্ট পঙ্কিল জলটুকুও শুষ্ক হইয়া পাত্রতলে ধূলিভাবে লীন হইয়া আছে; দেখিবামাত্র যখন নিরাশায় পিপাসা দ্বিগুণ বলবতী হয়, যখন একপাত্র সুবর্ণবিনিময়ে এক পাত্র শীতল জল পাইলেও সুলভ বোধ হয়; যখন মুখনাসিকানয়নাদি উদ্ধৃত ধূলি-পটলে পরিপূর্ণ হয়, যখন ঈদৃশ অসহ্য যন্ত্রণায় ভ্রমণকারীরা নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেই সময়ে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়কর ভ্রমময় পদার্থ তাঁহাদিগের নয়নপথে উপস্থিত হয়। স্পষ্ট দৃষ্ট হইতে থাকে যেন দূরে একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা রহিয়াছে, যেন তাল তমাল নারিকেলাদি চিরহরিদ্বর্ণ তরুগণ তাহার চারি ধারে মনোহর নিকুঞ্জশোভা বিস্তার করিতেছে, যেন মরকত-শিলা-সদৃশ দূর্ব্বাদলে জলসমীপ পর্য্যন্ত চারি ধার মণ্ডিত রহিয়াছে, যেন কমল কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজকুসুমের পার্শ্বে পার্শ্বে কলহংসকুল যুগল-বেশে বিহার করিতেছে, যেন তৃষিত পান্থকুলের দুর্ব্বিসহ দুঃখদর্শনে দীর্ঘিকার অন্তরাত্মা চিরকাল আর্দ্র রহিয়াছে, এবং সেই জন্যই যেন সে পবন-কম্পিত তীরতরুর পল্লবরূপ অঙ্গুলিদ্বারা পিপাসিত পথিকগণকে জল দিবার নিমিত্ত বারংবার আহ্বান করিতেছে। তদ্দর্শনে তাহারা পুলকে

প্রফুল্ল ও কিয়ৎপরিমাণে বিগতক্লম হইয়া তৃষ্ণা-নিবারণার্থ সমুৎসুকচিত্তে সত্বরপদে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কি দুঃখের বিষয়! পথিকগণ পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া যত অগ্রসর হইতে থাকে, দীর্ঘিকাদিও তত দূরে অপসৃত হইতে লক্ষিত হয়। ক্রমে পিপাসার বৃদ্ধি হয়, শরীরে নিতান্ত ক্লান্তি জন্মে, এবং চলৎশক্তি একেবারে রহিত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা হতাশ ও মুমূর্ষু হইয়া সেই অগ্নিময় বালুকারাশিতে নিমগ্ন হয়, এবং বিলক্ষণ শিখিতে পারে যে, ইহারই নাম "মৃগতৃষ্ণা।" তখন আর সে শিক্ষার কি ফল?"

২। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার আমাদিগকে অপর এক খানি পুস্তক উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহার নাম "শিবশতকং।" ইহাতে এক শত শ্লোকে তেঁহ শিবের স্তব করিয়াছেন। ঐ স্তবাবলী সুচারু হইয়াছে। শ্লোকগুলি কোমল সরল এবং সাধু; এবং ভাষা পরিশুদ্ধ বটে। এতাদৃশ শ্লোকমালা সংস্কৃত কালেজের উচ্চ শ্রেণীস্থ অধিকাংশ বালকে রচনা করিতে পারিলে কালেজের বিপুল গৌরব বৃদ্ধি হইবে। স্তবাবলী অবিমিশ্র সংস্কৃত বলিয়া তাহার বিশেষ সমালোচন বা উদাহরণ সঙ্গ্রহ করা হইল না।

৩। "মদন ভস্ম। প্রথম খণ্ড। শ্রী ভারতচন্দ্র সরকার প্রণীত।" ঢাকা কালেজে সুশিক্ষিত মহোদয়েরা সম্প্রতি মাতৃভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের আয়াসে কএক খানি অভিনব পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থগুলী পূর্ব্বাঞ্চলে জ্ঞানালোকের উষাকাল স্বরূপ এবং তজ্জ্ঞানে আমরা তাহার সমাদর করিয়াছি। বর্ত্তমান সমালোচ্য পুস্তকও ঐ শ্রেণীতে গণ্য, অতএব তাহারও সমাদর ভিন্ন প্রকৃত সমালোচন কোন মতে বিহিত বোধ হয় না। গ্রন্থের পদার্থ মহাদেবকর্ত্তৃক কামদেবের ভস্মীভূত হওন আশ্চর্য্য আখ্যান; গ্রন্থকার তাহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিন্যস্ত করিয়াছেন। পরন্তু কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের দৃষ্টান্তানুসারে কেবল পয়ারের অমিত্রাক্ষর না করিয়া নানাবিধ ছন্দ অমিত্রাক্ষরে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহা উপযুক্ত হইয়াছে, যেহেতু বাঙ্গালী ভাষায় অমিত্রাক্ষর নূতন কল্পনা; ইহার নিমিত্ত কোন্ ছন্দ বিশেষ যোগ্য তাহা অদ্যাপি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষাদ্বারা তাহার নিরূপণ হইতে পারে; এবং নব্য কবি তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পরন্তু বক্তব্য হইয়াছে যে নূতন ছন্দ রচনা ও নূতন শব্দ রচনা তুল্য নহে। এবং আসিবে শব্দের স্থানে "আগমিবে" উড়ের স্থানে "উরে" উঠে বা উদয় হয় পদের স্থানে "উদে" ও উঠেনের স্থানে "উদেনি" কোন মতে বাঙ্গালী কি অন্য কোন ভাষার শব্দ নহে। কবি তাহা কল্পিত করিয়া তাহা বঙ্গভাষার অঙ্গ করিতে পারিবেন না।